মাসুদ রানা

গুপ্ত আততায়ী

দ্বিতীয় খন্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

RIZON




Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মাসুদ রানা ৩৯৮

গুপ্ত আততায়ী

[দ্বিতীয় খণ্ড]

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7398-3

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ ২০০৯

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
e-mail. sebaprok@citechco.net
Website. www.Boi Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭১৮ ১৯০২০৩

Masud Rana-398
GUPTO ATOTAYEE
Part-II
A Thriller Novel
By Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

আটান্ন টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।

ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো *মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন *মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই? *বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত*সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট*কুউউ *বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার*হামলা *প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা*বেনামী বন্দর *নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ*শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা*অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যুআলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন-সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন *প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা *অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী*দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ *রক্তপিপাসা*অপচ্ছায়া*ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি*কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল*মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া *টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি *ধ্বংসের নকশা*মায়ান ট্রেজার*ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি*দুর্গম গিরি*মরণযাত্রা*মাদকচক্র*শকুনের ছায়া*তুরুপের তাস*কালসাপ*গুডবাই, রানা *সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড়*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে*শয়তানের দোসর *নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ*কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু*মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা*মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা!*দেশপ্রেম*রক্তলালসা*বাঘের খাঁচা*সিক্রেট এজেন্ট*ভাইরাস X-99*মুক্তিপণ *চীনে সঙ্কট*গোপন শত্রু*মোসাদ চক্রান্ত*চরসদ্বীপ*বিপদসীমা*মৃত্যুবীজ*জাতগোক্ষুর *আবার ষড়যন্ত্র*অন্ধ আক্রোশ*অশুভ প্রহর*কনকতরী*স্বর্ণখনি*অপারেশন ইজরাইল *শয়তানের উপাসক*হারানো মিগ*ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত*সবুজ সঙ্কেত*অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা*গহীন অরণ্য*প্রজেক্ট X-15*অন্ধকারের বন্ধু*আবার সোহানা*আরেক গডফাদার*অন্ধপ্রেম*মিশন তেল আবিব*ক্রাইম বস*সুমেরুর ডাক *ইশকাপনের টেক্কা*কালো নকশা*কালনাগিনী*বেঈমান*দুর্গে অন্তরীণ*মরুকন্যা *রেড ড্রাগন*বিষচক্র*শয়তানের দ্বীপ*মাফিয়া ডন*হারানো আটলান্টিস*মৃত্যুবাণ *কমান্ডো মিশন*শেষ হাসি*স্মাগলার*বন্দি রানা*নাটের গুরু*আসছে সাইক্লোন *সহযোদ্ধা*গুপ্ত সঙ্কেত*ক্রিমিনাল*বেদুঈন কন্যা*অরক্ষিত জলসীমা*দুরন্ত ঈগল *সর্পলতা*অমানুষ*অখণ্ড অবসর*স্নাইপার*ক্যাসিনো আন্দামান*জলরাক্ষস *মৃত্যুশীতল স্পর্শ*স্বপ্নের ভালবাসা*হ্যাকার*খুনে মাফিয়া*নিখোঁজ*বুশ পাইলট *অচেনা বন্দর*ব্ল্যাকমেইলার*অন্তর্ধান*ড্রাগলর্ড*দ্বীপান্তর*গুপ্ত আততায়ী।

এক

‘এয়ার টু আলফা অ্যাণ্ড বেকার,’ স্যাণ্ডার্স বলল। আড়াই হাজার ফুট উপরে রয়েছে সে, পুবদিকে যাচ্ছে। এখনও প্রায় স্টল স্পিডেই চলছে তার সেসনা।

‘আলফা বলছি।’

‘বেকার কোথায়?’

‘ও, হ্যাঁ। আমিও এখানে আছি। একজন জবাব দিচ্ছে দেখে ভাবলাম...

‘ভাবাভাবির কাজটা আমাকেই করতে দাও। আমি যা বলি, তোমরা শুধু সেইমত কাজ করো। ঠিক আছে?’

‘ইয়েস, সার,’ বলল বেকার।

‘ওকে। মন দিয়ে শোনো। ওরা তোমার চার মাইল সামনে আছে। পঞ্চাশ মাইল স্পিডে চলছে। রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশ নেই। এই মুহূর্তে সামনের দিকে ফুল স্পিডে ছুটতে শুরু করে দাও তোমরা। আমি তোমাদের ওপর নজর রাখছি। যখন গতি কমাতে বলব, তখন পঞ্চান্নতে নামিয়ে আনবে। ওরা যেন বুঝতে না পারে তোমরা তুফান বেগে ধাওয়া করছ। ডু ইউ রিড মি?’

‘ইয়েস, সার।’

‘তা হলে শুরু করছ না কেন, ড্যামিট!’

‘ইয়েস, সার।’

‘মাইক অ্যাণ্ড চার্লি, তোমরা যেমন চলছিলে চলতে থাকো। তোমাদের রেসে যোগ দেয়ার দরকার নেই। ওরা তোমাদের

দিকেই যাচ্ছে। আর চার মিনিটের মধ্যে ইন্টারসেপ্ট করতে পারবে তোমরা। আলফা আর বেকারকে ওদের কাছাকাছি নিয়ে আসছি আমি। তারপর তোমাদেরকে অ্যাকশনে যেতে হবে। মাইক, ইউ রিড মি?'

'ইয়েস, সার।'

পিক-আপ ট্রাকের পিছনের রাস্তায় নজর বোলাল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। দুটো বড় সেডান কম করেও একশ' মাইল গতিতে ছুটে যাচ্ছে ধীরগতির নীল ট্রাকটার দিকে। টায়ারের তাড়নায় ঘন ধুলোর মেঘের সৃষ্টি হয়েছে ওগুলোর লেজে। গাড়ির পিছন পিছন ছুটছে, পিছনটা প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে ধুলোর মেঘে। ট্রাকের সঙ্গে নিজেদের ব্যবধান কমিয়ে আনছে সেডান দুটো।

'ওহ্, আমি রক্তের গন্ধ পাচ্ছি!' বিড় বিড় করে বিকারগ্রস্তের মত বলল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। 'মৃত্যুর গন্ধ পাচ্ছি!'

যেন এটাই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

'ওহ্, দেখার মত একটা দৃশ্য, আলফা! তুমি আর সঙ্গীরা দু'দিক থেকে শত্রুর দিকে এগিয়ে চলেছ, এখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমি। ওকে, এবার স্লো করো তোমরা। মাইক, তুমি আর চার্লিও গতি কমাও। ভদ্র গতিতে চলতে থাকো। পঞ্চান্ন মাইলের বেশি না। ওকে, আর দু'মিনিট বাকি আছে। মনে রেখো, তোমরা সবাই একযোগে আক্রমণ শুরু করবে।'

একটা গাড়ির রেডিও অন হলো। মাইকের বাটন ডাউন হয়ে গেছে হয়ত কোনও কারণে। অদ্ভুত সমস্ত আওয়াজ কানে আসতে লাগল স্যাণ্ডার্স জুনিয়রের। মনে হলো খামচাখামচি করছে কেউ, একই সঙ্গে টেলিভিশন সেট অফ-অন করা হচ্ছে অনবরত।

একটু পর বোঝা গেল বিষয়টা। মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আসলে। শুষ্ক, কাঁপাকাঁপা। যুদ্ধের উন্মাদনায় আছে পেইড কিলারের দল, অজান্তেই ভোঁশ ভোঁশ করে দম নিচ্ছে-ছাড়ছে।

অস্ত্র কক আর লক করছে গুলি করার প্রস্তুতি হিসেবে।

ওদিকে ঘটনার আকস্মিকতায় একটু যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে জন নিউম্যান। নিজের উপর থেকে কিছুটা যেন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। আবার সেই গোলাগুলি...

'থামতে বলছ?' কাঁপা গলায় বলল সে। 'নাকি গাড়ি ঘোরাব?'

'কিছুই করতে বলিনি তোমাকে,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'চুপচাপ ড্রাইভ করে যাও। গতি বাড়াবে না, কমাবে না। মনে করো যুদ্ধে আছ। আমাদের পেছন থেকে দুটো গাড়ি তেড়ে আসছে। ধুলো দেখতে পাচ্ছি। সামনেও আছে গাড়ি। না থেকেই পারে না। বাজি ধরে বলতে পারি, ওই প্লেনটা এই দুই টিমকে আকাশ থেকে কো-অর্ডিনেট করছে। ...মনে হচ্ছে জবর লড়াই হবে।' শেষের বাক্যটা প্রায় বিড়বিড় করে বলল ও।

'কী হবে?'

জবাব দিল না ও। ব্যস্ত। ভাব করল যেন সিটে হেলান দিয়ে আরাম করে বসতে যাচ্ছে। কিন্তু জন বুঝল, খাড়া হয়ে থাকা ঊর্ধ্বাংশের প্রোফাইলে পরিবর্তন না ঘটিয়ে সিটের পিছনে হাত বাড়িয়ে কিছু একটা বের করছে ও। নজর রিয়ার ভিউ মিররে। পিছনের তেড়ে আসতে থাকা গাড়ি দুটোকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখন। কাছে চলে আসছে দ্রুত। ঘাড়ের উপর এসে পড়ল বলে।

'এসব ক্ষেত্রে প্রথম ও একমাত্র রুল হচ্ছে: আড়াল নাও, কিন্তু আত্মগোপন কোরো না,' বলল রানা। 'একটু পর থামতে বলব। ঠিক যা যা বলব করবে। তারপর প্রথম সুযোগেই গাড়ি থেকে নেমে যাবে। সামনে তোমার দিকের হুইল আর ইঞ্জিন ব্লকটার আড়ালে বসে পড়বে মাটিতে। নইলে কিন্তু ওদের প্রথম রাউণ্ডের ধাক্কায় পিক-আপ ট্রাকের সঙ্গে তুমিও ঝাঁঝরা হয়ে

যাবে।’

জনের কপালে ঘাম ফুটতে দেখল রানা। ‘আমাকে কিছু একটা দাও!’ বলল সে। ‘কিছু একটা অস্ত্র। বিনা যুদ্ধে মরতে চাই না আমি। একটা কিছু... ’

‘শান্ত হও। তুমি যা ভয় করছ, তার কিছুই ঘটবে না। ওদের চেয়ে অনেক ভাল পজিশনে আছি আমরা। ওরা ভাবছে, ওদের দলে অনেক মানুষ। আমাদেরকে ধরা আর মারা কোনও ব্যাপারই নয়! ধৈর্য ধরো। দেখো, কী অবস্থা হয় ওদের।’

অল্প কথায় বুঝিয়ে দিল রানা জনের ভূমিকা।

প্রচণ্ড গরমে ধূলিময় রাস্তা থেকে ওঠা কাঁপা কাঁপা, অদৃশ্য ধোঁয়ার মধ্য থেকে প্রথমে একটা গাড়ি উদয় হলো সামনে। তার পরপরই আরেকটা। সামনেরটা কালো রঙের বড়সড় একটা পিক-আপ ট্রাক, জায়গায় জায়গায় তোবড়ানো বডি। আর পিছনেরটা সেডান। মাঝখানে পঞ্চাশ গজের মত দূরত্ব রেখে এগিয়ে আসছে।

রিয়ার ভিউ মিররে তাকাল জন। পিছনের দুটো অনেক কাছে এসে পড়েছে ইতোমধ্যে। তবে চলার মধ্যে কোনও হুড়োহুড়ির ভাব নেই ওগুলোর, স্বচ্ছন্দ গতিতেই আসছে। প্রথম সেডানে তিন বিশালদেহীকে দেখা গেল। মেরুদণ্ড খাড়া করে বসে আছে। মাথা ছাত ছুঁই ছুঁই করছে সবার।

‘ওদের দিকে একভাবে তাকিয়ে থেকো না,’ বলল রানা। যা খুঁজছিল, পেয়ে গেল। আস্তে করে সামনে এনে জিনিসটা কোলের উপর রাখল। আড়চোখে তাকাল জন। জিনিসটা কারবাইন, রুগার মিনি-১৪। রানার পায়ের কাছে রয়েছে একটা পেপার ব্যাগ। ব্যাগ থেকে আরও কিছু একটা বের করল ও। .৪৫ অটোম্যাটিক। ওটা কোমরে গুঁজে রেখে ব্যাগের ভিতরটা হাতড়াতে লাগল রানা।

অনেক কষ্টে চোখ সরিয়ে সামনের দিকে দৃষ্টি ফেরাল জন।

এসে পড়েছে কালো পিক-আপ। মাঝে আর বোধহয় সিকি মাইলও নেই। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পৌঁছে যাবে।

'গেল কোথায়?' উত্তেজনায় ফ্যাসফেঁসে শোনাল রানার কণ্ঠ। ব্যস্ত হয়ে ব্যাগের তলা হাতড়াচ্ছে। 'এর মধ্যেই তো...'

মাসুদ রানা ভয় পেয়ে গেছে! ভাবল জন। ব্যাপারটা যমদূতের মত আগুয়ান গাড়িগুলোর চাইতেও বেশি আতঙ্কিত করে তুলল ওকে। কী খুঁজছে রানা?

ওদিকে স্যাণ্ডার্স জুনিয়র বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে নীচের দৃশ্যের দিকে। তার মাস্টার প্ল্যান কেমন করে কার্যকর হয়, তা দেখার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় আছে। এ ধরনের মিশনের সাফল্য নির্ভর করে সঠিক টাইমিঙের উপর, এবং তার মতে তার হিটারদের টাইমিংটা হয়েছেও দারুণ।

সামনের ট্রাকে আছে টিম লিডার, আরমান্দো সোকারাস। তার পিছনের চার্লিতে আছে তিনজন হিটম্যান। সামনের দিক থেকে ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল গতিতে নীল পিক-আপটার দিকে ছুটে যাচ্ছে ও দুটো। ওদিকে আলফা আর বেকারও পিছনদিক থেকে নিয়ন্ত্রিত গতিতে এগিয়ে চলেছে, মাঝের নীল পিক-আপ ও নিজেদের মধ্যেকার ব্যবধান কমিয়ে আনছে ক্রমে।

প্ল্যান অনুযায়ী লিডারের কালো ট্রাক মাসুদ রানার পিক-আপকে ধাক্কা মেরে রাস্তার উপর থামিয়ে দেয়ার সময় ওদের থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে থাকবে অন্যরা।

'তোমাদের অগ্রগতি চমৎকার হচ্ছে, আলফা-বেকার,' বলল স্যাণ্ডার্স। 'মাইক, তোমার গতিও ঠিক আছে।'

এইবার পেয়েছি তোমাকে, ভাবল সে। লম্বা করে দম নিল। টের পাচ্ছে ব্লাড প্রেশার একটু একটু করে বাড়ছে।

এই যে... মারিসল কিউবান লিড নিতে শুরু করল।

'ওকে, মুচাচোস (নওজোয়ান)!' বলল জুনিয়র। 'এবার খুব

সাবধানে, ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করো। আলফা, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি। দারুণ হচ্ছে সবকিছু। প্ল্যানমতই হচ্ছে। যার যার অস্ত্র কুইকলি ডাবল চেক করে নাও শেষবারের মত। ম্যাগাজিন ঠিকমত বসিয়েছ কি না, বোল্টস্ লক আছে কি না, সেফটি অফ করা আছে কি না দেখে নাও। ওকে? গুড!'

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। রানার নীল পিক-আপটা যেন প্রচণ্ড শক্তিশালী এক চুম্বক। বাকি চারটে গাড়ি ওটার টানে সাঁ সাঁ করে ছুটছে সেদিকে।

একটা প্রশস্ত, সমতল অংশে এসে পড়েছে ওরা। রাস্তা এখানে কিছুদূর সোজা গিয়ে ক্রমে উঁচু হয়ে উঠে গেছে। রাস্তার দুই পাশে বেশ গভীর খাদ, দুই কিনারা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বামনাকৃতির সাদা ওকের সারি। তুষারের আঘাতে প্রায় ন্যাড়া। পাতাবিহীন, শুকনো।

'এই যে, পেয়েছি!' স্বস্তি ফুটল রানার কণ্ঠে। ব্যাগের তলায় শেষ পর্যন্ত জিনিসটা খুঁজে পেয়েছে ও। একটা লম্বা, অর্ধচন্দ্রের মত জিনিস। কার্ভড্ ম্যাগাজিন ওটা, ভিতরের কার্ট্রিজগুলোর আগা লাল রং করা। ট্রেসার বুলেট! আগুন লাগাতে ওস্তাদ।

ক্ল্যাক! শব্দে জায়গামত বসে গেল ম্যাগাজিন, বোল্ট টানল রানা। দেখে ওকে যতই রিল্যাক্সড় মনে হোক, হাত চলছে দ্রুত।

'এম-ওয়াননাইনসিক্স বল ট্রেসার,' আপনমনে বলল রানা। যেন নিজেকে শোনাচ্ছে।

বারবার রিয়ার ভিউ মিরর ও সামনের দিকে তাকাচ্ছে রানা। চেহারায় উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা নেই। আছে শুধু সতর্কতা। চরম মুহূর্ত যত ঘনিয়ে আসছে, ততই শান্ত, ধীর আচরণ করছে ও।

'ঠিক আছে, জন, প্ল্যানের শেষটুকু শুনে নাও; মন দিয়ে শুনবে। সামনের ওই কালো ট্রাকটা আমাদেরকে সামনাসামনি

ধাক্কা মারতে আসছে। ওটা কয়েক গজের মধ্যে এসে পৌঁছলেই তুমি...

স্যাণ্ডার্স জুনিয়র দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে আকাশে। নীচের রাস্তায় আঠার মত সেঁটে আছে তার নজর, হাইলি পেইড অ্যাটাক গ্রুপের চমৎকার কোরিওগ্রাফ্ড্ অ্যাকশন দেখার জন্য। একই সঙ্গে গতি বাড়িয়ে বাঁ দিকে একটু একটু সরে যাচ্ছে সে। ঘটনাস্থল সামনে রেখে চারদিকে ঘুরে ঘুরে চোখ বোলানোর ইচ্ছে। যাতে কিছু মিস না হয়।

'বুঝতে পেরেছ সব?' বলা শেষ হতে প্রশ্ন করল রানা। ম্যাগাজিন ভর্তি ব্যাগটা তুলে দিল জনের হাতে। 'কিছু অস্পষ্ট থাকলে...

'না। বুঝেছি!'

'ওকে। তা হলে গেট রেডি!'

পঙ্গু হলে কী হবে, মেরিন ছিল জন একসময়। ঠাণ্ডা মাথায় পালন করে গেল সে রানার নির্দেশ। কালো ট্রাকটা হঠাৎ কোনাকুনি ভাবে ধেয়ে এল নীল পিক-আপের দিকে। এসে পড়ছে, পূর্ণিমার চাঁদের মত বিশাল একটা হেডলাইট আর ফেণ্ডার ওদের উপর হামলে পড়বে এখনই।

ঠিক পাঁচ সেকেণ্ড আগে কড়া ব্রেক কষল জন, ধুলোর উপর দিয়ে ছেঁচড়ে কয়েক ফুট এগোল ওদের পিক-আপ। অন্ধকার হয়ে গেল চারপাশ। থেমে দাঁড়ানোর আগেই ক্লাচ চেপে ঝট্ করে ব্যাক গিয়ার দিয়েই পিছনে ছুটল জন। সেই সঙ্গে বন বন করে বামদিকে ঘোরালো স্টিয়ারিং হুইল। চলে এসেছে রং সাইডে।

ওদিকে একেবারে নিশ্চিত ধাক্কাটা এখনও কেন লাগছে না

ভেবে কেমন তাল হারিয়ে ফেলল ট্রাকের ড্রাইভার। সামনেটা হঠাৎ করে ধুলোর মেঘে ছেয়ে যাওয়ায় পিক-আপের কোনাকুনি ভাবে পিছিয়ে যাওয়া ঠাহর করতে পারেনি। গুঁতো মারবার জন্য গোঁয়ারের মত ট্রাক নিয়ে এগিয়ে গেল সে আরও সামনে। দেখতে পেল না, খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে আবার থেমে ফার্স্ট গিয়ার দিয়েছে নীল পিক-আপ। তারপর কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধুলোর মধ্য দিয়ে দ্রুত ট্রাকের পাশ কাটিয়ে সামনের সেডানের দিকে ছুটতে শুরু করল ওটা হাঁ হাঁ করে।

আকাশ থেকে মন্ত্রমুগ্ধের মত দ্রুত ধাবমান গাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল স্যাণ্ডার্স। নীল পিক-আপের কয়েক গজের মধ্যে এসে পড়েছে আরমান্দোর কালো ট্রাক। এখনই লাফিয়ে পড়বে ঘাড়ের উপর। চোখ সরাতে পারছে না সে। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে তার পরিকল্পনা।

কিন্তু মনে হচ্ছে কিছু একটা বিচ্যুতি...

সব কিছু এত দ্রুত ঘটতে শুরু করল... আর এত ধুলো, এত বেশি ধুলো যে কিছু...

সেডান চালক এরকম কিছু আশা করেনি। সামাল দেয়ার কথা তার মাথায় আসার আগেই ধাম করে ওটার উপর আছড়ে পড়ল নীল পিক-আপ। ভাঙচুরের ভয়াবহ শব্দ আর ধুলোর মেঘে গোটা এলাকা ঢাকা পড়ে গেল। সংঘর্ষে দুটো গাড়িই রাস্তার উপর ঘুরে গেল আড়াআড়ি ভাবে।

কালো ট্রাকের ড্রাইভার কিছু দেখতে পাচ্ছে না। পিক-আপটাকে মিস করে ওটার তৈরি ধুলোর মেঘে ঢুকে পড়ায় পথের দিশা হারিয়ে ফেলেছে। কোন্‌দিকে যাবে বুঝতে না পেরে একটু আগে দেখা পিক-আপটার অবস্থান লক্ষ্য করে হুইল ঘুরিয়ে দিয়েছে

ড্রাইভার। কিন্তু ওটা নেই সেখানে। নিজের ট্রাকটা রাস্তা থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে টের পাওয়ামাত্র উল্টোদিকে গাড়ি ঘোরাতে গেল সে হুড়োহুড়ি করে। প্রায় ঘুরেই গিয়েছিল, কিন্তু অল্পের জন্য ব্যর্থ হলো।

শেষ মুহূর্তে রাস্তার বাইরে চলে গেল ডান পাশের চাকা। একদিকে ঝপ্ করে আট-দশ ইঞ্চি কাত হয়ে গেল ট্রাক। ওটাকে রাস্তায় তোলার মরিয়া চেষ্টা করল ড্রাইভার। কিন্তু কাজ হলো না। পিছনের ক্যারিয়ার খালি বলে বিশেষ জায়গায় গুঁতো খাওয়া ষাঁড়ের মত কিছুক্ষণ বেকায়দা লাফ-ঝাঁপ করল ওটা। তারপর একটা পাথর ডিঙাতে গিয়ে দড়াম করে মাটি কাঁপিয়ে আছড়ে পড়ল রাস্তার পাশে।

ওদিকে জন থামল না। সেডানটাকে ঠেলে-গুঁতিয়ে পিছিয়ে নিয়ে আসছে, কালো ট্রাকটা যেখানে কাত হয়ে পড়ে আছে সেই দিকে। ধুলোর মেঘ আরও ঘন হচ্ছে মাথার উপর। আরও বিস্তৃত হচ্ছে। ক্রমাগত ধাক্কা আর ঝাঁকি খেয়ে কয়েক ধাপে চলে এল সেডান কালো ট্রাকের দশ গজের মধ্যে।

ওই কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অনেক কিছু দেখা হয়ে গেল জনের। চোখের সামনে সেডানের হতভম্ব, বেকায়দায় পড়ে খাবি খেতে থাকা লোকগুলোকে অসহায় রাগে ছটফট করতে দেখল সে। বিস্ময়ে হাঁ করে তাকেই দেখছে লোকগুলো। কী করবে বুঝতে পারছে না। শত্রু একেবারে হাতের নাগালে, অথচ কত দূরে! যেন আরেক পৃথিবী থেকে এসেছে। লোকগুলোর মুখ নড়ছে অনবরত, বোঝা গেল গালি দিচ্ছে মা-বাপ তুলে।

এত কিছু ঘটে গেল মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে।

যা বলা হয়েছিল করেছে জন নিউম্যান। মাসুদ রানা আর কী যেন বলেছিল? তখনই কানের পাশে তার চাপা হুঙ্কার শুনল সে। 'আউট!'

নির্দেশটা দিয়েই এম-১৪ নিয়ে নেমে গেছে রানা। ধুলোর

মেঘে ঢুকে পড়েছে। সে-ও সিট বেল্ট খুলে লাঠি হাতে পিছলে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। শেষ সময়ে ব্যাগটার কথা মনে পড়তে থাবা দিয়ে ওটাও তুলে নিল। বেশ ওজন ব্যাগটার। ভিতরে অনেকগুলো লোডেড ম্যাগাজিন আছে, ঝাঁকি লাগায় পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগছে।

কিছুই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না প্লেন থেকে। সিনেমায় ছাড়া কখনও বাস্তবে যুদ্ধ দেখেনি স্যাণ্ডার্স। সিনেমায় যা দেখানো হয়, তা স্পষ্ট করেই দেখানো হয়। নইলে সেটা সিনেমা হয় না। কিন্তু এখানে যা দেখা যাচ্ছে, সবই তার উল্টো। অস্পষ্ট। কেমন যেন... এলোমেলো, আবোল-তাবোল নাচের মত। একটা...

বেরিয়ে এসেই ইঞ্জিন ব্লক ও সামনের চাকার আড়ালে বসে পড়ল জন। রানা আগে থেকেই আরেক পাশে শুটার'স পজিশন নিয়ে অপেক্ষা করছে। উঁকি দিয়ে তাকাল জন। পিছনের সেডান দু'টোও এই এলো বলে।

এমন সময় জনের একেবারে কানের কাছে গর্জে উঠল রানার এম ১৪। এতক্ষণে গুলি শুরু করল রানা। প্রথম সেডানটার দিকেই লক্ষ্যস্থির করল প্রথমে। দিনের আলোতেও জ্বল জ্বল করে উঠল ট্রেসার বুলেট। অল্প দূরের লক্ষ্যের দিকে লাইনবন্দি হয়ে ছুটল যেন রুলার দিয়ে আঁকা উজ্জ্বল একটা দড়ি। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল জন, ব্যারেল নিচু করে ধরে গুলি ছুড়ছে রানা। আরোহীদের সই করে নয়, পিছনে টায়ারের একটু উপরের টাঙ্কিটা সই করে।

আচমকা ফিউয়েল ট্যাংক বিস্ফোরিত হলো ওটার। বজ্রপাতের মত পিলে চমকানো আওয়াজের সঙ্গে গাঢ় কমলারঙা আগুনের বিশাল একটা মেঘ হুপ্ করে লাফিয়ে উঠল আকাশে। পরক্ষণে সরু সরু আগুনের ফালি এমনভাবে মাটিতে পড়তে

শুরু করল যে জনের মনে হলো আগুনের বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে।

আগুনের হলকা গায়ে লাগতে কুঁকড়ে গেল জন। বিস্ফোরণের আওয়াজ মিলিয়ে যেতে না যেতেই অনেকগুলো কণ্ঠের চিৎকার কানে এল। কয়েকটা চলমান মশাল লাফিয়ে বেরিয়ে এল সেডান্ থেকে, দু-তিন পা গিয়েই মাটিতে আছড়ে পড়ল। সাপের মত মোচড় খাচ্ছে আর চিৎকার করছে তারস্বরে। গা গুলানো চড় চড় শব্দে পুড়ছে তাদের চামড়া-মাংস।

ধুলোর কারণে নীচের দৃশ্য দেখতে পেল না স্যাণ্ডার্স জুনিয়র, তবে বাটন ডাউন রেডিওর মাধ্যমে সবকিছু শুনতে পেল পরিষ্কার।

'ও-হ্! নো, গড্যাম...

সংঘর্ষ! ইস্পাতে ইস্পাতে ঠোকাঠুকির বিকট আওয়াজ।

'জি-যা-স! কী হচ্ছে... '

'ওই যে! ওদিকে দেখো!'

'ব্যাটা গুলি করছে... ব্যাটা...

'ওহ্, ফা...! গাড়িতে আগুন ধরে গেছে!'

'ক্রাইস্ট! আমার গায়ে তো আগুন লেগে গেল!'

'বেরোও! বেরোও!!'

'আমার গুলি লেগেছে! ওহ্, শিট্। আমার... বাবারে...

'আগুন! আগুন!!'

বি-ওউউউউউউউউউউউ...

আচমকা টানা আর্ত চিৎকারের শব্দে স্যাণ্ডার্সের কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার অবস্থা হলো। আগুনে গলে বিকল হয়ে গেছে মাইকটা। কুঁকড়ে গেল সে, শিউরে উঠল। হোয়াট দ্য হেল্...! আগুন কীসের...

ধুলোর মেঘের নীচে উল্টে পড়া ট্রাকটা যে তাদের লেন জুড়ে

আছে, একেবারে শেষ মুহূর্তে ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে কড়া ব্রেক কষল পিছন থেকে ধাওয়া করে আসা প্রথম সেডান। ধুলোর মেঘ আরও বিস্তৃত হলো। তবে শেষ রক্ষা হলো না। পাশ দিয়ে কালো ট্রাকটার গায়ের উপর আছড়ে পড়ল। ভয়াবহ সংঘর্ষে কেঁপে উঠল রাস্তা।

কয়েকটা আর্ত চিৎকার উঠল। হাউমাউ করে উঠল মোটা একটা কণ্ঠ। ককানি, গোঙানি আর ভাঙা গলার নির্দেশ শুনতে পেল ওরা। সেডান থেকে বের হওয়ার জন্য হুটোপুটি করছে হাইলি পেইড শুটাররা।

কিন্তু এম ১৪-এর মাজল এখন ঘুরে গেছে, ট্রিগার টেনে ধরেছে রানা। আবার ট্রেসার বুলেট ছুটল লাইন বেঁধে, পরক্ষণে মনে হলো সেডানটার উইণ্ডশিল্ড তরল হয়ে গলে পড়তে শুরু করেছে। আহত চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল, অন্ধের মত ছুটে গিয়ে পাশের খাদে পড়ল সেডান। বেশ কিছুদূর গিয়ে বড় একটা পাথরের গায়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ল, ধুলোর মেঘ লাফিয়ে উঠল আবার। ভাঙচুরের শব্দ উঠল।

'ম্যাগাজিন!' হাঁক ছাড়ল রানা। সঙ্গে সঙ্গে একটা টুয়েণ্টি রাউণ্ডার ওর হাতে ধরিয়ে দিল জন নিউম্যান। দুই সেকেণ্ডের মধ্যে জায়গামত বসে গেল সেটা। এবার তৃতীয় ও সর্বশেষ সেডানটার দিকে নজর দিল রানা। ঠাণ্ডা মাথায় পুরো ম্যাগাজিন শেষ করল ওটার আরোহীদের উপর।

চলার উপরে সবগুলো বুলেট হজম করল সেটার যাত্রীরা। গাড়ি থামল না, গতি মুহূর্তের জন্যও কমল না, বরং দ্রুত গতিতে ওদের সামনে দিয়ে চলে গেল। সম্ভবত একশ' গজ দূরে গিয়ে গাড়িটা বুঝল তার আরোহীরা সবাই লাশ হয়ে গেছে। অমনি সঙ্গে সঙ্গে বাঁক নিল ওটা। হড় হড় করে নেমে গেল আরেক পাশের খাদে।

অকস্মাৎ নীরবতা নেমে এল ঘটনাস্থলে। জ্বলন্ত শিখার চাপা

পড়পড় শব্দ ছাড়া কোনও আওয়াজ নেই।

'জি-যা-স!' চরম বিস্ময়ে বিড়বিড় বলল এক্স মেরিন, উঠে দাঁড়াচ্ছে। 'সব্ব ক'জন খতম!'

কথাগুলো শুনতে পেল না বোধহয় রানা। জনকে টেনে বসিয়ে দিল। .৪৫ হাতে নিয়ে স্থির হয়ে বসে আছে। দু'জন হিটারকে শেষ মুহূর্তে দ্বিতীয় সেডান থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখেছে ও, উঠে আসবে যে-কোনও মুহূর্তে।

একটু পরই দেখা পাওয়া গেল ওদের। বিশ গজ দূরে খাদের ঢাল বেয়ে উঠে আসছে। হাতে সাব মেশিনগান। রানাকে দেখেই অস্ত্র তুলেছিল পিছনের হিটম্যান। কিন্তু ওই পর্যন্তই। চোখের পলকে ছয়বার গর্জে উঠল রানার .৪৫। এতই দ্রুত যে, জনের ধাঁধা লেগে গেল ওটা মেশিনগানের শব্দ ছিল কি না ভেবে। এমব্যাঙ্কমেণ্টের উপর ভাঙাচোরা পুতুলের মত আছড়ে পড়ল দুই হিটম্যান ।

শেষেরজন বিশালদেহী। পরনে দামি জাম্পসুট। গলায় মোটা সোনার চেইন। চিত হয়ে পড়ে থাকল লোকটা। অপলক চোখে আকাশ দেখছে। তার সুয়েটশার্টের বুকের কাছটা স্ট্রবেরি লাল রং ধারণ করল দেখতে দেখতে। মানুষটার আরেক বিশেষত্ব চোখে পড়ল ওদের। গলার একপাশে আধখানা চাঁদের মত পুরনো একটা কাটা দাগ, শুকিয়ে লালচে হয়ে আছে।

দাগটা দেখলে মনে হয় কেউ তাকে জবাই করতে নিয়েছিল, পরে কী ভেবে ছেড়ে দিয়েছে।

ম্যাগাজিন বদলে নিল রানা। বাতাস সুড়সুড়ি দিচ্ছে কানের পাশে। চারটে গাড়ির ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে চোখের সামনে। একটা পুড়ছে নিঃশব্দে। কালো, তেলতেলে ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে আকাশে, পাক্ খেতে খেতে। মৃতদেহ, রক্ত, ভাঙা কাঁচের টুকরো আর নানান জাতের অস্ত্র পড়ে আছে এখানে-সেখানে।

প্লেনের গুঞ্জন কানে এল। আধ মাইল দূরে, নিচুতে প্রায়

ঝুলে আছে সাদা রঙের সেই প্লেনটা। রানা মুখ তুলে চাইতে ঘাবড়ে গেল যেন পাইলট, নাক ঘুরিয়ে নিয়ে রওনা হলো দক্ষিণ দিকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পায়ে পায়ে উল্টে পড়ে থাকা কালো ট্রাকটার দিকে এগিয়ে গেল রানা। পেট্রল আর রক্তের গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল। ট্রাকের দরজা খুলে উঁকি দিল ও। ভিতরে কঠোর চেহারার এক বিশালদেহী লোককে বসা দেখা গেল। হিসপ্যানিক হবে লোকটা। এমন অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে বসে আছে যে, দেখলেই বোঝা যায় শরীরের ভিতর মারাত্মক কোনও জখম হয়েছে।

দারুণ হ্যাণ্ডসাম চেহারা লোকটার। কিন্তু বেদনায় নীল হয়ে আছে। চোখজোড়া জ্বল জ্বল করছে। শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হচ্ছে বেশ। ভিতরটা পেট্রলের গন্ধে ভরে আছে। লোকটার পিঠের কাছে শার্ট ভেজা দেখল রানা। পেট্রলে ভিজেছে নিশ্চয়ই।

দরজায় নড়াচড়া দেখে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল লোকটার চোখ। বাঁ হাতের মুঠোয় একটা গ্যাস লাইটার ধরে রেখেছে সে। রানাকে .৪৫ তুলতে দেখে হেসে উঠল বিকারগ্রস্তের মত। একটা অশ্রাব্য গালি দিয়ে কিউবান অ্যাকসেণ্টে বলল, 'আমাকে আর কী মারবে? আমি তো মরেই গেছি, ইউ মাদার... ! এই লাইটার দেখেছ? এটা জ্বাললেই সবকিছু বিস্ফোরিত হবে... তখন তোমাকে নিয়ে নরকে যাব আমি।'

'ওটায় কিছুই বিস্ফোরিত হবে না, দোস্ত,' শান্ত গলায় রানা বলল। 'তুমিই শুধু পুড়ে ছাই হবে।'

'... ইউ!'

'ওই প্লেনের লোকটা কে?' প্লেনটার দিকে চোখের ইশারা করল রানা।

চোখ ধাঁধানো সাদা দাঁত বের করে হাসল লোকটা। চেহারা দু'বার বিকৃত হয়ে উঠল ব্যথায়। তার হাত বুকের দিকে

এগোচ্ছে দেখে আড়ষ্ট হয়ে উঠল জন। ভাবল, রানা এখনই গুলি করবে। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না। লোকটার হাতের কাজ দেখছে রানা। দামি শার্টটা কয়েক হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেলল সে। বুক ভর্তি নানান উল্কি বের করে দেখাল।

'এর অর্থ?' রানা বলল।

'এর অর্থ আমি একজন মারিসল কিউবান। ফা... ক্যাস্ট্রোও আমাকে ভাংতে পারেনি, তুমি তো কোন্ ছার! বুঝতে পেরেছ, পুটা(বেশ্যা)র দালাল? আমরা কখনও বেঈমানি করি না। তুমি ভেবেছ আমার মুখ থেকে কথা আদায় করবে?' আবার খ্যাক খ্যাক হাসল লোকটা। হাসি নয়, ওটা বিকার।

.৪৫ কোমরে গুঁজল রানা। 'তোমার নীতির প্রশংসা করতে পারলাম না, কিউবানো। টাকার জন্য কুকুরের মত পা চাটছ তুমি ওই লোকটার। অজানা, অচেনা মানুষকে কামড়াতে এসেছ ও "ছু" বলতেই। ধিক্! চলে এসো, জন।'

ওরা কয়েক পা সরে আসতে অসহায় আক্রোশে চিৎকার করে উঠল আরমান্দো সোকারাস। দুর্বোধ্য কিছু একটা বলল। পরক্ষণে পিঠে গরম লেগে উঠতে ঘুরে তাকাল ওরা। নিজের অসহায়ত্বের ইতি টানতে ট্রাকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কিউবান।

দুই

মাথার মধ্যে একটা ধোঁয়াটে ভাব নিয়ে বিছানায় উঠে বসলেন বৃদ্ধ আইনজীবী। ঠিকমত ঘুম হয়নি, এপাশ-ওপাশ করে কেটেছে রাতটা। কেবলই মনে হয়েছে, আজ খুব জরুরি কিছু

একটা করার কথা আছে তাঁর।

কী সেটা?

কোর্টে যাওয়ার কথা ছিল? কোনও মোশন ফাইল করার কথা ছিল? কিছুই পরিষ্কার হচ্ছে না। এদিকে মেইড বেটিও তাকে বেড কফি দিতে ভুলে গেছে। নাহ্, এই মহিলাকে দিয়ে আর চলছে না। রোজই কিছু না কিছু উল্টোপাল্টা করছে সে। এভাবে আর চলে না। মহিলাকে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত প্রায় নিয়েই ফেলেছেন ব্রুস, কিন্তু তার নাম মনে করতে পারলেন না। পরে মনে পড়ল, মহিলা এক যুগ আগেই কাজ ছেড়ে চলে গেছে।

তখনই মিসেস গারল্যাণ্ডের কথা মনে পড়ল।

ওই মহিলাকেও বরখাস্ত করা উচিত ছিল তাঁর। নিগ্রোরা কবে থেকে এত আবেগপ্রবণ হতে শুরু করল? কেন এত আবেগ? চট্ করে শেলির কথা মনে পড়ল।

বিছানা ছেড়ে উঠে বসলেন ব্রুস উইলিয়ামস। কষ্টেসৃষ্টে শাওয়ার সেরে ড্রেস পরলেন। আণ্ডারশার্ট পরলেন, কিন্তু আণ্ডারপ্যান্টের কথা ভুলে গেলেন। তারপর এক-দেড় ঘণ্টা কেটে গেল, কী করবেন, কোথায় যাবেন ভেবে পেলেন না। স্মরণশক্তি বিলীন হয়ে গেছে বুঝতে পেরে খুব কষ্ট হতে লাগল।

বুঝতে পারছেন, এখন আর নিজের মধ্যে নেই তিনি। অথচ মনটা ট্র্যাকের বাইরেও যাচ্ছে না। ওর মধ্যেই অন্ধের মত এদিক-ওদিক করছে। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হলো বৃদ্ধের।

কোথায় গেল আমার মনটা? কে চুরি করে নিয়ে গেল?

দুপুরের পরে মাথা একটু পরিষ্কার হলো তাঁর। সবকিছুই অল্প সময়ের জন্য জায়গামত বসে গেল। নিজেকে আগের মত স্বাভাবিক, শান্ত আর স্মার্ট লাগল তাঁর। এই সুযোগটা কাজে লাগাতে তাড়াতাড়ি বেজমেণ্টে চলে এলেন।

মনে পড়েছে, ক'দিন আগে জনকে তিনি কথা দিয়েছিলেন তার বাবার ইনকোয়েস্টের রেকর্ডটা সংগ্রহ করে রাখবেন।

যেটায় চার্লস নিউম্যানের মৃতদেহ কোন্ ভঙ্গিতে পড়েছিল, তার ডায়াগ্রাম এবং ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা এক্সিবিটস্ ইত্যাদি আছে।

কিন্তু ওটা আরও কিছুদিন স্থগিত থাকলেও সমস্যা নেই, ভাবলেন তিনি। তারচেয়ে আরও জরুরি কাজ পড়ে আছে। একদিন আগে যে ফাইলটায় চোখ বুলিয়েছিলেন, ফয়েজুর রহমান গালিব লেখা সেই ফাইল নিয়ে বসলেন আরেকবার।

এটা যখনকার কেস, তখন সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল। এর বেলায় আজ কোর্টের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু তখন ওঠেনি। ওঠার প্রশ্নও আসেনি। এর মূল কারণ ছিল সেই এফআরজি ইনিশিয়াল। শেলির শক্ত মুঠোর মধ্যে যে শার্টের পকেট পাওয়া গিয়েছিল, সেটার। ওই পকেটের সূত্র ধরেই বাঙালি টিম্বার মার্চেন্টের ছেলে গালিবকে ধরা হয়। ব্যস।

আমি সঠিক পথেই ছিলাম, বাই গড, ভাবলেন আইনজীবী। এ জন্য আমার পিছনে ফিরে শোক পালন করার বা লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই। আমি কোনও শর্টকাট পথে হাঁটিনি। মামলায় জয়ী হতে কোনও ভুয়া সাক্ষী বা ভুয়া আলামত হাজির করা?

নো, সার! নেভার! আইনের পথ সঠিকভাবেই অনুসরণ করা হয়েছিল এবং আইন কখনও ভুল করে না। আইন তার চোখ দিয়ে ছেঁড়া পকেট আর শার্টটা দেখেছে, রক্তের ম্যাচিং দেখেছে, ঘটনার সময় কোথায় ছিল তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গালিবের অপারগতা বিবেচনা করে দেখেছে।

তারপর রায় দিয়েছে: ফয়েজুর রেহ্মান গালিব গিলটি।

ব্রুস উইলিয়ামস সন্তুষ্ট ছিলেন। থাকবেন না-ই বা কেন? তবু মিসেস গারল্যাণ্ডের একান্ত অনুরোধ রাখতে কেসটার নথিপত্রে আরেকবার চোখ বোলাতে চান তিনি। কিন্তু সেই মামলার আসল তথ্য-প্রমাণ যা ছিল, '৯৪ সালের ভয়াবহ আগুনে কোর্ট হাউজের সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এ অবস্থায় প্রায় চার

দশকের পুরনো মামলা নিয়ে আর কী-ই বা করতে পারেন তিনি?

তবু... একটা সন্দেহের কাঁটা খোঁচাখুঁচি করছে না? খানিকটা অস্বস্তিবোধ, খানিকটা বেদনা, খানিকটা...

অতীত দেখার চেষ্টা করলেন তিনি। এফআরজি ইনিশিয়াল আইডেণ্টিফাইড্ হওয়ার পরের কথা ভাবলেন। কাজটা সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি কেসের মধ্যে পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে পারার আগেই গোটা বিষয়টা এমন অদ্ভুতরকম গতি লাভ করে, যাকে থামানোর কোনও উপায় ছিল না তাঁর। এবং সেই ছেঁড়া পকেট এমন এক এভিডেন্স ছিল, যেটাকে গুরুত্ব না দিয়ে উপায়ও ছিল না। সবার চিন্তা-ভাবনা, ধারণা, তদন্ত ইত্যাদি সবকিছুকেই ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল ওটা।

শেলি গারল্যাণ্ড মামলার আসামীর পরিচয় নির্ণয় করার ক্ষেত্রে প্রধান বাস্তবতা ছিল ওটা। সবার দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু ছিল ওটা।

তবে এ কথা মানতেই হবে যে ব্রুস উইলিয়ামস নিজের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোনও ঘাটতি রাখেননি। নামটা শনাক্ত করার জন্য টাউন সুইচ বোর্ড অপারেটর বেটি হিলের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়েছেন তিনি, কাউণ্টির টেলিফোন গ্রাহকদের নামের তালিকায় চোখ বুলিয়ে নিশ্চিত হতে। এফআরজি ইনিশিয়ালের আর কেউ আছে কি না, সে ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে। ফর গড'স সেক, ছিল না কেউ। সাদা-কালো-বাদামি, পুরুষ-মহিলা, কারও মধ্যেই দ্বিতীয় এফআরজি পাওয়া যায়নি।

এরপর টাউন রেজিস্ট্রি খুঁজে দেখেছেন ব্রুস। ব্লু আইয়ের চারদিকের একশ' স্কয়্যার মাইলের মধ্যে যত হোটেল-মোটেল ছিল, তার প্রতিটায় ছুটে বেড়িয়েছেন সম্ভাব্য দ্বিতীয় এফআরজি-র খোঁজে। পাননি কাউকে।

এ নামের কেউ যদি তখন না থাকত, তা হলে কী ঘটত?

ভাবলেন বৃদ্ধ। তা হলে কি বাঙালি ছেলেটাকে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়াতে পারতেন তিনি? জানা কথা, পারতেন না। যদি বেচারি শেলির আড়ষ্ট মুঠোর মধ্য থেকে জিনিসটা বের না হত, কখনও এ মামলার সমাধানই হয়ত হত না।

ওই পকেটটা ছাড়া শেলি হত্যা রহস্যের তদন্ত চালানো সম্ভব ছিল? না, ছিল না। তেমনিভাবে ওটার কারণে মামলা বিপথে চালিত করার বা সেটার গতি নিয়ন্ত্রণ করারও কোনও উপায় ছিল না। যে পথে চলার সেই পথেই শেষ সীমায় পৌঁছেছে ওটা। নইলে কারও সাধ্য ছিল গালিবকে দোষী সাব্যস্ত করে? না, ছিল না। তিনি চাইলেও উল্টো কিছু প্রমাণ করতে পারতেন না। এফআরজি তাঁর হাত-পা বেঁধে ফেলেছিল।

তবু... এত বছর পর সন্দেহের এই খোঁচাখুঁচি কেন? এই অস্বস্তিকর অনুভূতি যায় না কেন? কীসের অস্বস্তি? কেন এ অনুভূতি? শীর্ণ হাত দিয়ে মাথা চুলকালেন তিনি। থুতনির নীচে ঝুল ঝুল করতে থাকা চামড়া চুলকালেন চিন্তিত মনে।

চার্লসের জন্য! মনে পড়েছে। চার্লস আবিষ্কার করেছিল শেলির মৃতদেহ। ক্রাইম সিন সরেজমিনে তদন্ত করেছিল সে। তার আবিষ্কারই ইঙ্গিত করে শেলিকে ওই ছেলে হত্যা করেছে। তবে দুর্ভাগ্য যে বিষয়টাকে এক সুতোয় বাঁধতে পারার আগেই তার মৃত্যু হয়। আফসোস, মানুষটা যদি আর ক'দিন...

আরেকটা ঘণ্টি বেজে উঠল প্রসিকিউটরের মনের মধ্যে। তার ছেলে, জন নিউম্যান একটা নোটবুকসহ আরও কী কী যেন নিয়ে এসেছে। ওই নোটবুকে কী আছে? ওটা কোথায় গেল?

ওদিকে তাঁর বাড়ির পিছনে ছাতার মত মেলে থাকা বড় বড় দেবদারু ও ম্যাপল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে ডেপুটি সিডনি হল। বাইরে থেকে তার মনে হচ্ছে বুড়োর নাট-বল্টু সব খুলে পড়ে গেছে। কোনও গিয়ার কাজে আসছে না। নইলে নিজের ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র এভাবে কেউ ওলট-পালট করে? এখনও

পুরোপুরি আঁধার নামতে দেরি আছে, অথচ হাবড়া বুড়ো প্রতিটা লাইট জ্বেলে দিয়েছে বাড়ির।

এক এক করে প্রতিটা ড্রয়ার খালি করছেন তিনি। কিছু খুঁজছেন! প্রতিটা ক্লজিট, বাক্স, কাবার্ড প্রভৃতিসহ ফ্লাওয়ার ভাসগুলো পর্যন্ত খালি করে ফেলছেন। কাজ দেখে মনে হয় স্রেফ উন্মাদ হয়ে গেছেন মানুষটা। ঘন ঘন এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। অনবরত মুখ নড়ছে তাঁর। কী সব বলছেন।

নীচতলার বারোটা বাজিয়ে দোতলায় উঠে গেলেন বৃদ্ধ। এখন আর তাঁকে দেখতে পাচ্ছে না ডেপুটি। একটু পর খুব সাবধানে নীচতলার দরজা খুলল সে। উপর থেকে ভাঙাচোরার শব্দ এল কানে। প্রচণ্ড আক্রোশে জিনিসপত্র দেয়ালে ছুড়ে মারছেন বৃদ্ধ, সেখান থেকে ঝুপ্ ঝাপ্ করে মাটিতে পড়ছে সেসব। সেই সঙ্গে সমানে অদৃশ্য কাউকে অভিসম্পাত করে চলেছেন।

'কোথায়!' চিৎকার করছেন তিনি গলা ফাটিয়ে। 'কোথায় তুমি! ইউ গড্যাম সামবিচ! কোথায় গেলে!'

আপনমনে মাথা নাড়ল ডেপুটি। ভাবল, এই উন্মাদকে নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না জুনিয়রকে। এভাবে চলতে থাকলে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেইন ছিঁড়ে যাবে ব্যাটার। তারপর বডি ব্যাগে করে করোনারের অফিস সফরে যেতে হবে।

সেলুলার বের করে রিপোর্ট করল সে। কিন্তু ও তরফ থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে ভাবল, ইনি আবার গেলেন কোথায়!

রামছাগল কোথাকার, গুড ফর নাথিং হাবড়া বুড়ো নচ্ছাড়! জড় পদার্থ! নিজের উপর অসহায় রাগে ফুঁসছেন বৃদ্ধ। কবরের কিনারায় বসে পা দোলানো ঘাটের মড়া! তোমার এক পয়সাও দাম নেই, তা জানো! পৃথিবীকে আর কিছুই দেয়ার নেই তোমার। তাই কেউ চায় না তোমাকে। এখন তোমার উচিত নিজ হাতে কানের পিছনে একটা বুলেট ভরে দেয়া যাতে এই

নিত্য জ্বালা-যন্ত্রণার হাত থেকে নিজেও বাঁচো, অন্যরাও বাঁচে, বুঝতে পেরেছ?

ঘোলা চোখে নিজের চারদিকে তাকালেন প্রসিকিউটর। তাঁর ষাট বছরের সংসারের সবকিছু বরবাদ হয়ে গেল আজ। চুরমার হয়ে গেল, ধ্বংস হয়ে গেল। এই বাড়িতে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী প্রেম করতেন, তাঁদের সন্তানরা খেলা করত, ছেলেমেয়েদের গল্প বলে ঘুম পাড়াতেন তাঁর স্ত্রী। অজস্র থ্যাঙ্কসগিভিং ডিনার পার্টি, ক্রিসমাস পার্টি আর জন্মদিনের পার্টি হয়েছে এ বাড়িতে, তার সমস্ত চিহ্ন আজ হারিয়ে গেল।

কেন? একটা নোটবুকের জন্য।

এখন কেবল গ্যারাজের মধ্যে খোঁজা বাকি আছে। হতাশায় মুষড়ে পড়লেন বৃদ্ধ। এরকম অথর্ব বুড়ো, এতটা মনভোলা কবে হলেন তিনি? নিজের প্রতি রীতিমত ঘৃণা জন্মে গেল। একজন প্রাক্তন প্রসিকিউটর, আইনের মানুষ, কোরিয়া যুদ্ধে অংশ নেয়া বীর, শিকারী, পিতা, প্রিয়তম স্বামী, বর্ণবাদ বিরোধী একজন আমেরিকান, এতকিছু একসঙ্গে কোথায় হারিয়ে গেল? গ্যারাজে যদি জিনিসটা না থাকে, অ হলে...

অফিস! চমকে উঠলেন তিনি। অফিসেই না তাঁকে শু বক্সটা দিয়েছিল জন? সেফে রাখতে?

গাধা কোথাকার! নিজেকে দাঁত খিঁচালেন তিনি। করুণ চোখে তাকালেন ঘরের জিনিসপত্রের উপর। আহা, আরেকটু আগে যদি মনে পড়ত কথাটা। যদি... সব্বোনাশ করেছে! সেফের কম্বিনেশন মনে আছে তো? যদি মনে না পড়ে?

কোনওমতে কোটটা গায়ে চড়ালেন বৃদ্ধ। হাত বাড়াতেই গাড়ির চাবিটা পেয়ে গেলেন অলৌকিকভাবে। তারপর হুড়মুড় করে গ্যারাজে এসে ক্যাডিলাক বের করলেন। ব্যাক করে কিছু একটার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে থামল ওটা। কিসের সঙ্গে কে জানে! দেখার দরকার মনে করলেন না তিনি। ঝড়ের গতিতে ছুটলেন

অফিসের দিকে। সেফের কম্বিনেশন মনে করতে পারবেন কিনা ভেবে রীতিমত আতঙ্কে আছেন।

অফিসের সামনে কোনওমতে পার্ক করে হাঁপাতে হাঁপাতে দোতলায় উঠে এলেন তিনি। তালা খুলে দুদ্দাড় করে ভিতরে ঢুকলেন, তারপর ওয়েটিং রুম হয়ে মুহূর্তে নিজের চেম্বারে। থামলেন সেফের সামনে। পরক্ষণে যেন অদৃশ্য স্বর্গীয় আশীর্বাদে সিক্ত হলেন বৃদ্ধ। কম্বিনেশন মনে করার দরকার হলো না। ঠিকমত তাকিয়ে দেখারও প্রয়োজন হলো না।

সেফের প্রাচীন ডায়ালের উপর আপনাআপনিই কাজ করে যেতে লাগল তাঁর প্রাচীন আঙুলগুলো। অবিশ্বাস ভরা বিস্ফারিত চোখে দেখলেন ব্রুস, খুলে গেছে লক। টান মেরে কার্ডবোর্ডের বাক্সটা বের করে আনলেন তিনি। ওটা ডেস্কে রেখে একটু থামলেন পাইপে তামাক ভরার জন্য। আগুন জ্বেলে নিয়ে লম্বা এক টানে বুক ভরে গরম ধোঁয়া নিলেন।

পরক্ষণে নিজেকে পুরোপুরি ফিরে পেলেন তিনি। মাথার ধোঁয়াটে ভাবটা একেবারেই কেটে গেছে। আবার আগের মত সজাগ, আত্মবিশ্বাসী মনে হলো নিজেকে।

দু'টো মাত্র জিনিস আছে বাক্সটায়। তৃতীয় যেটা ছিল, জনের সেই বন্ধু নিয়ে গেছে। একটা খাম ছিল ওটা। হলুদ হয়ে আসা কিছু পুরনো নিউজ পেপার কাটিং আর একটা পুরনো ট্রাফিক ও স্পিড সাইটেশনের বই ছিল তার মধ্যে। মরুকগে, ওসব দরকার নেই। চার্লসের নোটবুকটাই আসল।

বইটা হাতে নিতেই একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হলো বৃদ্ধের। গা শির শির করে উঠল। এটা কী? এই বাদামি জিনিসটা? রক্ত? শিউরে উঠল তাঁর আপাদমস্তক। শুরুতেই চার্লস লিখেছে

২৩ জুলাই, ১৯৬৫।

লেখাটা প্রচণ্ড আঘাত করল তাঁকে।

আইনের আরেক শাখার মানুষ হওয়ায় চার্লস নিউম্যানের

লেখা অনেক রিপোর্ট টানা দশ বছর পড়ার সুযোগ হয়েছে তাঁর। নিজের হাতের লেখার মত চার্লসের লেখাও অত্যন্ত পরিচিত ছিল। তবে মাঝের দীর্ঘ তিন-সাড়ে তিন দশক কোনও যোগাযোগ ছিল না তার সঙ্গে। আজ আবার সেই চেনা লেখা দেখে কেমন যেন করে উঠল বুকের ভিতর। সেই চমৎকার হাতের লেখা; সেই বাঁক, মাঝেমধ্যে সেই আণ্ডারলাইনিং, একটা দুটো বানান ভুল, তার উপর শুকিয়ে যাওয়া রক্তের প্রলেপ।

ব্রুস উইলিয়ামসের মনে হলো যেন স্বয়ং চার্লস নিউম্যান এসে দাঁড়িয়েছে রুমের মধ্যে। তার উপস্থিতির অনুভূতিটা অত্যন্ত জোরালো প্রভাব ফেলল প্রসিকিউটরের উপর। বিদেহী মানুষটার মনের মধ্যে প্রবেশ করার কথা ভাবতেই আরেকবার শিউরে উঠল তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

চার্লস, কীভাবে কাজ করতে তুমি? কেমন ছিল তোমার কাজের স্টাইল? তদন্তকারীদের সবারই নিজ নিজ কাজের আলাদা ধরন থাকে। অনেক ছোট ছোট জিনিস; যা অনেকের চোখেই পড়ে না, সেগুলোও তাদের কাছে অনেক সময় বড়ো হয়ে দেখা দেয়। যেসব দিয়ে সমস্যার সমাধান করে তারা। তোমার কী সেরকম কিছু ছিল? মনে করার চেষ্টা করলেন তিনি।

ছিল। চার্লসের কাজ ছিল এরকম: অকুস্থল, মৃতদেহ, প্রমাণ, উপসংহার। না, না! চার্লস প্রতিটা অংশের উপসংহার টানত আলাদা করে। তারপর সবার শেষে লাইন দিয়ে উপসংহারের একটা তলিকা তৈরি করত। সব সময় এভাবে কাজ করত সে। শেলির ব্যাপারেও সেভাবেই করেছে।

শেলির দেহ কোন্ ভঙ্গিতে পড়ে ছিল, প্রথমে তা ড্রইং করে দেখিয়েছে সে। ব্রুসের মনে আছে, পারদিন তিনি যখন ঘটনাস্থলে যান, দেহটা ঠিক এভাবেই পড়ে ছিল। জায়গাটাকে চিহ্নিত করতে সেখানকার কিছু ল্যাণ্ডমার্ক ও সেসবের সঙ্গে মৃতদেহের দূরত্ব ইত্যাদিও লেখা আছে পাশে। যেমন গাছ,

পাথর এবং মৃতদেহ থেকে সেগুলোর আনুমানিক দূরত্ব ইত্যাদি।

এরপর লেখা 'নো ট্র্যাকস'।

নো ট্র্যাকস মানে? ভাবলেন বৃদ্ধ। কোনও পায়ের ছাপ ছিল না? এটা নতুন এক ডিটেইল তাঁর জন্য। চার্লস যখন গিয়েছিল, তখন হয়ত 'নো ট্র্যাকস' ছিল।

কিন্তু পরদিন তিনি যখন যান, তখন তো ট্র্যাক ছাড়া অন্য কিছুই চোখে পড়েনি। নিগ্রো মেয়ে খুন হয়েছে শুনে আশপাশের সব জায়গা থেকে শত শত মানুষ গিয়ে একেবারে চষে রেখে এসেছিল পুরোটা জায়গা।

পৃষ্ঠা ওল্টালেন বৃদ্ধ। ওটায় লেখা: বডি মুভড্? ডাম্পড্ হোয়্যার নো ট্র্যাকস কুড বি ফাউণ্ড?

বডি মুভড্? বডি মুভড্ মানে? মৃতদেহ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তর করা হয়েছে? বোকা হয়ে গেলেন বৃদ্ধ। এ কথার মানে কী?

পরের পৃষ্ঠায় আছে শেলির দেহের বিভিন্ন আঘাত ইত্যাদি সম্পর্কে চার্লসের পর্যবেক্ষণ। যেমন: স্ক্র্যাপস্ অ্যাণ্ড অ্যাবরেশনস্ ভিজিবল ইন দ্য প্রাইভেট এরিয়া।

তারপরই আরেক ধাক্কা খেলেন আইনজীবী আরও অদ্ভুত এক পর্যবেক্ষণ চোখে পড়তে। সেটা এরকম—কজ অভ ডেথ: ব্লান্ট ফোর্স অর স্ট্র্যাঙ্গিউলেশন? মেবি নট ব্লো; সুয়েলিং অ্যাণ্ড ব্রুইজিং অ্যারাউণ্ড থ্রোট এরিয়া সাজেস্ট্স্ স্ট্র্যাঙ্গিউলেশন।

মাথার এক পাশে পাথরের আঘাত সম্পর্কে চার্লস লিখেছেন: লুকস টু বি আ ম্যাসিভ হেমাটোমা ইন দ্য রাইট ফ্রন্টাল কোয়াড্রান্ট অভ দ্য স্কাল। তার নীচে লেখা: রক স্মিয়ারড্ উইথ ব্লাড অ্যাজ পসিবল মার্ডার ওয়েপন।

চক্ষুস্থির হয়ে গেল বৃদ্ধের। সুয়েলিং অ্যাণ্ড ব্রুইজিং অ্যারাউণ্ড থ্রোট এরিয়া... স্ট্র্যাঙ্গিউলেশন?

গলায় ফাঁস পরিয়ে হত্যা করা হয়েছিল শেলি গারল্যাণ্ডকে?

এ কী কথা? নিশ্চয়ই চার্লসের কোথাও মারাত্মক ভুল হয়েছে! নইলে এমন একটা ঘটনা করোনারের চোখ এড়ায়... দাঁড়াও, বাপু! এক মিনিট। চার্লস মৃতদেহ দেখেছে মেয়েটা মারা যাওয়ার তিনদিন পর। করোনার দেখেছে তারও দু'দিন পর, অর্থাৎ পাঁচদিন পর। তার মানে ওই সময় দেহটা আরও বেশি ফুলে যাওয়ায় চার্লস যেটুকুও বা দেখতে পেয়েছে, করোনার তা পায়নি। গলার কালশিরে দাগ মিলিয়ে গিয়েছিল ততদিনে।

স্ট্র্যাঙ্গিউলেশনের বিশেষ কোনও তাৎপর্য আছে? ভাবলেন ব্রুস। অবশ্যই আছে। গলা টিপে বা গলায় ফাঁস পরিয়েই যদি হত্যা করা হয়ে থাকে শেলিকে, তা হলে রক্তে গালিবের শার্ট মাখামাখি হওয়ার প্রশ্ন আসে কীভাবে? নাকি গালিবেরই কাজ ওটা? গলা টিপে বা ফাঁস দিয়ে মেয়েটাকে হত্যা করা সম্ভব হয়েছে কি না, নিশ্চিত হতে না পেরে পাথর দিয়ে মাথায় আঘাত...

হ্যাঁ, তাই হয়েছে। যুক্তি আছে।

কিন্তু সাঁইত্রিশ বছর আগে যে প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে গালিবকে অভিযুক্ত করেছিলেন তিনি, তাকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসাতে পেরে এত বছর যে আত্মতৃপ্তি অনুভব করে আসছিলেন, সেই আস্থার বেলুনটা চুপসে গেছে। এতদিন সেই বিজয়ের মধ্যে কোনও অস্বস্তি, অনিশ্চয়তা ছিল না! আজ কেন সব টলে যাচ্ছে?

তামাক পুড়ে পাইপ নিভে গেছে অনেক আগেই। নখ দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে পোড়া ছাইগুলো ফেলে দিলেন প্রসিকিউটর। নতুন করে তামাক ভরলেন বাউলে। তারপর ওটা ধরিয়ে নিয়ে পায়ে পায়ে জানালার কাছে গিয়ে ছোটো ছোটো টান দিতে লাগলেন। গভীরভাবে চিন্তিত।

নীচের রাস্তা ফাঁকা। লোকজন বাড়ি চলে গেছে। অফিস-পাড়াভিত্তিক কমার্শিয়াল এরিয়া বলে অফিসের সঙ্গে সঙ্গে বেশিরভাগ দোকানপাটও বন্ধ হয়ে গেছে এখানকার। যা

দুয়েকটা খোলা আছে, সেগুলোও বন্ধ করার তোড়জোড় চলছে।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাড়ির উপর চোখ পড়ল ব্রুস উইলিয়ামসের। রাস্তার অন্য পাশে, তাঁর গাড়ির গজ বিশেক পিছনে পার্ক করা আছে। শেরিফ'স ডিপার্টমেন্টের গাড়ি। তার মানে সিডনি হল! ও ব্যাটা অসময়ে কী করছে এখানে? কার কাছে কী চাই ওর? নাকি তাঁকেই পাহারা দিচ্ছে ব্যাটা?

শেরিফ'স ডিপার্টমেন্টের সার্বক্ষণিক পাহারাদারী ছাড়া তিনি চলতে পারেন না নাকি?

ব্যাপারটা সুবিধের মনে হলো না। পাইপে ঘন ঘন কয়েকটা টান দিয়ে ডেস্কে ফিরে এলেন বৃদ্ধ।

ওদিকে ডেপুটি অস্থির। পায়চারি করছে আর ঘন ঘন চোখ বোলাচ্ছে ঘড়িতে। ন'টা বাজতে চলল, এখন পর্যন্ত নড়ার নাম নেই বুড়োর। কী যে করছে অফিসের মধ্যে, তা দেখারও উপায় নেই। তাই ছটফটানি বাড়ছে তার।

প্রায় সারা দিন বাড়ির সামনে তাকে আটকে রেখেছে বুড়োটা। বাসার সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে এসেছে অফিসে। এখানেও তাই করবে নাকি কে জানে! মনে হয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা খুঁজছে সে। মনে করতে পারছে না কোথায় রেখেছে। বুড়োকালের ভিমরতি বোধহয় একেই বলে। কিন্তু তাই বা কতক্ষণ সহ্য করা যায়?

পাগলটা আর কতক্ষণ তাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে বুঝতে পরছে না বলে অস্বস্তি ক্রমেই বাড়ছে ডেপুটির। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে।

খুব বাজে একটা দিন গেছে আজ। সকালে মোটেল চেক করতে গিয়ে একবার ঠক্ খেয়েছে। তারপর এই কাজে লাগিয়ে দিয়েছে স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। সেই থেকে চলছে তো চলছেই! কারও উপর সারাদিন নজর রেখে চলা কী যা-তা কথা? বিশ্রাম দূরের

কথা, ঠিকমত খাওয়ার সুযোগও পায়নি সে। মিস্টার স্যাণ্ডার্সের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেনি।

দুপুরের পর ডেপুটির পেট্রোল কারের রেডিও সরব হয়ে উঠেছিল কিছুক্ষণের জন্য। টালিব্লু ট্রেইলে নাকি বড় ধরনের গানফাইটের ঘটনা ঘটেছে, ওকলাহোমা সিটির মাইল চল্লিশেক এপাশে।

ডেপুটির ধারণা, ওকলাহোমা হাইওয়ে পেট্রোলের সঙ্গে কোনও ড্রাগস পার্টির সংঘর্ষ ঘটেছে, সম্ভবত। পরে অ্যাম্বুলেন্স আর ফায়ার ট্রাক ডাকাডাকি করতে শোনা গেছে কিছুক্ষণ, তারপর করোনার ডাকা হয়েছে। অর্থাৎ মৃতদেহের ময়না তদন্তের প্রয়োজন পড়েছিল বোধহয়।

যাকে খুশি ডাকুক ব্যাটারা, ভেবেছে ডেপুটি। সে তার নিজের জ্বালায় অস্থির হয়ে আছে। কিন্তু তারপরও মনের মধ্যে একটা খুঁতখুঁতে ভাব থেকেই গেছে তার। কারণ কী, জানে না সে।

বৃদ্ধকে দেখতে পাচ্ছে না বলে উদ্বেগ ক্রমেই বাড়তে লাগল। আরও কিছু সময় পর পায়চারী থামাল ডেপুটি। ধীর পায়ে রাস্তা অতিক্রম করে পা রাখল স্কয়ারে। কবুতরের মলে সিক্ত মূর্তিটাকে পাশ কাটাল। কনফেডারেট যুদ্ধের নাম করা এক যোদ্ধার মূর্তি ওটা। ভিকসবার্গের আয়রন জেনারেল, জর্জ এফ. জেমসের। পোক কাউন্টিরই সন্তান ছিলেন।

যদিও যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হয়নি তাঁর। হয়েছে জর্জিয়ার সাভান্নায়, এক পতিতালয়ে। একাশি বছর বয়সে। রং-চং মাখা একদল বেশ্যা পরিবেষ্টিত অবস্থায়।

মূর্তিটার চারদিকে মানুষের বসার জন্য কয়েকটা বেঞ্চ আছে, তার একটায় উঠে দাঁড়াল ডেপুটি। আইনজীবীর অফিসের ভিতর কী চলছে দেখার চেষ্টা করল বিনকিউলার দিয়ে। বৃদ্ধের মাথাটাই শুধু দেখা গেল। ঝুঁকে বসে কিছু করছেন বৃদ্ধ, অথবা

কিছু পড়ছেন। যেটাই হোক, একমনে করে চলেছেন।

নিজের নখগুলো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন ব্রুস। প্রতিটার নীচে পোড়া ছাই আটকে আছে। আধখানা চাঁদের মত।

আবার চার্লসের লেখার দিকে মন দিলেন: রেড ডার্ট আণ্ডার হার নেইলস্। রেড ডার্ট!

কিন্তু... শেলির দেহ পাওয়া গেছে রুট ৭১-এর পাশে। ওই জায়গার আশপাশে কোথাও রেড ডার্ট ছিল না! তখনও ছিল না, এখনও নেই। তার মানে মেয়েটাকে আর কোথাও হত্যা করে ওখানে ফেলে রাখা হয়েছিল?

পৃষ্ঠার নীচের দিকে লেখা: লিটল জর্জিয়া?

শব্দ দুটোর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন তিনি। মনে পড়ে গেছে, ওখানে রেড ক্লের একটা ডিপোজিট ছিল সে সময়, তবে তা ছিল শহরের উত্তর-পুবে। রুট ৮৮-এর পাশে। ইংক সিটির একটু আগে।

অতএব ওর নখের নীচে যদি রেড ডার্ট পাওয়া গিয়ে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে তাকে ওই জায়গার আশপাশেই হত্যা করা হয়েছিল। যেখানে মৃতদেহ পাওয়া গেছে, সেখানে নয়। কিন্তু কেন? হত্যাকারী মৃতদেহটা সেখান থেকে তুলে পনের মাইল সরিয়ে আরেক জায়গায় এনে ফেলে রাখতে যাবে কেন?

আচ্ছা, ওটা রেড ডার্ট না হয়ে রক্ত হতে পারে না? শেলি হয়ত ছেলেটাকে খামচি মেরে... কিন্তু ফরেনসিক পরীক্ষায় তেমন কোনও আলামত পাওয়া গিয়েছিল বলে রেকর্ড নেই!

চার্লসের সবশেষ পর্যবেক্ষণে চোখ বোলালেন তিনি। সেটায় লেখা চার্চ মিটিং? কীসের মিটিং জানতে হবে।

ড্যাম! নিজেকে অভিসম্পাত দিলেন আইনজীবী। মামলাটার কিনারা করতে খুব বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। একটু ধীর গতিতে চললে বোধহয় এসব তখনই নজরে পড়ত। করোনারকে

তিনি বাধ্য করতে পারতেন যাতে সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে সে। কেন তিনি গালিবকেই চেয়ারে বসাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন? চার্লসের শেষ কেস বলে?

সেটা অবশ্যই একটা কারণ ছিল, সন্দেহ নেই। তার সঙ্গে আরও একটা জোরাল কারণ ছিল এফআরজি ইনিশিয়ালের সেই ছেঁড়া পকেট। ওই পকেটটাই ছিল যত নষ্টের গোড়া। তা ছাড়া রক্তের গ্রুপ ম্যাচ করে যাওয়া...

কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ যেটা ছিল; স্বীকার না করে পারলেন না তিনি, সেটা হলো ওই সময়কার সাদা চামড়ার আমেরিকানদের ভাবনা-চিন্তার সঙ্কীর্ণতা। সময়টা ছিল ১৯৬৫ সাল। কেনেডি নিহত হওয়ার পর আমেরিকা ছিল চরম যুদ্ধংদেহী। সব কিছুতে, সবখানে লাল শত্রু আর হাইড্রোজেন বোমা দেখত তারা।

কালো, বাদামি বা তামাটে, সবাইকে সন্দেহের চোখে দেখত। সবকিছুতে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেত। তখন সাদারা ছাড়া অন্য সবাই ছিল তাদের সন্দেহের পাত্র।

মানুষের যখনই মনে হতে থাকে তার চারদিকে সবাই ষড়যন্ত্র করছে, তখনই তার পৃথিবীর রং-রূপ বদলে যায়। এক ধরনের মানসিক বৈকল্য তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। সে সময় আমেরিকানদেরও সেই বৈকল্যের কাল চলছিল।

ছেলেটার শার্টের ছেঁড়া পকেট আর রক্তের ম্যাচিঙের অকাট্য প্রমাণ পাওয়ার পর তার মধ্যে আরও কিছু যে থাকতে পারে, বিষয়টা আরও যে একটু তলিয়ে দেখা দরকার, তাঁর মত একজন অভিজ্ঞ লইয়ারের মাথায়ও সে চিন্তা আসেনি। কারণ সেই প্রচ্ছন্ন বৈকল্য। হয়তো আসত, চার্লস নিউম্যান বেঁচে থাকলে।

ব্রুস ভেবেছেন প্রমাণ যখন পাওয়াই গেছে, তখন আর সময় নষ্ট করা কেন? একটা কালো মেয়ে, তার হত্যার পিছনে আর

কোনও ষড়যন্ত্র আছে কি না কে তা খুঁজতে যাবে? কেন যাবে? দুনিয়াতে মানুষের আর কাজ নেই নাকি?

এ নিয়ে ভাবতে গিয়ে এত বছর পর আজই প্রথম অদ্ভুত কিছু বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ল তাঁর। যেমন, জেল থেকে বেরিয়েই জ্যাক রিচির দুর্ধর্ষ ডাকাতি আর খুনের মত কাণ্ড ঘটিয়ে বসা, পালক পিতার মত চার্লসকে শহরের বাইরে ডেকে নিয়ে হত্যা করা। পুরো অধ্যায়টাকে ভয়ঙ্কর এক উপন্যাসের মত লাগল তাঁর। নিষ্ঠুর, উন্মত্ত, কুৎসিত ও বৈকল্যে ভরা নষ্ট উপন্যাস।

সামনের দেয়ালের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন ব্রুস উইলিয়ামস। এইমাত্র ভয়ঙ্কর একটা কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছেন বুঝতে পেরে ভয় পেয়ে গেছেন। রেগে গেছেন। রাগে দেয়ালে মাথা পিটিয়ে ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করছে তাঁর। পঁয়ত্রিশ বছরের পুরু পর্দা ভেদ করে ফয়েজুর রহমান গালিবের সুন্দর চেহারাটা ভেসে উঠল চোখের সামনে।

স্পষ্ট দেখতে পেলেন ব্রুস, হাসছে যুবক। কিছু বলছে তাঁকে। কী বলছে? ' আমার মৃত্যুদণ্ডের জন্য আমি আপনাকে দায়ী করি না। আমি জানি, সার... আপনি যা করেছেন, ন্যায় বিচারের স্বার্থে করেছেন মিস্টার চার্লস নিউম্যান বেঁচে থাকলে... এমন হতে পারত না, আমি জানি। তা হলে আজ... শেলির আসল হত্যাকারীকেই এই চেয়ারে বসতে হত।'

'মা-বাবার অনেক স্বপ্ন ছিল আমাকে নিয়ে... কিছুই পূরণ করতে পারিনি। বরং তাদেরকে পথের ফকির বানিয়ে... চলে যেতে হচ্ছে। শেষ সময়ে তাদেরকে দেখে যেতে পারলাম না... তাই... খুব কষ্ট হচ্ছে, সার।'

'... আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ মিথ্যে। আমি শেলিকে খুন করিনি... আমি শেলিকে খুন করিনি... আমি শেলিকে খুন করিনি... আমি শেলিকে খুন করিনি...

বজ্রাহতের মত বসে থাকলেন আইনজীবী। বুকের ভেতর

কে যেন হায় হায় করছে—এ কী করেছি আমি! এ কী করেছি!

একটা পরিবারকে কষ্ট থেকে বাঁচাতে আরেকটা নিরপরাধ পরিবারকে শেষ করে দিয়েছি! এতবড় ভুল? আমাকে দিয়ে এমন একটা কাজ হলো কীভাবে? ইলেকট্রিফায়িং ব্রুসের রেকর্ডে এতবড় কালির ছোপ লাগল কীভাবে?

গভীর ভাবনায় মগ্ন ব্রুস দেখতে পেলেন না, দরজা চুল পরিমাণ ফাঁক করে তাকিয়ে আছে ডেপুটি।

সিডনি হল রিপোর্ট করল—সার, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কী চলছে এখানে। তবে অবস্থা দেখে মনে হয়, বুড়ো গাধাটা নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু একটা আবিষ্কার করে বসেছে। এ মুহূর্তে ভীষণ উত্তেজিত সে। অনেকক্ষণ থেকে দেয়ালের সাথে কথা বলছে। আঙুল নাচিয়ে কাউকে শাসাচ্ছে তারস্বরে।

বারবার বলছে, গত তিনদিন থেকে একটা জিনিস খুঁজে খুঁজে হয়রান সে। এইমাত্র নাকি জিনিসটা পেয়েছে। সেটা কী আমি জানি না। এখন কী করব?

দশ মিনিট পর দ্বিতীয় রিপোর্ট করল সে—এইমাত্র বাড়ি চলে গেছে ব্রুস উইলিয়ামস।

তিন

স্যাণ্ডার্স জুনিয়রের সেসনা কনকোয়েস্ট যখন ফোর্ট স্মিথে ল্যাণ্ড করল, তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। প্লেনটাকে ট্যাক্সি করে হ্যাঙ্গারে নিয়ে এল সে। নিজের মেকানিককে ওটার দেখাশোনার নির্দেশ

দিয়ে বেরিয়ে এল এয়ারপোর্ট থেকে।

পার্কিং লটে তার ঝলমলে চেহারার শেভ্রলে ক্যাপ্রিস দাঁড়িয়ে আছে। ওটার পিছনে নিজেদের গাড়িতে অপেক্ষা করছে তার একান্ত অনুগত দুই বডিগার্ড। ক্লিফ ড্রাইভের ফ্যামিলি কমপ্লেক্সে পৌঁছতে মিস আরক্যানসো রানার-আপ '৯৬ মিষ্টি হেসে এগিয়ে এল তার দিকে। 'ফ্লাইট কেমন হলো, হানি?'

'ভাল,' অন্যমনস্ক জবাব দিল জুনিয়র। 'কাজ পুরো করতে পারিনি অবশ্য। তবে ফ্লাইট মন্দ হয়নি।'

এই ঘরের ছোটো দুই ছেলে ভিসিডিতে ব্ল্যাক বিউটি দেখছে। শিশুদের প্রিয় মুভি। তাদেরকে অনেকটা উপেক্ষা করেই বেডরুমে চলে এল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। কাপড় ছেড়ে ভাবতে বসল। ডিনার সেরে আবার ভাবতে বসল।

ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়তে খবর দেখতে বসল সে। রাতের প্রধান খবর ছিল একশ' মাইল দূরের টালিব্রু ট্রেইলে মাদক ব্যবসায়ীদের সশস্ত্র যুদ্ধ। দশজন ড্রাগ ব্যবসায়ী মারা গেছে সে যুদ্ধে, চার পাউণ্ড কোকেন উদ্ধার হয়েছে। ওকলাহোমা পুলিশের মুখপাত্র সূত্রে জানা গেছে, ঠিক কী ঘটেছিল সেখানে, তারা এখনও নিশ্চিতভাবে জানতে পারেনি।

কয়েকটা মৃতদেহ পুড়ে বিকৃত হয়ে গেছে বলে শনাক্ত করা যায়নি তাদেরকে। কিন্তু অবিকৃত যেগুলো পাওয়া গেছে, তাদের সব ক'টাই মার্কা-মারা অপরাধী। মায়ামি, ডালাস, নিউ অর্লিয়ন্সে অনেক অপরাধ, অনেক সন্ত্রাসী ঘটনার রেকর্ড আছে তাদের। কর্তৃপক্ষের ধারণা, আজকের লড়াইটা ড্রাগসের চালান হস্তান্তর নিয়ে ঘটে থাকতে পারে। তবে সৌভাগ্য যে, এই লড়াইয়ে কোনও সাধারণ মানুষ হতাহত হয়নি।

খবর শেষ হতে কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি হলো জুনিয়র। সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই যে অনেক, অ-নে-ক বড় সমস্যায় পড়েছে সে। তার বাবার গড়া নিশ্ছিদ্র, নিরাপদ আশ্রয়

হারানোর পর গত এক দশকে অনেক রকম শক্ত প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করতে হয়েছে তাকে। সবাইকে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করতে পেরেছে সে। কিন্তু এই মাসুদ রানা... এ লোক সম্পূর্ণ অন্য জাতের। সবচেয়ে কঠিন, সবচেয়ে ভীতিকর সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে লোকটা।

আরও সতর্কতার সঙ্গে, অত্যন্ত চাতুরী ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে এই লোকটাকে মোকাবেলার চেষ্টা করতে হবে তাকে, এখন বুঝতে পারছে সে। যদি তাতে ব্যর্থ হয় সে, তা হলে সব হারাতে হবে। বর্তমান সংসারের ছেলেমেয়ে, স্ত্রী, আগের সংসারের ছেলেমেয়ে, স্ত্রী, সবাইকে নিয়ে পথে বসতে হবে। বিষয়টা আতঙ্কিত করে তুলল তাকে।

হঠাৎ ডেপুটির কথা মনে পড়তে তার রিপোর্ট চেক করল সে। দুটো রিপোর্ট এসে বসে আছে। নানান ঝামেলায় আজ সারাদিনে এদিকে নজর দেয়ার সময়ই পায়নি সে।

প্রথমটা এরকম 'সার, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কী ঘটেছে। তবে যদ্দূর মনে হয়, বুড়ো গাধাটা নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু একটা আবিষ্কার করে বসেছে। এ মুহূর্তে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে আছে সে। অনেকক্ষণ থেকে সামনের দেয়ালের সাথে কথা বলে চলেছে একনাগাড়ে। আঙুল নাচিয়ে কাউকে শাসাচ্ছে তারস্বরে।

'বারবার বলছে, গত তিনদিন থেকে একটা জিনিস খুঁজে খুঁজে হয়রান সে। এইমাত্র নাকি জিনিসটা পেয়েছে। সেটা কী আমি জানি না। এখন কী করব?'

এক ঘণ্টা দশ মিনিট পর দ্বিতীয় রিপোর্ট করেছে সে। এখন থেকে ঠিক চার মিনিট ত্রিশ সেকেণ্ড আগে। 'এইমাত্র বাড়ি ফিরে গেছে ব্রুস উইলিয়ামস।'

তখনই তাকে কল করল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। 'লোকটা এখন কোথায়, হল?'

'এইমাত্র বাড়ি চলে গেল, সার।'

'তুমি শিওর?'

'শিওর, সার।'

'তুমি কোথায়?'

'তার অফিসের সামনে।'

'অল রাইট, হল। শোনো। আমি ঠিক ঠিক জানতে চাই, লোকটা আসলে কীসের পিছনে আঠার মত লেগে আছে। তুমি ব্যাটার অফিসে ঢুকতে পারবে?'

'পারব, সার।'

'ঠিক আছে। কিন্তু যা করার খুব সাবধানে করতে হবে। বুড়ো কী কী নিয়ে নাড়াচাড়া করছে জানার চেষ্টা করবে তুমি। আমি জানতে চাই, আমার বিরুদ্ধে কোনও অস্ত্র আছে কি না তার হাতে। ক্লিয়ার?'

'ইয়েস, সার।'

'শুরু করে দাও। আমি আর কোনও চমক চাই না।' লাইন কেটে দিল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র।

আর কোনও 'চমক' মানে? ভাবনায় পড়ে গেল ডেপুটি সিডনি হল। লোকটার গলা সুবিধের মনে হয়নি তার। অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর। চাপা, হতাশ, চিন্তিত এবং ক্রুদ্ধ।

কেন?

ওদিকে ফোন রাখল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। বিছানায় ওঠার কথা ভাবল। কিন্তু মিস আরক্যানসো রানার-আপ '৯৬ আজ আর তাকে উদ্দীপ্ত করতে পারল না। বাধ্য হয়ে টেলিফোনের শরণ নিতে হলো তাকে। 'কুইক ব্লো জবের' জন্য শহরের এক নামকরা নিগ্রো পতিতার দ্বারস্থ হতে হলো।

অবশেষে বুড়োকে রুমের আলো নেভাতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ডেপুটি। যাক্, বাবা। এতক্ষণে কাজ শেষ হয়েছে তা হলে! ঘড়ি দেখল—১১:৪৫।

এক মিনিট পর অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন আইনজীবী। নীচে এসে ক্যাডিলাকে উঠলেন। এক মুহূর্ত পর স্টার্ট নিয়েই তুমুল গতিতে ছোটালেন ওটাকে। গ্যাস পেড়াল আর ব্রেক পেডালে যে অহেতুক ঘন ঘন চাপ পড়ছে, বিকট শব্দ হচ্ছে, সেদিকে খেয়ালই নেই। একদৃষ্টে গাড়িটার বিলিয়মান ব্রেক লাইটের দিকে তাকিয়ে থাকল সিডনি হল। চোখ ক্লান্তিতে বুজে আসছে আপনাআপনি।

স্যাণ্ডার্স জুনিয়রকে বৃদ্ধের অফিস ত্যাগ করার মেসেজ দিয়ে নিজের আখড়ায় ফেরার প্রস্তুতি নিল সে। সারাদিন গাধার খাটুনি করে আর পারা যাচ্ছে না। এবার একটু বিশ্রাম নিতে হবে। এমন সময় নতুন নির্দেশটা এল।

কী আর করা! দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভাবল সে। বড়লোকদের মন-মেজাজ বোঝা দায়। নির্দেশ ঠিকমত পালন না করলে সমস্যা হতে পারে। অতিরিক্ত ক্লান্ত সে, তবু নির্দেশ পালনে গড়িমসি করার কথা ভাবতেই পারল না। সময় নষ্ট না করে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল সে। হাতে ফ্ল্যাশলাইট।

আয়রন জেনারেলের মূর্তি অতিক্রম করে প্রসিকিউটরের অফিস বিল্ডিঙের দিকে চলল ভারিক্কি চালে। এদিক-ওদিক আলো ফেলতে ফেলতে হাঁটছে, যেন টহল দিতে বেরিয়েছে। খানিক পর দোতলায় উঠে গেল সে।

ব্রুস উইলিয়ামসের আউটার অফিসের দরজায় মৃদু ধাক্কা দিল। নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা। মাথা দোলাল ডেপুটি, হাসছে মনে মনে। এরকম হবে জানা কথা। বুড়ো ছাগলটা আজকাল পদে পদে ভুল করছে। কিন্তু ইনার অফিসের দরজায় ধাক্কা দিয়ে তার হাসি শুকিয়ে গেল। বন্ধ। ড্যামিট!

ওয়ালেট থেকে একটা ক্রেডিট কার্ড বের করে দরজা আর ফ্রেমের মধ্যেকার সামান্য ফাঁকে ভরে দিল সে। ক্রিমিনালদের কিছু কিছু হাতের কৌশল পুলিশ বাহিনীর অনেকের মত তারও

জানা আছে। কয়েক সেকেণ্ডের বেশি লাগল না তার লকটা খুলতে। দু' মিনিটের মাথায় ইনার অফিসে পা রাখল ডেপুটি। ভিতরের বাতাসে টোব্যাকোর মিষ্টি একটা গন্ধ ভাসছে।

ব্যস্ত পায়ে ডেস্কের পিছনের সেফটার কাছে চলে এল সে। যিশুর নাম নিয়ে দরজা ধরে টান দিল। অনেক সময় লোকে সেফের দরজা লাগায় ঠিকই, কিন্তু ডায়াল ঘোরাতে ভুলে যায়। ব্রুস উইলিয়ামসের পক্ষ অমন ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক ভেবে একটু আশা ছিল তার। কিন্তু বৃথা। ব্যাটা জাতে মাতাল তালে ঠিক, দাঁত কিড়মিড় করে ভাবল ডেপুটি। ডায়াল ঘোরাতে ভোলেনি। কাজেই ওটার আশা বাদ।

সেফ ছেড়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেল সে। শেড নামিয়ে দিয়ে ভিতরের আলো জ্বেলে নিল। একেবারে যাচ্ছেতাই করে রেখে গেছে ব্যাটা অফিসের অবস্থা। মেঝেতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে দুনিয়ার কাগজপত্র। ফাইল কেবিনেটের একটা ড্রয়ারের সমস্ত ফাইল কার্পেটের উপর পড়ে আছে।

বুড়ো গাধাটার হয়েছে কী? ভাবল সিডনি হল। নিজেকে ধ্বংস করার মিশন হাতে নিয়েছে নাকি? নিজের সমস্ত কিছু বরবাদ করতে শুরু করেছে?

ডেস্কের অবস্থাও তেমনি। দুনিয়ার পুরনো ফাইলপত্র আর রিপোর্ট উপচে পড়ছে চারদিক থেকে। কয়েকটা কাগজ ওল্টাল ডেপুটি। হুঁমম! সবই দেখা যাচ্ছে ১৯৬৫ সালের। কোনও এক মহিলার লেখা একটা চিঠি পেয়ে পকেটে ভরল সে। একটা প্রি ট্রায়াল হিয়ারিং রিপোর্ট দেখতে পেল কাগজপত্রের মধ্যে।

১৯৬৫ সালের ২৯ জুলাই তারিখের। কোনও এক ফয়েজুর রহমান গালিবের বিরুদ্ধে ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডারের অভিযোগে। হুঁমম! কী এসব ঘোড়ার ডিম? বুড়ো সেদিন ক্যামেরন মিডৌজে যে নিগার মাগীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, তার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক আছে নাকি? নিগারদের সঙ্গে দেখা করার কী

দরকার পড়েছিল উল্লুকটার? সার্জেন্ট চার্লস নিউম্যানের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এসবের কোনও যোগসূত্র নেই তো?

বৃদ্ধের চেয়ারে বসল সে। সামনে পড়ে থাকা একটা লিগ্যাল প্যাডের উপর চোখ পড়ল। কিছু লেখা নেই ওটায়, তবে উপরের একটা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে এবং সেটায় বল পয়েন্ট পেন দিয়ে চেপে চেপে লেখার ফলে নীচের পৃষ্ঠায় কিছু ছাপ পড়ে আছে। কাগজটা আলোর সামনে তুলে ধরল সিডনি হল। বোঝার চেষ্টা করল লেখাগুলোর অর্থ কী হতে পারে।

ধীরে ধীরে বোধগম্য হয়ে উঠতে লাগল ওগুলো: বডি মুভড্? লিটল জর্জিয়া? স্ট্র্যাঙ্গেলড্?

হুঁমম! চাপা উচ্ছ্বাস অনুভব করল ডেপুটি। এবার মিস্টার স্যাণ্ডার্স নিশ্চয়ই খুশি না হয়ে পারবেন না।

বাইরে হঠাৎ পায়ের শব্দ উঠল। পরক্ষণে তাকে হতবাক করে দিয়ে দড়াম করে খুলে গেল দরজা।

মরেছি! আঁতকে উঠল ডেপুটি।

'আপনি?' হুঙ্কার ছাড়লেন ব্রুস উইলিয়ামস। 'আপনি আমার অফিসে কী করছেন?'

বাড়ির দিকে যত এগোচ্ছেন, ততই উত্তেজিত হয়ে উঠছেন বৃদ্ধ আইনজীবী। শেলি গারল্যাণ্ড মামলার একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খাচ্ছে তাঁর ভাবনা।

'৬৫ সালে পশ্চিম আরক্যানসোয় কোনও এক কালো মেয়ের ধর্ষণ-হত্যার সঙ্গে একটা নিরীহ বাঙালি ছেলেকে জড়ানোর মত মহা ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা কার মাথা থেকে বেরিয়ে থাকতে পারে? কেনই বা বের হবে?

প্রসিকিউটর ব্রুস উইলিয়ামস কোনও কারণ দেখতে পেলেন না। কিন্তু... তাতে কী? চার্লসের নোটবুকে যে সমস্ত অবজার্ভেশন আছে, সেগুলো একটু সতর্কতার সঙ্গে মিলিয়ে

দেখার চেষ্টা করলে একটা ষড়যন্ত্রের ফর্মুলা ঠিকই বেরিয়ে আসে। একটা জিনিস সবচেয়ে বেশি খোঁচায়। মেয়েটাকে যে লিটল জর্জিয়ায় হত্যা করা হয়েছে, সে প্রসঙ্গই কোর্টের সামনে তোলা হয়নি।

অথচ লিটল জর্জিয়াই আসল।

ওখান থেকে শেলির মৃতদেহ সরিয়ে আনার আসল কারণ হচ্ছে ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনও প্রমাণ সেখানে ছিল। যা হত্যাকারীকে শনাক্ত করার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারত। লিটল জর্জিয়ায় দেহটা পাওয়া গেলে খুনীকে সহজেই ধরা সম্ভব হত বলেই কাজটা করা হয়েছে।

কী হতে পারে সেটা?

বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইলেন তিনি। ভাবলেন, কী হতে পারে? কোনও ডকুমেণ্ট হতে পারে, বা এ ধরনের কিছু।

ল্যাণ্ড-ইউজ পারমিট!

সাইট একজামিনেশনও হতে পারে—কোনও ইঞ্জিনিয়ার অথবা আর্কেটেকচারাল ফার্মের পক্ষ থেকে।

অথবা বিল অভ সেল!

কাউণ্টিতে জমি হাত বদলের ক্ষেত্রে কী কী ডকুমেণ্টের প্রয়োজন হয় ভাবলেন ব্রুস উইলিয়ামস।

আচমকা কড়া ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফেললেন তিনি। আতঙ্কিত বোধ করছেন। কাল সকালে যদি এসব তাঁর মনে না থাকে? একটু পর পরই তাঁর মন গাঢ় কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। যদি তার মধ্যে তলিয়ে যায়? তাঁর বাড়ি এখনও পঁচিশ-ত্রিশ মিনিটের পথ, অফিসে পৌঁছানো যাবে মাত্র দশ মিনিটে।

অফিসে ফিরে গিয়ে তথ্যগুলো নোট করে রাখলে কেমন হয়?

সামনে একটা লাফ দিয়ে ইউ টার্ন নিল ক্যাডিলাক। কার্ব ঘেঁষে রাখা কয়েকটা ফুলের টব টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে

পড়ল রাস্তায়। দেখার সময় নেই বৃদ্ধের। তুমুল গতিতে অফিসের দিকে ফিরে চললেন তিনি।

'আমি জানতে চেয়েছি আমার অফিসে কেন ঢুকেছেন আপনি!' চেঁচিয়ে উঠলেন ব্রুস উইলিয়ামস। রাগে নাকমুখ লাল হয়ে উঠেছে। 'কী করছেন? আপনি আসলে কে বলুন তো?'

'আহ...মিস্টার উইলিয়ামস, আমি ডেপুটি। সিডনি হল, সার। আমি... মানে, আপনার অফিসে লাইট জ্বলছে দেখে চেক করতে এসেছিলাম। এসে দেখি আপনি মনের ভুলে দরজা হাঁ করে খোলা রেখে বাড়ি চলে গেছেন। সবগুলো লাইট জ্বলছে। তাই ভাবলাম... চেক করে দেখি চোর-টোর ঢুকল কি না!'

চোখে পলক পড়ল না বৃদ্ধের। দ্বিধাহীন চিত্তে একভাবে ডেপুটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। 'বাজে বকবেন না! আজ আমি কোনও ভুল করিনি। সমস্ত আলো নিভিয়ে দরজা লক করেই গিয়েছিলাম আমি।'

'সার...

'আমার ডেস্কে আমার গোপনীয় অফিশিয়াল ফাইলপত্র মেলে ধরে কোন্ চোর তাড়াচ্ছিলেন? কার হয়ে কাজ করছেন আপনি? কোন মতলবে ঢুকেছেন অফিসে?'

চেয়ার ছেড়ে উঠল ডেপুটি। প্রসিকিউটর পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন তার দিকে। ধূর্ত চোখে ডেপুটির প্রতিটা মুখভঙ্গি সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ করছেন। লোকটার হাতে লিগ্যাল প্যাড দেখে মেজাজ আরও বিগড়ে গেল বৃদ্ধের।

'ওটা নিয়েছেন কেন?'

'এমনি।'

চাউনি বদলে গেল বৃদ্ধের। মনে হলো কিছু একটা অনুধাবন করতে পেরেছেন। 'আপনি... আপনি তা হলে স্পাইং করতে ঢুকেছেন আমার অফিসে? ইউ ব্লাডি স্পাই! আপনি ওদের হয়ে

কাজ করছেন, ইউ হোয়াইট ট্র্যাশ?'

'সার, আমি কারও হয়ে কাজ করছি না।' প্রসিকিউটরের ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল সে।

'কিন্তু আপনি শেরিফের হয়েও কাজ করছেন না, মিস্টার। শেরিফকে আমি ভাল করে চিনি। সে আপনাকে এইসব করতে বলেছে, আমি তা বিশ্বাস করি না। বলুন, কার হয়ে কাজ করছেন আপনি? না হলে চাবকে গায়ের চামড়া তুলে নিয়ে সকালে আপনাকে রোদে শুকোতে দেব।'

'বলেছি তো, সার, আমি কারও হয়ে কাজ করছি না!' বুড়ো আসল ব্যাপার ধরে ফেলেছে বুঝতে পেরে সতর্ক হলো সে।

'ওয়েল, এখনই প্রমাণ হয়ে যাবে।' ঝুঁকে টেলিফোনের রিসিভার তুললেন আইনজীবী। 'এর শেষ না দেখে আমি ছাড়ছি না।' দ্রুত ৯১১-এ ডায়াল করলেন।

ডেপুটি আহাম্মকের মত তাঁর কাজ দেখতে লাগল। এত দ্রুত ঘটছে সবকিছু! তা ছাড়া ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াতে পারে, ভুলেও চিন্তা করেনি সে। এখন কী করবে ভাবছে। মনটা ফাঁপা হয়ে গেছে তার।

বুড়ো তাকে বাধ্য করবে মিস্টার স্যাণ্ডার্সের ব্যাপারে মুখ খুলতে? তা হলে টাকাগুলোর কী হবে? আর কি দেবে সে? মুফতে পাওয়া তার নতুন চাকরিটারই বা কী হবে শেরিফ সবকিছু জেনে ফেললে?

ফ্ল্যাশলাইট ধরা হাতটা উঠে গেল সিডনি হলের, অনেকটা যেন আপন ইচ্ছায়। পরক্ষণে ওটাকে বৃদ্ধের সরু ঘাড় লক্ষ্য করে গায়ের জোরে নামিয়ে আনল সে। জায়গামত ভারী ফ্ল্যাশলাইটটা আছড়ে পড়তে প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল তার হাত। টের পেল, বৃদ্ধের ঘাড়ের ভিতর কিছু একটা চাপা মুট্ শব্দে ভেঙে গেল।

'শেরিফ'স ডিপার্টমেন্ট,' ঠিক তখনই একটা গলা শোনা গেল টেলিফোনে।

ওদিকে মারটা লাগার সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন বৃদ্ধ। হাত তুললেন জায়গাটা ধরার জন্য, একই সঙ্গে পিছনে ফিরলেন। চেহারা কালো হয়ে গেছে, দ্যুতি নিভে গেছে চোখের। আবার মারল ডেপুটি, গলা যেখানটায় কাঁধের সঙ্গে মিশেছে, ঠিক সেখানে। প্রচণ্ড শক্তিশালী নিম্নমুখী মার।

মাথাটা ভীষণ ঝাঁকি খেল তাঁর। হাত থেকে রিসিভারটা পড়ে গেল। আপনাআপনি এক পা পিছিয়ে গেলেন আইনজীবী। প্রাচীন মুখের মধ্যে প্রাচীন জিভটা নড়ছে, কিছু বলার চেষ্টা করছেন হয়তো। এক মুহূর্ত ওভাবে থাকলেন তিনি, তারপর আচমকা গোড়া কাটা কলাগাছের মত পিছনদিকে আছড়ে পড়লেন ধড়াস করে। চোখ উল্টে গেল পরক্ষণে।

'শেরিফ'স ডিপার্টমেন্ট,' আবার শোনা গেল কণ্ঠটা। 'কে বলছেন, প্লিজ?'

নাইট-ডিউটি ডিসপ্যাচার বিডি টিলের গলা, চিনতে অসুবিধে হলো না ডেপুটির। রিসিভার ক্র্যাডলে রেখে দিল সে। দম নিচ্ছে ঝড়ের বেগে। হাঁটু দুর্বল ঠেকছে। বুড়ো চিত হয়ে পড়ে আছে। এখনও দম নিচ্ছে। তবে দুর্বলভাবে।

এরপর কী করবে ভাবল ডেপুটি। চুপচাপ চলে যেতে পারে সে। পরে যারা মুমূর্ষু বৃদ্ধকে উদ্ধার করবে, তারা ভাববে কাজটা দুষ্কৃতকারীর। কিন্তু সে ক্ষেত্রে ঘটনার তদন্ত হবে। তা যদি হয়, স্কয়ারে পার্ক করে রাখা তার গাড়ি যদি কেউ দেখে থাকে এবং রিপোর্ট করে, তা হলে সে ফেঁসে যাবে। তা হলে?

রুমাল বের করে টেলিফোনের রিসিভার ডলে ডলে তার হাতের ছাপ মুছল ডেপুটি। তারপর তাড়াতাড়ি অফিসের আলো অফ করে সুইচগুলোও ভাল করে ডলে ডলে মুছে নিল। বৃদ্ধের চেপে লেখার ফলে কলমের ছাপ বসে যাওয়া লিগ্যাল প্যাডটা আণ্ডারশার্টের গলা ফাঁক করে ভিতরে ছেড়ে দিল।

এরপর মৃতপ্রায় বৃদ্ধের হালকা, ভঙ্গুর দেহটা বগলদাবা করে

সিঁড়ির দিকে নিয়ে চলল। তার পা যাতে মাটি স্পর্শ করতে না পারে, সে ব্যাপারে সতর্ক। কারণ জানে, তা হলে মেঝেতে দাগ পড়ে যাবে। যে কেউ বুঝে ফেলবে তাকে টেন-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার বেষ্টনীর মধ্যে একবার নড়ে উঠলেন ব্রুস উইলিয়ামস। তারপর সমস্ত নড়াচড়া স্থির হয়ে গেল। সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে এক মুহূর্তের জন্য থামল ডেপুটি।

ভাবল, লোকটা তাকে বাধ্য করেছে এ কাজে।

লম্বা করে দম নিল সে, তারপর নেতিয়ে থাকা হালকা দেহটা দু' হাতে উঁচু করে ধরে সামনে ছুড়ে দিল গায়ের জোরে। চতুর্থ কি পঞ্চম ধাপে গিয়ে উপুড় হয়ে আছড়ে পড়লেন মুমূর্ষু বৃদ্ধ, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সুগঠিত দাঁতগুলো চুরমার হয়ে গেল। ভাঙাচোরা পুতুলের মত গড়িয়ে নেমে গেলেন তিনি বাকি পথ।

আবার লম্বা করে দম নিল ডেপুটি। অফিসে ফিরে গিয়ে দরজা টেনে দিল। লক্ হওয়ার ক্লিক শব্দটা শুনল কান পেতে। এবার ডোর নবে লেগে থাকা হাতের ছাপ মুছল সতর্কতার সঙ্গে। তারপর নেমে এসে প্রসিকিউটরের নিথর দেহটা লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে পার হয়ে গেল।

চার

সেসনা শেষ ঝিলিক মেরে দিগন্তে মিলিয়ে যেতে রণক্ষেত্রের উপর আরেকবার চোখ বোলাল মাসুদ রানা। কালো ট্রাকটা এখনও পুড়ে চলেছে নিঃশব্দে। তেলতেলে কালো ধোঁয়া পাক্ খেয়ে ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে। এখানে-সেখানে গাড়ির

ধ্বংসাবশেষ, মৃতদেহ, রক্ত, ভাঙা কাঁচের টুকরো আর নানান অস্ত্র পড়ে আছে।

এরপর আর ব্লু আই যাওয়া ঠিক হবে না, ভাবল ও। অন্তত আজ। বলা যায় না, পথে ব্যাক-আপ পার্টি থাকতে পারে ওদের। প্রথমটাকে আচমকা পাল্টা হামলা চালিয়ে ব্যর্থ করে দিয়েছে ওরা। কিন্তু একই কৌশল আর কাজে লাগবে না। এবার বহুগুণ সতর্ক থাকবে শত্রু। কাজেই ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না।

অতএব আজকের মত ফোর্ট স্মিথের দিকে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রানা। ঘটনাস্থল থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে থাকাই এ মুহূর্তে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। পিক-আপ ঘুরিয়ে পার্কওয়েতে উঠে এল জন নিউম্যান। তারপর সোজা উত্তরে ছুটল।

'এটা আমাদের জন্য একদিকে থেকে ভালই হলো, বুঝলে?' বলল রানা। 'আমরা যে পাল্টা হামলা চালিয়ে বসতে পারি, ওদের কাছে তা একেবারেই অচিন্তনীয় ছিল। কাজেই ওদের মনের জোর ভীষণ চোট খেয়েছে। এখন থেকে আমাদের বিরুদ্ধে এক পা তোলার আগে দশবার চিন্তা করবে ওরা।'

'তবে একটা দুঃখ যে, এতকিছুর পরও প্রতিপক্ষকে চেনা গেল না,' জন বলল।

'ওটা কোনও সমস্যা না। ডেপুটিকে বাঁশকলে ফেলে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে।'

ঘুরে তাকাল জন। 'কী কলে?'

'ও তুমি চিনবে না,' রানা বলল। 'তবে আমাদেরকে আগের চেয়ে বহুগুণ সতর্ক থাকতে হবে। ভুললে চলবে না যে আজ আমরা খুব অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছি।'

নীরবে মাথা দোলাল জন। তাকে দেখলেই বোঝা যায় আজ বেশ কঠিন একটা ধাক্কা খেয়েছে মানুষটা। প্রায় চোখের পলকে এতগুলো অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে গেল, এখনও তার ধাক্কা সামলে

উঠতে পারেনি।

'এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না আমার!' বিড়বিড় করে বলল সে।

'কী?'

'এই যে, চোখের পলকে এত কিছু! এত শব্দ, গোলাগুলি! মনে হচ্ছিল পৃথিবীটা বুঝি উন্মাদ হয়ে গেছে।'

রানা কথাগুলো শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। ও নিজের কথা বলে যাচ্ছে। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ট্রাকটার একটা বিহিত করতে হবে। নইলে পুলিশ যদি তদন্ত করতে গিয়ে টের পায় ওই ঘটনায় আরও একটা ট্রাক জড়িত ছিল, তা হলেই সার্চে নামবে। যদি এটার নাগাল পায় আর ফরেনসিক পরীক্ষা হয় এটার, তা হলে দু'দিনের মধ্যে ধরা পড়ে যাব আমরা।'

'এই গাড়ি পুলিশ চিনবে কী করে?'

'রাস্তায় রেখে আসা টায়ারের খাঁজের ছাপ, সেডানের সাথে ধাক্কা লাগায় এটার যে চল্টা উঠে গেছে, তার পেইণ্ট ম্যাচিং, ইত্যাদি করে,' রানা বলল।

'অতকিছু পুলিশ পাবে বলে মনে হয় না,' মথা নাড়ল মেরিন।

'তাই বলে নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকাও ঠিক হবে না। আমি ঠিক করেছি নাম্বার প্লেট খুলে এটাকে এমন এক জায়গায় রেখে আসব, যেখানে অন্তত দুই-এক সপ্তাহ কারও নজরে না পড়ে।'

'কিন্তু রেণ্টাল সার্ভিসের কী হবে?'

'ওরা গাড়ির দাম পেয়ে যাবে,' রানা বলল।

'তা হলে চিন্তা নেই,' জন বলল। 'এয়ারপোর্টের কার্গো এরিয়ায় রেখে এলেই চলবে।'

'দু নম্বর হলো, তোমার সেই রিচার্ড মিলারকে প্রয়োজন হবে। তাকে লোকেট করো তুমি।'

পিক-আপ ট্রাকটার ব্যবস্থা করে ছ'টা নাগাদ ফোর্ট স্মিথের

দক্ষিণ প্রান্তের রামাদা ইনে উঠল ওরা। উঠেই রিচার্ড মিলারকে লোকেট করার কাজে লেগে পড়ল জন। প্রথমে লস অ্যাঞ্জেলেসে ফোন করল পরিচিত এক সাবেক গানারি সার্জেণ্টকে। সেখানকার রিটায়ার্ড মেরিন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের ক্ল্যারিকাল সেকশনের প্রধান লোকটা।

সার্জেণ্ট তার প্রয়োজন শুনে পল চারডি নামে এক রিটায়ার্ড মেরিন ক্যাপ্টেনের নাম্বার দিল। রিচার্ড মিলারের সহকর্মী ছিল সে বৈরুতে। সেই নম্বরে ডায়াল করতে এক মহিলা সাড়া দিল।

'হ্যালো!'

'ম্যা'ম, আমি ক্যাপ্টেন রিটায়ার্ড পল চারডির সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'কী বিষয়ে, বলবেন দয়া করে?'

'নিশ্চয়ই! আমরা একসঙ্গে বৈরুতে চাকরি করেছি, ম্যা'ম। আমাদের সঙ্গে আরও একজন ছিল। আমরা দু'জনেই তাকে চিনি। সেই লোকের বর্তমান অবস্থান ক্যাপ্টেনের জানা আছে কি না, জিজ্ঞেস করতাম।'

'একটু ধরুন।' একটু পর একটা মোটা পুরুষ কণ্ঠ বলল, 'ইয়েস!'

'ক্যাপ্টেন চারডি?'

'ওয়েল, আমি এখন আর ক্যাপ্টেন নই। হাই স্কুল বাস্কেটবল কোচ, ইন ফ্যাক্ট। এনি হাউ, কে বলছেন?'

'আমি এক্স গানারি অফিসার, জন চার্লস নিউম্যান বলছি, সার। আরক্যানসো-র। আমরা বৈরুতে একসঙ্গে কাজ করেছিলাম কিছুদিন।'

'চিনেছি,' বলল ক্যাপ্টেন। 'ওয়েল, গানি, ইট'স অ্যান অনার। বলো, কী মনে করে!'

'সার, আমি সেই সময়কার তৃতীয় আরেকজনকে লোকেট করার চেষ্টা করছি। সিভিলিয়ান ছিল সে, সিআইএ। আপনি তার

সাথে যৌথভাবে বেশ কিছু মিশন অপারেট করেছিলেন।'

'রিচার্ড মিলারের কথা বলছ তুমি?'

'হ্যাঁ, সার।'

'ওহ্, গড! ওর কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম আমি,' ক্যাপ্টেন বলল। 'বেচারা মিলার!'

'বেচারা কেন, সার?'

'কারণ ও বেঁচে নেই।'

'আমি দুঃখিত, সার। কবে, কীভাবে...

'অভ দ্য রেকর্ড বলছি তোমাকে, গানি, চুরাশি সালে ভিয়েনায় মিশন পরিচালনা করতে গিয়ে সোভিয়েত আর্মি ইন্টেলিজেন্স গ্রু-এর এক কর্নেলের হাতে ধরা পড়ে যায় রিচার্ড মিলার। তারপর ওদের নির্যাতনে মারা গেছে সে।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করি, সার?'

'গো অ্যাহেড, গানি।'

'রিচার্ড মিলারের বিশেষত্ব কী ছিল? কোন্ ধরনের কাজ ভাল করতে পারত সে?'

একটু চিন্তা করে মুখ খুলল ক্যাপ্টেন। 'বরং জিজ্ঞেস করো, কোনটা মিলার না পারত, বা না করত। সবই করত এবং পারত সে। কেজিবি-র কাছে সিআইএ-র অনেকের পরিচয় ফাঁস করে দিয়েছিল ও। একজন মানুষ যত নীচ প্রকৃতির হতে পারে, মিলার তারচেয়েও বহুগুণ নীচ প্রকৃতির ছিল।'

'সার, রিচার্ড মিলার কখনও আরক্যানসো-র একটা বিশেষ মিশনের ব্যাপারে বলেছিল আপনাকে? ইনফ্রা-রেড সম্পর্কিত? ষাটের দশকের?'

'না। ও কখনও অতীত নিয়ে কথা বলত না।'

'ওকে, সার। থ্যাংক ইউ, ভেরি মাচ।'

'তুমি ঠিক আছ, গানি? কোনও সাহায্য বা আর কিছু প্রয়োজন তোমার?'

'না, সার। আমি ঠিক আছি।'

'গুড লাক, গানি।'

'সরি,' রিসিভার রেখে বলল জন। 'এদিক দিয়ে কিছু করা সম্ভব হলো না।'

রানা কিছু ভাবল। 'তা হলে এখন আমাদেরকে খুঁজে দেখতে হবে, তোমার বাবা মারা যাওয়ার দিন কার কার সাথে কথা বলেছিলেন। সাধারণ মানুষ না। বন্ধু বা ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ধরনের। এরকম ক'জন আছেন? ব্রুস উইলিয়ামস আছেন। কিন্তু তাঁর সাথে আমরা কথা বলেছি। তাঁর কাছ থেকে নতুন কিছু জানার নেই। থাকলে তিনি জানাতেন।' একটু বিরতি। 'আর কেউ আছেন?'

'জুডি ক্যামেরন আছেন,' জন বলল।

'জুডি ক্যামেরন?'

'ব্লু আইয়ের এক বিদুষী মহিলা। অভিজাত। অসম্ভব সুন্দরী ছিলেন। আমি যতদূর জানি মেরিল্যাণ্ডের বল্টিমোরের মেয়ে তিনি।' শ্রাগ করল। 'ডেভিড ক্যামেরনকে বিয়ে করে ব্লু আই শহরে এসেছিলেন। তারপর স্বামী, ছেলে, ছেলের গর্ভবতী বউ, ড্যাডি, জ্যাক রিচির বউসহ তাঁর প্রিয় সবাই একে একে মারা যেতে পঁচিশ বছর পর মনের দুঃখে কোথায় যেন চলে যান শুনেছি। ব্রুস তাঁকে ভাল চেনেন।'

'মহিলা এখন কোথায় আছেন?'

'কোনও এক নার্সিং হোমে ছিলেন শুনেছি। তা-ও বেশ কয়েক বছর আগের কথা,' জন বলল। 'এখনও বেঁচে আছেন কি না জানি না। ব্রুস বলতে পারবেন হয়তো। তাঁর ব্যাপারে ব্রুসের অন্যরকম মনোভাব ছিল, আমার যদ্দূর মনে পড়ে। কিছু একটা ছিল ওঁদের মধ্যে। পরে জুডি স্বামীর যাবতীয় সহায়-সম্পত্তি বিক্রি করে চলে গেছেন।'

'চেষ্টা করে দেখো তাঁর সাথে যোগাযোগ করা যায় কি না।'

ডিনার খেয়ে এসে টেলিফোন নিয়ে বসল জন। কিন্তু লাভ হলো না। দশ-বারোবার ফোন করেও সাড়া পাওয়া গেল না বৃদ্ধের। ধরছেন না তিনি। সকালে আবার চেষ্টা করল সে। এবার তৃতীয় রিঙে সাড়া পাওয়া গেল।

'ব্রুস?'

'কে বলছেন, প্লিজ?' বলল একটা মোটা গলা।

'আমি... আমি জন নিউম্যান। আমি... '

'জন! আমি নিক উইলিয়ামস। চিনতে পারছ?'

নিক? ভাবল জন, আইনজীবীর বড় ছেলে! একটা অজানা শঙ্কার ছায়া পড়ল মনে। রিসিভার ধরা মুঠো আরও শক্ত হয়ে উঠল তার। লিটল রকে থাকে নিক। ডাক্তার। জনের সমবয়সী প্রায়। তার গলায় এমন কিছু আছে, যাতে দুঃসংবাদের আভাস স্পষ্ট।

'তুমি কখন এলে? খারাপ কিছু ঘটেছে নাকি?'

'হ্যাঁ। ড্যাডি কাল রাতে মারা গেছেন।'

'হায় হায়! তাই নাকি?' রানার দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকল সে। দুঃসংবাদটা চরম আঘাত হয়ে দেখা দিল তার জন্য। 'কী হয়েছিল?'

'কিছুদিন ধরে ড্যাডির মাথার ঠিক ছিল না আসলে। কোনও একটা জটিল কেস নিয়ে ডিল করছিলেন বোধহয়। অনেক রাত পর্যন্ত অফিসে ছিলেন। জানো, কাল মোজা ছাড়া দু' পায়ে দু'রকম শু পরেছিলেন ড্যাডি।'

'তারপর?'

'তারপর... অফিসের সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছেন। ঘাড় ভেঙে গেছে দু' জায়গায়। দেখে মনে হয় তাৎক্ষণিক মৃত্যু হয়েছে। বেশি কষ্ট পাননি। এই যা সান্ত্বনা।'

আনমনা হয়ে উঠল জন। 'নিক, তোমার ড্যাডির কাছে আমি অনেক-অনেক ঋণী হয়ে আছি।'

'তুমি জানো, বাবার একটাই দোষ ছিল। কারও কথা শুনতেন না। যা ইচ্ছে হত, তাই করতেন। একা চলাফেরা করতে সমস্যা হত জানতে পেরে কতবার বলেছি, আমার কাছে চলে এসো। অথবা অন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে যার কাছে ভাল লাগে, তার কাছে চলে এসো। কোনও সমস্যা নেই। টাকা আমাদের যথেষ্ট আছে। প্রয়োজনে বড় বাড়ি, নার্স, সবকিছুরই আয়োজন করা যেত, শুধু ড্যাডি যদি রাজি হতেন। এই কাউণ্টি ছেড়ে নড়বেন না কিছুতেই।'

জন চুপ করে থাকল।

'আজ সকাল সাতটায় ড্যাডিকে মৃত পাওয়া গেছে। আমি ফোনে খবর পেয়ে এইমাত্র এসে পৌঁছেছি। বুঝতে পারছি না ড্যাডির কী হয়েছিল। পুরো বাড়ি ওলট-পালট হয়ে আছে। নীচতলা, উপরতলা, বেজমেণ্ট, সব। কিছুই জায়গামত নেই। অফিসের অবস্থাও অনেকটা সেইরকম। মনে হয় খুব জরুরি কিছু একটা খুঁজছিলেন। পুরনো ডকুমেণ্ট, সম্ভবত। বাসায় না পেয়ে হয়তো অফিসে গিয়েছিলেন। সেখানে এই ঘটনা ঘটে।'

নিশ্চয়ই আমার ড্যাডির কারোনার'স ডকুমেণ্ট খুঁজছিলেন, ভাবল জন নিউম্যান। 'মাত্র দু'দিন আগে তাঁর সাথে দেখা হয়েছে আমার। একদম সুস্থ, স্বাভাবিক ছিলেন।'

'তোমার বাবাকে খুব ভালবাসতেন ড্যাডি!' নিক উইলিয়ামস বলল। 'ড্যাডির চোখে তোমার বাবাই ছিলেন কাউণ্টির সেরা মানুষ। তোমাকেও ভালবাসতেন ড্যাডি। তুমি কোথায়? শোনো, আগামী শুক্রবার ড্যাডিকে দাফন করার কথা ভাবছি। তারপর ফ্যামিলি ওয়েক (স্মরণ-সমাবেশ)। আমরা ভাই-বোন সবাই থাকব। তোমাকেও আশা করছি।'

'আমি আসব। তবে সঙ্গে আরেকজন থাকবে।'

'কে সে?'

'তখন বলব।'

রিসিভার রেখে বসে পড়ল সে বেডের কোনায়। চোখে অন্ধকার দেখছে। সময় এলে মরতে হবে, তার মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। বিশেষ করে ব্রুসের মত বয়সে। কিন্তু তবু এই মৃত্যু সহজে মেনে নিতে পারছে না সে। তার মন বলছে এটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে।

রানার দিকে ফিরল। এতক্ষণ তার দিকেই তাকিয়ে ছিল ও। যা বোঝার বুঝে নিয়েছে অনেক আগেই। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সূত্র হারিয়ে গেল বলে আফসোস হচ্ছে ওর। কাজটা যে ঘটানো হয়েছে, রানারও কোনও সন্দেহ রইল না তাতে। কেন যেন ছুঁচোর মত মুখওয়ালা ডেপুটির কথা মনে পড়ল ওর।

'সিঁড়ি থেকে এমনি এমনি পড়ে যাওয়ার মানুষ ছিলেন না ব্রুস উইলিয়ামস,' ঘটনা শুনে দৃঢ় কণ্ঠে বলল ও। 'খোঁজ নিলে দেখা যাবে হারামজাদা ডেপুটিই হয়তো ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে।'

'নিক বলল দু' জায়গায় ঘাড় ভেঙে গেছে তাঁর।'

তার দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকল রানা। 'হত্যা করা হয়েছে তাঁকে,' বিড়বিড় করে বলল। 'প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বা শক্তি, কোনওটাই ছিল না বেচারার।'

'আমারও তাই মনে হয়,' জন বলল। 'অন্তত সিঁড়ি থেকে পড়ে মরতে পারেন না তিনি। বুড়ো হলেও অতটা বেসামাল ছিলেন না। এই বয়সেও একা একা থাকতেন। একটু উল্টোপাল্টা হলেও নিজের সমস্ত কাজ নিজেই করতেন কারও সাহায্য ছাড়া।'

মাথা দোলাল রানা। 'মনে হয় কিছু একটা পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি, যা কারও জন্য ক্ষতিকর হতে পারত। তাই চিরতরে মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে তাঁর। আমি শিওর। কেউ নজর রাখছিল তাঁর ওপর।'

'অবশ্য বলাও যায় না,' জন বলল। 'এমনিতেও পড়ে গিয়ে

থাকতে পারেন। শত হলেও বুড়ো মানুষ।'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমি তা মনে করি না। ওই লোক এমনি এমনি পড়ে যেতে পারেন না।' ঘড়ি দেখল। 'এবার তা হলে মিস জুডি ক্যামেরনের খোঁজ বের করার কাজে লাগতে হয়।'

মাথা দোলাল জন।

পাঁচ

'না, সার,' জোরে জোরে মাথা নাড়ল ডেপুটি। 'না, সার। একদম না। আমি তাকে দেখিইনি। আমি অফিস সার্চ করে যা পেয়েছি, তাই নিয়ে চলে এসেছি। ওখানে আর এক মুহূর্তও থাকিনি। সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন।'

বেশিরভাগ পুলিশের মত সিডনি হলও নাকে-মুখে মিথ্যে বলার আর্ট খুব ভালই জানে। আর এমনভাবে বলে, যাতে মানুষ পুরোপুরি প্রভাবিত হয়ে পড়ে। মিথ্যে বলার সময় ইতস্তত করা বা ঢোঁক গেলা, অথবা 'অ্যাঁ, ওঁ!' এসব করে না সে। অনেকে আছে মিথ্যে বলার সময় চোখে চোখে তাকাতে পারে না, কিন্তু সিডনি হল সে ব্যাপারেও হাফেজ। মোট কথা কোনওভাবেই কারও বোঝার উপায় থাকে না যে লোকটা মিথ্যে বলছে।

'তুমি বলতে চাইছ ব্রুস উইলিয়ামসের মৃত্যুর ব্যাপারে তোমার কোনও হাত নেই, এই তো?' শান্ত গলায় প্রশ্ন করল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। ন্যান্সিজ ফ্লেমিঙ্গো লাউঞ্জের পিছনে নিজের রুমে বসে আছে সে।

'ইয়েহ্! একদম নেই, সার। হেল্! একজন বুড়ো মানুষের মৃত্যুর সাথে... এরকম জঘন্য একটা কাজ আমাকে দিয়ে হতেই পারে না। বয়স্কদের আমি সম্মান করি। শ্রদ্ধা করি। এই অনুভূতিটা সবার মধ্যে নেই বলেই তো আজ জাতির এই দুর্দশা।'

এমন অবলীলায় কথা বলছে ডেপুটি, কারও কিছু সন্দেহ করার উপায়ই নেই। একদম স্বাভাবিক সে।

'আনইন্টেণ্ডেড কনসিকোয়েন্সেস বলে একটা কথা আছে, সিডনি। জানো বোধহয়?' শান্ত কণ্ঠে বলল জুনিয়র। 'এতে সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে। তা ছাড়া মানুষটা অত্যন্ত বুড়ো ছিলেন।'

'আমি কসম খেয়ে বলছি, সার,' ডেপুটি বলল। 'এই ঘটনার সাথে আমার কোনও সংশ্রব নেই।'

'অল রাইট,' লোকটার কথা বিশ্বাস করতে চাইছে স্যাণ্ডার্স জুনিয়র, কিন্তু কোথায় যেন একটা খটকা থেকেই যাচ্ছে সামান্য হলেও। পুরো আস্থা রাখতে পারছে না।

'তবে শেষ সময়ে উনি সুস্থ ছিলেন না, সার। সত্যি সত্যি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। কীভাবে যে নিজের বাসা আর অফিসের সমস্ত কিছু তছনছ করেছেন, নিজের চোখে না দেখলে আপনার বিশ্বাস হবে না। সিঁড়ি থেকে পড়ে যাওয়া একটা দুঃখজনক ঘটনা, হেল্! আসলে তাঁর দেখাশোনা করার জন্য ছেলেমেয়েদের কারও থাকা উচিত ছিল। ওদের জন্য তিনি যা করেছেন, তার প্রতিদানে ওরা অপরাধ করেছে, সার।'

মাথা দোলাল চিন্তিত জুনিয়র। সামনের জিনিসগুলোর উপর আনমনে চোখ বোলাল। '৬৫ সালের একটা মামলার শুনানীর রিপোর্টের কিছু অংশ আছে ওর মধ্যে, আর আছে '৬৭ সালে প্রসিকিউটর ব্রুস উইলিয়ামসকে এক মহিলার লেখা একটা চিঠি এবং হলদে কাগজের একটা ট্যাবলেট।

ট্যাবলেটের উপরের কাগজটায় কিছু ছাপ ফুটে আছে—কলম দিয়ে চেপে লেখার ফলে পড়েছে ছাপগুলো। লেখা কাগজটা নেই। ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে। ডেপুটির দিকে তাকাল সে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে।

'সার, ট্যাবলেটটা আলোর দিকে উঁচু করে ধরলে দেখতে পাবেন কী যেন লেখা আছে। আমি...

'ঠিক আছে। কী আছে না আছে আমি দেখে নেব পরে। তুমি এখন নিজের জায়গায় ফিরে যাও। কিছু করতে হবে না। আমি যোগাযোগ না করা পর্যন্ত কিছুই করবে না, ওকে? মাসুদ রানা বা জনের ওপর নজর রাখারও প্রয়োজন নেই। বুঝতে পেরেছ? বরং ওদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকবে। তোমাকে দেখলে ওরা আবার কিছু সন্দেহ করে বসতে পারে। ওদের ব্যবস্থা করার জন্য পরে তোমাকে হয়তো দরকার হবে আমার।'

'ইয়েহ, সার... আহ্ সার... আমার সেই দেনাটা... '

'মিটিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন তুমি ঋণমুক্ত, বুঝলে? আবার নতুন দেনা করে বোসো না। আর আমার হয়ে কাজ করার জন্য সপ্তাহে পাঁচশ করে পাবে তুমি। সাথে ফুল মেডিক্যাল বেনিফিটস। তবে তোমাকে ডেপুটির চাকরি ও ব্যাজ যে করে হোক বজায় রাখতে হবে। ওটাই তোমার চাকরির প্রথম শর্ত।'

'নিশ্চয়ই, সার। সার, আপনি বললে আমি মাসুদ রানাকেও খতম করে দিতে পারি।'

দ্রুত মাথা নাড়ল স্যাণ্ডার্স। 'কথাটা যে পথে বেরিয়েছে, সেই পথে ফেরত পাঠিয়ে দাও এখনই। ওই চিন্তা ভুলেও মনে ঠাঁই দিয়ো না। লোকটা যদি কিছু সন্দেহ করে, তা হলে তোমাকে ধরতে নরকেও যাবে। তোমাকে যমের বাড়ি না পাঠানো পর্যন্ত ক্ষ্যান্ত হবে না। সেদিন দশজন প্রফেশনাল হিটম্যানকে ও একাই জ্যান্ত ভাজা করে ছেড়েছে। ওরাও তোমার মত ভেবেছিল। এখন যাও। জরুরি কাজ আছে আমার।'

চরম এক বিস্ময় নিয়ে বেরিয়ে গেল ডেপুটি। স্যাণ্ডার্স জুনিয়র স্টাইরোফোমের কাপে বিস্বাদ বার কফি ঢেলে নিয়ে এল। মাথার মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঘুরপাক খাচ্ছে। কিছু জরুরি সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাকে।

শত্রু যদি শুধু জন হতো, তা হলে কোনও সমস্যা ছিল না। তাকে খুন করে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারত সে। কিন্তু এখন মাসুদ রানা এসবের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে বলে তাকেও নিকেশ করতে হবে। তাই সমস্যাটা চরম আকার ধারণ করেছে। তার নিজের বুদ্ধিমত্তা, ক্ষমতা ইত্যাদি সবকিছু এখন এই লোকের কারণে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে।

কিন্তু যে করেই হোক, এ অবস্থা থেকে তাকে উদ্ধার পেতেই হবে। কেননা ব্লু আইতে অতীতে যত ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হয়েছিল, এরইমধ্যে সেসবের অনেক কিছুই জেনে ফেলেছে এই লোকটা। তাই তাকে কোনওমতেই বাঁচিয়ে রাখার উপায় নেই। যে-কোনও মূল্যে খতম করতে হবে।

সে চেষ্টা করেওছিল স্যাণ্ডার্স। কিন্তু দুর্ভাগ্য!

এত চমৎকার পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়ে এখনও বেঁচে আছে লোকটা। এত কৌশলে পাতা ফাঁদ থেকে বেরিয়ে গেছে। এত গোলা-বারুদের স্টক, সেরা দশজন পেশাদার হিটম্যান নিয়ে গড়ে তোলা ড্রিম-টিম কিছু করতে পারল না। এখন সে বুঝতে পারছে, আসলে সংখ্যা আর অস্ত্রের বল এবং সশস্ত্র আক্রমণই এর প্রতিকার নয়। নিখুঁত পরিকল্পনা, স্নায়ুর জোর, চাতুরী, এইসব হচ্ছে গিয়ে এর উপযুক্ত প্রতিকার।

তবে আজব কাণ্ড যে এত লোকসানের পরও খুব যে অখুশি হয়েছে সে, তার চেহারা দেখে তা মনে হয় না। কারণটা বোধহয় এতদিনে সত্যিকার উপযুক্ত ও বুদ্ধিমান এক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লাগার সুযোগ হয়েছে তার। মাসুদ রানার কথা ভাবল জুনিয়র, আসলেই বুদ্ধি রাখে লোকটা।

যেমন ধূর্ত, তেমনি ক্ষিপ্র। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাউকে টেরই পেতে দেয়নি যে পাল্টা হামলা চালাতে যাচ্ছে লোকটা।

কিন্তু ওই লোকের বুদ্ধির ধার নিয়ে মাথা ঘামালে তার কোনও লাভ হবে না। তাকে এখন নিজের চামড়া বাঁচানোর চিন্তা করতে হবে। কীভাবে এ সমস্যার মোকাবেলা করবে সে? গান পাওয়ার আর ম্যান পাওয়ার দিয়েও যে-কাজে সফল হওয়া গেল না, তা কীভাবে সফল করবে?

হুঁম! একভাবে সফল করানো সম্ভব এ কাজ। একজন অভিজ্ঞ স্নাইপারকে দিয়ে। ভাবল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। তবে এবার জন নয়, মাসুদ রানাকে আসল বাধা হিসেবে ধরতে হবে তার। এই লোক দুনিয়াছাড়া বিপজ্জনক। তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব থামিয়ে দিতে হবে। নইলে তার সব যাবে।

কাজেই এবার দিতে হবে শেষ কামড়। ওদের সামনে এমন একটা টোপ ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে, যার আকর্ষণ ওরা অগ্রাহ্য করতে পারবে না। দুর্নিবার আকর্ষণ থাকতে হবে সেটার। যাতে মাসুদ রানা সে টোপ গেলে। যদি গেলে, জনও নিশ্চয়ই থাকবে তার সঙ্গে। তারপর...। অতি সতর্ক কাউকে ধ্বংস করতে হলে এরকম ব্যবস্থা না নিয়ে উপায় নেই।

কীভাবে কী করবে ভাবতে বসল সে। টোপ হিসেবে কী ব্যবহার করা যায়, সেই চিন্তায় ডুবে গেল। একটার পর একটা আইডিয়া মাথায় আসছে, কিন্তু পছন্দ হচ্ছে না বলে পরক্ষণে সেসব বাতিল করে দিচ্ছে। নতুন করে ভাবছে।

যে প্রকল্পে হাত দিতে যাচ্ছে, তার সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা আছে জুনিয়রের। নিজের সাম্রাজ্য ছেলের হাতে তুলে দেয়ার আগে তার বাবা সে সম্পর্কে কিছু কিছু বলেছেন তাকে। বিস্তারিত বলেননি। পরে বলতেন হয়তো, কিন্তু ঘাতক বোমা তাকে সে সুযোগ দেয়নি। তাই এর পুরো পটভূমি আজও জানা হয়নি তার। অতীতের পাতায় চোখ বোলালে এর পটভূমি জানা

যাবে? ভাবল জুনিয়র।

এতদিন দরকার হয়নি বলে এ নিয়ে মাথা ঘামায়নি সে। কিন্তু এখন সত্যিই দরকার পড়েছে। কেন কী করছে, সে ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা থাকা ভাল। কাপ রেখে উঠল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। ধীরপায়ে আরেক রুমে চলে এল। এ রুমের এক দেয়ালে প্রাচীন সেফ আছে একটা।

তার বাবার সাম্রাজ্যের যাবতীয় ধন-সম্পদ, গোপনীয় দলিল ও কাগজপত্রসহ সবকিছু যত্নের সঙ্গে গুছিয়ে রাখা আছে ওটায়। আজ থেকে ঠিক সাঁইত্রিশ বছর আগে ব্লু আইতে যে ইতিহাসের জন্ম হয়েছিল, যাকে কেন্দ্র করে বর্তমানের ঘটনাগুলো ঘটছে, ওটার মধ্যে তার সৃষ্টির ইতিহাস থাকতে পারে।

সেফের পুরনো ডায়ালের নব স্পর্শ করতেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ল জুনিয়র। এক সময় যিনি প্রতিদিন এই নব স্পর্শ করতেন; বকের মত ধৈর্যশীল, শেয়ালের মত ধূর্ত ও কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনাচারী সেই মানুষটির কথা ভাবল। প্রকৃতির শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন তিনি। নিরক্ষর হয়েও জ্ঞানী-গুণী, অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। ছিলেন আংশিক একনায়ক, আংশিক প্রতিভা। কেউ নিশ্চিত জানে না তাঁর আগমন কোত্থেকে হয়েছিল।

পোক কাউন্টির এক হতদরিদ্র প্রান্তিক চাষীর ঘরে ১৯১৬ সালে গ্যারি স্যাণ্ডার্সের জন্ম। তখনকার আমেরিকায় সমাজের প্রায় প্রতিটি স্তরেরই রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে ছিল প্রচণ্ডরকম বিশৃঙ্খলা, চরম দারিদ্র্য, সর্বগ্রাসী খিদে, ভয়াবহ পুষ্টিহীনতা আর নিষ্ঠুরতা। এসবের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসেবে বাপের হাতে নিয়মিত নির্দয় পিটুনি খেতেন গ্যারি। তাই নিজে মার খাওয়ার কষ্ট বুঝতেন বলে একমাত্র সন্তান হ্যারির গায়ে জীবনেও হাত তোলেননি।

ছোটোবেলায় সবার হাসির-ঠাট্টার পাত্র ছিলেন গ্যারি। যার যা খুশি, সেই নামে ডাকত তাঁকে। আবার কী কারণে যেন মনে

মনে ভয়ও করত। হয়তো শত অবহেলা, খোলামেলা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের মধ্যেও তাঁর নির্বিকার, ভাবলেশহীন চেহারা দেখে। অথবা সাপের মত শীতল চাউনি দেখে। অথবা... সে যা-ই হোক।

১৯৩০ সালে চোদ্দ বছর বয়সে তিনি একা ফোর্ট স্মিথে চলে আসেন। কারণ গ্যারি স্যাণ্ডার্স জানতেন, সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে চাইলে তাঁকে শহরে যেতে হবে। পোক কাউন্টিতে বসে থাকলে সারা জীবনেও কিছু হবে না। কাজেই শহরে এসে সামান্য বেতনের একটা চাকরি নেন তিনি। কাজটা ছিল এক ক্রিমিনাল অর্গানাইজেশনের নাম্বার রানিঙের।

তখনই প্রমাণ হয় যে অংকের অনেক বড় জাদুকর তিনি। যে কোনও কঠিন হিসেব বিদ্যুৎ চমকের গতিতে মুখে মুখে করে ফেলতে পারতেন। তাঁর ছেলে হ্যারিও সেই বিদ্যে পেয়েছে, কিন্তু তার সন্তানদের আর কেউ পায়নি। অবশ্য সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছে তারা, ওই বিদ্যের প্রয়োজনও হয়নি ওদের।

গ্যারি স্যাণ্ডার্স ছিলেন অসম্ভব ধূর্ত আর সতর্ক প্রকৃতির মানুষ। তাঁর উত্থান হয়েছিল ক্লাসিক আমেরিকান গ্যাং স্টারদের মত। নাম্বার রানিঙের মাধ্যমে কিছু টাকা রোজগার হতে পনশপ খোলার দিকে মন দেন তিনি। তারপর শুরু করেন একের পর এক ক্যাসিনো আর ক্লিবে টাকা খাটানো।

এ জন্য তাঁকে অবশ্যই সন্ত্রাসের আশ্রয় নিতে হয়েছে মাঝেমধ্যে। কিন্তু সন্ত্রাস ও তাঁর মাঝে তিন স্তরের ব্যবধান ছিল। তারপরও গ্যারি স্যাণ্ডার্সকে পথ থেকে সরাতে প্রতিপক্ষরা বহুবার হামলা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। নারী নিয়ে কারবার ছিল তাঁর, কিন্তু নিজে নারীর প্রতি আসক্ত ছিলেন না। মানুষকে টাকা ধার দিতেন, নিজে কখনও ধার করতেন না। ড্রাগ বিক্রি করতেন, কিন্তু নিজে কোনওদিন গ্রহণ করেননি। শুধু তা-ই নয়, তাঁর আশপাশে যারা থাকত, তাদেরকেও গ্রহণ করতে দিতেন না।

একান্ত বিশেষ কোনও পরিস্থিতি দেখা দিলে এক-আধটা খুন তিনি করতেন বটে, কিন্তু আর কোনও অপরাধের সঙ্গে নিজেকে কখনও জড়াতেন না। বর্ণবাদী ছিলেন না গ্যারি, তাই কালো গ্যাং স্টারদের সঙ্গেও ব্যবসা করতেন। তারপর একদিন তাদের র‍্যাকেটের মালিক হয়ে বসতেন। গায়ের জোরে নয়, প্যাঁচে পড়ে তারাই ব্যবসা তুলে দিত তাঁর হাতে। সাইকোপ্যাথ ছিলেন না, তাই একান্ত ঠেকায় না পড়লে নরহত্যা করতেন না।

তবে নারী বা শিশু হত্যা করেননি তিনি জীবনে। কখনও কারও উপর অত্যাচার-নির্যাতনও করেননি। আপাদমস্তক এক গ্যাং লর্ড ছিলেন তিনি। ছিলেন সম্মানিত ভদ্রলোক। তবে স্যাণ্ডার্স জুনিয়রের ধারণা, তার বাবা আরও কিছু ছিলেন। তিনি সব ক্ষেত্রে সফল ছিলেন, সেই সূত্রে তাঁর একমাত্র ছেলেও সাফল্য লাভ করেছে, ব্যাপারটা শুধু সেখানেই সীমিত নয়।

পৈতৃক সূত্রে পাওয়া ব্যবসা ও যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পেরেছে সে, কেবল তা-ই নয়। গ্যারি নিজের জীবনের পুরোটাই ছেলের জন্য উৎসর্গ করে গেছেন।

একেকসময় স্যাণ্ডার্স জুনিয়র জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখে। দেখে, ওভারল পরা এক মধ্যবয়স্ক, হাড্ডিসার লোক হেঁটে যাচ্ছে। মেরুদণ্ড বাঁকা, সামনে ঝুঁকে আছে। দাঁতহীন মাড়ি। সে জানে, গ্যারি স্যাণ্ডার্স না হলে ওই লোকটা সে নিজে হত সম্ভবত।

তার বাবার দৃঢ় আত্মবিশ্বাস আর একক সাহসিকতাপূর্ণ কাজ ছিল উন্নতির সোপান ধরার জন্য ছোটবেলায় কারও সহায়তা ছাড়া একা একা শহরে চলে আসা। সেই হিসাবে মধ্য জীবনে তাঁর উত্থান ছিল চরম বিস্ময়কর এক ইতিকথা।

নির্বান্ধব, হাড্ডিসার এক হতদরিদ্র বালক ছিলেন তিনি। যে মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গেলে খুঁজে বের করার মত কেউ ছিল না। ট্রেনের তলায় কাটা পড়লে বা গ্যারিসন স্ট্রিটে দাপিয়ে

বেড়ানো ওয়াগন টিমের তলায় পড়ে ভর্তা হলে এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলার কেউ ছিল না।

সুদূর এক গ্রাম থেকে আসা এমনই চাষাভুষো ধরনের, খালি পায়ের গণ্ডমূর্খ এক হোয়াইট ট্র্যাশ ছিলেন তিনি।

অথচ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফল হিসেবে নিজের একমাত্র সন্তানকে স্কুল শিক্ষা এবং আরক্যানসো ইউনিভার্সিটিতে চার বছরের লেখাপড়াসহ আরও অনেক কিছুর মিশ্রণে সম্পূর্ণ আলাদা এক জগৎ উপহার দিয়ে যেতে সমর্থ হন তিনি।

তাঁর ছেলেকে জীবনে কখনও ভোর চারটায় বিছানা ছাড়তে হয়নি। ঘুম ঘুম চোখে শুয়োরের খোঁয়াড়ে গিয়ে সেগুলোর পেট ঠাণ্ডা করার আয়োজন করতে হয়নি। অথবা ভোর পাঁচটায় উঠে বন থেকে ঘর গরম রাখার জন্য কাঠ সংগ্রহ করে আনতে হয়নি বা পরের জমিতে গিয়ে বীজ বুনতে হয়নি, যা থেকে ফসল উৎপাদিত হলে জমির মালিক তাদেরকে দয়া করে কিছু দেবে, আর তাই দিয়ে কোনওমতে খেয়ে না খেয়ে দিন চলবে তাদের পরিবারের।

আর তাঁর নাতী-নাতনীরা তো সেসব কল্পনাই করতে পারবে না। এসব তাদের কাছে *দ্য বেভারলি হিলবিলিস*-এর মত কোনও বাজে, জঘন্য মুভি হতে পারে বড়জোর। যে মুভিতে পুরনো দিনের একদল নির্বোধ, পশুতুল্য মানুষের জীবনের সংগ্রামকে সেলুলয়েডের ফিতায় ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

ন্যান্সিজ ফ্লেমিঙ্গো লাউঞ্জের সামনে '৮৩ সালে এক রহস্যজনক গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে মারা যান গ্যারি স্যাণ্ডার্স। জুনিয়র তখন নিজেদের বিশাল ট্রাকিং ব্যবসার ভাইস-প্রেসিডেন্ট। এ ঘটনায় তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল নিজের ক্ষমতাকে সুসংহত করার উদ্যোগ নেয়া। শোক প্রকাশ নয়। ঠিক করে সে, কৌশলে এর প্রতিশোধ নিতে হবে।

গ্যারি স্যাণ্ডার্সেরটার মত বায়বীয় গোছের প্রতিষ্ঠানের বস

মারা গেলে যা হয়, এ ক্ষেত্রেও তাই হলো। তার এত ধন-সম্পদ দেখে যাদের চোখ টাটাত, তারা এগিয়ে এল সেসব দখল করতে। কিন্তু হ্যারি স্যাণ্ডার্সের সাথে এঁটে উঠতে পারল না তারা। শেষমেশ নিজেদের মধ্যেই মারামারি শুরু করে দিল।

কিন্তু বাবার দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর রহস্য উদঘাটনের বিষয়টা জুনিয়রের জীবনের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠল। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশনের পিছনে প্রথম চোটেই ২ লাখ ডলার খরচ করে সে। কিন্তু ফলাফল হয় শূন্য।

এরপর ফোর্ট স্মিথের হোমিসাইড ডিটেকটিভ, লেফটেন্যান্ট উইল জেসফের উপর চোখ পড়ে তার। দু' বছর পর লোকটা রিটায়ার করলে স্যাণ্ডার্স জুনিয়র আবার তাকে একই কাজে নিয়োগ করে বাৎসরিক ৫০ হাজার ডলার পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। তার সঙ্গে সে নিজের প্রতিটা আণ্ডারওয়ার্ল্ড কণ্ট্যাক্টকেও কাজে লাগায়। কিন্তু ফলাফল শেষ পর্যন্ত সেই একই হয়। শূন্য।

শেষ পর্যন্ত বিষয়টা প্রায় বুমেরাং হয়ে উঠেছিল তার জন্য। কারণ দীর্ঘ তদন্তে একটা বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় যে গ্যারি স্যাণ্ডার্সের মৃত্যুতে তাঁর একমাত্র সন্তান—স্যাণ্ডার্স জুনিয়রই লাভবান হয়েছে। অথচ সে তাকে হত্যা করেনি। করার প্রশ্নই আসে না। যদিও সে ভালই জানে, তার আড়ালে অতীতেও অনেকেই এ সন্দেহের কথা বলেছে, এখনও বলে।

কিন্তু হ্যারি ও কাজ করেনি। অমন কিছু করার কোনও প্রয়োজনও ছিল না তার। কারণ ড্যাডি ততদিনে তাঁর যাবতীয় ব্যবসার দায়-দায়িত্ব একমাত্র ছেলের হাতে তুলেই দিয়েছিলেন প্রায়। তখনও সে-ই পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিল, এবং এখনও আছে। ডিটেকটিভ উইল জেসপ অনেক যাচাই করে দেখেছে, সংগঠনের কোনও লেফটেন্যান্ট এ থেকে লাভবান

হয়নি। শহরের বাইরের কোনও গ্যাং স্টারও লাভবান হয়নি।

অবশেষে বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছায় সে, এ হত্যার সঙ্গে বিষয়-সম্পত্তির কোনও সংশ্রব নেই। সম্ভবত কোনও পুরনো প্রতিশোধ গ্রহণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘটানো হয়েছে এটা। হয়ত গ্যারি স্যাণ্ডার্সের প্রথম জীবনের কোনও ঘটনাকে কেন্দ্র করে। তবে বোমাটা ফাটানো হয়েছিল বিস্ময়কর রকম নিখুঁত পরিকল্পনা অনুযায়ী। অত্যন্ত অভিজ্ঞ কোনও পেশাদার, সম্ভবত বোমাবাজী শিল্পের সঙ্গে জড়িত সর্বোচ্চ স্তরের কারও সহায়তায়।

তদন্তের ইতি টেনে উইল জেসপও সে কথাই বলেছিল তাকে। 'ঘটনা যে ঘটিয়েছে, সে ভাল করেই জানে এসব কীভাবে ঘটাতে হয়। তোমাকে গ্যারাণ্টি দিয়ে বলতে পারি, আরক্যানসোয় এমন বোমা আর কখনও ফাটেনি।'

এক সময় সরকারী তদন্তের গতি স্তিমিত হয়ে এল। আরও আট-দশ বছর ধরে ঐকান্তিক চেষ্টার পর সে নিজেও বাধ্য হয়ে হার মানল। কাজে মন দেয়ার চেষ্টা করল সব ভুলে। কিন্তু যে-ই কাজটা করে থাকুক, তার যে শাস্তি হলো না, এই দুঃখ আজ পর্যন্ত সারাক্ষণ কাঁটার মত খোঁচায় তাকে।

যখন মনে হয় হত্যাকারী তার ব্যর্থতার কারণে আজও দূর থেকে মিটিমিটি হাসে, তাকে করুণা করে, তখন রাগে-দুঃখে চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে।

আমি চেষ্টা করেছি, ড্যাডি, মনে মনে বলল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। সাধ্যের চেয়েও বেশি চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারলাম না।

অনেক রাতে, সবাই ঘুমিয়ে পড়তে নিজের শানদার রিডিং রুমে চলে এল সে। অফিস থেকে ব্রিফকেসে করে নিয়ে আসা গ্যারি স্যাণ্ডার্সের প্রাচীন দলিলগুলো বের করল ধীরেসুস্থে। তার বাবার বহু বছরের যাবতীয় কর্মকাণ্ড লেজারের পাতায় বন্দি হয়ে আছে—তাঁর নিজের হাতের লেখায়।

সমস্ত ইনফ্লো আর আউটফ্লো লম্বা সারিতে লিখে রেখেছেন স্যাণ্ডার্স সিনিয়র। যাবতীয় খরচ নোট করে রেখেছেন। প্রতিটা সেন্টের হিসেব স্পষ্ট লেখা আছে। প্রতি দুই পাতা পরপর আছে খরচ সম্পর্কিত বিস্তারিত নোট। ছোটো ছোটো অক্ষরে লিখতেন তিনি, হাতের লেখা চমৎকার ছিল।

লেজার রেখে একটা নোটবুক বের করল সে। ওটায় অনেক তথ্যের সঙ্গে '৬৫ সালের জুলাই মাসের শেষ দুই সপ্তাহে তাঁর যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কথাও বিস্তারিত লিখে রেখেছেন স্যাণ্ডার্স সিনিয়র। ওই দুই সপ্তাহের মধ্যে অনেকের সঙ্গে দেখা করেছিলেন তিনি। নামগুলোর উপর চোখ বোলাল জুনিয়র।

তাদের একজনের নাম রিচার্ড মিলার। আরেকজন আর্মির এক ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট, বিল হ্যামিলটন। ক্যাম্প শ্যাফিতে পোস্টিং ছিল তার। আরেকজন ছিল এসথার নিউবার্গ। এ লোক তখন ব্লু আইয়ের শেরিফ ছিল, মনে আছে তার। এ ছাড়া আরও কয়েকজনের নাম আছে সেখানে। জ্যাক রিচির নাম আছে। তা ছাড়া সেবাস্টিয়ান কাউণ্টি কারাগারে গ্যারি স্যাণ্ডার্সের সংগঠনের যে ক'জন বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিল, তাদের কয়েকজনের নামও আছে।

সার্জেন্ট চার্লস নিউম্যানও আছেন তাদের মধ্যে। কিছু সময় নামটার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। তারপর নোটবুকের আরও কয়েকটা পাতায় নীরবে চোখ বুলিয়ে গেল।

ওতে অনেকের নাম থাকলেও একটা নাম নেই দেখে প্রথমে অবাক হলেও পরে বিষয়টা বুঝল জুনিয়র। ওটা এখানে না থাকাই বাঞ্ছনীয়, ভাবল সে। এই দলিলে অন্তত লিখিত থাকতে পারে না নামটা। কারণ স্যাণ্ডার্স পরিবারের উত্থানের জন্মলগ্নের পটভূমি ছিল এটা। এখানে ওই নাম থাকতে পারে না।

এসব তখনকার কথা, যখন স্যাণ্ডার্স গ্যাং-এর গ্যাং পরিচিতি রাতারাতি বিলীন হতে শুরু করে। গ্যারি স্যাণ্ডার্সের গ্যাংস্টার

পরিচয় সুকৌশলে বিলীন করে দেয় একটা অত্যন্ত প্রভাবশালী মহল। তার বদলে একটা সম্মানিত পদবি জুড়ে দেয়া হয় মানুষটার নামের সঙ্গে—স্যাণ্ডার্স 'সিনিয়র'।

তারপর থেকে আইনের খোলামেলা পথ ধরেই উন্নতির দিকে ধাবিত হতে শুরু করে এ পরিবার। ক্ষমতা আর গৌরব আর সম্মানের অধিকারী এক সংগঠনে পরিণত হতে শুরু করে, যে সংগঠনের চূড়ায় আজ সে বসে রয়েছে।

ন্যান্সিজ ফ্লেমিঙ্গো লাউঞ্জ। দিনের দ্বিতীয় কাপ কফি ঢেলে নিয়ে ডেপুটি সিডনি হলের তৈরি বিস্তারিত রিপোর্টে চোখ বোলাতে বসল সে। খানিকটা পড়ে থামল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, '৬৫ সালে ঘটে যাওয়া অন্য এক ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে রিপোর্টে। পুলিশ অফিসার চার্লস নিউম্যানের হত্যাকাণ্ডের প্রায় একই সময়ে ঘটেছিল সেটা।

দুটোর মধ্যে যোগসূত্রটা কী? ভাবল সে। না, দাঁড়াও। ওটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তারচেয়ে বরং চার্লস নিউম্যানের ছেলে জন নিউম্যান কোনটাকে যোগসূত্র ভাবে, সেটা আগে জানা জরুরি। তা হলেই বোঝা যাবে সে এতটা মরিয়া হয়ে উঠেছে কেন। সেই ঘটনাকে ঘিরে পানি এত ঘোলা করছে কেন?

রিপোর্টের সঙ্গে একটা অফিশিয়াল ডকুমেন্ট সংযুক্ত করে দিয়েছে ডেপুটি। ফয়েজুর রহমান গালিব নামে কারও জামিনের শুনানীর প্রিলিমিনারি রিপোর্টের কপি। বিশ-বাইশ বছর বয়স তার। নানলিতে বসবাসকারী এক টিম্বার মার্চেন্টের একমাত্র ছেলে ছিল। অভিযোগ: শেলি গারল্যাণ্ড নামে ১৫ বছর বয়সী স্থানীয় এক নিগ্রো কিশোরীকে ধর্ষণ ও হত্যা।

শেলি নিশ্চয়ই লেসলি গারল্যাণ্ডের মেয়ে হবে। যে মহিলা চিঠি লিখেছিল প্রসিকিউটর জন শেলডনকে। সিঁড়ি দিয়ে বৃদ্ধের পড়ে যাওয়ার দৃশ্য কল্পনা করে শিউরে উঠল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র।

আহা, বেচারা!

শেষ পর্যন্ত প্রসিকিউটর ব্রুস উইলিয়ামসের ঘোর বিরোধিতার কারণে কাউণ্টি পাবলিক ডিফেণ্ডার, জেমস আলটন সুবিধে করে উঠতে পারেননি। জামিন হয়নি অভিযুক্তের।

আচ্ছা! হেলান দিয়ে বসল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। চিন্তিত। ধর্ষণ ও হত্যা! ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসের ঘটনা?

কিছু সময় স্মৃতি হাতড়ানোর চেষ্টা করল সে। লাভ হলো না। ওই সময়ের কিছুই মনে পড়ছে না। কবেকার কথা! লেসলি গারল্যাণ্ডের চিঠিটা খুলে চোখ বোলাল। চিঠিতে মহিলা ব্রুস উইলিয়ামসকে অনুরোধ করেছে ন্যায়বিচারের স্বার্থে তার মেয়ের কেসটা যাতে রিওপেন করা হয়। কারণ ফয়েজুর রহমান গালিব এ কাজ করেছে বলে সে মনে করে না।

আশ্চর্য না? নিজেকে প্রশ্ন করল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। মেয়েকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হলে একজন মা কেবল প্রতিশোধই চাইতে পারে। সেটাই স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে চাইছে ন্যায়বিচার... কেমন অস্বাভাবিক লাগে না শুনতে?

হেলান দিয়ে চেয়ারের ব্যাকে মাথা এলিয়ে দিল সে। কিছু ভাবল সিলিঙের দিকে তাকিয়ে। তারপর ঝট্ করে সিধে হয়ে ভিজিটিং কার্ডের ইনডেস্ক বের করে পৃষ্ঠা উল্টে গেল টপাটপ্। *সাউথওয়েস্ট টাইমস্ রেকর্ড*-এর সহকারী সিটি এডিটরের নাম্বার পেয়ে রিং করল। কিন্তু লোকটাকে ডেস্কে পাওয়া গেল না বলে একটা মেসেজ দিয়ে অপেক্ষায় থাকল।

সাত মিনিট পর টেলিফোন বেজে উঠল। 'মিস্টার স্যাণ্ডার্স, কী করতে পারি আপনার জন্য?'

'জেরি, তোমরা পুরনো কাগজের রেকর্ডস সংরক্ষণ করো না?'

'অবশ্যই! '৯৩ সালের পর থেকে সমস্ত রেকর্ড কম্পিউটারে সংরক্ষণ করে আসছি আমরা। তার আগের সব মাইক্রোফিলমে

প্রিজার্ভ করা আছে।'

'গুড! শোনো, আমার জন্য আধঘণ্টার মত একটু অতীত খোঁড়াখুঁড়ির কষ্ট করতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই, সার!'

'তোমার বাচ্চারা সবাই ভাল, জেরি?'

'হ্যাঁ, সার। ফাইন।'

'এবারের ভ্যাকেশনে ওদের নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?'

'আহ্, ওয়েল, সার।' বিরতি। 'ভাবছি ফ্লোরিডায় যাবো এবার। ডেটোনা বিচে।'

'জেরি, তুমি বোধহয় জানো আমি সানিবেল আইল্যাণ্ডের ব্লু ডায়মণ্ড রিজোর্টের একাংশের মালিক। অসম্ভব সুন্দর জায়গা।'

'তা জানি, সার। কিন্তু ওখানে যাওয়ার সামর্থ্য আমার নেই। ডেটোনাই... '

'তুমি এবারের ভ্যাকেশনে বউ-বাচ্চাদের নিয়ে ওখানে যেতে চাও কি না বলো। বাকি সমস্ত দায়িত্ব আমার। ব্লু ডায়মণ্ডে এক মাইল লম্বা বীচ আছে, ইউ নো? তিনটে গরম পানির পুল আছে। রুমগুলোও চমৎকার!'

'সার, আমি... '

'লিসেন. টু মি, জেরি। '৬৫ সালের জুলাই মাসে পোক কাউণ্টিতে একটা খুন হয়েছিল। শেলি গারল্যাণ্ড নামে এক নিগ্রো কিশোরী। রেপ অ্যাণ্ড মার্ডার। ওই ব্যাপারে যাবতীয় তথ্য চাই আমার। ফাস্ট। ওকে?'

'ওকে, সার। আমি এখনই দেখছি।'

'গুড। আমার ফ্যাক্স নাম্বার তো জানোই, পাঠিয়ে দাও।'

'ওকে, সার। এক ঘণ্টা সময় দিন।'

'জেরি!'

'ইয়েস, সার।'

'ওশান সাইড, না পুল সাইড?'

'আহ্... ওয়েল, ওশান সাইড, সার। বাচ্চারা সাগর বেশি পছন্দ করে।'

'অগাস্টের শেষ দুই সপ্তা?'

'ওয়েল, সার! খুব ভাল হয় তা হলে,' কৃতার্থ কণ্ঠে বলল লোকটা।

'আগামীকাল তোমার রিজার্ভেশন পৌঁছে যাবে, জেরি।'

রিসিভার রেখে ধ্যানে বসল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। এক যুগের মত লাগিয়ে ঘণ্টা পুরো হলো। সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন করে উঠল ফ্যাক্স মেশিন। এক এক করে চারটে শিট বেরিয়ে এল মেশিন থেকে। হাতে লেখা, খুব ঘন করে।

শেলি গারল্যাণ্ড মামলার ঘটনাপঞ্জী। মেয়েটির মৃতদেহ আবিষ্কার থেকে শুরু করে বিচার, আপিল এবং সবশেষে অভিযুক্তের মৃত্যুদণ্ড, সবকিছুই আছে তাতে।

পুরোটা একবার দ্রুত পড়ে গেল সে। পরেরবার একটু ধীর গতিতে পড়ল। তৃতীয়বার একেবারে শ্লথ গতিতে, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। ঘটনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় মনে হলো শেলির মৃতদেহ সার্জেন্ট চার্লস নিউম্যানের আবিষ্কার করা এবং সেই রাতেই এক রহস্যজনক শুট আউটে তাঁর নিহত হওয়া।

'৬৭ সালে গালিবের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার পর সেই জাতীয় বীর, আরক্যানসো-র ওয়ার হিরোর জীবনের শেষ মামলার যথোপযুক্ত সুরাহা হওয়ায় *টাইমস রেকর্ড* একটা সংক্ষিপ্ত কিন্তু হৃদয়গ্রাহী সম্পাদকীয়ও ছেপেছিল।

সেখানেই *সাউথওয়েস্ট টাইমস রেকর্ড*-এর এণ্ট্রির শেষ নয়। আরও আছে। গালিবের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার পাঁচ বছর পর, ১৯৭২ সালে আরেকটা আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা ঘটেছিল ব্লু আই শহরে। সেটা হলো, পশ্চিম আরক্যানসো-এ জোরদার হতে থাকা নিগ্রোদের সিভিল রাইটস মুভমেণ্টে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের অভিযোগে গালিবের বাবা, রিয়াজুর রহমানকে

খোলা রাস্তায়, বহু মানুষের চোখের সামনে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছিল ফিলিক্স কেলার নামের এক লোক।

ওই সময় নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেন পোক কাউন্টির আরেক রত্ন, প্রসিকিউটর ব্রুস উইলিয়ামস। ওই রকম উন্মাতাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে সাদা চামড়ার ফিলিক্সের বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে লাগেন তিনি। একজন সংখ্যালঘুকে হত্যা করার অপরাধে তাকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসানোর অঙ্গীকার ছিল তাঁর।

বলতে গেলে পুরো স্টেট এ জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তাঁর উপর। নানাভাবে বিরত করার চেষ্টা করা হয় তাঁকে। তাতে কাজ না হওয়ায় মেরে ফেলার চেষ্টা হয়, তাঁর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। দাঙ্গাকারীদের বেপরোয়া গোলাগুলিতে দিশেহারা হয়ে তাঁর স্ত্রী কয়েকবারই সন্তানদের নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। তবু ব্রুস উইলিয়ামসকে প্রতিজ্ঞা থেকে টলানো যায়নি।

শেষ পর্যন্ত মামলায় জয়ী হন তিনি। তবে আরক্যানসো-র বিচার ব্যবস্থা একজন সংখ্যালঘুকে হত্যার দায়ে কোনও সাদা চামড়াকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসানোর মত মানসিকতা তখনও অর্জন করে উঠতে পারেনি বলে প্রাণে বেঁচে যায় ফিলিক্স কেলার, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় তার।

এদিকে যে কোনও মূল্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার জেদ বজায় রাখার জন্য ব্রুস উইলিয়ামসকেও আলাদা কাফফারা দিতে হয়েছিল। রিইলেকশনে হেরে বারো বছরের জন্য প্রসিকিউটরের চাকরিটা হারাতে হয়েছিল তাঁকে।

পুরোটা হজম করতে অনেক সময় লাগল স্যাণ্ডার্স জুনিয়রের। বৃদ্ধ প্রসিকিউটর শেষ সময়ে শেলি গারল্যাণ্ড ও চার্লস নিউম্যানের হত্যাকাণ্ডের মধ্যে একটা যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন, বুঝল সে। তবে বিষয়টা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন ছিল,

তা বুঝল না। আচ্ছা, মাসুদ রানা আর জন নিউম্যানও কী জানে এই যোগসূত্রের কথা? বৃদ্ধ জানিয়েছেন ওদের?

সার্জেন্ট চার্লস নিউম্যানকে হত্যা করার কারণ সম্পর্কে ছেলেকে মোটামুটি জানিয়ে গেছেন তার বাবা, কিন্তু একই সময়ের এই রেপ ও হত্যা সম্পর্কে কিছুই বলেননি। কেন? এর কি বিশেষ কোনও তাৎপর্য আছে?

ফিলিক্স কেলার! ভাবল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। এখনও বেঁচে আছে লোকটা? কোথায় আছে?

কোথাও একটা ফোন করল সে। সংক্ষেপে কথা শেষ করে দ্বিতীয় ফোনটা করল টাকার পেনিটেনশারিতে। ফিলিক্স কেলার সম্পর্কে যা যা জানার, জেনে নিয়ে সন্তুষ্টমনে রিসিভার রাখল। একটা কাজের কাজ হলো, ভাবল সে। দারুণ কাজ হলো।

ধীরে ধীরে একটা জটিল পরিকল্পনা অঙ্কুরিত হচ্ছে স্যাণ্ডার্স জুনিয়রের উর্বর মস্তিষ্কে। সেটাকে ঘষামাজা শুরু করল সে।

ছয়

পরদিন ১২:৪৫ মিনিটে *সাউথওয়েস্ট টাইমস রেকর্ড*-এর অফিসে পৌঁছল রানা ও জন। একেবারেই অনুল্লেখযোগ্য একটা ভবন। সেটার প্রায়-অন্ধকার প্রবেশ পথের উপর কাঠের প্লেকে বড় করে লেখা DONREY HOUSE.

রাস্তার দিকে বিল্ডিঙের সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির কাজ চলছে বলে সামনের দিকের সারি সারি জানালা থেকেও নেই এখন। পুরু চট দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। ফলে বাইরের আলো

আসার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। ভিতরে টিউব লাইটের বাড়াবাড়ি চোখে লাগে। এটা যে একটা প্রাচীন, ঐতিহ্যবাহী পত্রিকা, ভুলেও মনে হলো না মাসুদ রানার।

বরং আর দশটা আধুনিক আমেরিকান পত্রিকা অফিস দেখতে যেমন লাগে; ছোটোখাটো ইনশিওরেন্স কোম্পানির অফিস বা মেডিক্যাল সাপ্লাই হাউস অথবা ক্যাটালগ সার্ভিসের মত, তার চাইতে আলাদা কিছু মনে হলো না।

জন নিউম্যান রিসেপশনিস্টকে জানাল, *ডেইলি ওকলাহোমান*-এর লাইফস্টাইলস এডিটরের রেফারেন্সে এসেছে সে। সিটি এডিটর ও কপি চিফের সঙ্গে ঠিক একটায় তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। বসতে বলা হলো ওদের। পাঁচ মিনিট পর এক কালো সুন্দরী এসে ভিতরে নিয়ে গেল দু'জনকে।

লম্বা নিউজ রুমের একেবারে শেষ প্রান্তে সিটি এডিটর বসে। টিউব লাইটের উজ্জ্বল আলোয় বাড়াবাড়িরকম ঝলমল করছে লম্বা রুমটা। যেদিকে চোখ যায় গাদা গাদা টেবিল-চেয়ার, মানুষ। ঠিকমত হাঁটারও উপায় নেই। রিপোর্টাররা একনাগাড়ে পিসি-র কি-বোর্ডের উপর হাত চালাচ্ছে। কোনওদিকে নজর দেয়ার সময় নেই তাদের। দেখে মনে হয় একদল শিম্পাঞ্জি খেলনা পিয়ানো নিয়ে খেলা করছে।

সিটি এডিটর মহাব্যস্ত। তবু পাঁচ মিনিটের জন্য দেখা পাওয়া গেল তার। জনের পরিচিত *ওকলাহোমান*-এর লাইফস্টাইলস এডিটরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এ লোক। সেই সূত্রে এখান আসা।

'বলুন, আপনাদের জন্য কী করতে পারি!' ওদেরকে বসার ইঙ্গিত করল লোকটা।

'আমরা এ শহরের একজন পুরনো অধিবাসীর বর্তমান ঠিকানা খুঁজছি,' জন বলল। 'আগে এখানে থাকতেন তিনি। এখন কোথায় আছেন জানা নেই।'

বিরক্ত হলো যেন লোকটা। 'ওয়েল, এ ব্যাপারে আপনাদের সাহায্য করা সম্ভব কি না, আমি শিওর নই।'

'আপনাকে সে জন্য কষ্ট করতে হবে না,' রানা বলল। 'অনুমতি পেলে কাজটা আমরাই করে নিতে পারব। আপনারা কোন ডেটাবেজ ব্যবহার করেন?'

'নেক্সাস। এন্টারটেইনমেন্ট ডেটা সার্ভিস অ্যাণ্ড অন-লাইন সার্চ।'

'সাথে সিডি-রম ন্যাশনাল সার্ভিসও আছে?'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'ফোন ডিস্ক পাওয়ার ফাইণ্ডার আছে। চেক করতে চান?'

'ইয়েস, প্লিজ!'

'ওই মাথায় চলে যান, দয়া করে। ইনফর্মেশন সার্ভিসে। আমি বলে দিচ্ছি। ওকে? গুড বাই।'

'ইনফর্মেশন সার্ভিস' লেখা ডেস্কের সামনে থামল ওরা। এক মাঝবয়সী মহিলা ড্রয়ার থেকে কিছু বের করে বিশাল ভ্যানিটি ব্যাগে ভরতে যাচ্ছিল, হাফ গ্লাসের উপর দিয়ে ওদেরকে দেখে হাসির ভঙ্গি করল।

'লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। আমি সিডি-রম চালু করে দিলে আপনারা খুঁজে নিতে পারবেন যাকে খুঁজছেন?'

'নিশ্চয়ই পারব। থ্যাংক ইউ।'

কাছের একটা খালি পিসি অন করল মহিলা। 'আপনারা এটায় বসে কাজ করুন। আমি সিডি-রম চালু করে দিয়ে যাচ্ছি।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা।

'দেশের কোন অংশে খুঁজবেন?'

জনের দিকে তাকাল রানা। জন ভাবল, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তার ছোটোবেলার অপরিপক্ব স্মৃতির ভাণ্ডারে যে তথ্য জমা আছে মহিলা সম্পর্কে, তাতে তাঁর আবাস হিসেবে বল্টিমোরের কথাই

বেশি বেশি মনে পড়ে। কেন, জানে না। মনে হয়, ব্যস।

'নর্থইস্ট রিজিয়ন,' বলল সে। 'মেরিল্যাণ্ড।'

'অল রাইট।' র‍্যাকে থরে থরে সাজিয়ে রাখা প্লাস্টিক কভার মোড়া অসংখ্য সিডির মধ্য থেকে একটা সিডি বের করে ট্রে-তে বসাল মহিলা। গুঞ্জন করে উঠল মেশিন।

'আপনারা কাজ করুন। আমি আসছি।'

মহিলা চলে যেতে ডিজিটাল ডিরেক্টরি অ্যাসিসটেন্স থেকে ফোন ডিস্ক পাওয়ার ফাইণ্ডার বের করল রানা। আবার খানিক গুঞ্জনের পর একটা এণ্ট্রি প্রম্পট ভেসে উঠল। 'নাম কী লিখব?'

নড়েচড়ে বসল জন। চোখ মনিটরে সেঁটে আছে আঠার মত। 'জুডি ক্যামেরন ছাড়া আর কিছু তো মনে পড়ে না।'

টাইপ করল ও: JUDY CAMERON, BALTIMORE.

কয়েক মুহূর্তের বিরতির পর ঝপাঝপ্ ঊনষাটজন ক্যামেরন হাজির হলো টার্মিনালে, টেলিফোন নাম্বারসহ। টাইটেল ক্যামেরন হলেও নাম বিভিন্ন। কনি ক্যামেরন, জুডি ক্যামেরন, জুডিথ ক্যামেরন ইত্যাদি।

তালিকাটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। এর মধ্যে যে কোনওটা তাঁর হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে। এতগুলো নাম কি লিখে নিয়ে সবাইকে একে একে ফোন করা সম্ভব? মাথায় একটা আইডিয়া আসতে পরের সার্চ শুধু মেরিল্যাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখল ও। এবার তেরোজনের নাম উঠল। স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল রানা, অনেক সহজ হয়ে গেল কাজটা।

সিডি-রমের আরেক বিশেষ ক্ষমতার কথা মনে পড়ল রানার। টেলিফোন নাম্বার, স্ট্রিট অ্যাড্রেস বা ইন্সটিটিউশনের পরিচিতির সাহায্যেও বিশেষ একজনকে শনাক্ত করতে পারে ওটা।

'ইনি নার্সিং হোমে আছেন বলছিলে না?'

'সেরকমই শুনেছি।'

‘একটা চান্স নিয়ে দেখা যাক তা হলে।’

মেনুতে ফিরে ইন্সটিটিউশনভিত্তিক এণ্ট্রি প্রম্পট কল করল রানা। লিখল JUDY CAMERON, NURSING HOME, MARYLAND.

এই পেজে মোট সাতাশিজনকে পাওয়া গেল। তার মধ্যে তেরোজন ক্যামেরন। নামগুলো চেক করল মাসুদ রানা। লক্ষ করল পাঁচটা নামের ক্ষেত্রে কিছুটা এদিক-ওদিক আছে। নামগুলো লিখে নিয়ে সাতাশিটা ঠিকানা ও ফোন নাম্বারের সঙ্গে মেলাতে গিয়ে এগারোটা ম্যাচ আবিষ্কার করল ও। সেগুলোর সঙ্গে দ্বিতীয় সার্চে ওঠা মেরিল্যাণ্ডের তেরোজনকে মেলাতে গিয়ে একটা ম্যাচ পাওয়া গেল।

জুডি ক্যামেরন, ৪০১-৫৫৫০৯৫৪ এবং ডাউনি মারশ, সেইন্ট মাইকেলস, এমডি., ৪০১-৫৫৫০৯৫৪.

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘড়ি দেখল রানা। আরও দশ মিনিট সময় আছে লাঞ্চ আওয়ার শেষ হতে। দ্রুত ফোনের রিসিভার তুলে নিল ও। পিএবিএক্স নাম্বার থেকে বাইরের লাইন পেতে সাধারণত ৯ চাপতে হয় সবখানে। জুডি ক্যামেরনের নাম্বার চাপার আগে তাই করল ও।

চতুর্থ রিঙে এক মহিলার সাড়া পাওয়া গেল। ‘ডাউনি মারশ।’

‘আমি জন নিউম্যান বলছি, ব্লু আই, আরক্যানসো থেকে। মিস ক্যামেরনের সাথে কথা বলতে চাই আমি।’

‘উনি এখন ঘুমাচ্ছেন।’

‘শুনুন, আমি আইন ব্যবসায় জড়িত। আমার জানা দরকার, এই মিস ক্যামেরন কখনও আরক্যানসো-র পোক কাউন্টিতে বাস করতেন কি না। বিশেষ প্রয়োজনে আমি মহিলাকে খুঁজে বের করার চেষ্টায় আছি। আপনাদের এই মিস ক্যামেরন কি কখনও আরক্যানসো-র পোক কাউন্টিতে থাকতেন? এই

জায়গার কথা কখনও শুনেছেন তাঁর মুখে?'

'ওয়েল, এটা কনফিডেনশিয়াল তথ্য, অ্যা'ম অ্যাফ্রেড।'

'আমি বুঝতে পারছি, ম্যা'ম। কিন্তু ব্যাপার হলো, দীর্ঘ পঁচিশ বছর এখানে বাস করে গেছেন মিস ক্যামেরন। অথচ চলে যাওয়ার সময় কাউকে জানিয়ে যাননি, কেন তিনি সব ফেলে চলে যাচ্ছেন। এখানকার অনেকে আজও তাঁর কথা ভাবে। তাঁর জন্য দুঃখ করে। যারা একদিন মিস ক্যামেরনকে ভালোবাসত, আমার মনে হয় তারা এর কারণ জানতে চাইতেই পারে।'

দীর্ঘ নীরবতা।

'তিনি কখনও আরক্যানসো-র কথা বলেননি। কিন্তু আমি জানি তিনি ছিলেন, কারণ তাঁর ফোটো অ্যালবাম সেখানকার অজস্র ছবিতে ভর্তি। আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম। ওল্ড লেডি হাসিমুখে বলেছিলেন, "ওহ্, আরক্যানসো! ওসব আমার পূর্বজন্মের ছবি।" পরে এ প্রসঙ্গ আর কখনও তুলিনি। কারণ সেই রাতে লেডি খুব কেঁদেছেন। আমি দেখেছি।'

'থ্যাংক ইউ, ম্যা'ম। আমরা আসব তাঁকে দেখতে।'

'কিন্তু লক্ষ রাখবেন, যেন তিনি কোনও কষ্ট না পান। সাতাশি বছর বয়স এখন তাঁর। শরীর একদম ভেঙে গেছে।'

'মনে থাকবে, ম্যা'ম।'

ইনফর্মেশন সার্ভিসের সেই মহিলা ফিরতে তাকে মেশিন বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসার জন্য পা বাড়াল ওরা। এমন সময় একটা ব্যতিক্রম চোখে পড়ল। রিপোর্টারদের একজনও চেয়ারে নেই। সবাই হলরুমের এক মাথায় ঝোলানো বিশাল এক টিভির সামনে জড় হয়েছে। টিভি অন করা। একটা পোডিয়াম দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনে। উপরের দিকে লেখা: ডেভিড হকিনস ক্যাম্পেইন হেডকোয়ার্টার্স, লস অ্যাঞ্জেলেস, ক্যালিফোর্নিয়া।

একটু পরই জ্যান্ত হয়ে উঠল পর্দা। একদল হ্যাণ্ডসাম এইড ও এক সুন্দরী পরিবেষ্টিত হয়ে পোডিয়ামের দিকে এগিয়ে এল

এক বয়স্ক মানুষ। অসম্ভব হ্যাণ্ডসাম দেখতে। চোখা চেহারা। চমৎকার ছাঁটের নীল সুট পরে আছে। নীচে সাদা শার্ট ও লাল টাই পরেছে। মাথা ভর্তি চুল, সব পেকে সাদা। ষাট-পঁয়ষট্টির মত বয়স হবে লোকটার।

সবদিক থেকেই পুরোপুরি ফিটফাট মানুষ। অথচ কৌতূহল জাগানোর মত কিছুই নেই। পোডিয়ামে পৌঁছল দলটা। কে কোথায় দাঁড়াবে, তাই নিয়ে একটু ঠেলাঠেলি, কথা চালাচালি, বিব্রতকর পরিস্থিতির অবতারণা হলো।

'দু' বছর হতে চলল, অথচ এখনও সংগঠিত হতে পারল না ব্যাটারা,' কেউ একজন বলে উঠল।

আরেকজন বলল, 'ক্যাবলা ব্যাটা!'

'কে এই লোক?' অন্য একজন বলল ব্রিটিশ আকসেন্টে।

'এ হচ্ছে ডেভিড হকিনস,' রানার উদ্দেশে নিচু কণ্ঠে বলল জন নিউম্যান। 'হাওয়ার্ড হকিনসের ছেলে।'

মাথা দোলাল রানা। 'চিনি।'

'হাওয়ার্ড হকিনস পর্কওয়েয়র নির্মাতা,' পাশ থেকে এক রিপোর্টার বলল। এক চোখ টিপল ওদের উদ্দেশে। 'ইয়াং নার্সদেরকে বেশি পছন্দ করে।'

'মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ডস,' সামনে ধরা একটা শিটে চোখ রেখে বলল ডেভিড হকিনস। 'অ্যাণ্ড মেম্বার্স অভ দ্য প্রেস। আমার বাবা জীবনের শেষদিকের অনেকগুলো বছর ধরে একটা স্বপ্ন দেখে গেছেন, তাঁর একমাত্র ছেলে একদিন ইউনাইটেড স্টেটসের প্রেসিডেন্ট হবে। খুব বেশি চাওয়া ছিল না সেটা। কারণ তিনি নিজেও আরক্যানসো-র দুর্গম, বুনো অঞ্চল থেকে এসে ত্রিশ বছর যাবৎ ইউনাইটেড স্টেটসের রিপ্রেজেণ্টেটিভের দায়িত্ব পালন করে গেছেন শতভাগ সাফল্যের সাথে। তাই তিনি বিষয়টিকে এভাবে দেখতেন, এই মহান দেশে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। কোনও স্বপ্নই পূরণ হওয়া অসম্ভব নয়।

একটু চর্চিত বিরতির পর আবার শুরু করল লোকটা, 'আমিও তাঁর সেই স্বপ্নে ভাগীদার ছিলাম। দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করেছি আমি সেটা বাস্তবায়িত করতে। অগাস্ট বডি নামে পরিচিত ইউনাইটেড স্টেটস সিনেটের পদ ছেড়ে দিয়েছিলাম তাকে সত্যে পরিণত করতে। গত সপ্তায় ক্যালিফোর্নিয়া প্রাইমারিতে আমার প্রথম স্থান অধিকার করার ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে গেছে, আমাদের সেই স্বপ্ন এখন পূরণ হওয়ার পথে।'

দর্শকদের মাঝে চাপা গুঞ্জন উঠল।

'তার সঙ্গে যোগ হয়েছে নিউ ইয়র্ক, ম্যাসাচুসেটস আর নিউ হ্যাম্পশায়ারের বিজয়,' বলে চলল ডেভিড হকিনস। 'এর ফলে আমার মনের বল অনেক বেড়ে গেছে। তাই... '

'চলে এসো,' রানা বলল চাপা গলায়। 'এর ভাষণ শুনে আমাদের লাভ নেই।'

আজকের দিনটা মোটামুটি ভালই কাটল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বিল হ্যামিলটনের। হণ্ডুরান আর্মির কর্নেল স্যানচেজের সঙ্গে বেশ বড় অংকের একটা চুক্তিতে সই করেছেন তিনি। কর্নেল সে দেশের ব্যাটালিয়ন ৩১৬-র *এল কমাণ্ড্যান্ট*। কাউন্টার টেরর ও ইনসার্জেন্সি স্পেশালিস্ট—আমেরিকান ট্রেইনড্।

চুক্তি স্বাক্ষর শেষে কর্নেল স্যানচেজকে ওকলাহোমা সিটির সবচেয়ে দামি রেস্টুরেন্টে নিয়ে সবচেয়ে দামি লাঞ্চ খাইয়েছেন জেনারেল হ্যামিলটন।

তারপর তাঁকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে ক্লাবে গিয়ে নিজের লইয়ারের সঙ্গে তিন দান কুইক স্কোয়াশ খেলেছেন তিনি। এক দান খেলেছেন তাঁর এক বোর্ড সদস্যের সঙ্গে। তারপর এক ঘণ্টার স্টিম বাথ সেরে বিকেল চারটায় ফিরেছেন অফিসে।

কিছু পেপার ওয়ার্ক শেষ করে রাখতে হবে। আগামী মাসে

বড় এক জার্মান জিএসজি-৯ অ্যান্টি টেররিস্ট গ্রুপ আসবে তাঁর এস্টাবলিশমেণ্ট পরিদর্শন করতে। জেনারেল চান তাদেরকে হেকলার অ্যাণ্ড কচের চোয়ালের মধ্য থেকে ছিনিয়ে আনতে। তিনি ডেস্কে বসতে সেক্রেটারি মেয়েটা কিছু মেসেজ নিয়ে এল।

'জরুরি কিছু?'

'আপনার স্ত্রী পেমেণ্টের জন্য ফোন করেছিলেন।'

চরম বিরক্তিতে চেহারা বিগড়ে গেল তাঁর। 'আবার করলে বলবে তার চেক পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'এফবিআইয়ের জেফ হ্যারিস দু'বার ফোন করেছিলেন, সার।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওরা এতদিনে আমাদের নাইট ভিশনের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠছে। ভালই, কী বলো?' হাসলেন জেনারেল 'আর কেউ?'

'আর করেছেন, মিস্টার গ্রিনঅ্যাওয়ে। ক্লিভল্যাণ্ড মিউনিসিপাল পুলিশের।'

'আচ্ছা।'

একটা লং ডিসট্যান্স কল আছে। এল সালভাদর থেকে, মিস্টার আরাবনেজ।'

'ওই বুড়ো পাইরেট? আচ্ছা!'

'আরেকজন করেছেন, মিস্টার মিলার।'

জেনারেলের মনে হলো নামটা ভুল শুনেছেন। 'সরি, কে?'

'মিস্টার মিলার, সার। রিচার্ড মিলার। বললেন, আপনারা কবে নাকি আরক্যানসো-য় একসঙ্গে একটা কাজ করেছিলেন। উনি আবার কল করবেন বলেছেন।'

জেনারেল মাথা ঝাঁকালেন। দাঁত বের করলেন।

সেক্রেটারি বেরিয়ে গেল।

পরক্ষণে পাথরের মূর্তি বনে গেলেন তিনি। বুকের ওঠা-নামা প্রায় থেমে গেছে।

এসব কী শুরু হলো? সেদিন জন নিউম্যান ঘুরে গেল। আজ আবার রিচার্ড মিলার!

গড্যামিট!

অপেক্ষা করতে লাগলেন জেনারেল। তাঁর টেকনিশিয়ানরা প্রতিদিন যেমন যায়, তেমনি ঠিক পাঁচটায় চলে গেল। ছ'টায় গেল সেক্রেটারি। কিন্তু তিনি বসে থাকলেন 'রিচার্ড মিলার'-এর ফোনের আশায়। দু'বার ফোন বাজল বটে, তবে দুটোই রং নাম্বার।

অবশেষে ৮:২৭ মিনিটে প্রার্থিত কল এল। 'বিল! বিল হ্যামিলটন? কেমন আছ তুমি, ইউ ওল্ড সান অভ আ গান! আমি তোমার পুরনো বন্ধু, রিচার্ড মিলার বলছি।'

আন্তরিক হাসি দেয়ারই চেষ্টা করল লোকটা, কিন্তু ফাঁক থেকে গেল। ভুয়া শোনাল।

'কে বলছেন?' কড়া গলায় বললেন জেনারেল। 'রিচার্ড মিলার হতে পারেন না আপনি। কারণ সে বেঁচে নেই। চুরাশি সালে ভিয়েনায় মারা গেছে মিলার, আমি জানি।'

'ডিটেইলস, ডিটেইলস!' বলল অজ্ঞাত কণ্ঠ। 'কেমন চলছে আজকাল? বউ তালাক পেয়ে খসাচ্ছে ভালই, তাই না? ব্যবসাও তো ভালই চলছে দেখা যায়। ব্যাটালিয়ন থ্রি সিক্সটিন? এক্সেলেন্ট, বিল। দারুণ স্বাস্থ্যবান তোমার ব্যবসা।'

'কে বলছেন আপনি?' অনেক কষ্টে গলা নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছেন জেনারেল।

'বললাম তো, রিচার্ড মিলার।'

'গড্যামিট, আমিও বলেছি রিচার্ড মিলার বেঁচে নেই। আমি জানি। কে আপনি?'

জেনারেলকে ঘেমে ওঠার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিল কলার। তারপর বলল, 'ঠিক ধরেছেন আপনি। আমি রিচার্ড মিলার নই। আমি তার উত্তরসুরি।'

‘কেন ফোন করেছেন? কী চান আমার কাছে?’

‘আপনার জীবনে রূপকথার জাদুকর ছিল রিচার্ড মিলার,’ যেন স্মৃতিচারণ করছে, এমনভাবে বলল লোকটা। ‘তার সাথে পরিচয় হওয়ার পর থেকে আপনার জীবনের ধারা আমূল পাল্টে গিয়েছিল। একের পর এক পদোন্নতি পেয়েছেন আপনি, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ক্ষমতা আর সম্মান অর্জন করেছেন। স্নাইপার স্কুলের পরিচালক হয়েছেন, পশ্চিমা বিশ্বের প্রথম স্নাইপার কমাণ্ডার হয়েছেন। এক চেস্ট ভর্তি রিবন আর মেডেল পেয়েছেন। আজ আপনার অনেক টাকা, বিল। এসব একমাত্র রিচার্ড মিলারের জন্যই সম্ভব হয়েছে।’

‘আসল কথায় আসুন!’ জেনারেল জোর দিয়ে বলতে চাইলেও গলা বিশ্বাসঘাতকতা করল।

‘বলছি। মিলারের বড় একটা উপকার করেছিলেন বলেই আজ আপনার এই রমরমা অবস্থা। এত শান-শওকত।’

‘তো কী?’ অস্বীকার করে লাভ নেই, তাই সে চেষ্টা করলেন না জেনারেল।

‘পঁয়ষট্টি সালের সেই কেস রিওপেন হয়েছে। কোনও এক শিকারী আমাদের পিছু নিয়েছে। তাই আরেকবার সেই একই দায়িত্ব পালন করতে হবে আপনাকে। একেও মাটিতে শোয়াতে হবে। নাইট শট। লং রেঞ্জ।’

‘আমি পারব না,’ শান্ত গলায় বললেন তিনি। ‘তাতে যা হয় হোক, বয়স হয়েছে আমার, আমি আর সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী ফার্স্ট লেফটেনেন্ট নই।’ খানিক বিরতি। ‘ওই একটা কাজের জন্য আমি আজও অনুতপ্ত। মানুষটা আইন প্রয়োগকারী অফিসার ছিল। কারও ক্ষতি করেনি সে। অথচ... আমাকে ভুল বুঝিয়ে... এই লজ্জা...

‘আমারই ভুল হয়েছে,’ বাধা দিয়ে বলল লোকটা। ‘আমার বোঝা উচিত ছিল আপনি একজন দুঃসাহসী মানুষ। ঠিক আছে,

বিল। কিন্তু এর ফলে কী হবে জানেন? আপনার সুনাম, আপনার প্রতিষ্ঠান, এই রমরমা ব্যবসা, এক এক করে সব হারাবেন আপনি। আপনাকে যেভাবে টেনে তোলা হয়েছে, ঠিক সেই ভাবেই ডুবিয়ে দেয়া হবে একশ' হাত পানির নীচে। ঝুঁকি নিয়ে দেখতে চান? এসবই নয় শুধু, আরও আছে। সেই শিকারী যদি আমার দিকে আর এক পা বাড়ায়, আমি তাকে আপনার নাম জানিয়ে দেবো। তারপর কী ঘটবে, অনুমান করতে পারছেন আশা করি?'

কি বলবেন, ভেবে পেলেন না ব্রিগেডিয়ার জেনারেল।

'তা হলে ওই কথাই রইল, জেনারেল! আমি রিচার্ড নিউম্যানের খুনির নামটা জানিয়ে দিচ্ছি জন নিউম্যান ও তার ডেঞ্জারাস বাঙালী বন্ধু মাসুদ রানাকে। সে এমনিতেও আপনাকে সন্দেহ করেছে, আপনি টের পেয়েছেন আশা করি। আমি শুধু কনফার্ম করে দেবো তথ্যটা। দ্যাট'স অল।'

বিল হ্যামিলটন নির্বাক। নিজের মার্কসম্যানশিপ ট্রফিগুলোর উপর চোখ বোলাচ্ছেন। সেখান থেকে চোখ সরিয়ে দেয়ালে ঝোলানো মেডেলগুলোর দিকে তাকালেন। যদি খবরটা জানাজানি হয়, তা হলে এসবের মায়া তাঁকে ছাড়তে হবে। ঋণের বোঝাটা ছাড়া আর সবই হারাতে হবে চিরতরে।

'কাজ হয়ে গেলে আমি মুক্তি পাবো?'

'অবশ্যই! আপনি নিশ্চিন্তে নিজের জগতে ফিরে যাবেন, আমি আমার জগতে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন জেনারেল হ্যামিলটন। বুঝতে পেরেছেন, যে প্যাঁচে পড়েছেন সেটা থেকে বাঁচবার কোনও উপায় নেই। বললেন, 'কখন, কীভাবে, কী করতে হবে?'

'কাল সকালে গিয়ার নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন। ব্লু আই থেকে উত্তরে, রুট সেভেণ্টি ওয়ান ছাড়িয়ে কাউণ্টি সেভেণ্টির কাঁচা রাস্তা ধরে যেতে থাকবেন গভীর বনের মধ্য দিয়ে। অনেক

ভিতরে যেতে হবে আপনাকে। যেখানে যেতে হবে, সেই জায়গার নাম কেলার হলো। আপনার কণ্ট্যাক্ট হবে সিডনি হল নামে এক লোক। আপনাকে সাহায্য করবে সে। এদিকে আমি মাসুদ রানা ও নিউম্যানের ওখানে যাওয়ার আয়োজন করব। কোনওকিছুতে তাড়াহুড়ো করবেন না দয়া করে। নিউম্যান নয়, নিউম্যানের সঙ্গীটা আসলে ভয়ঙ্কর মানুষ। ও হবে আপনার প্রথম টার্গেট। তারপর নিউম্যান। তবে প্রথমজন যদি কিছু টের পেয়ে যায়, তা হলে ওখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবেন না আপনি। আর... দয়া করে মিস করবেন না, জেনারেল। কারণ এ সুযোগ আপনি আর পাবেন না কোনদিন।'

'আমি কখনও মিস করি না।'

সাত

ব্রিজ পার হয়ে মেরিল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূলে পৌঁছতেই ল্যাণ্ডস্কেপ বদলে যেতে শুরু করল। ক্রমে সমতল হয়ে উঠতে লাগল মাটি, তারপর এক সময় পানির কাছে আত্মসমর্পণ করল। পথের দু'দিকে নানান উদ্ভিদে ভরা প্রায় রংহীন জলাভূমি দেখতে দেখতে এগোল ওরা। এখানে-সেখানে গজিয়ে উঠেছে দলা দলা গাছ। পথের দু' পাশে গাছের পর্দা এত বেশি ঘন যে সামনে বেশি দূর নজর চলে না। কড়া রোদে পানি চিক্ চিক্ করছে।

সেইণ্ট মাইকেলের দিকে চলেছে মাসুদ রানা ও জন। ম্যাপের বর্ণনা অনুযায়ী জায়গাটা মূল ভূখণ্ড থেকে চেসাপিক উপসাগরের ভিতর দিকে সরু লাঠির মত এগিয়ে যাওয়া শৈলান্তরীপের মত। যেন ওই এক চিলতে জমি দখল করে নিতে

ব্যর্থ হয়েছে চেসাপিক বে। গাছপালার ওপাশে কালো পানি ওঁৎ পেতে আছে। ছলাৎ ছলাৎ করে বাড়ি মারছে ওগুলোর পায়ের কাছে। এই শৈলান্তরীপের যেন কোনও শেষ নেই, মনে হলো রানার।

'প্রায় এসে পড়েছি আমরা,' বলল জন নিউম্যান।

'কিন্তু মহিলা দেখা করবেন তো?'

'করবেন,' মাথা ঝাঁকাল জন। 'আমি এসেছি খবর পেলে অবশ্যই দেখা করবেন। কিন্তু আমি ভাবছি, তাঁকে ব্রুস উইলিয়ামসের কথা বলব কি না।'

একটু পর আবার বলল, 'বলব। কোনও কিছু গোপন করব না মিস জুডির কাছে।'

রানা কিছু বলল না।

'আমার জানামতে মহিলা অত্যন্ত স্মার্ট ছিলেন,' আবার বলল জন। 'এত স্মার্ট, তুমি চিন্তাই করতে পারবে না। সেই আমলে পুরুষরা ভাবতেই পারত না কোনও মেয়েমানুষ অমন বুদ্ধিমতী হতে পারে। অথচ তাদের মুখেই শুনেছি মিস জুডির কোনও তুলনা হয় না, দারুণ স্মার্ট।' কী মনে হতে মৃদু হাসল। 'আমার ধারণা, ব্লু আইয়ের অর্ধেক পুরুষ সে সময় মিস জুডির প্রেমে হাবুডুব খেতো। আমার ড্যাডি বা ব্রুস, কেউ বাকি ছিল না।'

'মহিলার বয়স কত এখন?'

'সাতাশির মত। আমার ধারণা এখনও উনি আগের মতই সুন্দরী আছেন। দেখো।'

খুদে শহর সেইণ্ট মাইকেলে ঢুকল ওরা। দেখে মনে হলো বেশ প্রাচীন শহর এটা। এখানকার বাড়িঘর যেন কোনও প্রাচীন শো-কেস থেকে বের করে আনা হয়েছে। শহরের এক প্রান্তে DOWNY MARSH লেখা বড় একটা সাইন দেখা গেল। ওটার নির্দেশ অনুযায়ী গাড়ি ঘুরিয়ে দিল জন। বিশাল ছাতার মত মেলে থাকা এক দেবদারু গাছের নীচে ডাউনি মারশের

মেইন গেট। ইউনিফর্মবিহীন এক নিগ্রো গার্ড থামাল ওদের।

'ভিজিটর্স,' বলল জন। 'মিস জুডি ক্যামেরনের সাথে দেখা করতে এসেছি।'

এক কথায় ছেড়ে দিল লোকটা। ভিতরে এসে চারদিকে চোখ বোলাল রানা। কোনও কালে হয়তো কোনও রাবার বা স্টিল ব্যারনের, নয়তো রেইলরোড টাইকুনের এস্টেট ছিল এটা, মনে হলো ওর। অ্যাসফল্টের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল গাড়ি। যত্ন নেয়া হয় না রাস্তার। তাই অ্যাসফল্টের ফাঁক-ফোকর দিয়ে ঘাস-পাতা, বুনো লতা-পাতা মাথা তুলেছে অবাধে। কোথাও কোথাও হাঁটু সমান লম্বা সেগুলো।

কিছুদূর যেতে আধখানা চাঁদের মত বিরাট একটা বাগান দেখতে পেল ওরা। জলাভূমি থেকে ভেঁসে উঠেছে যেন। তার ওপাশে ইঁটের তৈরি বিশাল এক ম্যানসন। শুধু বিশাল বললে ভুল বলা হবে, দানবীয় আকৃতির। দুই ঢাল বিশিষ্ট ছাদ। ভবনটির বিভিন্ন স্তরে রট আয়রন ওয়ার্কের ব্যালকনি আছে, আছে আটদশটা করে কাঁচ বসানো অনেক জানালা।

গোটা দৃশ্যটা কেমন যেন কুৎসিত লাগল রানার। মনে হলো, এই ভবনের আনাচে-কানাচে অতীতের অনেক নির্যাতন-নিপীড়ন ইত্যাদির কাহিনি লুকিয়ে আছে। অনেক সন্ত্রাস-হত্যার কথা লেখা আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর রেলিক এটা। সভ্য জগতের চক্ষুশূল। ডাউনি মারশের চেহারাই বলে এটার সঙ্গে মৃত্যু অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, ভাবল রানা। ধনীরা এখানে মরতে আসে।

ভিজিটরদের জন্য নির্দিষ্ট স্পেসে গাড়ি পার্ক করল জন। ওরা ছাড়া আর কোনও ভিজিটর নেই, লক্ষ করল রানা। আহ্, কী নিষ্ঠুর বার্ধক্যের শেষ সময়টা! ম্যানসনের পিছনে একটা বিশাল বাগান দেখা গেল। অনেক বুড়ো-বুড়ি আছে বাগানে। নিগ্রো নার্স বা এইডরা হুইল চেয়ারে করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে অথর্ব কয়েকজনকে।

বেলা দুটো বাজে। ঝলমলে সূর্য থাকলেও তেজ তেমন নেই, বরং মিষ্টি লাগছে রোদ। ঝকঝকে নীল আকাশ। এক ঝাঁক বুনো হাঁস ইংরেজি 'ভি' আকৃতি নিয়ে অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে গেল। বাগানের এক প্রান্তে ছোট্ট একটা ডোবামত আছে। সেখানে ধৈর্য ধরে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা বক।

'কথাবার্তা যা বলার তুমিই বোলো,' রানা বলল। 'আশা করি তোমাকে ভুলে যাননি মহিলা।'

ভিতরের উদ্দেশে পা বাড়াল ওরা। প্রায় পিন পতন নীরবতার মাঝে লিনোলিয়ামের উপর ওদের জুতোর সামান্য আওয়াজ বাড়াবাড়ি রকম জোরাল লাগল কানে। মনে হলো কোনও উপাসনালয়ের ভাবগাম্ভীর্য নষ্ট করছে ওরা।

একটা কাউন্টারে এসে থামল দু'জনে। দুই ফিটফাট মহিলা সন্দেহের চোখে তাকিয়ে আছে দেখা গেল।

'হ্যালো!' জনের হাসিটা পাথরের দেয়ালে ঘা খেয়ে ফিরে এল। 'আমরা এসেছি আপনাদের একজন পেশেন্ট... '

'রেসিডেন্ট!' সংশোধন করে দিল এক মহিলা। 'আমাদের এখানে কোনও পেশেন্ট নেই।'

'রাইট। রেসিডেন্ট। নাম মিস জুডি ক্যামেরন। আমি তাঁর এক পুরনো বন্ধুর ছেলে।'

'আপনার কী নাম, সার?'

'নিউম্যান। জন নিউম্যান। তাঁকে বলুন, আমি ব্লু আই সিটির চার্লস নিউম্যানের ছেলে।'

'আপনারা বসুন। আমি খবরটা জানাচ্ছি তাঁকে।' মহিলা ভিতরে চলে গেল।

ওরা বসল। ডাক আসার জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে ক্লান্ত, বিরক্ত হয়ে উঠল। অবশেষে মহিলা ফিরল।

'মিস ক্যামেরন আর আগের মত নেই। দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তাই আধ ঘণ্টার বেশি সময় দেয়া যাবে না

আপনাদের, আশা করি বুঝতে পারছেন।'

'থ্যাংক ইউ, ম্যা'ম।'

'খেয়াল রাখবেন, কোনও কারণে যেন উত্তেজিত হয়ে না ওঠেন মিস ক্যামেরন।'

'অবশ্যই।'

একটা ডাবল ডোর পেরিয়ে ওদেরকে লম্বা, প্রশস্ত করিডোরে নিয়ে এল মহিলা। দু' পাশে বড় বড় রুম, বেশিরভাগই খালি। করিডোর অতিক্রম করে একটা বারান্দায় পৌঁছল ওরা। দূরের জলাভূমি, গাছ-গাছালি, আরও দূরের চেসাপিকের চিকচিকে নীল পানি দেখতে দেখতে এগোল জন ও রানা।

সেদিকে মুখ করে হুইল চেয়ারে বসে আছেন বৃদ্ধা। কম্বল দিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছে তাঁকে। চোখে গাঢ় সানগ্লাস। চুপচাপ বসে আছেন তিনি—জন নিউম্যানের পূর্ব-পুরুষদের সবার হার্ট থ্রব, মিস জুডি ক্যামেরন।

তাঁর মাঝে সেই ছিপছিপে, লম্বা, আকর্ষণীয় বিদুষী নারীটিকে খুঁজে পেল না জন—যাঁর গায়ের গন্ধটিও বড় মিষ্টি লাগত ওর। সময় তাঁর সব আকর্ষণ শুষে নিয়েছে। সুন্দর মুখটার মাংস প্রায় উধাও হয়ে গেছে। হাড়ের উপর ফিনফিনে চামড়া লেগে আছে, কোঁকড়ানো-কোঁচকানো।

দুই গাল টকটকে লাল। চুলগুলো ধপধপে সাদা। মাথার উপরে চূড়ো খোপা করে বাঁধা।

'মিস জুডি?' ডাকল জন।

'গড!' ঘুরে তাকালেন বৃদ্ধা। ঝলমল করে উঠল চেহারা। 'এই গলা তো আমি চিনি! চার্লস নিউম্যানের গলা। কত বছর পর শুনলাম!' আবেগ সামাল দিতে সময় লাগল তাঁর। 'কী অসাধারণ মানুষ ছিল তোমার বাবা, জানো তুমি, জন?'

মাথা নাড়ল সে। 'না, ম্যা'ম। আমি ড্যাডিকে আপনাদের মত করে চেনার সুযোগ পাইনি।' পরিচয় করিয়ে দিল, 'এ

আমার বন্ধু, মাসুদ রানা। রানা, ইনিই ষাটের দশকের অপূর্ব সুন্দরী, জুডি ক্যামেরন।'

'এখনও বোঝা যায় সেটা,' বলল রানা।

'এই তো, মিথ্যে কথা বললে, ইয়াং ম্যান!' হাসলেন তিনি। 'তবে খুশি হইনি তা বলব না। ধন্যবাদ।'

'আপনার কথা জনের মুখে অনেক শুনেছি—পরিচিত হতে পেরে সত্যিই ভাল লাগল, মিস ক্যামেরন।'

মাথা দোলালেন বৃদ্ধা। ফিরলেন জনের দিকে। 'তুমি তো এত্তটুকুন ছিলে। আমার সেই চেহারাটা তোমার মনে আছে?'

'মনে আছে মানে? আপনার গায়ের গন্ধটাও মনে আছে!'

এবার খিল খিল করে হেসে উঠলেন বৃদ্ধা। 'এটা মিথ্যে নয়। চার্লসের কাছে শুনেছিলাম তোমার গোপন কথা: বড় হয়ে আমাকে বিয়ে করবে বলে মনস্থির করেছিলে!' একটু বিরতি। উদাস হয়ে গেলেন তিনি। হয়তো অতীতে ফিরে গেছেন। 'আমার বয়স যেমন অনেক, অভিজ্ঞতার ঝুলিও তেমনি বড়। অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি, বেশিরভাগ পুরুষই অসৎ হয়। পরনারী ভোগ করার সুযোগ পেলে কখনও সেটা হাতছাড়া করে না। কিন্তু তোমার বাবা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা জাতের মানুষ। আমার দেখা একমাত্র পুরুষ, যার মধ্যে এই দোষটি একেবারেই ছিল না।'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হাসলেন বৃদ্ধা। 'সে যাক। বিয়ে করেছ তুমি, সান? ছেলেমেয়ে আছে?'

'এখনও করিনি ম্যা'ম। আশা করছি শিগগিরি করব। ড্যাডির হত্যা-রহস্য উদঘাটনের পর।'

একটু চুপ করে থাকলেন বৃদ্ধা। 'বুঝলাম না।'

অল্প কথায় বিষয়টা বুঝিয়ে বলল জন। রানার সাহায্যের কথা বলল।

এক হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি রানার দিকে। 'আমার হাতটা ধরো, ইয়াং ম্যান। তোমার ভেতরের কিছু উষ্ণতা চুরি করতে

চাই আমি।'

রানার হাতটা শক্ত করে ধরলেন তিনি। রক্ত শীতল হয়ে এলেও শক্তি ভালই আছে তাঁর, টের পেল ও।

'দুর্দান্ত সাহসী ছেলে,' বললেন তিনি। 'সৎ এবং ভদ্র। কী করো তুমি, বাছা?'

'ও লেখক, ম্যা'ম,' জন জবাব দিল। 'ড্যাডির মৃত্যু-রহস্য নিয়ে বই লিখছে।'

'ওহ্! কী কঠিন বেদনার দিন ছিল সেদিন,' নিচু কণ্ঠে বললেন তিনি। 'ব্লু আইয়ের ইতিহাসে সম্ভবত সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিন। আমার ছেলে তার বউসহ যেদিন রোড অ্যাক্সিডেন্ট মরল, সেদিনও অত কষ্ট পাইনি আমি, যতটা পেয়েছি চার্লসের মৃত্যুতে। মদ খেয়ে গাড়ি চালাতে গেলে তার পরিণতি ভোগ করতে হবে, ওদের ক্ষেত্রে তা-ই ঘটেছিল। কিন্তু তোমার ড্যাডি মৃত্যুর সময় যে কাজে ব্যস্ত ছিল, সেটা ছিল সমাজসেবা। আমাদের সবার ভালোর জন্য কাজ করছিল সে। তার পরিণতি হওয়ার কথা ছিল আর কিছু। জ্যাক রিচির মত নর্দমার কীটের গুলি খেয়ে মরা নয়।'

'আপনি ঠিক বলেছেন, ম্যা'ম,' রানা বলল। 'আমরা সেই বিষয় নিয়েই কথা বলতে এসেছি। শুনেছি ওর ড্যাডির মারা যাওয়ার দিন আপনাদের দেখা হয়েছিল।'

'হ্যাঁ। দুপুর দুটোর দিকে আমার কটেজে এসেছিল চার্লস।'

'জ্যাক রিচি আসেনি?'

'না। চার্লসের সাথে টেলিফোনে কথা হয় তার।'

'তারপর?'

'তাকে সেদিন বেশ আপসেট লাগছিল। জ্যাকের কারণেই হয়তো। ছেলেটা জেল থেকে বেরিয়েই যে কাণ্ড ঘটাল, তাই নিয়ে।'

'মারা যাওয়ার দিন জনের ড্যাডি কী নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন

বলতে পারেন? কোনও ইনভেস্টিগেশন বা প্রজেক্ট...?'

'সেদিন চার্লসের সাথে বড়জোর আধ ঘণ্টা কাটাই আমি। তারপর তাকে আর জ্যাক রিচির বউ সানড্রাকে কথা বলার সুযোগ দিয়ে ভেতরে চলে যাই। আর দেখা হয়নি আমাদের। তবে সেদিন সকালে তোমার ড্যাডি একটা ডেডবডি খুঁজে পেয়েছিল ব্লু আইয়ের বারো মাইল দূরে।'

'এক নিগ্রো মেয়ের। শুনেছি।'

'হ্যাঁ। শেলি গারল্যাণ্ড নাম ছিল মেয়েটার। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয় তাকে। তোমার বাবা ওই ঘটনা নিয়ে বেশ অস্বস্তিতে ছিল। ওই সময় একবার সে বলেছিল "অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটছে"। কেমন অদ্ভুত কাণ্ড, তা নিয়ে কিছু বলেনি।'

'কিন্তু এর মধ্যে অদ্ভুত কিছু ছিল বলে মনে হয়নি আমাদের,' জন নিউম্যান বলল। 'শেলিকে ধর্ষণ ও হত্যার অপরাধে এক বাঙালি যুবক অ্যারেস্ট হয়। প্রসিকিউটর ব্রুস উইলিয়ামস তাকে অপরাধী প্রমাণ করেন। মৃত্যুদণ্ড হয় ছেলেটার। দু' বছর পর, সাতষট্টি সালে সে দণ্ড কার্যকর করা হয়।'

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধা। 'ওটা ছিল ব্রুসের মারাত্মক ভুল। তার ক্যারিয়ারের প্রথম ও শেষ ভুল সম্ভবত। ডিজাস্টারাস।' থামলেন মিস জুডি। 'আসলে তখনকার ঘোরালো পরিস্থিতির কারণে সবকিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল। ওই অবস্থায় ছেলেটাকে খুব কৌশলে ফাঁসিয়ে দেয়া হয়।'

'আপনি তাই মনে করেন?'

'ঠিক "মনে করি" না। আমি জানি,' বৃদ্ধা বললেন। ঘুরে বসে উপসাগরের নীল পানি দেখলেন কিছুক্ষণ। 'ছেলেটা নির্দোষ ছিল। আসল ঘটনা আমি কয়েক বছর পর জেনেছি।'

'তা হলে মেয়েটাকে কে খুন করেছে?' বলে উঠল রানা। এই প্রথম অজানা-অচেনা সেই বাঙালি যুবকটির প্রতি এক ধরনের সহানুভূতি অনুভব করল ও।

সাদা চুড়ো খোপা নড়ে উঠল। মাথা নাড়ছেন বৃদ্ধা। 'তা জানি না। তবে কীভাবে কী ঘটেছিল জানি। মেয়েটা যে রাতে উধাও হয়, সে রাতে শহরের ব্যাপ্টিস্ট চার্চে একটা মিটিং ছিল।'

জনের বাবার নোট বুকের সেই লেখাটা রানার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠল—চার্চ মিটিং? কিসের মিটিং জানতে হবে।

'ওই সময় দেশের দক্ষিণ অংশে সিভিল রাইট মুভমেণ্ট চরম আকার ধারণ করতে পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল। প্রায় এক দশক থেকে কালো, হিসপানিক, ভিয়েতনামী, বাঙালি, থাইসহ আরও যত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ছিল, সবগুলোকে গোপন চার্চ মিটিঙের মাধ্যমে সংগঠিত করে আসছিল নিগ্রো মিনিস্টার এবং সাদা চামড়ার ভলাণ্টিয়াররা। যে রাতে শেলি নিরুদ্দেশ হয়, সেই রাতেও মিটিং হয় ব্লু আইয়ের ব্যাপ্টিস্ট চার্চে। শেলি ছিল মিটিঙে। আরও অনেকের সাথে সেই বাঙালি ছেলেটাও ছিল। সব মিটিঙেই থাকত সে। মিটিঙের দিন ওর বাবার গাড়িতে করে পোক কাউণ্টি, স্কট কাউণ্টি, মণ্টেগোমারি কাউণ্টির বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন আনা-নেয়া করত স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে। সেদিনও মিটিং শেষ হতে তাদেরকে পৌঁছে দেয়ার কাজে ব্যস্ত ছিল গালিব। তাই শেলিকে তার লিফট দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তা ছাড়া শেলিদের বাসা চার্চ থেকে দুই ব্লক দূরে। এই সামান্য পথ ও হেঁটেই আসা-যাওয়া করত।'

'তারপর?' বলল রানা।

'সেই রাতের মিটিঙে সাদা চামড়ার এক রেভারেণ্ড ছিল পিটার হফম্যান নামে। মিটিঙে ভাষণ দিয়েছিল সে। লোকটা জানত গালিবের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ মিথ্যে। কিন্তু মুখ খুলতে সাহস পায়নি। কারণ তা হলে কোর্টকে জানাতে হতো, সে কী করে জানল অভিযোগ মিথ্যে। গালিব তা হলে ওই সময় কোথায় ছিল। সে-ই বা কোথায় ছিল। তাই বাধ্য হয়ে চেপে

যেতে হয়েছে তাকে। সে মুখ খুললে সাদারা বসে থাকত না। চার্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত। নতুন করে গণহত্যায় মেতে উঠত বর্ণবাদী কু ক্লাক্স ক্ল্যান। হফম্যান ছাড়া আরও কয়েকজন নিশ্চয়ই জানত এ কথা। কিন্তু পরিণতির কথা ভেবে কেউ মুখ খোলেনি। এই ঘটনার কয়েক বছর পর মিসিসিপিতে কিছু সাদা যুবক "নিগ্রো প্রেমিক" বলে হফম্যানকে কুপিয়ে মেরে ফেলে।'

গগলস্ খুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন মিস জুডি। দুই গাল বেয়ে লবণ পানির ধারা বইছে। 'শুনেছি, ফোর্ট স্মিথের খুব প্রভাবশালী একটা চক্র এই হত্যার দায় গালিবের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছিল কৌশলে। ব্লু আইয়ের সেই সময়কার শেরিফও এর সাথে জড়িত ছিল।'

কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা নেমে এল।

'তোমার ড্যাডি অত্যন্ত সাহসী মানুষ ছিল, জন। যাকে বলে অকুতোভয়, তাই ছিল সে। বীরত্বের জন্য মেডাল অভ অনার পাওয়া মানুষ ছিল, অথচ আমার দেখা সবচেয়ে সাহসী পুরুষ ছিল আর কেউ। সে কে, জানো?' ওর দিকে ফিরে হাসির ভঙ্গি করলেন তিনি।

'কে?'

'সেই বাঙালি ছেলেটা। ফয়েজুর রেমান গালিব। আহা! কতই বা বয়স হয়েছিল!'

বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা।

'মিথ্যে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে বিনা প্রতিবাদে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গেল ছেলেটা। তবু কাউকে সত্যি কথাটা বলে গেল না। মা-বাবাকে পর্যন্ত না। কেন? পিটার হফম্যানের শিক্ষা তার মনে ধরেছিল কিছু অর্জন করতে হলে কিছু বিসর্জন দিতে হয়। সিভিল রাইট আন্দোলনে পূর্ণ বিজয় অর্জন করতে হলে অনেক রক্ত দিতে হবে। রক্ত দানকারীদের কথা কেউ মনে রাখবে না। কিন্তু তাই বলে পিছিয়ে গেলেও চলবে না। এগিয়ে

যেতে হবে। এটাই প্রগতির নিষ্ঠুর, কিন্তু সরল উপসংহার।

'এই ছিল পিটার হফম্যানের শিক্ষা।'

মৃদু হাসি ফুটল বৃদ্ধার জরজর মুখে। 'ছেলেটা মুখ বুজে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসল। মানুষ এতবড় দুঃসাহসী হয় কী করে আমি বুঝি না। ওরকম আর কারও কথা আমি জীবনে শুনিনি,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন বৃদ্ধা। 'তার কাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জিত হয়েছে, আজ সবাই তার সুফল ভোগ করছে, কিন্তু বেচারা গালিব দেখে যেতে পারল না; রয়ে গেল একজন ধর্ষক ও হত্যাকারী হিসেবে।'

'আপনি এত খবর জানলেন কীভাবে?' প্রশ্ন করল রানা নরম কণ্ঠে। অজানা-অচেনা বাঙালি যুবকটির প্রতি ওর অনুভূতি এরইমধ্যে গভীর মমতার রূপ নিয়েছে।

'জর্জ ট্রেডওয়েল নামে এক মিনিস্টারের কাছে শুনেছি। অষ্টাশি সালে তার সাথে কথা হয় আমার। চৌষট্টি-পঁয়ষট্টি সালে পিটার হফম্যানের সহকারী হিসেবে অনেকবার ব্লু আইতে গেছে ট্রেডওয়েল। অনেক চার্চ মিটিঙে উপস্থিত থেকেছে।'

পরের প্রশ্ন বেশ কিছুক্ষণ পর করল ও। 'তারপর?'

'তারপর... খবরটা শুনে তখনই আমি ব্রুসকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম। পরে ভাবলাম, কী লাভ? নিজের গৌরবোজ্জ্বল ক্যারিয়ারে এমন মারাত্মক একটা ভুলের ঘটনা আছে জানলে বেচারি মনের দুঃখ মরেই যাবে হয়তো। তাই আর বলিনি। হাজার হোক, ওকেও ভালোবাসতাম আমি।'

'এখন আর কোনও দুঃখ তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না,' জন বলল। 'পরশু রাতে সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা গেছেন তিনি।'

মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধা। 'আমি টের পেয়েছি। তোমাদের সাথে মৃত্যুর গন্ধও ঢুকেছে এ রুমে।' বিরতি। 'আরেক ভাল মানুষ ছিল এই ব্রুস। এতদিন তাকেও খুব মিস করেছি আমি। ব্লু আইয়ের সবাইকে মিস করেছি।'

মাথা ঝাঁকালেন তিনি। চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'ব্লু আই! জ্যাক রিচি, গ্যারি স্যাণ্ডার্স আর হকিনসদের মত কুলাঙ্গারই শুধু নয়, চার্লস আর ব্রুসের মত কিছু ভাল মানুষও জন্ম নিয়েছিল সেখানকার মাটিতে।'

চোখ মুছলেন তিনি। জনের দিকে তাকালেন একবার, তারপর রানার দিকে। 'আমি বোধহয় কোনও সাহায্য করতে পারলাম না তোমাদের, তাই না? তোমাদের এত দূর ছুটে আসা বিফলে গেছে।'

একসঙ্গে মাথা নাড়ল ওরা দুজন। 'না, ম্যা'ম,' বলল রানা। 'যথেষ্ট সাহায্য হয়েছে।'

'সানড্রার ছেলেটা মারা না গেলে আমি আরক্যানসো ছেড়ে কখনোই আসতাম না। মাত্র দু' বছর বয়সে মরে গেল ছেলেটা। কী সুন্দর ফুটফুটে ছেলে! নিজের মরা ছেলের নামে ওর নাম স্টিফেন রেখেছিলাম। ওরকম একটা ছেলের মা হওয়ার লোভ যে কোনও নারীরই হবে। সানড্রার শরীর ভেঙে পড়ছিল বলে আমিই ওকে দেখাশোনা করতাম। সানড্রা মারা গেল... ছেলেটাও। আর থাকতে পারলাম না। মনটা দূরে কোথাও পালিয়ে যাওয়ার জন্য হাঁসফাঁস শুরু করল। তাই একদিন চলে এলাম।'

আরও কিছুক্ষণ পর উঠল ওরা। বৃদ্ধা বললেন, 'জন, চার্লসের হত্যা-রহস্য উদঘাটন করতে পারলে আমাকে খবর দিয়ো। আমি জানতে চাই কোন্ পাষণ্ড গুলি করেছিল ওর মত একজন ভালো মানুষকে, এবং কেন!'

আট

প্রতিটা বাড়ি দেখতে একই রকম বলে কিছুটা হলেও সমস্যা হওয়ার কথা ছিল ডেপুটি সিডনি হলের। কিন্তু ঠিকানা জানা ছিল বলে হলো না। তা ছাড়া তার মনে আছে ব্রুস উইলিয়ামস ঠিক কোন বাড়িটায় ঢুকেছিলেন। তাই ভোঁ করে সেটার ড্রাইভওয়েতে একবারে গাড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে থামল সে।

এই রাস্তাটা নাকি স্বপ্নের আমেরিকার, ভাবতে গিয়ে ঠোঁট বেঁকে গেল ডেপুটির। সিডনি হল যে স্বপ্নের হিস্যা কোনওদিন পাবে না। কারণ এটা নিগারদের স্বপ্নের রাস্তা।

নিজের অস্থির মনটাকে শান্ত করার চেষ্টা করল সে। ভাবল, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে এখন। কারণ স্যাণ্ডার্স জুনিয়রের কড়া নির্দেশ আছে। 'তোমাকে অবশ্যই মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে হবে, সিডনি,' বলে দিয়েছে সে। 'ওখানে মাস্তানী করতে যেয়ো না আবার। লোকজনকে বোঝাতে যেয়ো না কতটা মাথামোটা তুমি, ওকে? ওখানে প্রয়োজনে তোমাকে "হুজুর, হুজুর!" করতে হবে। বুঝেছ?'

লম্বা করে দম নিল ডেপুটি। ক্রুজার থেকে নেমে চুলগুলো স্টেটসনের নীচে গুঁজল, তারপর বন্ধ দরজার দিকে এগোল গদাই লস্করি চালে। মনে মনে পুলকিত এই ভেবে যে, বাড়ির নিগার মেয়েরা আড়াল থেকে তাকে দেখে নিশ্চয়ই ঘাবড়ে গেছে। নার্ভাস দৃষ্টিতে লক্ষ করছে তাকে। এটাই স্বাভাবিক। দোরগোড়ায় সাদা চামড়ার পুলিশ দেখলে কেলেরা আজও ভয়

পায়।

নক করল সে। ভিতরে পায়ের শব্দ উঠল। একটু পর দরজা সামান্য ফাঁক করে এক নিগ্রো তরুণী উঁকি দিল। দেখেই বোঝা যায় ভয় পেয়েছে মেয়েটা। এ ধরনের দৃশ্য সিডনি হল সব সময় উপভোগ করে থাকে।

'ই-ইয়েস?'

মৃদু হাসল ডেপুটি। 'আমি ডেপুটি সিডনি হল, ম্যা'ম। কাউন্টির শেরিফ'স ডিপার্টমেন্ট। মিস লেসলি গারল্যাণ্ডের সাথে কথা বলতে এসেছি আমি।'

'আমার মায়ের সাথে? কোন বিষয়ে, প্লিজ?'

'ম্যা'ম, আমি সাবেক প্রসিকিউটর, ব্রুস উইলিয়ামসের মৃত্যুর কারণ তদন্ত করছি বর্তমানে। পরশু রাতে মারা গেছেন তিনি। মারা যাওয়ার দিন দুপুরে এখানে এসেছিলেন, আপনার মায়ের সাথে কথা বলতে। এই প্রসঙ্গে তাঁর সাথে দুয়েকটা কথা বলব। আমি জানি তিনি বয়স্ক মানুষ। তাঁকে কষ্ট দেয়ার কোনও ইচ্ছে নেই। শুধু কয়েকটা প্রশ্ন করব, ব্যস।'

'একটু অপেক্ষা করুন,' দরজা সশব্দে বন্ধ করে ভিতরে চলে গেল মেয়েটা। ডেপুটিকে যে ভাল মনে নেয়নি, তা চেহারাতেই স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়ে গেল।

সিডনি ভিতর ভিতর রেগে উঠল। ধোঁয়ার মত পাক্ খেয়ে খেয়ে মাথায় উঠে যেতে লাগল রাগ। একটা নিগার মেয়ের এত সাহস! তাকে রোদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখে চলে গেল! কিন্তু জোর করে নিজেকে সামাল দিল সে। সব কাজে নিজের বিখ্যাত রাগ দেখালে চলবে না, বলে দিয়েছে স্যাণ্ডার্স। তার কথা না মানলে আবার ঝামেলা।

ঝাড়া দশ মিনিট পর আবার দেখা দিল মেয়েটা। 'আসুন। মা আপনার সাথে দেখা করবেন এখন। কিন্তু উনি মিস্টার ব্রুসের মৃত্যুতে খুব কষ্ট পেয়েছেন। তাই সতর্ক হয়ে কথা বলতে

হবে আপনাকে। বুঝতে পেরেছেন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে ভিতরে ঢুকল সিডনি হল। মেয়েটার পিছন পিছন ব্যাক পোর্চে চলে এল। পিছনে এক চিলতে বাগানমত আছে। তার শেষ মাথায় একটা ছোটো গাছের ছায়ায় লন চেয়ারে বসে আছেন বিশালবপু এক বৃদ্ধা।

লেসলি গারল্যাণ্ড। তাঁর ভারে চেয়ার ভেঙে পড়ার অবস্থা হয়েছে। দামি কাপড়ের চমৎকার ড্রেস পরে আছেন তিনি। শান্ত, সমাহিত চেহারা। রাজসিক। বসার ভঙ্গি দেখে মনে হয় গ্রামের রানী, রোজকার দরবারে বসেছেন। ডেপুটির মুখের উপর থেকে পলকের জন্যও দৃষ্টি সরল না তাঁর।

বিষয়টা ভিতর ভিতর দুর্বল করে তুলল তাকে। আবার রাগ ফেনিয়ে উঠল তার মধ্যে, নিজের উপর।

এক নিগার বুড়ি তাকে চোখ দেখাচ্ছে! সিডনি হলকে?

'আমি ডেপুটি সিডনি হল, ম্যা'ম। আপনাকে কষ্ট দিয়ে থাকলে দুঃখিত। কিন্তু আমাকে তদন্ত না করলে চলবে না। বেশি সময় নেব না আমি।'

মাথা দুলিয়ে সায় দিলেন লেসলি গারল্যাণ্ড।

'আপনি হয়তো জেনেছেন, ব্রুস উইলিয়ামস পরশু রাতে অফিসের সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা গেছেন!'

আবার মাথা দোলালেন তিনি।

'বেচারা ব্রুস!' বলল ডেপুটি। 'দেখে মনে হয় দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু। তবু দু'য়েকটা প্রশ্ন করতে চাই তার ব্যাপারে।'

মহিলা নির্বাক।

'কয়েকদিন আগে আপনার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন তিনি। সেদিন কি তাকে কোনও কারণে উত্তেজিত মনে হয়েছিল আপনার, ম্যা'ম?'

'না।'

'কী নিয়ে আলোচনা হয়েছে আপনাদের, জানতে পারি?'

'আমার বড় মেয়ে নিহত হয়েছিল অনেক বছর আগে। তার হত্যা মামলার প্রসিকিউটর ছিলেন মিস্টার ব্রুস উইলিয়ামস। সেই প্রসঙ্গ নিয়ে আমি একটা চিঠি লিখি তাকে অনেক বছর আগে। তাই নিয়ে।'

'আই সি! তা হলে সুস্থ-স্বাভাবিকই ছিলেন তিনি? অতিরিক্ত উত্তেজনা বা ভারসাম্যহীনতার লক্ষণ, এইসব ছিল না।'

'একদম না।'

একদৃষ্টে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন বৃদ্ধা। এই শহরে কথা বাতাসের আগে আগে ছোটে। আগের দিন কিছু বাতাস তাঁর কানেও এসেছে। সে বাতাস তাঁকে চুপি চুপি বলে গেছে, ব্রুস উইলিয়ামসের মৃতদেহ আবিষ্কারের আগের দিন গভীর রাতে এই লোকটাকে দেখা গেছে তাঁর অফিসের সামনে। গাড়ি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে ছিল সে।

কেন? বাতাস নির্দিষ্ট করে বলতে পারেনি।

'ভাল মানুষ ছিলেন তিনি,' বললেন লেসলি গারল্যাণ্ড। 'কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে ভাল মানুষেরা তাড়াতাড়ি মরে। আর মন্দরা নির্বিঘ্নে দীর্ঘদিন বেঁচেবর্তে থাকে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন আপনি,' হাসির ভঙ্গিতে দাঁত দেখাল ডেপুটি। মাথায় রক্ত চড়ে গেছে ধাঁ করে। কিন্তু এখন আর কথায় কথায় ক্ষমতা দেখানোর দিন নেই। তাই সহ্য করে নিতেই হলো। 'মাঝে মাঝে আমারও সেরকমই মনে হয়। মিস্টার ব্রুস তা হলে শারীরিকভাবে সুস্থই ছিলেন, তা-ই বলতে চাইছেন আপনি?'

'হ্যাঁ। এবং আমি এ-ও মনে করি না যে মিস্টার ব্রুসের মত মানুষ এমনি এমনি সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা যেতে পারেন। নো, সার! তিনি যথেষ্ট ব্যালান্সড্ ছিলেন। যথেষ্ট সচেতন ছিলেন।'

'ইয়েস, ম্যা'ম।' মনে মনে বলল, ধুমসি মাগি! যদি সেই দিন থাকত রে! তোকে...

'তাঁর মৃত্যু কঠিন আঘাত হয়ে দেখা দিয়েছে আমাদের জন্য। খুব ভাল মানুষ ছিলেন তিনি।'

'আমি একমত, ম্যা'ম। আমার কাছে অনেকটা ড্যাডির মত ছিলেন ভদ্রলোক।'

'এই স্টেটে তিনিই একমাত্র সাহসী মানুষ ছিলেন, একজন সংখ্যালঘুকে হত্যার দায়ে কোনও সাদা মানুষের বিরুদ্ধে যিনি আইনী লড়াই চালিয়ে যেতে হিম্মত হারাননি। শত বাধা-বিপত্তি আসার পরও।'

'হ্যাঁ, ম্যা'ম। শুনেছি সেই ঘটনার কথা। রিয়াজুর রেমান নামে এক বাঙালি টিম্বার মার্চেন্টকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল ফিলিক্স কেলার। আটষট্টি সালে। তাই না?'

মাথা নাড়লেন অন্যমনস্ক লেসলি গারল্যাণ্ড। মনটা অতীতে চলে গেছে। সবাই বলেছে, তাঁর আদরের বড় মেয়েকে ফজলুর রেমান গালিব নামের এক বাঙালি যুবক হত্যা করেছে। সে জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। '৬৭ সালে দণ্ড কার্যকর করা হয়। তারপর একমাত্র ছেলের শোকে প্রায় উন্মাদ হয়ে যায় তার বাবা, রিয়াজুর রেমান। ক্রমে আরক্যানসো-র সবচেয়ে অকুতোভয় সিভিল রাইট নেতায় পরিণত হয়।

এই অপরাধে একদিন তাকে পিটিয়ে হত্যা করে ফিলিক্স কেলার নামের এক হোয়াইট ট্র্যাশ। নানলির এক গ্যাস স্টেশনে গ্যাস নিতে থেমেছিল মানুষটা। হঠাৎ আড়াল থেকে এক সাদা মানুষ বেরিয়ে এসে শাবল দিয়ে পর পর তিনটা বাড়ি মারে তার মাথায়। স্রেফ সাদা চামড়ার না হওয়ার কারণে। তাকেও ইলেকট্রিক চেয়ারে বসানোর জন্য জানপ্রাণ দিয়ে লড়াই করেন ব্রুস। কিন্তু পারেননি মানুষটা সাদা চামড়ার হওয়ায়। টাকার-এ আজও দণ্ড খাটছে শয়তানটা।

শেলির মা ও সিডনি হল, দু'জনে একযোগে তাদের গন্তব্যে পৌঁছল যেন। চোখাচোখি হলো। যে খবর জানাতে এসেছিল

ডিপুটি, সেটা জানাল। 'সেই ফিলিক্সকে তো প্যারলে মুক্তি দেয়া হয়েছে, শোনেননি আপনি?'

মিস গারল্যাণ্ড নীরবে চেয়ে থাকলেন।

'হ্যাঁ। আজই ছাড়া পেয়েছে সেই লোক। শুনেছি তার ছোটো ভাইয়ের কেবিন আছে পাহাড়ি অঞ্চলের কোথাও। সেখানে চলে যাবে।' বিরতি। 'আমার মতে ওই বদমাশের জেলখানাতেই পচে মরা উচিত ছিল।'

ছুঁচো মার্কা মুখে যথাসম্ভব মিষ্টি এক টুকরো হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল সে। 'ওয়েল, ম্যা'ম। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে সহযোগিতা করার জন্য। চলি।'

গান ভল্ট খুলে ভিতরে পা রাখল এক্স ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বিল হ্যামিলটন। প্রকাণ্ড ভল্ট, অত্যন্ত দামি। ভিতরে দুইশ' রাইফেল রাখার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এ মুহূর্তে আছে ত্রিশটার মত। সবই শিপমেন্টের জন্য প্রস্তুত।

কীভাবে খুনটা করবে তা-ই নিয়ে ভাবছে সে। নাইট শট। রেঞ্জ দুইশ' গজ বা তার কিছু কম। ইনফ্রারেড, না কি প্যাসিভ অ্যামবিয়েন্ট লাইট? কোন্‌টা নেবে সে? কোন্‌টা মিশনের জন্য বেশি উপযোগী হবে?

স্টেট অভ দ্য আর্ট আর্মস বা নাম্বার ওয়ান সিস্টেম হচ্ছে নাইট এসআর-২৫, মাউন্টেড অ্যাণ্ড জিরোড উইথ ম্যাগনাভক্স থার্মাল স্নাইপারস্কোপ ও জেবিএইচ সাপ্রেসর—এ মুহূর্তে পৃথিবীর সেরা স্নাইপার রাইফেল। কিন্তু তার ভিতরের বিজনেসম্যান ভাবছে র‍্যাকে তালাচাবি মেরে রাখা ইউনিটটার কথা।

ওটার দাম ১৮ হাজার ডলার। অত্যন্ত দামি থার্মাল স্কোপ, সাপ্রেসর এবং জটিল সব এলিমেন্ট নিপুণভাবে জোড়া লাগিয়ে ওটাকে সিঙ্গেল ইউনিটে পরিণত করতে যথেষ্ট বিদ্যা, শ্রম ও

ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। অত দামি জিনিস নিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে? নিজেকে প্রশ্ন করল সে।

তা ছাড়া ওটার কোম্পানির সিরিয়াল নাম্বার ও ম্যাগনাভক্স ইউনিটের সিরিয়াল নাম্বার এখনও ওগুলোর গায়ে খোদাই করা আছে। তোলা হয়নি। দুটোই ট্রেইসেবল্। ধরা যাক, ঠিকঠাক মতই কাজটা শেষ করতে পারল সে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে দুর্ভাগ্যবশত যদি ওসব ফেলেই তার সরে পড়ার মত জরুরি পরিস্থিতি দেখা দেয়, তখন? জিনিসগুলো কর্তৃপক্ষের হাতে পড়লে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হাতকড়া লাগবে তার হাতে।

ইন্টেলিজেন্স ও মিলিটারি কমিউনিটিতে তার প্রভাবশালী মিত্র অনেকেই আছে, তাদের সহায়তা অবশ্যই পাওয়া যাবে তা ছাড়া জাতীয় নিরাপত্তার ধুয়াও তোলা যাবে। কিন্তু তাতে যে কাজ হবে, তা নিশ্চিত করে বলার কোনও উপায় নেই। এ যুগে ওসবে আর আগের মত ফল পাওয়া যায় না। মানুষ এখন অনেক চালাক হয়ে গেছে। ভিতরের ফাঁক ঠিকই তাদের চোখে পড়ে যায়। কাজেই ওটা নেওয়ায় ঝুঁকি আছে। ওটা বাদ।

লেযার সেমিঅটোর সংগ্রহের দিকে নজর দিল সে। ওগুলোর বেশিরভাগই রিকভার্ড এম-১৪ অথবা স্প্রিংফিল্ড এম-১এ। অ্যামবিয়েন্ট নাইট স্কোপ, বিশেষ করে এএন/পিভিএস-২ স্টারলাইট স্কোপ আর জেবিএইচ সাপ্রেসরের কম্বিনেশন। খুব ভাল অস্ত্র। র‍্যাকের এম-১৪ কারবাইনগুলোর চেয়ে শতগুণ নির্ভরযোগ্য, কিন্তু ওগুলোও ট্রেইসেবল্।

তবে ওগুলোর ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধে পাওয়া গেলেও যেতে পারে। পুরনো অস্ত্র, অনেক অলি-গলি, অনেক হাত ঘুরে তার কাছে পৌঁছেছে। তার মানে কাগজে-কলমে তাকে ট্রেস করা সহজ হবে না। তবু ঝুঁকি কিছু না কিছু থেকেই যায়। কত হাত ঘুরে এসেছে, গোড়া শনাক্ত করা ঠিক কতটা জটিল, কেউ জানে না।

পরেরগুলো হচ্ছে বোল্ট গান। ওগুলোও নানান সূত্র থেকে সংগ্রহ করা। বেশিরভাগ এসেছে সিভিলিয়ানদের হাত ঘুরে। সবই বলতে গেলে এক পদের রাইফেল। রেমিংটন ৭০০। কিছু কিছু বিভিন্ন মেরামতি সংস্থা থেকে কেনা, যেমন রেমিংটন কাস্টম শপ, রোবার, ম্যাকমিলান অথবা প্রোফাইবার।

কিছু আছে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কোম্পানি থেকে কেনা, যেমন ট্যাংক'স রাইফেল শপ, ডিঅ্যাণ্ডএল ফায়ার আর্মস বা ফুলটন আর্মারি। ওগুলোও ট্রেইসেবল্, তবে খুব বেশি নয়। তবু ওগুলো নেয়া চলবে না কারণ ট্যাকটিক্যাল সমস্যা আছে।

ব্রিগেডিয়ার জানে তাকে একটা নয়, দু'টো টার্গেটে হিট্ করতে হবে। প্রথমে মাসুদ রানা, তারপর জন নিউম্যান। বোল্ট গানের সিস্টেম অত্যন্ত নির্ভুল সিস্টেম। এতই নির্ভুল যে ওগুলোর প্রফেশনাল কোডই হলো ওয়ান শট, ওয়ান কিল।

ওটাই হয়েছে তার আসল সমস্যা। একাধিক টার্গেটে হিট্ করার মত বিশ্বস্ত নয় বোল্ট গান। একটা গুলি করার পর বোল্ট টানতে হবে তাকে—এক ইঞ্চি উপরে তুলতে হবে, তিন ইঞ্চি পিছনে টানতে হবে, আবার তিন ইঞ্চি সামনে ঠেলতে হবে, এক ইঞ্চি নীচে নামাতে হবে। ঝামেলা!

কিন্তু তার কিছু করার নেই। পিটার পল মাউজার একশ' বছরেরও বেশি আগে এই পদ্ধতি আবিষ্কার করে গেছেন। সেটাও অবশ্য তেমন সমস্যা নয়। একজন রাইফেলম্যান যদি ভাল ও সুপ্রশিক্ষিত হয়, তা হলে খুব দ্রুত দু'বার, এমনকী তিনবারও ট্রিগার টেনে কাজ সারতে পারে। এক সময় সে নিজে যেমন পারত। কিন্তু এখন সে দিন আর নেই। তা ছাড়া এবার কোনও সিটিং ডাক শিকার করতেও যাচ্ছে না সে।

যা করতে যাচ্ছে, সে কাজের উপযুক্ত একটাই অস্ত্র আছে তার ভাণ্ডারে।

বর্তমানের আধুনিক যুগে সেটাকে আউটডেটেড ওয়েপন

বলা যেতে পারে, কিন্তু অনেক পুরনো ঐতিহ্য আছে ওটার ব্ল্যাক অপারেশনের ঐতিহ্য। বিক্রির জন্য নয়, নিজের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য জিনিসটা কিনেছিল সে। ভিয়েতনামে সিআইএ-র স্পেশাল কিলার টিম ব্যবহার করত এই অস্ত্রগুলো। এজেন্সির অপারেশন ফিনিক্স-এর তালিকাভুক্ত হাই-প্রোফাইল সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের হত্যা করার জন্য।

তারপর ঈশ্বর জানেন কেন, কোথাও গায়েব হয়ে যায় ওগুলো দীর্ঘ সময়ের জন্য। অস্ত্র যদি কথা বলতে পারত; হ্যামিলটন জানে, তা হলে এটার জীবনী নিয়ে লেখকেরা একটা 'আমার আত্মপরিচয়' জাতীয় বই লিখে ফেলতে পারত। এবং সেটা বেস্ট সেলিং বই হত। কারণ সাউথ আমেরিকা, সেণ্ট্রাল আমেরিকা এবং সম্ভবত আফ্রিকা ও ইওরোপেরও অনেক অ্যাকশনের সাক্ষী হয়ে আছে এই বিশেষ রাইফেলটা।

হ্যামিলটন এটা কিনেছে নিজেরই স্নাইপার ক্যাডারের এক শুটারের কাছ থেকে। লোকটার দ্যুতিহীন, শিকারীর চোখ আর ভাবলেশহীন চেহারার দিকে এক পলক তাকিয়েই সে বুঝে নিয়েছিল যে এটার সম্পর্কে কিছু জানতে চাওয়ারই প্রয়োজন নেই। এটার মালিক তখন স্ত্রীর দায়ের করা তৃতীয় ডিভোর্সের মুখে অসহায়। নগদ টাকার জরুরি প্রয়োজন।

তাই চার হাজার ডলারে জেনারেলের কাছে ওটা বেচে দিয়েছে লোকটা। কোনও প্রশ্ন তোলা হয়নি, কোনও কাগজপত্র হাত বদল হয়নি। কোথাও এই বেচা-কেনার কোনও রেকর্ড নেই। এম-১৬ ওটা। স্পেশাল মাউন্টে সেট করা পুরনো, লম্বা সোনিক সাপ্রেসর মডেল এইচএএল-এইচ ফোরএসহ।

অ্যামবিয়েন্ট নাইট সাইট নয়, ম্যাগনাভক্স স্নাইপারস্কোপও নয়, তারপরও পুরনো কারবাইন স্নাইপারস্কোপের চেয়ে অনেক, অনেক আধুনিক এটা। ব্যাটারি প্যাক এখন আর আগের মত বিরাট নেই, মিনি বানিয়ে ফেলা হয়েছে। জিনিসটার বর্তমান

বর্ণনা এরকম: আ ব্যাটারি-অপারেটেড সাইট অ্যাণ্ড এইমিং ডিভাইস কনসিস্টিং অভ অ্যান ইনফ্রারেড লাইট সোর্স। অ্যান ইনফ্রারেড সেনিসিটিভ ইমেজ ফরমিং টেলিস্কোপ (৪.৫এক্স) উইথ ইনটিগ্রাল মিনিয়েচারাইজড হাই-ভোল্টেজ পাওয়ার সাপ্লাই অ্যাণ্ড আ লাইট সোর্স পাওয়ার সাপ্লাই (বেল্ট মাউন্টেড ৬ ভিডিসি রিচার্জেবল নিকেল ক্যাডমিয়াম ব্যাটারি)।

ওটার টেলিস্কোপ অ্যাসেম্বলি তেরো ইঞ্চি লম্বা। টেলিস্কোপ ও লাইট সোর্স মিলিয়ে চোদ্দ ইঞ্চি। পুরো সাইট অ্যাসেম্বলির ওজন বারো পাউণ্ড। নলের সঙ্গে ফিট্ করা স্কোপ আর সার্চলাইটওয়ালা রাইফেল। দেখতে একটু কেমন কেমন, বেখাপ্পা পদের। তবে ম্যানিপুলেশনের ক্ষেত্রে যার-পর-নাই ভাল।

তবে ওটার একটা সমস্যা হলো আলোর সূত্র। ম্যাগনাভক্সের প্যাসিভ মোডের বিপরীত এটার সোর্স অ্যাকটিভ ইনফ্রারেড।

ওটাকে নিজের লাইটের সূত্র থেকে টার্গেট এরিয়ার দিকে ইনফ্রারেড বিম ছুড়তে হয়, যাতে ওটার অত্যন্ত স্পর্শকাতর টেলিস্কোপ শিকারীর টার্গেট খুঁজে নিতে পারে। তবে লড়াইয়ের মাঠে এ ধরনের অতি আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম শিকারীর জন্য চরম বিপদও ডেকে আনতে পারে।

কারণ শিকারের কাছে যদি ইনফ্রারেড শনাক্ত করার স্কোপ থাকে, তা হলে শিকারীর সঠিক অবস্থান ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। তখন কাউন্টার স্নাইপার অ্যাকশনের মাধ্যমে তাকে পাল্টা ঘায়েল করা কঠিন হয় না।

র্যাক থেকে এম-১৬ তুলে নিল হ্যামিলটন। দ্রুত চেক করে নিল ব্যাটারি। ঠিকই আছে সবকিছু। চার্জার পিছনে টেনে নিয়ে রিলিজ করল, কানে মধু ঢালা ক্ল্যাক্! শব্দে কক্ হলো অস্ত্রটা। ট্রিগার টানার শব্দ হলো আরও শুকনো, হালকা কট্ মত। শক্ত কিছুতে বাড়ি দিয়ে সরু কাঁচের রড ভাঙা হলো যেন। ওটা রেখে অ্যামো লকারের দিকে মন দিল সে। ছয় বাক্স বল এম-১৯৩

৫.৫৬এমএম বেছে নিল।

কোনও সন্দেহ নেই, রাতটা তারই হবে।

নয়

হাওয়ার্ড হকিনস পার্কওয়ে ধরে প্রায় নতুন এক টয়োটা মাসটাং ছুটে চলেছে। হালকা নীল রঙের। ড্রাইভ করছে জন নিউম্যান। আগের গাড়িটার বিহিত করে ফোর্ট স্মিথের অন্য এক রেণ্টাল সার্ভিস থেকে এটা ভাড়া করেছে মাসুদ রানা।

পাশের সিটে আধশোয়া হয়ে আছে ও। চিন্তিত। গম্ভীর। মিস জুডির মুখে বিনাদোষে গালিবের মৃত্যুর ব্যাপারটা শোনার পর থেকে বদলে গেছে ও। জনের মনে হচ্ছে, মনে মনে কারও উপর রাগে ফুঁসছে রানা। চেহারায় অবশ্য তার কোনও ছাপ নেই। কথা বলছে না পারতপক্ষে।

পঙ্খিরাজের মত ছুটছে হালকা নীল রঙের গাড়িটা। একটু পর পর রানার দিকে তাকাচ্ছে জন। জানে, কিছু একটা চলছে ওর মনের মধ্যে। সেটা কী, বোঝার চেষ্টা করছে।

'এত কী ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল জন।

'আমার মনে হয়,' সোজা হয়ে বসল রানা। 'তোমার ড্যাডি আর শেলির মৃত্যুর মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। কিন্তু সেটা যে ঠিক কী, বুঝে উঠতে পারছি না।'

'কীভাবে?' জন বলল। 'শেলির লাশ উদ্ধারের দিনই ড্যাডি মারা গেছেন।'

'তবু আমার মনে হয় কিছু একটা যোগসূত্র নিশ্চয়ই আছে এ

দুটোর মধ্যে।'

'দুটো মৃত্যুকে এত অল্প সময়ের মধ্যে এক সুতোয় গাঁথা সম্ভব কীভাবে?' মাথা নাড়ল সে। 'মনে হয় না। রিচার্ড মিলারের যত দ্রুত কাজ সারার রেকর্ডই থাকুক না কেন, এরকম একটা ঘটনাকে জোড়া দিয়ে সাজাতে কম করেও দু-চারদিন না লেগেই পারে না। তা ছাড়া ড্যাডিই যে সেদিন ওই লাশ উদ্ধার করবে, আগে থেকে কে তা অনুমান করেছিল? অন্য কেউ উদ্ধার করলে কী হত? আসলে ওটা ছিল খাঁটি দুর্ভাগ্য। মেয়েটার মা ড্যাডির কাছে এসেছিল বলেই ড্যাডি ওকে খুঁজতে বের হয়, তাই না? ড্যাডি যদি বডিটা না পেত, তা হলে কী হত? তার মৃত্যু সময়মত হত না? নিশ্চয়ই হত। আমার মতে শেলির ব্যাপারে যা ঘটেছে, তা ক্রাইম। আর ঘটনার সাথে বাঙালি ছেলেটার জড়িয়ে পড়া ছিল দুঃখজনক। দুর্ভাগ্যজনক।'

একটু পরই আবার মুখ খুলল সে। এবার চিন্তিত, দ্বিধান্বিত শোনাল তার গলা। 'অবশ্য কিছু একটা সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে। নইলে... রিচার্ড মিলার আসবে কেন এর মধ্যে? হয়তো ক্যাম্প শ্যাফিতে... '

'স্পিড কমাও!' দ্রুত বাধা দিল রানা। 'কোনওদিকে তাকাবে না।'

'অ্যাঁ!' আঁতকে উঠল জন। দুই-এক মুহূর্ত নীরবে কেটে গেল। 'কী...?' রানাকে ড্যাশবোর্ডের ভিতর থেকে .৪৫ বের করতে দেখে থেমে গেল।

'ইজি, ইজি!'

'হোয়াট দ্য হেল্!' পলকের জন্য একটা নীল ভ্যান চোখের কোণে ধরা পড়ল জনের। ওদের পিছন পিছন আসছে। কিন্তু পিছনের এমন এক অবস্থানে রয়েছে ওটা যে মিররে ধরা পড়ছে না। ডেড ম্যান'স স্লট বলে ওই অবস্থানকে।

আরও দু-এক মুহূর্ত কাটল চরম অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে।

তারপর হঠাৎ গতি বাড়াল রহস্যময় নীল ভ্যান।

'তাকাবে না,' রানা বলল। 'আমি "গো" বললে কড়া ব্রেক চাপবে, ওকে?'

ঢোঁক গিলল জন নিউম্যান। আবার এসেছে ওরা!

কিন্তু বিপদের কোনও লক্ষণ দেখা গেল না ভ্যানটার আচরণে। গতি বাড়িয়ে ওদের পাশে চলে এল ওটা। পিছনের সিটে অত্যন্ত সুন্দরী এক যুবতী বসা। ওদের উদ্দেশে মিষ্টি করে হাসল সে, পরক্ষণে ভোঁ করে ওদের পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল ভ্যান।

'শিট্!' চাপা গলায় বলল জন। 'ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম!'

'সরি। আমারই ভুল।'

ব্রুস উইলিয়ামসের বাড়ির সামনে অজস্র গাড়ি। তার মধ্যে নতুন মার্সেডিজ থেকে শুরু করে চল্লিশ বছরের পুরনো পিক-আপ ভ্যান, সব আছে। ভিতরে স্মরণ সমাবেশে আসা মানুষে গিজগিজ করছে। নানা বয়সের, নানা পেশার ও চেহারার নারী-পুরুষের হাট বসেছে যেন তাঁর বাড়িতে।

ওয়েক-এর উদ্দেশ্য মৃতের জন্য শোক প্রকাশ করা হলেও এই সমাবেশ দেখে রানার সেরকম মনে হলো না। বরং মনে হলো সবাই যেন উৎসব করতে এসেছে এখানে, অথবা এসেছে বৃদ্ধের টাকায় মদ খেয়ে মাতাল হতে।

পশ্চিম ব্লু আই থেকে এসেছে প্রচুর আফ্রিকান-আমেরিকান, লিটল রক থেকে এসেছে অভিজাত নারী-পুরুষের বিশাল এক বহর। তিনি শিকারে গেলে সহকারী বা গাইড হিসেবে সঙ্গে যারা যেত, তাদেরও বিরাট একটা দল এসেছে। এছাড়া রাজনীতিক, পুলিশ অফিসার, তাঁর এক সময়কার মেয়ে সেক্রেটারির দল, বিপক্ষের আইনজীবী এবং বিভিন্ন সংশোধনাগারের কর্মচারীরাও এসেছে। সবাই ভালমানুষ ব্রুসকে গল্পে গল্পে স্মরণ করছে।

বৃদ্ধের বড় ছেলে, ডাক্তার নিক উইলিয়ামস রিসিভ করল জন ও মাসুদ রানাকে। লোকটা মাঝবয়সী। ঠিক যেন বাবার তরুণ সংস্করণ। অবিকল এক চেহারা। তবে এর শারীরিক গঠন বেশ মজবুত, শক্তপোক্ত। রানাকে পরিবারের আর সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল জন।

পাঁচ ছেলেমেয়ে ক্রুসের। বড়জন ডাক্তার, একজন লইয়ার, একজন ট্রাভেল এজেন্ট, একজন ইনভেস্টমেন্ট কাউন্সেলর এবং একজন ইমপ্রেশনিস্ট পেইন্টার। একটু আগে ওদেরকে ওভারটেক করে আসা অপূর্ব সুন্দরীটিকেও দেখা গেল তাদের মধ্যে। ক্রুসের প্রথম পুতনি ও। ডাক্তারের মেয়ে, লিজা উইলিয়ামস। সতেরো-আঠারোর মত বয়স। কাছ থেকে আরও বেশি সুন্দরী লাগল ওকে। অনেক বছর পর জনকে পেয়ে খুশি হলো সবাই।

এক সময় অবধারিতভাবে বৃদ্ধের সহায়-সম্পত্তির প্রসঙ্গ উঠল। দেখা গেল প্রচুর নগদ টাকা আর সম্পত্তি রেখে গেছেন তিনি। স্টেট ট্যাক্স এড়াতে প্রতি বছর ১০ হাজার ডলার করে থোক জমা রাখতেন ছেলেমেয়ে সবার নামে, ছেলের বউ আর মেয়ের জামাইদের নামে। ডিভোর্স হয়ে থাকুক আর না-ই থাকুক, দ্বিতীয় বিয়ে হোক আর না হোক।

নাতি-নাতনিদের জন্য রেখে গেছেন ২ লাখ ডলারের ট্রাস্ট ফাণ্ড। বদ মেজাজের কারণে তাঁর চাকরি ছেড়ে যাওয়া সেক্রেটারিদের সবার জন্য মাথাপিছু ১০ হাজার করে রেখে গেছেন বৃদ্ধ। কেবল একজন কোনও একদিন তাঁর ধমক খেয়ে কেঁদে ফেলেছিল বলে তার জন্য রেখে গেছেন ১৫ হাজার। তারপরও বাড়িতে নগদ পাওয়া গেছে ১৯, ৪৫০ ডলার।

'ভালো মানুষ ছিলেন ড্যাডি,' জনের উদ্দেশে বলল নিক। 'বড় বেশি ভাল ছিলেন। আমি বাইশ বছর বয়সে ব্লু আই ছেড়ে যাই। এরমধ্যে মাত্র একবার ড্যাডিকে কাঁদতে দেখেছি, জানো?

মা-র মৃত্যুর জন্য না, তোমার ড্যাডির মৃত্যুর জন্য। আজও মনে আছে, ড্যাডি সেমিট্রি থেকে ফিরে নীচতলার লিভিং রুমে বসে খুব কেঁদেছিলেন। দিনের আলো একটু একটু ফুটেছে, এই সময় তার কান্নার শব্দে আমার ঘুম ভাঙে। আস্তে আস্তে নীচে এসে দেখি ওই রকিং চেয়ারে বসে বাচ্চা ছেলের মত কাঁদছেন ড্যাডি। খুব ভালোবাসতেন তোমার ড্যাডিকে। ভাবতেন, চার্লস নিউম্যানের মত নিখুঁত মানুষ পৃথিবীতে আর আসেনি।'

এ ধরনের মন্তব্যের কোনও জবাব হয় না, তাই চুপ করে থাকল জন নিউম্যান। কয়েক মুহূর্ত পর রানার দিকে ফিরল ডাক্তার। তীক্ষ্ণ চোখে মাপতে লাগল ওকে। মনে হলো কী যেন হিসেব মেলাতে চাইছে।

'তারপর, জন, তোমার কথা বলো। এখানে কী করছ তুমি? কী সব যেন শুনছি?'

মৃদু হাসল জন। 'কবর খুঁড়ে কনফেডারেটদের লাশ বের করছি ধরনের কিছু?'

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার রানাকে মাপতে শুরু করল সে। 'হ্যাঁ। তুমিও এলে আর হঠাৎ করে ওকলাহোমায় গান ফাইটে দশজন আউটল মরল।' রানার বুঝতে দেরি হলো না, কথাটা জনকে উদ্দেশ করে যতটা না বলা হলো, তারচেয়ে অনেক বেশি ওকে লক্ষ্য করেই বলা হলো।

'আগে তো কখনও এসব ঘটেনি। কেউ তোমাকে দায়ী করেনি। কিন্তু... ' শ্রাগ করল সে। 'মানুষের মুখ বন্ধও হয় না। নানান কথা বলে।'

জন চুপ করে থাকল।

এ নিয়ে আর কথা বাড়াল না ডাক্তার। 'ওয়েল, বোসো। তোমার একটা জিনিস আছে।'

একটু পর কার্ডবোর্ডের একটা বাক্স নিয়ে ফিরল সে। জুতোর বাক্স। ব্রুস উইলিয়ামসের কাছে রাখতে দিয়েছিল জন।

'ড্যাডির অফিস খালি করতে গিয়ে এটা পেয়েছি। সেফে লক করা ছিল। ভিতরে ড্যাডির হাতে লেখা কিছু নোটস্ আছে, খুব সম্ভব তোমার ড্যাডির মৃত্যু সম্পর্কিত। তোমার কাজে আসতে পারে।'

'ধন্যবাদ।'

'বাই দ্য ওয়ে, ফিলিক্স কেলারকে প্যারোলে মুক্তি দেয়া হয়েছে জানো?'

'কাকে?' বলল জন।

বাক্সটা ইঙ্গিত করল নিক উইলিয়ামস। 'তোমার ড্যাডির নোটবুকে এই নামটা আছে। ফিলিক্স কেলার। পঁয়ষট্টি সালে একটা সার্চ পার্টির মেম্বার ছিল। আমার যতদূর মনে পড়ে, এক বাঙালিকে পিটিয়ে মেরে ফেলার অভিযোগে যাবজ্জীবন হয়েছিল কেলারের। বাহাত্তর সালে। এক নিগ্রো মেয়েকে রেপ অ্যাণ্ড মার্ডারের দায়ে সেই লোকের ছেলের মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল ইলেকট্রিক চেয়ারে। দুটোই ড্যাডির কেস।'

'কবে মুক্তি পেয়েছে লোকটা?' জন নয়, রানা করল প্রশ্নটা। শান্ত, অবিচল, অপলক।

'ড্যাডি মারা যাওয়ার দু'দিন পর।'

একেক সময় নিজের ওস্তাদিতে নিজেই অবাক হয় সে।

গদিমোড়া চেয়ারে বসে দু'দিন আগের সর্বশেষ বিস্ময়কর পদক্ষেপটার কথা ভাবছে স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। তৃপ্তির হাসি হাসছে মনে মনে। কী ত্বরিৎ গতিতে নির্ঘাত পরাজয়ের মুখ থেকে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে সে। একে ওস্তাদের মার বলে না তো কী বলে!

ইচ্ছে হলো ফ্লেমিঙ্গো লাউঞ্জের ছাদে উঠে চিৎকার করে শহরের সবাইকে খবরটা জানায় সে। বলে, তার গোপন লড়াই এতদিনে সফল হতে চলেছে।

সন্তুষ্ট মনে সামনে রাখা ফিলিক্স কেলারের ডোশিয়ে তুলে

নিল সে। টাকার পেনিটেনশারি কর্তৃপক্ষের অফিশিয়াল রেকর্ডে লোকটার বর্ণনা লেখা আছে এভাবে: অভিজ্ঞ পেশাদার জেলঘুঘু। অত্যন্ত কঠোর মনোভাবাপন্ন। চোখের সামনে পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম হত্যাকাণ্ড ঘটলেও চোখের পাতা বিন্দুমাত্র কাঁপবে না। তার সবচেয়ে প্রিয় স্মৃতি, '৭২ সালে শাবল দিয়ে পিটিয়ে রিয়াজুর রেমানকে হত্যা করা। টানা ত্রিশ বছরের বেশি জেল খেটেও সে জন্য তার মনে কোনও অনুশোচনা জন্মেনি।

অনর্গল মিথ্যে বলায় অভ্যস্ত ফিলিক্স কেলার। মানুষ দেখে তার দুর্বলতা বুঝে নিতে সক্ষম বলে তাদের দিয়ে নিজের ইচ্ছে চরিতার্থ করিয়ে নিতে পারে সহজেই। কঠিন বান্দা। মানুষের ব্যথা-বেদনা তার কাছে কিছুই না। হাড্ডিসার দেহ, দাঁত নেই বললেই চলে। সারা গায়ে টাট্টু করা।

এরপর নিজের লইয়ারের রিপোর্টে মন দিল স্যাণ্ডার্স। ফিলিক্স কেলারের প্যারোলে মুক্তি অসম্ভব দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়েছে। এ বিষয়ে তাকে আগে থেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তোলার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল স্যাণ্ডার্সের নাইট ক্লাবের এক সুন্দরীকে। সে তার দায়িত্ব ভাল ভাবেই পালন করেছে। বাকিটা করেছে তার পে-রোলের এক প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

মুক্তিদাতার নাম উল্লেখ না করে তাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে: মুক্তি পেয়ে তার একটা ব্যক্তিগত খায়েশ পূরণ করতে হবে ফিলিক্সকে। শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে পুরনো কাউন্টি ৭০-এর এক ঠিকানায়। আরক্যানসো-র সবচেয়ে ঘন হার্ডউড জঙ্গলের মধ্যে। সেখানে আয়রন ফর্ক মাউন্টেনের পায়ের কাছে তার ভাইয়ের কেবিন আছে, সেখানে গিয়ে থাকতে হবে কটা দিন।

ভাই ফিলিপ কেলার বেঁচে নেই, অনেক আগেই মরেছে। তার একমাত্র ছেলে থাকে সেখানে। তাকে কিছুদিনের জন্য অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ফিলিক্স সেই কেবিনে থাকবে। তারপর কী করতে হবে, সেটাও পরে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

বলে দেয়া হয়েছে খুব শীঘ্রি জন নিউম্যান এবং তার এক বন্ধু ওই এলাকায় যাবে, তাকে খুঁজতে। জানতে চেয়ো না কেন যাবে, শুধু জেনে রাখো যাবে। সে সময় তোমাকে যা করতে হবে, তা হলো প্রথমে একটা বিশেষ ফ্লোর বোর্ডের উপর দাঁড়াতে হবে। তা হলেই নির্দিষ্ট জায়গায় রেডিও সিগন্যাল পৌঁছে যাবে।

দ্বিতীয় কাজ হবে তাদেরকে কথায় কথায় সেখানে সন্ধে পর্যন্ত না হলেও, অন্তত গোধূলি পর্যন্ত আটকে রাখা। জনের বন্ধু লোকটা অসম্ভব চতুর। তাকে যেমন-তেমনভাবে চেষ্টা করলে পৃথিবী থেকে হটানো যাবে না। বরং তাতে অনর্থ ঘটবে। ফিলিক্সকে সেই সুযোগটা করে দিতে হবে মুক্তির বিনিময়ে।

দাঁতহীন মাড়ি বের করে ফিক্ ফিক্ হেসেছে ফিলিক্স কেলার। এটা আবার কোনও কাজ হলো? ভেবেছে সে। এটুকু অনায়াসেই করতে পারবে।

স্যাণ্ডার্স জুনিয়রের পরিকল্পনার এর পরের অংশে রয়েছে স্নাইপার বিল হ্যামিলটনের অংশ নেয়ার বিষয়টা। নিজের চামড়া বাঁচাতে লোকটা পারে না এমন কাজ নেই। মানুষ খুন তার কাছে কোনও ব্যাপারই নয়। প্রথম দিকে এমন ভাব দেখাচ্ছিল, যেন এসব ছোট কাজ করা তার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু জায়গামত একটু চাপ দিতেই ফণা নামিয়ে নিয়েছে। এ মুহূর্তে ফিলিক্স কেলারের পুরনো লগ কেবিনের উল্টোদিকের এক ফার্মে অপেক্ষা করছে সে। ডেপুটি সিডনি হলের তত্ত্বাবধানে।

গত কয়েক রাত ধরে ওখানে নাইট-ফায়ার এক্সারসাইজ চলছে তার। হল রিপোর্ট করেছে, জেনারেলের হাতের টিপ আজও আগের মতই আছে। মাসুদ রানা ও জন নিউম্যানকে দুশো গজের মধ্যে পেলে ব্যাগে পুরতে আধ মিনিটও লাগবে না তার।

সাইটে নিয়মিত টহল দেয় সে। এক্সারসাইজের. ফাঁকে দিনে-রাতে যখনই সুযোগ হয়, তখনই। নাটক যেখানে মঞ্চস্থ হবে, সেই এলাকা নখদর্পণে চলে এসেছে তার। ওখানকার প্রতি ইঞ্চি চিনে নিয়েছে সে। কারণ টেরেইন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকার উপরই নির্ভর করে মিশনের সাফল্য।

যে মুহূর্তে খবর আসবে ওরা পৌঁছে গেছে ফিলিক্সের কেবিনে, সেই মুহূর্তেই জায়গামত গিয়ে অ্যাকশনের জন্য প্রস্তুত হবে সে। ফিলিক্সের কেবিনটা দুই পাহাড়ের মধ্যে একটা গভীর খাঁড়ির তীরে। কেবিনে যাওয়ার জন্য সরু একটা পথ আছে।

ধরে নেয়া যায়, জন না হোক, রানা অন্তত ফেরার সময় সন্দেহ করবে সামনে বিপদ ওঁৎ পেতে থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে কমব্যাট ডিসিপ্লিন অনুযায়ী ওই পথ মাড়ানোর কথা নয় তার। কিন্তু গল্প শেষ করে ফিলিক্স ওদের যখন ছাড়বে, তখন অন্ধকার হয়ে যাবে। সে সময় পাহাড়ে উঠে ঘুরপথে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবলেও উপায় থাকবে না ওদের। কারণ রানা জানে, অচেনা টেরেইনে বিনা নোটিসে বিপদ দেখা দিতে পারে যখন তখন। তা ছাড়া সময়ও নষ্ট হবে তাতে মেলা।

বিল হ্যামিলটন তার হাইড-আউট বানিয়েছে খাঁড়ির দেড়শ' গজ এপাশে। একটু বাঁ দিক ঘেঁষে। মোটামুটি চল্লিশ ডিগ্রি ডানে গুলি করতে হবে তাকে। এম-১৬ তেমন একটা রিকয়েল করে না। লোক দুটো যখন তার ইনফ্রা রেড লাইটের আওতার মধ্যে প্রবেশ করবে, তখন অন্ধকারেও প্রায় দিনের মত উজ্জ্বল দেখাবে ওদেরকে। আগে সমস্যার জড় মাসুদ রানাকে গাঁথবে সে। তারপর জন নিউম্যানকে। এদের জন্য তার এত পরিশ্রম করে গড়ে তোলা ব্যবসা ও খ্যাতি ভেস্তে যেতে বসেছে।

দু'জনের বুকে একটা করে ৫৫-গ্রেইন বল রাউণ্ড ভরে দেবে সে। ৮০০ ফুট পাউণ্ড এনার্জি নিয়ে আঘাত করবে ওগুলো,

সেকেণ্ডে ৩ হাজার ফুট গতিতে। মাসুদ রানা দাঁড়ানো অবস্থায় মরবে, এবং ওর প্রাণহীন দেহটা মাটি স্পর্শ করার আগে জনও বিদায় নেবে ইহজগৎ থেকে।

ঘটনার এমন বর্ণনা শুনে জুনিয়রের মনে হয়েছে, তার প্রিয় খেলা স্পোর্টিং ক্লে-র সিমোর মত হবে বিষয়টা। প্রায় একই সঙ্গে দুটো তস্তরি উঠে আসবে আকাশে, এবং চোখের পলক পড়ার আগে গুলি করে ফেলে দেয়া হবে দুটোকেই। এ ধরনের কাজে মেধার প্রয়োজন হয় না। আগ্রাসী মনোভাব আর আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন হয়।

আয়োজনটা মন্দ হয়নি, আবার ভাবল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। শুধু ফিলিক্স কেলারকে প্যারোলে মুক্তি দেয়ার ব্যবস্থাই করেনি সে, খবরটা যাতে জনের কানে পৌঁছায়, তার আয়োজনও করেছে ডেপুটি সিডনকে দিয়ে। লেসলি গারল্যাণ্ড ছাড়াও আরও কয়েকজনের কানে খবরটা পৌঁছে দিয়েছে সে।

বিদেশি স্পাইটার ব্যাপারে এরমধ্যে ওয়াশিংটন সূত্রে যতখানি জানতে পেরেছে সে, আর এখানে বসে যতটা বাস্তব জ্ঞান অর্জন করেছে, তাতে প্রায় নিশ্চিভাবে বলা যায়, মানুষটা চতুর তো বটেই, অকল্পনীয় দুঃসাহসীও। কাজেই এ টোপ সে গিলবে। যারা হিরো, তারা এসব গেলে এবং ঠিকই আটকা পড়ে বড়শিতে।

টোপের গন্ধ পেলে তারা থমকে দাঁড়ায়, বাতাস শোঁকে, থাবা উঁচিয়ে চিন্তা করে, ইতস্তত করে, তারপর সামনে এগিয়ে যায়। যাবেই। কারণ হিরোদের প্রকৃতিই তেমন—নিজের হিরোইজমের হাতে ধ্বংস হওয়া।

তারপরও একটা ব্যাপারে উদ্বিগ্ন জুনিয়র। সেটা হলো এই মাসুদ রানা লোকটা নাকি হিরোদেরও হিরো। যেমন করিৎকর্মা, তেমনি ধূর্ত। দুর্দমনীয়। যেমন অকল্পনীয় হিংস্র, তেমনি আগ্রাসী। এতজন মার্কামারা মুচাচোস, তার চেয়ে ম্যানপাওয়ার

ও ফায়ারপাওয়ারে একশ মাইল এগিয়ে থেকেও কিনা... ?

হিরোইজমকে শ্রদ্ধা করে সে, কিন্তু তা নিয়ে ভক্তিতে গদগদ হওয়ার কোনও কারণ আছে বলে মনে করে না। বরং যদি কোনও হিরো তার দিকে চোখ তুলে তাকায়, তা হলে নিজের অর্জন ধরে রাখার স্বার্থে সে চোখ উপড়ে ফেলতে প্রস্তুত আছে সে।

সোজা কথা।

দশ

ফিলিক্স কেলার প্যারোলে মুক্তি পেয়েছে অনেকেই জানে, কিন্তু সে খবর ফাঁস করল কে? ভাবল রানা। কার মুখ থেকে প্রথমে বের হলো? খবর ঠিক তো? নাকি কোনও ফাঁদ?

বিস্ফোরিত বোমার স্প্লিন্টারের মত চারদিকে একযোগে ছড়িয়ে পড়ল খবর। বিদ্যুৎ প্রবাহের চেয়েও বেশি দ্রুত গতিতে সম্ভবত। প্রথমে জেনেছে শহরের নিগ্রোরা। কিন্তু তারা সাদাদের জানায়নি। জানিয়েছে ব্রুস উইলিয়ামসের বড় নাতনী জেনির এক কালো বান্ধবী, ভ্যাণ্ডারবিল্ট কলেজের ছাত্রী। সে শুনেছে তার মায়ের মুখে।

'কিন্তু কালোরাই বা জানল কী করে?' বলল রানা।

'হয়তো পেনিটেনশারির কোনও কালো গার্ড তার স্ত্রীকে বলেছে গড্যাম ফিলিক্স কেলার প্যারোলে ছাড়া পেয়েছে। তার স্ত্রী বলেছে বোনকে, সে বলেছে তার স্বামীকে, স্বামী বলেছে... ' থেমে শ্রাগ করল জন। 'এভাবেই টেলিগ্রামের মত ছড়ায় খবর।

হয়তো কালোদের মধ্যে বেশি দ্রুত ছড়ায়।'

'তবু এর গোড়াটা কোথায় জানা দরকার।'

'কী জানি,' জন বলল। 'বাড়ি বাড়ি নক করে জিজ্ঞেস করাও তো সম্ভব নয়।'

'বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ, জন,' রানা বলল। গম্ভীর। 'তোমার ড্যাডি মারা যাওয়ার দিন এই লোক তাঁর সাথে ছিল। শেলির ডেডবডি খুঁজে বের করার কাজে যে ক'জনকে লাগিয়েছিলেন তিনি, এই লোক তাদের একজন। ঠিক এই সময় তার মুক্তি পাওয়া রহস্যজনক।' থেমে কিছু ভাবল ও। সন্দেহ বাড়ছে।

'মিস জুডির ওখানে আধ ঘণ্টার মত ছিলেন তোমার ড্যাডি, আর এই লোক তাঁর সাথে ছিল তিন ঘণ্টার মত। বুঝতে পারছ তুমি? এখনই কেন ছাড়া হলো তাকে?'

'বাহাত্তর সাল থেকে জেলে ছিল লোকটা,' জন বলল। 'পুরো ত্রিশটি বছর। মাই গড! হয়তো সময় হয়ে গেছে বলে...' থেমে কিছু ভাবল সে। 'টাকারে গিয়ে খোঁজ নেব?'

মাথা নাড়ল রানা। 'লোকটা কোথায় আছে জানার চেষ্টা করো। কথা বলতে হবে তার সাথে।'

'ঠিক আছে।'

এবার কোনও হোটেল বা মোটেলে ওঠেনি ওরা। ট্রেইলারেও ফিরে যায়নি। ওসব জায়গা এখন আর মোটেই নিরাপদ নয়। গাড়ি নিয়ে ব্লু আইয়ের পশ্চিমে, ওয়াচিটা পর্বতমালার গভীর বনের মধ্যে এসে ক্যাম্প করেছে ওরা রাতটা নিরাপদে কাটানোর জন্য।

একটা কোলম্যান ল্যাম্প জ্বেলে পাথরে হেলান দিয়ে বসে আছে রানা। জন নিউম্যান স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে ঘুমানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু রানার ঘুম আসছে না। ওর মাথায় ঘুরছে ফিলিক্স কেলারের চিন্তা। কিছুতেই হিসেব মেলাতে পারছে না ও, ত্রিশ বছর পর ঠিক এই সময়েই খুনীটার মুক্তি পাওয়ার পিছনে কী

কারণ থাকতে পারে? কেউ কলকাঠি নেড়েছে আড়াল থেকে?

সময় কাটানোর জন্য জনের কার্ডবোর্ডের বাক্সটা খুলল ও। ভিতরের জিনিসগুলো বের করল এক এক করে। এগুলো আগেও দেখেছে রানা। একটা ট্রাফিক টিকেটের বই, রক্ত শুকিয়ে থাকা একটা নোটবুক এবং কিছু নতুন, হলুদ লিগাল পেপার। শেষেরগুলোয় কী সব লিখে রেখে গেছেন ব্রুস উইলিয়ামস।

নোটগুলোর উপর সতর্ক নজর বোলাল রানা। পড়লে বোঝা যায়, চার্লস নিউম্যানের হত্যার ব্যাপারে নতুন করে তদন্ত শুরু করেছিলেন বৃদ্ধ আইনজীবী। কিন্তু কেন? এত বছর পর কাজটা গুরুত্বপূর্ণ কেন মনে হয়েছিল তাঁর? হয়তো কারণ ছিল, নিজেকে বোঝাল ও। পড়ে যেতে লাগল নোটগুলো।

শেলির মৃতদেহ উদ্ধারের পর চার্লস নিউম্যান তাঁর নোটবুকে মৃতদেহ আর অকুস্থল সম্পর্কে যে সমস্ত প্রাসঙ্গিক মন্তব্য লিখেছিলেন, হলুদ লিগ্যাল পেপারগুলোয় প্রশ্ন, মন্তব্য ইত্যাদির মাধ্যমে ব্রুস সেসবের অফিশিয়াল ভার্শন অভ দ্য ক্রাইম আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। রানার অন্তত সেরকমই মনে হলো। কিছু প্রশ্নের জবাব খুঁজেছেন বৃদ্ধ।

তিনি লিখেছেন 'বডি মুভড্? লাভ কী তাতে?'

তার নীচে বড় বড় অক্ষরে নিজেই জবাব লিখেছেন 'অপরাধ সংঘটনের সঠিক জায়গা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে তদন্তকারীরা যাতে দ্বিধায় পড়ে!!'

বিষয়টা নিয়ে ভাবল রানা। তাতেই বা অপরাধীর লাভ কী?

তারপর: ফিঙ্গারনেইল! রেড ডার্ট আণ্ডার হার ফিঙ্গারনেইল!

কার হাতের নখ? ভাবল রানা। শেলির? তাই যদি হয়, তা হলে তারই বা গুরুত্ব কোথায়?

তবে ব্রুস নিজেই এ সমস্যার সমাধান করেছেন। ক্যাপিটাল লেটারে লিখেছেন: LITTLE GEORGIA. তার সঙ্গে যোগ

করেছেন: 'মাস্ট বি অথেনটিক মার্ডার সাইট।'

তারপর 'মিসেস গারল্যাণ্ড বলেছেন: নিশ্চয়ই কোনও নিগ্রো ছেলে হবে। এটা যখনকার কথা, তখন কোনও নিগ্রো মেয়ে সাদা ছেলের গাড়িতে ওঠার কথা ভাবতেই পারত না।'

তারপর বৃদ্ধের মন্তব্য 'ড্যাম!'

নোটবুক বন্ধ করে সবকিছু জায়গামত গুছিয়ে রাখল মাসুদ রানা। ঘটনার সময়কাল, প্রেক্ষাপট, কোনওকিছু সম্পর্কেই ধারণা নেই ওর। জানে, নিষ্ঠুর ও ক্ষমতাশালী কোনও প্রতিপক্ষ ধামাচাপা দিতে চাইছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু। এজন্য খুন-খারাবি করতেও দ্বিধা নেই। কিন্তু কেন এই বৈরিতা, আসলে ব্যাপারটা কী নিয়ে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না এখনও। কাজেই এ নিয়ে অযথা মাথা ঘামানো বন্ধ রেখে একটু ঘুমিয়ে নিতে পারলে কাজে দেবে।

তবে ভাবনাটা চেষ্টা করেও দূরে সরিয়ে দিতে পারল না ও। ওটা মাথায় নিয়েই তলিয়ে গেল সে ঘুমের অতলে।

পরদিন ফিলিক্স কেলারের ঠিকানা খুঁজে বের করার কাজে লাগল ওরা। প্রথম লক্ষ্য ছিল টেলিফোন ডিরেক্টরি। কিন্তু কাজ হলো না। নতুনগুলোয় তার নাম থাকার প্রশ্ন আসে না, তাই পুরনোগুলো আঁতিপাঁতি করে খুঁজে দেখল। নেই।

আরেকবার *সাউথওয়েস্ট টাইমস রেকর্ড*-এর অফিসে হানা দেবে কি না ভাবছিল জন, শেষ পর্যন্ত তার দরকার হলো না। টাউন স্কয়ারের কাছের একশ' বছরের পুরনো *পোক কাউন্টি স্টার* নামের এক সাপ্তাহিক পত্রিকা সমস্যার সমাধান করে দিল। ওটার '৭২ সালের বাঁধানো ভলিউমে পাওয়া গেল খবরটা। প্রথম পাতায় টকটকে লাল অক্ষরে ব্যানার হেডে লেখা

COUNTY MAN SLAYS BENGALI!

তার নীচেই রয়েছে বিষণ্ণ চেহারার বদখত ফিলিক্স কেলারের ছবি। ভাঙা চোয়ালের তোবড়ানো গাল। মুখের মধ্যে শসার বিচির মত ছোটো ছোটো দাঁত, এলোমেলো। হিংস্র, কুটিল চাউনি। থুতনির কাছে পেস্ট করা আছে পোক কাউন্টির শেরিফ অফিসের আইডি নাম্বার।

চেহারাটা অদ্ভুত লাগল রানার। দেখে মনে হয় মুখটা চলন্ত ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ভেঙেচুরে গিয়েছিল। পরে জোড়া দেয়ার সময় সেটিং উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে।

ওটার নীচে রয়েছে নিহত বাঙালি, নানলির টিম্বার মার্চেন্ট রিয়াজুর রহমানের ছবি। পঞ্চান্নর কাছাকাছি বয়স হবে হয়তো মানুষটার, অনুমান করল ওরা। চাউনিটা কেমন যেন। ব্যাখ্যা করে বোঝানো যাবে না। জগতের কাছে, সভ্য সমাজের কাছে যেন চাওয়া-পাওয়ার কিছুই নেই তার, ডাক না আসা পর্যন্ত কোনওরকমে দিন পার করে যাওয়া ছাড়া আর কোনও লক্ষ্য নেই, সেইরকম। নদীর ভাঙনে সর্বস্ব হারানো গৃহস্থের মত।

পাশাপাশি ছাপানো এই দুই ছবির নীচে আরেকটা বড় ছবি আছে। ফিউয়েল স্টেশনে ফিউয়েল নিতে আসা একটা ট্রাকের পাশে লাশ পড়ে আছে একটা। কোমর থেকে উপরের বাকি অংশ কম্বল দিয়ে ঢাকা। একটা কালো, আঁকাবাঁকা রেখা কম্বলের তলা দিয়ে বেরিয়ে ট্রাকের নীচে ঢুকে গেছে।

ভিতর ভিতর শিউরে উঠল রানা। বলে দেয়ার প্রয়োজন হয় না, ওটা হতভাগ্য মানুষটার রক্তের ধারা।

এরপর নীচের খবরটা পড়ল রানা। জনও পড়ল। ঘটনার দিন দুপুরে গ্যাস স্টেশনে ফিউয়েল নিতে এসেছিল কাউন্টির সিভিল রাইট আন্দোলনের অন্যতম নেতা, টিম্বার মার্চেন্ট রিয়াজুর রহমান। সেখানে তাকে শাবল দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে ফিলিক্স কেলার। স্রেফ বাদামি চামড়া হওয়ার কারণে।

ওখানে ফিলিক্স কেলারের ঠিকানা দেয়া আছে কাউণ্টি রুট ৭০। অনেক খোঁজাখুঁজি করে মিউনিসিপ্যালিটির রেকর্ড সেকশন থেকে একটা পুরনো ম্যাপ বের করল ওরা। জায়গাটা খুঁজে বের করল ওটা দেখে। রুট ২৭১ থেকে পশ্চিমে চলে গেছে কাউণ্টি রুট ৭০। আয়রন ফর্ক লেকের পাশ দিয়ে। আরক্যানসো-র সবচেয়ে ঘন, হার্ডউড ফরেস্টের ভিতর। কাঁচা রাস্তা।

কত ভিতরে গেছে কাউণ্টি রুট ৭০, অনেকগুলো ছোটো ছোটো তীর দিয়ে তো বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যেতে যেতে ফরেস্টের এত বেশি অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে তীরগুলো, যেখান থেকে সভ্য সমাজের ব্যবধান হাজার মাইলের, অন্তত রানার তাই মনে হলো। পয়ঃনিষ্কাষণের কোনও ব্যবস্থা নেই সেখানে, এমনই এক বাজ পড়া জায়গা।

কিন্তু সেসব নয়, মাসুদ রানার নজর পথের দু' পাশের জায়গাগুলোর নাম খুঁজছে। সম্ভবত মাইল বিশেকের মত ভিতরে পাওয়া গেল সেটা—'কেলার হলো'।

কাঠের গুঁড়ি তৈরি একটা পুরনো কেবিন ওটা। ওই পর্যন্ত গিয়ে তীরের সারি থেমে গেছে। তার ওপাশে ফরেস্ট শব্দটা লেখা আছে কেবল।

রেকর্ড সেকশন থেকে ওসব বাইরে নিয়ে যাওয়ার নিয়ম নেই, তাই ওখানে বসেই ম্যাপটার নকল হাতে এঁকে নিল জন।

সাইনবোর্ডটা দূর থেকেই দেখা গেল। তীরের সাহায্যে কাউণ্টি রুট ৭০ ও আয়রন ফর্ক লেক নির্দেশ করা বোর্ড। কিন্তু ওখানে থামল না রানা, ওটাকে বাঁয়ে রেখে ট্রাফিকের সঙ্গে গা ভাসিয়ে এগিয়ে গেল কিছুদূর।

আধমাইল যাওয়ার পর ট্রাফিক কিছুটা হালকা হয়েছে দেখে ইউ টার্ন নিল ও। সবচেয়ে কাছের শহরের দিকে চলল, নাম: অ্যাকর্ন। ওয়ান-হর্স স্ট্রিপের পাশে নোংরা একটা কনভিনিয়েন্স

স্টোর, একটা পরিত্যক্ত ফিউয়েল পাম্প ও মৃতপ্রায় একটা রিটেইল আউটলেট এবং একটা ট্রেইলার পোস্ট অফিস, এই হলো অ্যাকর্নের সম্বল। কনভিনিয়েন্স স্টোরের লটে থামল রানা। 'গলা ভেজাতে হবে, এসো।'

ভিতরে ঢুকে গ্লাস কেসে রাখা সফট ড্রিঙ্কের একটা করে প্লাস্টিক বটল বের করে নিল ওরা। তারপর কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল। এক ইয়া মোটা নিগ্রো মহিলা কাউন্টারে বসা, নীরবে ওদের কাজ দেখছে। হেসে মাথা ঝাঁকাল রানা।

মহিলাও সাইকেলের টায়ারের মত পুরু দুই ঠোঁট প্রসারিত করে পাল্টা দেখিয়ে দিল ঝকঝকে সাদা দাঁত।

'আপনি হয়তো সাহায্য করতে পারবেন আমাকে,' চুমুক দিয়ে বলল রানা। 'লিটল রক থেকে আমার একদল বন্ধুর আসার কথা ছিল, একটা হান্টিং ক্যাম্প প্রপার্টি দেখতে। কিন্তু... ' অসহায় ভঙ্গি করল। 'আমরা মনে হয় পথ হারিয়ে ফেলেছি। আপনি এমন কোনও গ্রুপ দেখেছেন, সিটি লুকিং, কেয়ারফুল!'

'মিস্টার,' ভরাট, গম্ভীর গলায় বলল মহিলা। 'হান্টিং সিজনে ওরকম অনেক দল দেখা যায় এদিকে। কিন্তু আমি গত কয়েক মাসে দল কেন, অচেনা একজনকেও দেখিনি।'

'কোনও ফোর হুইল ড্রাইভ দেখেননি? চোখে সানগ্লাস, পায়ে দামি বুট, নতুন পোশাক পরা লোকজন... ?'

'না, সার। দেখিনি।'

'ওকে। থ্যাঙ্কস।'

কাউন্টারে পাঁচ ডলার রেখে বেরিয়ে এল রানা। আবার গাড়ি ছোটাল ২৭১ ধরে। এক সময় পাকা রাস্তা ছেড়ে রুট ৭০-এ গাড়ি নামিয়ে দিল ও। এগিয়ে যেতে লাগল সামনের দিকে। কিছুদূর গিয়ে থামল। গাড়ি থেকে নেমে রাস্তায় নতুন কোনও ট্র্যাকের চিহ্ন চোখ পড়ে কি না খুঁজতে লাগল।

নেই!

কিছুদূর পর পর গাড়ি থামিয়ে ট্র্যাক খোঁজা চালিয়ে যেতে লাগল মাসুদ রানা। ঘণ্টাখানেক চলার পর আয়রন ফর্ক লেক চোখে পড়ল। ওদের ডানদিকে, অনেক দূরে। কাচের মত সমতল। স্বচ্ছ, ধূসর রঙের টলটলে পানি। পানির বুকে লম্বা এক পাহাড় সারির ছায়া ফুটে আছে।

গাড়ি চলছে তো চলছেই। এ যেন অনন্ত যাত্রা, পথের শেষ নেই। যত ভিতরে ঢুকছে ওরা, রাস্তার দু' পাশে গাছগুলো ততই ঘন আর মোটা হচ্ছে। মাথার উপর ঘন সবুজ ডালপালা জড়িয়ে পেঁচিয়ে এমন অবস্থা হলো যে, সূর্যের আলো তো বটেই, নীল আকাশও হারিয়ে গেল। মনে হলো, একটা সবুজ টানেলের মধ্য দিয়ে চির অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা।

প্রতি এক-দেড় মাইল পর পর গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ছে রানা। ধুলো স্থির হওয়ার সময় দিয়ে সতর্ক চোখে ট্র্যাক খুঁজছে। দূরাগত সামান্যতম শব্দও শনাক্ত করার জন্য কান খাড়া। ওর এত সতর্কতা দেখে ধৈর্য হারানোর দশা হলো জনের।

এক সময় বেশ কয়েকটা পরিত্যক্ত ফার্ম অতিক্রম করল ওরা। পুড়িয়ে দেয়া ফসলের মাঠ অতিক্রম করল দু-তিনটে। তারপর আবার ঘন হতে শুরু করল গাছ-গাছালি। কলো ওক, হিকরি আর দেবদারুর তৈরি হার্ডউডের একটা পর্দা চোখের সামনে দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সেসবের গোড়ায় গজিয়ে উঠেছে স ব্রায়ার কাঁটাগাছ এবং আরক্যানসো ইয়াক্কা—অ্যাডামস নিডল যার আরেক নাম।

আরও খানিক দূর যাওয়ার পর সামনে একটা এবড়োখেবড়ো ট্র্যাক দেখে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এটাই,' বিড়বিড় করে বলল। 'কেলার হলোর অস্তিত্ব এখনও যদি থাকে, তা হলে এটাই সেখানে যাওয়ার পথ।'

কিন্তু সেখানেই থামল না ও। লাফ-ঝাঁপ মারতে মারতে

আরও কমপক্ষে মাইল খানেক এগিয়ে নিয়ে গেল গাড়ি। ঘন বন দেখে তার মধ্যে ঢুকে থামল, যাতে ট্র্যাক থেকে উঁকিঝুঁকি মারলেও সহজে কারও চোখে না পড়ে ওটা। ইঞ্জিন অফ করে এদিক-ওদিক তাকাল। ছিলার মত টান্ টান্ হয়ে আছে প্রতিটা স্নায়ু। কথা নেই কারও মুখে। নড়াচড়া নেই।

একটু পর নড়ে উঠল জন। 'রানা, আমি...

'শশশ!' বাধা দিল রানা। 'চোখ-মুখ বন্ধ রেখে কান দু'টোকে কাজে লাগাও। শোনো।'

টানা পাঁচ মিনিট স্থির হয়ে বসে থাকল ওরা। কান খাড়া রেখে বোঝার চেষ্টা করল কোনও দূরাগত গুঞ্জন শোনা যায় কি না, পিছন পিছন আর কোনও গাড়ি ওদের অনুসরণ করে আসছে কি না। কিন্তু চারপাশ নীরব। মৃদু বাতাসে পাতার সর সর এবং মাঝেমধ্যে দু-একটা পাখির ডাক ছাড়া কোনও আওয়াজ নেই কোথাও।

'ঠিক আছে, এবার কাজে নামা যাক,' প্রায় চেপে রাখা দম ছাড়ল রানা। ম্যাপের নকলটা বের করে চোখ বোলাতে লাগল। 'ট্র্যাকটা দক্ষিণ-পুবে গেছে মনে হচ্ছে। কেবিনটা সম্ভবত এখান থেকে দেড় মাইল মত দূরে।'

একটা ছোটো কম্পাস বের করল রানা। অ্যাজিমাথের একটা রিডিং নিয়ে নিল। তারপর একজোড়া বিনকিউলার নিয়ে সামনের দিকে পা বাড়াল। গাঢ় সবুজ, গভীর বন গিলে নিল দু'জনকে। মাথার উপরের নিশ্ছিদ্র আবরণ ভেদ করে একটু একটু আলো আসছে নীচে। তাতে সামনেটা তেমন স্পষ্ট দেখা যায় না।

কিছুদূর গিয়ে থেমে দাঁড়াচ্ছে রানা, নতুন করে রিডিং নিয়ে আরেকদিকে ঘুরে যাচ্ছে। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর ব্যাপারটাকে অর্থহীন মনে হতে লাগল জন নিউম্যানের। এভাবে ওই কেবিনে পৌঁছানো তো অসম্ভব একটা ব্যাপার। বরং মনে হলো, গভীর বনে সম্পূর্ণ তাল হারিয়ে ফেলেছে মাসুদ রানা।

এখন হন্যে হয়ে পথের দিশা খুঁজছে।

ভ্যাপসা গরমে জঙ্গলের ভিতর টেকা দায়। তার মধ্যে আছে মশাসহ অন্যান্য পোকা-মাকড়ের অনবরত কামড়। এই পরিবেশে অল্প সময়ের মধ্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে যে কেউ। আর ওরা সেই থেকে হাঁটছে তো হাঁটছেই।

'আমরা ঠিক দিকে যাচ্ছি তো?' জিজ্ঞেস করল জন।

'হ্যাঁ।'

'যখনই প্রয়োজন হবে পথ চিনে বের হয়ে যেতে পারবে?'

'হ্যাঁ।'

'কত মাইল হেঁটেছি আমরা, কে জানে!'

'হেঁটেছি তিন মাইলের মত,' বলল নির্বিকার রানা। 'তবে দূরত্ব পেরিয়েছি মাত্র এক মাইল, আকাশপথের হিসেবে। এরকম জায়গায় সোজা হাঁটার কোনও উপায় নেই।'

ওর কাজ দেখে অবাক না হয়ে পারল না জন। ঘন গাছপালার মধ্য দিয়ে এত নিঃশব্দে, এত নিশ্চিত পদক্ষেপে হাঁটছে, মনে হয় মানুষ নয়—প্রকৃতির তৈরি কোনও রোবট। পা পিছলায় না, হোঁচট খায় না, বিরক্ত হয় না। এমন নিবিষ্ট মনে কাজ করছে, যেন এই করতেই পৃথিবীতে এসেছে ও।

ভাবলেশহীন চেহারা। ঘামে ভিজে চকচক করছে। নীল ডেনিমের বগল, পিঠ ঘেমে উঠেছে। সতর্ক নজর প্রতিনিয়ত ঘুরছে চারদিকে। সম্পূর্ণ শান্ত, ধীরস্থির। শোল্ডার হোলস্টারে .৪৫-এর অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে।

এক সময় একটা খাঁড়ির কাছে পৌঁছল ওরা। ঠাণ্ডা, টলটলে পানি। প্রায় নিঃশব্দে, দ্রুত বয়ে চলেছে। কাছে গিয়ে দু' হাতে আঁজলা ভরে পানি তুলল জন, মুখ ধুলো। মুখে দিয়ে স্বাদ পরীক্ষা করল। সামান্য কটা, খনিজ গন্ধ।

'অনেক শব্দ করছ তুমি!' চাপা বিরক্তি প্রকাশ পেল রানার কণ্ঠে। 'আস্তে করে মুখে তুলে খাও। এত শব্দ করলে দুনিয়ার

সবাই শুনে ফেলবে।'

'খুব তেষ্টা লেগেছিল। সরি।' আরও কয়েক ঢোঁক পানি গিলে মাথা ঝাঁকাল জন। হয়ে গেছে।

'চলো। আর বেশি দূর নেই মনে হচ্ছে।'

দুটো টিবির মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া সরু একটা রাস্তা ধরে হেঁটে চলল ওরা। সামনে অযত্নে বেড়ে ওঠা ঘন গাছপালার ওপাশে আলো কিছুটা বেশি দেখে মনে হলো, ওখানে হয়তো কিছুটা ফাঁকা জায়গা আছে। সোজা হেঁটে গেলে দশ-পনেরো মিনিটের বেশি লাগবে না পৌঁছতে। কিন্তু হঠাৎ সিদ্ধান্ত পাল্টাল মাসুদ রানা।

রাস্তার মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছে কী মনে হতে থেমে দাঁড়াল ও। মুখের সামনে তর্জনী তুলে জনকে শব্দ করতে নিষেধ করল। তারপর সরাসরি না গিয়ে ঘুরে বাঁ দিকের ঘন বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ক্রমে আরও ভিতরে ঢুকতে লাগল ও। প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট কসরত করবার পর একটা উঁচু জায়গায় এসে থামল। চারদিকে আকাশছোঁয়া পাইনের ধাঁধা।

গজ বিশেক সামনে দিনের আলো কিছুটা জোরালো মনে হলো জনের। তার মানে ওদিকটা উন্মুক্ত। রানা থেমে নেই। কোমর বাঁকিয়ে সামনে ঝুঁকে এগিয়ে চলেছে সেদিকে। জনও তাই করল। উন্মুক্ত জায়গাটার প্রান্তে গিয়ে একটা মোটা গুঁড়িওয়ালা গাছের আড়ালে বসল রানা।

শ' দুয়েক গজ নীচে একটা হলো দেখা গেল। ফাঁকা জায়গা। লগ কেবিনটা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। নিচু, অনেক পুরনো একটা কেবিন। পিছনে কাটা কাঠের বড়সড় স্তূপ। একটা আউটহাউসও আছে। খোঁয়াড় আছে, শুয়োরও আছে কিছু। ওগুলোর জন্য ফিড ট্রফ আছে। কেবিনের সামনে একটা তোবড়ানো শেভ্রোলে আছে। প্রায় সারা দেহে জং পড়ে গেছে ওটার। একটা ফেণ্ডার নেই।

'টেলিফোন লাইন নেই,' বিড়বিড় করে বলল মাসুদ রানা। 'টিভি এরিয়াল নেই। বৈদ্যুতিক সংযোগও নেই। এখানে মানুষ থাকে কী করে?'

'তবু কেবিনটা কত জীবন্ত লাগছে দেখেছ? লোকটার ভাই ছিল একটা। ফিলিপ কেলার। সে থাকে মনে হয় এখানে।'

চুপ করে থাকল রানা। পরিবেশের উপর সতর্ক নজর বুলিয়ে নিচ্ছে। বোঝার চেষ্টা করছে কোনও ফাঁদ পাতা আছে কি না।

'ওকে,' জন বলল। 'চলো, যাই।'

'তুমি না,' মাথা নাড়ল ও। 'তুমি এখানেই থাকবে। এটার মধ্য দিয়ে চারদিকে নজর রাখবে,' তার হাতে বিনকিউলারটা তুলে দিল।

'একা যাবে তুমি?'

'হ্যাঁ। দু'জন যাওয়া ঠিক হবে না। এক ঘণ্টা সময় পাবে তুমি এটা দিয়ে নজর রাখার জন্য। তারপর সূর্য অনেক পশ্চিমে নেমে যাবে। তখন লেন্সে আলো প্রতিফলিত হওয়ার ভয় থাকবে। আমি কী বলতে চাইছি বুঝতে পারছ?'

মাথা ঝাঁকাল জন নিউম্যান। 'পারছি।'

'ঘড়ি আছে?'

'আছে।'

রানা নিজের হাতঘড়িতে চোখ বোলাল। 'এখন বাজে দুটো পঁয়তাল্লিশ। তিনটে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত বিনকিউলার ব্যবহার করতে পারবে তুমি। নড়াচড়া করবে খুব সাবধানে। ত্রিশ সেকেণ্ডে সময়কে ভাগ করে নাও। একদিকে ত্রিশ সেকেণ্ডের বেশি তাকিয়ে থাকবে না। ত্রিশ সেকেণ্ড পর পর নজর ঘোরাবে। কখনও লেন্স ডিসিপ্লিন ভাংবে না। মাঝ বরাবরের চেয়ে ওপরে ওঠাবে না। তাতে আলো ঠিকরাতে পারে, অন্যের চোখে পড়ে যেতে পারে। মাটিতে তার-টার দেখলে বুঝবে বোমা পাতা

আছে, তখন...

এতক্ষণে রানার চোখে পড়ল জন মিটিমিটি হাসছে। ব্যাপার টের পেয়ে ব্রেক কষল ও। নিজেও হাসল।

'সরি। মনে ছিল না তুমি সৈনিক।'

'তুমি নীচে গিয়ে কী করবে?' জন বলল।

'চারদিকে একটা চক্কর মারব। বনের মধ্যে কোনও ট্র্যাক পাই কি না খুঁজে দেখব। আমি জানতে চাই, ইদানীং এদিকে লোকজন দল বেঁধে আসা-যাওয়া করেছে কি না। যদি সেরকম কিছু না থাকে, তোমার চোখেও অস্বাভাবিক কিছু যদি না পড়ে, তা হলে নীচে যাব আমরা।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল জন নিউম্যান।

এক হাত তুলে নীরবে জনকে বিদায় জানাল রানা। ঘুরে হাঁটা ধরল। মুহূর্তে মিশে গেল গাছপালার মধ্যে।

এগারো

নিজের কোম্পানির ২০০২ সালের বাজেটারি প্রজেকশনের উপর কাজ করছিল বিল হ্যামিলটন। তার খুব পছন্দের কাজ এইসব হিসেব-টিসেব।

হিসেবের খাতার বুকে টাকার পরিমাণের প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাওয়া, যথাসময়ে পার্টির অর্ডার দেয়া মাল সরবরাহ করার প্রচণ্ড ব্যস্ততা, হুড়োহুড়ি, ইনফ্লো-আউটফ্লোর সঙ্গে ভাগ্যোন্নয়নের মার্চ করে এগিয়ে চলা ইত্যাদির কথা অবসরে চিন্তা করতে ভাল লাগে তার। এটাই প্রধান হবি জেনারেলের।

ব্যাটালিয়ন ৩১৬, হণ্ডুরাস আর্মি
সালভাদরান ট্রেজারি পুলিশ
ডেট্রয়েট সোয়াট
বল্টিমোর কাউণ্টি কুইক রেসপন্স
এফবিআই হোস্টেজ রেসকিউ
অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন সিকিউরিটি টিমস
লাইব্রেরি অভ কংগ্রেস সোয়াট
নেভি সিল টিম সিক্স

সত্যি, অবাক করার মত উন্নতিই বটে! স্নাইপিং আসলেই ক্রমবর্ধমান ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বিষয়টার দিকে কেউ তার নজরে তাকিয়ে দেখেনি কখনও।

সত্তরের দশকে সন্ত্রাসবাদের বিস্ফোরণ. নব্বইয়ের দশকে তার পুনরাবির্ভাব, ড্রাগ উৎপাদক ও বিপণনকারীদের নিরাপত্তার জন্য বিপুল অস্ত্র সজ্জিত প্যারামিলিটারি বাহিনী ও চরম ডানপন্থী সশস্ত্র মিলিশিয়া বাহিনী গজিয়ে ওঠার সীমাহীন প্রতিযোগিতা—এ সবকিছু কেবল দুটো জিনিসেরই ডিম্যাণ্ড তৈরি করেছে। নির্ভুল লক্ষ্যের রাইফেল ও দক্ষ রাইফেলম্যান।

প্রতিটি শহর, প্রতিটি নগর, প্রতিটি জনপদ, প্রতিটি সংস্থা আর প্রতিটি রাষ্ট্র, সবকিছুর জন্য প্রশিক্ষিত রাইফেলম্যান ও ওয়ার্ল্ড-ক্লাস আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োজন দেখা দেয় এই সময়। জীবন হয়ে ওঠে জটিল, যুক্তি অচল।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকসহ নানান অভ্যন্তরীণ হতাশাজনক পরিস্থিতি এবং নিয়তির নির্মম নিষ্পেষণের কারণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় মানবিক মূল্যবোধসহ সবকিছু। অনেকে অস্ত্র তুলে নেয় হাতে। শিল্প-কারখানা ধ্বংসকারী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী, জিম্মিকারী, অর্গানাইজড্ ক্রিমিনাল গ্যাং সবাই ভারি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে

উঠতে থাকে। কে তাদেরকে প্রতিহত করবে?

কোনও নিরাপত্তা বাহিনীর সে যোগ্যতা বা দক্ষতা, কিছুই ছিল না। পর্যাপ্ত ট্রেনিঙের অভাব, উপযুক্ত অস্ত্রের অভাব এবং সবচেয়ে বড় কথা; শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়ানোর মত সাহসের অভাব। এ জন্য প্রয়োজন ছিল ঠাণ্ডা মাথার নির্ভীক, অভিজ্ঞ, অবিচল আস্থা আর মনোবলের অধিকারী মানুষের।

যখন সবাই ঘুমে অচেতন হয়ে পড়বে, তখন তারা অন্ধকারের মধ্যে মাটিতে শুয়ে বা উপযুক্ত জায়গায় বসে অপেক্ষায় থাকবে কর্তব্য পালনের উপযুক্ত সময়ের। আঙুল থাকবে ট্রিগার গার্ডের উপর, শ্বাস-প্রশ্বাস থাকবে নিয়ন্ত্রিত। হাতের অস্ত্রের প্রতি আস্থা থাকবে অটুট। সময়মত টানবে ট্রিগার।

এক টুকরো মেটাল সুপার সোনিক গতিতে ছুটে গিয়ে একশ' গজ দূরের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত হানবে। বিস্ফোরিত হবে। নাইট সাইটে হালকা গোলাপি কুয়াশা দেখা দেবে। মামলা শেষ।

এর পিছনে যে অফুরন্ত সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, বিল হ্যামিলটনই সবার আগে তা দেখতে পায়।

'জেনারেল?'

ডাক শুনে ঘুরে তাকাল সে। ডেপুটি সিডনি হল। ছুঁচোর মত লম্বাটে মুখওয়ালা, ফ্যাকাসে চোখের লোকটাকে দেখে বিরক্তি লাগলেও কিছু বলল না। ইউনিফরম পরে আছে লোকটা। তার সোনার ব্যাজ চকচক করছে।

'জেনারেল!' আবার ডাকল লোকটা। 'সময় হয়েছে। এইমাত্র সিগনাল এসেছে।'

'সিটরেপ দাও, প্লিজ!'

বুঝতে পারল না ডেপুটি। 'অ্যাঁ?'

'সিটরেপ, আহাম্মক! পরিস্থিতি রিপোর্ট করো!'

'ইয়েস, ইয়েস, জেনারেল। ইয়েস! ওরা এসে পড়েছে,

সার। আমার ধারণা এতক্ষণে ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছে। আমাদের বুড়ো ফিলিক্সের নজর সাজ্ঘাতিক, সার। নিশ্চয়ই ওদেরকে দেখতে পেয়েছে। নইলে সিগনাল দিত না।'

'তা হলে এবার স্যাডল-আপ করা যায়,' বলল হ্যামিলটন।

এর মধ্যে নিজের গিলি সুটটা গায়ে চড়িয়ে ফেলেছে সে। বিবর্ণ জাম্পসুট। গা ভর্তি হাজার হাজার লুপ সেটার। লুপের মধ্য দিয়ে ক্যামোফ্লেজ কাপড়ের সরু সরু স্ট্রিপ ভরে সেলাই করে আটকে দেয়া আছে। লম্বা লম্বা পশমের মত দেখতে লাগছে ওগুলোকে। আর এই সুটের জন্য হ্যামিলটনকে লাগছে অতিকায় একটা দু' পেয়ে কুকুরের মত। লম্বা পশমওয়ালা কুকুর। এইমাত্র যেন জলাভূমি থেকে উঠে এসেছে।

এরকম লাগছে কাছে থেকে। কিন্তু দূর থেকে প্রাকৃতিক সবুজ পরিবেশে সে এখন ইনভিজিবল ম্যান। অদৃশ্য মানব। বনের মধ্যে বিচরণ করার সময় বিশেষ এই সুটের কল্যাণে তাকে একেবারেই দেখা যাবে না।

উঠে পড়ল খুনি জেনারেল। এক মাথা আটকানো লুপগুলো দুলতে লাগল ফিতের মত। ঝুল ঝুল করছে। তলপেটের চাপ খালাস করতে বনের ভিতর থেকে ঘুরে এলো সে দশ মিনিটের মধ্যে। তার সামনে একটা সিঙ্ক। চারটে চওড়া পেইণ্ট স্টিক আছে সেটার মধ্যে। কালো, বাদামি, জলপাই ও সবুজ।

এ ধরনের কাজে নামার সময় আজকালকার ছোকরারা যে মুখোশ পরে নেয়, হ্যামিলটন দু' চোখে দেখতে পারে না সেসব। বিরক্তিকর লাগে। ভীষণ গরম ওগুলো। তা ছাড়া পেরিফেরাল ভিশন হয়ে পড়ে অত্যন্ত সীমিত। অর্থাৎ চোখের কোণ দিয়ে কিছুই দেখার উপায় থাকে না।

স্টিকগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল হ্যামিলটন। দ্রুত হাতে কমব্যাট মেক-আপ নিতে লাগল। অভ্যস্ত হাতের ঘন ঘন কয়েক টানে ভরে ফেলল গোটা মুখমণ্ডল। তারপর সন্তুষ্ট হয়ে ওসব

গুছিয়ে রাখল। এখন পুরোপুরি যোদ্ধা বনে গেছে বিল হ্যামিলটন। ভয়ঙ্কর চেহারার এক যোদ্ধা।

থাবা দিয়ে মাটি থেকে নিজের বুনি হ্যাটটা তুলে নিল সে। অনেক পুরনো হ্যাট এটা। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় যে দু'বছর সে টাইগারক্যাটদের পরিচালনা করেছে, পুরোটা সময় এটা তার মাথায় ছিল। লাকি হ্যাট। পা বাড়ানোর আগে ব্রাউনিং হাই-পাওয়ারটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে গিলি সুটের নীচে শোল্ডার হোলস্টারে রাখল সে।

সিডনি হল একটা চার চাকার এটিভি নিয়ে এসেছে। ওটার হ্যাণ্ডলবারের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রাখা আছে একটা প্লাস্টিকের কেস—জেনারেলের আসল অস্ত্র প্যাক করা আছে ওটায়। সে পিছনে উঠে বসতে এটিভি ছেড়ে দিল সিডনি। চাপা গুড় গুড় শব্দে এগিয়ে চলল ফোর হুইলার।

আগেই এখানকার পুরোটা এলাকা রেকি করা আছে। বনের ভিতর দিয়ে দ্রুত চলাচল করার সুবিধেজনক রাস্তা ঠিক করে রাখা আছে। সেই রাস্তা ধরে গেলে দশ মিনিটের মধ্যে জায়গামত পৌঁছে যাবে—কেলোর হলোয় যাওয়ার রাস্তাটা রয়েছে যে দুটো পাহাড়ের মাঝে, তার একটার আধমাইলের মধ্যে।

হেলেদুলে চলা সত্ত্বেও দশ মিনিটের মধ্যেই জায়গামত পৌঁছে গেল এটিভি, প্রায় নিঃশব্দে। নেমে পড়ল হ্যামিলটন। প্লাস্টিক কেসটা মাটিতে রেখে খুলল।

লম্বা নলের উপর ফিট করা দানবীয় চোখওয়ালা স্কোপসহ এম-১৬ ভাল মানুষের মত শুয়ে আছে ভিতরে ঢলে পড়া সূর্যের আলোয় ভয়ঙ্কর লাগছে ওটাকে। গান মাজলে ফিট করা সাপ্রেসরটাকে লাগছে নাকের মত। সিলিণ্ডারটা প্রায় এক ফুট লম্বা। টেফলন-কোটেড মেটালের তৈরি, লাস্টারলেস।

এবার কোমরের বেল্টের সঙ্গে একটা মিনিয়েচার ব্যাটারি প্যাক দ্রুত আটকে নিল সে। রাইফেলের চেম্বারে একটা বিশ

রাউণ্ডের ব্যানানা ক্লিপ ভরে দিল। ম্যাগাজিন বিশ রাউণ্ডের হলেও একটা কার্ট্রিজ কম ভরেছে সে। উনিশটা আছে। ম্যাগাজিন-ফেড অস্ত্রের ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ এটা। এ ব্যাপারে জেনারেলের কখনও ভুল হয় না।

পিছনদিকে টেনে ওটার চার্জিং প্লাঞ্জার রিলিজ করল সে। লোড ও কক্ করল। সেফটি 'অন' করে রাখল। সবশেষে ওটার সাপোর্ট হার্নেস কাঁধের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে উঠে দাঁড়াল। সব মিলিয়ে আঠারো পাউণ্ড ওজন। কোনও ব্যাপার নয়। এতক্ষণ জেনারেলের কাজ দেখছিল ডেপুটি। এবার তার মুখের দিকে তাকাল।

'এবার তুমি যেতে পারো, হল,' বলল সে। 'মাঝরাতে স্টেজিং এরিয়ায় চলে এসো। যদি দেখো আমি ওখানে নেই, তা হলে এক ঘণ্টা পর পর চেক করবে। ওকে?'

'ইয়েস, সার। সি ইউ, সার।'

মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল হ্যামিলটন। ঘুরে দাঁড়িয়ে দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী পায়ে ঢালের দিকে এগিয়ে চলল। ডেপুটি ছুটল নিজের পথে। একটু একটু করে দূরে মিলিয়ে গেল এটিভি-র গুঞ্জন। দশ মিনিট হেঁটে একটা সমতল জায়গায় পৌঁছল হ্যামিলটন। এখানে জংলা লতা-পাতা নেই। পাইনের কাঁটায় বোঝাই মাটি। এখানে-ওখানে মোটা গুঁড়ির গাছ। জায়গাটার অপর প্রান্ত ঝলমল করছে অস্তগামী সূর্যের আলোয়।

আবার পা বাড়াল সে। দ্রুত পায়ে, নিঃশব্দে বিশ-ত্রিশ ফুট এগিয়ে থামল। মাটিতে শুয়ে পড়ে কান পাতল। কোনও শব্দ নেই। আবার এগোল। এইভাবে তিনবার বিরতি দিয়ে সমতল জায়গাটার আলোকিত প্রান্তে পৌঁছল সে। একটা মোটা পাইনের গোড়ায় উপুড় হয়ে শুয়ে উঁকি দিল।

ফিলিপ কেলারের পুরনো লগ কেবিন এবং তার চারপাশের সবকিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কেবিনের ভিতরে লোকজনের

উপস্থিতিও টের পাওয়া যাচ্ছে, তবে আবছা। কথা বলছে লোকগুলো। ভালভাবে দেখতে হলে বিনকিউলার ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু সে উপায় নেই এখন। কাঁচে আলো প্রতিফলনের ভয় আছে।

কিন্তু শত্রুকে দেখার এমন একটা সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি নয় বলে এম ১৬ কাঁধে তুলে নিল হ্যামিলটন। বুড়ো আঙুলের সাহায্যে প্রথমে লাইট, পরে স্কোপ, এবং সবশেষে ইনফ্রারেড অন করল।

কেবিনটা দুশ' গজমত দূরে হবে তার এখান থেকে। দূরত্বটা ইনফ্রারেড সার্চলাইটের জন্যও একটু বেশি হয়ে যায়। তাই কেবিনে মানুষ আছে বোঝা গেলেও ডিটেইলস তেমন বোঝা গেল না। একজন বেশি লম্বা, শুকনো-পাতলা। ওটা জন নিউম্যান। অন্যজন তার চেয়ে ইঞ্চি ছয়েক খাটো, স্বাস্থ্যবান। মাসুদ রানা।

ওই ব্যাটাই আসল, দাঁতে দাঁত চেপে ভাবল হ্যামিলটন। তার সন্দেহ, ওরই জন্য আজ এত বছর পর, এতদূর পৌঁছতে পেরেছে জন নিউম্যান। মাসুদ রানার জন্যই ব্যবসা ফেলে তাকে এখন বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। কান ধরে প্রায় ভুলে যাওয়া ফিল্ড অ্যাকশনে নামানো হয়েছে আবার।

মাসুদ রানা লোকটার সত্যিকার পরিচয় জানে না হ্যামিলটন। তবে সেদিন ওর টেলিফোন পেয়ে ঠিকই বুঝেছিল, ঝামেলা আসছে। ক্যাম্প শ্যাফিতে তার পোস্টিং ছিল বটে, কিন্তু সে প্রায় পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগের কথা। চার্লস নিউম্যানের মারা যাওয়ার ঘটনাও সেই সময়কার। জন নিউম্যানের এতসব জানার কথা নয়। যদি জানত, তা হলে আরও আগেই তাকে খুঁজে বের করত। তার মানে দাঁড়ায় এই, মাসুদ রানাই যেভাবে হোক খুঁজে বের করেছে তাকে। বোঝাই যায় সব চাপা দেওয়া যায়নি। কোথাও বড় কোনও ফাঁক রয়ে গেছে।

কীভাবে, কেন তার সত্যি ঘটনা নিয়ে ছবি তৈরি করার সখ চাপল, জনের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক, সেসব পরে জানবে সে। আজকের মিশন শেষ করে এদের দুটোকে কবর দেয়ার পর।

কাজটা এখনই শেষ করে ফেললে কেমন হয়? ভাবল সে একবার। ওই তো, দেখা যাচ্ছে ওদের। তা হলে আর দেরি কীসের জন্য? কাজ সেরে ঝামেলামুক্ত হয়ে নিলেই তো হয়! উনিশটা রাউণ্ড ওই জানালা দিয়ে ভিতরে পাঠাতে পুরো দশ সেকেণ্ডও লাগবে না। তা ছাড়া তার .২২৩ বুলেট শুধু পাওয়ারফুল, হেভি আর নিখুঁত লক্ষ্যভেদী লং রেঞ্জ রাউণ্ডই নয়, সত্যিকারের স্পিড মার্চেন্টিও বটে। এই দূরত্বেও প্রতি সেকেণ্ডে ৩০০০ ফুট গতিতে সোজা ছুটে গিয়ে আঘাত করবে। কী ঘটল, ঠিকমত বুঝে উঠবার আগেই লুটিয়ে পড়বে ওরা মাটিতে।

কিন্তু না। বিল হ্যামিলটান অ্যামেচার শিকারি নয়। একশ' ভাগ পেশাদার মানুষ সে। পরিকল্পনার বাইরে কিছু করবে না। কখনও করেনি। এই পরিকল্পনাও অনেক সময় নিয়ে, অনেক ভাবনা-চিন্তা করে চূড়ান্ত করা হয়েছে। পরিকল্পনার বাইরে হুট করে বসা হঠকারিতা হবে। তাৎক্ষণিকভাবে এরকম প্ল্যান পরিবর্তন করতে গেলে অযাচিত সমস্যা এসে চড়া মাশুল আদায় করে নিতে পারে।

বিম অফ্ করে দিল সে। সাপের মত বুকে হেঁটে কয়েক গজ পিছিয়ে গাছপালার মধ্যে ঢুকে পড়ল। তারপর উঠে দাঁড়াল নিশ্চিন্তমনে। আরও সাবধানে, ধুলোও যাতে টের না পায়, সরে গেল আরও কিছুটা। এইভাবে একটু একটু করে সরে যখন হাইডে পৌঁছল, তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে।

বিশেষ পদার্থের তৈরি সবুজ প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঢাকা রয়েছে তার হাইড। ক্যামোফ্লেজের কাজে ব্যবহার হয় এ পর্দা। এমনই এক পর্দা, একেবারে কাছ থেকে দেখলেও কেউ বুঝতে পারবে না নকল মাল। ওটা এক পাশে সরিয়ে ভিতরে নামার

আয়োজন করল হ্যামিলটন। এসব ক্ষেত্রে কনভেনশনাল হাইড যেমন হওয়া উচিত, এটা সেরকম গভীর ট্রেঞ্চের মত করে কাটা হাইড, বা স্পাইডার হোল নয়।

একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ এটার মধ্যেও গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে। তবে যদি কোনও কারণে জায়গা ছেড়ে ঝটপট সরে পড়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, তা হলে যাতে খুব দ্রুত বেইল আউট করা যায়, সে জন্য অগভীর করে কাটা হয়েছে এটা। একে বলে আনকনভেনশনাল হাইড। গর্ত খুঁড়তে গিয়ে যে মাটি কাটতে হয়েছে, তা দূরে নিয়ে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বোঝবার উপায় নেই ওগুলো এখানকারই মাটি।

হাইডের মধ্যে পিছলে নেমে গেল বিল হ্যামিলটন। উপরে পর্দা টেনে দিল সতর্কতার সঙ্গে। তারপর নিজের তৈরি স্যাণ্ডব্যাগের সলিড শুটিং পজিশনে এম ১৬ রেখে ইনফ্রারেড অন করে স্কোপে চোখ রাখল। সঙ্গে সঙ্গে সামনের প্রতিটা জিনিস অ্যাকুয়েরিয়াম সবুজ হয়ে ধরা দিল তার চোখে।

কেবিনে যাওয়ার সরু, সাদা ফিতের মত আঁকাবাঁকা রাস্তা, বুনো ঝোপ-লতাপাতা, বাতাসে মাথা দোলানো ফুলওয়ালা শাখা, হালকা সবুজ থোক থোক দাগ; ওগুলো পাথর, সবকিছু একেবারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। শুধু সবুজ, এই যা।

তার সামনে, নীচের রাস্তাটা মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে রয়েছে। কেবিন থেকে বেরিয়ে ওই রাস্তায় পা রাখামাত্র মাসুদ রানা আর জন নিউম্যানকে ঝোলায় পুরবে সে। ওদের অভিযানের সমাপ্তি ঘটাবে। সামনে যে-ই থাকবে, রেটিকেল তার বুকে সই করে একটা সাইলেন্ট বুলেট পাম্প করবে। পরক্ষণে ব্যারেল ঘুরিয়ে দেবে অন্যজনের দিকে। প্র্যাকটিসের সময় এ কাজ বহু শতবার করেছে। কাজেই সমস্যা নেই।

লাইট অফ করে দিল হ্যামিলটন। যদিও টানা আট ঘণ্টা চলবে এই ব্যাটারি, কিন্তু শুধু শুধু পাওয়ার খরচ করার দরকার

কী? ওরা কেবিন থেকে বের হলে শব্দ পাওয়া যাবে। অতএব কানের উপর নির্ভর করে থাকা যাক কিছু সময়। এ কাজে কিছুই চান্সের উপর ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়।

সব ঠিকই আছে, ভাবল হ্যামিলটান। তার যেভাবে সুবিধে, সব আয়োজন সেভাবেই করা আছে। তারপরও একটা উদ্বেগ কিছুতেই ছাড়ছে না তাকে। এই মাসুদ রানা লোকটা... এই লোকটার কথা ভেবে উদ্বেগ ক্রমে বাড়ছে। এর সম্পর্কে সামান্যই শুনেছে সে, কিন্তু যতটুকু শুনেছে, লোকটাকে সে ডালে বসা পাখির মত গুলি করে ঝোলায় পুরেছে, নিজের কাছেই কেমন যেন অবাস্তব মনে হচ্ছে বিষয়টা।

যদি ব্যর্থ হতে হয়? ভাবল সে, তা হলে পরিণতি কী হবে? মেরে ফেলতে পারলে তো ল্যাঠা চুকে গেল। কিন্তু না পারলে? কোনও কারণ নেই, তবু কপালে চিকন ঘাম ফুটতে শুরু করেছে টের পেল সে।

দুশ্চিন্তা ভুলে থাকতে আয়েশ করে শোয়ার চেষ্টা করল হ্যামিলটন। পেইন্ট করা কবজি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখল—৭:১০। আরও এক ঘণ্টার মত লাগবে হয়তো আলোচনা শেষ হতে। তবে বলা যায় না, আরও বেশিও লাগতে পারে। কাজেই প্রতি মুহূর্তের জন্য সজাগ, সতর্ক থাকতে হবে তাকে।

কল্পনাবিলাসী মানুষ সে। যতটা না স্নাইপার, তারচেয়ে অনেক অনেক বেশি নেতা, প্রশাসক, ট্রেইনার এবং সবশেষে কোচ। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় সে বিশ্বাস করত, কমাণ্ডার হলেও তারও উচিত অধীনস্থ স্নাইপারদের মত শত্রু হত্যা করা। তাতে সাধারণ সৈনিকদের সমস্যা অনুধাবন করতে সহায়তা হবে তার।

এই চিন্তা থেকেই সে সপ্তাহে একদিন করে কিলিং মিশনে অংশ নিতে শুরু করে। দু' বছরের পিরিয়ডে মোট বত্রিশজনকে নিকেশ করেছে হ্যামিলটন। অবশ্য কর্তৃপক্ষ সেগুলোর

অফিশিয়াল স্বীকৃতি দেয়নি, কারণ অফিসারদের এ কাজে নামার কথা নয় সাধারণ সৈনিকদের মত। তবে এই বত্রিশজন যে প্রশ্নাতীতভাবে মরেছে, তাতে সন্দেহের অবকাশও নেই। এক রাতে চারজনকে ঝোলায় পুরেছে সে, মাত্র দু মিনিটে।

কিন্তু জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রথমবার বলে একটা কথা আছে, এবং প্রথমবারের কথা মানুষ কখনও ভুলতে পারে না। বিল হ্যামিলটনের বেলায়ও কথাটা সত্যি।

তাই মনে পড়ে গেল, আজ এই বনে অন্ধকার গাঢ় হওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেমন নানান নিশাচর প্রাণীর আনাগোনা আর ডাকাডাকি বাড়ছে, প্রায় চল্লিশ বছর আগে আরক্যানসো-র আরেক বনের সেই রাতও অনেকটা এমনই ছিল। বেশি নয়, এখান থেকে আকাশপথে মাত্র বিশ মাইল দূরে জায়গাটা।

সেটাই ছিল তার প্রথম মানুষ শিকার!

সেই রাতে ওয়ালড্রনের কাছের এক ভুট্টা খেতের সামান্য দূরে ডিয়ার স্ট্যাণ্ডে ছিল তৎকালীন ব্রিলিয়াণ্ট এক ফার্স্ট লেফটেন্যাণ্ট, বিল হ্যামিলটন। অসম্ভব ভারী একটা অস্ত্র নিয়ে অপেক্ষায় ছিল সে। ওটার ব্যারেলের নীচের দিকে ফিট্ করা ছিল বিরাট ইনফ্রারেড স্পটলাইট। উপরে ফিট্ করা ছিল তেমনি বেঢপ আকারের স্কোপ।

তার পিঠে ঝোলানো ছিল অসম্ভব ভারী একটা ব্যাটারি প্যাক, স্ট্র্যাপগুলো চামড়া কেটে মাংসের মধ্যে বসে যাচ্ছিল ক্রমে। এত ঝঞ্ঝাট কীসের জন্য? জায়গামত .৩০ ক্যালিবারের ১১০ গ্রেইনের একটা ফুল মেটাল জ্যাকেটেড বুলেট সেঁধিয়ে দেবার জন্য। তবে রিচার্ড মিলার বলে রেখেছিল, তাকে ব্যাক আপ হিসেবে থাকতে হবে, গুলি ছুড়তে না-ও হতে পারে।

কারণটা এভাবে ব্যখ্যা করে সে। 'বিল, এজেন্সির জন্য একটা কাজ করতে হবে তোমাকে। ব্যাটা স্টেট ট্রুপার, অথচ তলে তলে রাশানদের কাটআউটের কাজ করে।'

'বলো কী?' অবাক না হয়ে পারেনি চব্বিশ বছর বয়সী ফার্স্ট লেফটেন্যাণ্ট। *ইনফ্যাণ্ট্রি জার্নালে* নাইট স্নাইপার অপারেশন্স এ ডকট্রিনাল থিয়োরি লিখে বেশ বিখ্যাত হয়ে গেছে সে ততদিনে।

পরে যখন বিষয়টা ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার সুযোগ হয়েছে, রিচার্ড মিলারকে মনে মনে ধিক্কার দিয়েছে সে তাকে ঠাণ্ডা মাথার খুনিতে পরিণত করায়। নিজেকেও ধিক্কার দিয়েছে ওরকম একটা পচা গল্প গেলার মত নির্বুদ্ধিতার জন্য। কিন্তু সে তো পরের কথা।

ঘটনা যখনকার, তখন একজন তরুণ ইউ. এস. ইনফ্যাণ্ট্রি অফিসার ছিল অ্যাণ্টি কমিউনিস্ট ব্যাসিলাসের মত। তার কাছে কমিউনিস্টরা ছিল বিষ। কাজেই ওরকম একটা দায়িত্ব পালন করতে পারাটা তার কাছে দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নের মত ছিল। সেটা ছিল আমেরিকার পলিটিকাল কালচারের অংশ।

'এতদিন ভাবতাম আমরা ইণ্টেলিজেন্স রিপোর্টের বেলায় রেডদের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছি,' মিলার বলেছিল। 'কিন্তু যে সমস্ত রিপোর্ট আসছে ইদানীং, তাতে বোঝা যায় আমরা আসলে বহু মাইল পিছনে পড়ে আছি।'

'কীরকম?'

'ওরা জেনে গেছে তুমি কী নিয়ে কাজ করছ।'

'শিট্!'

'এখন তুমিই বলো ওরা এ খবর পেল কীভাবে?' রিচার্ড মিলার প্রশ্ন করল।

'স্পাইয়ের মাধ্যমে!'

'ঠিক ধরেছ, বিল। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এই বুড়ো খোকা স্টেট ট্রুপার জুয়ায় হেরে মহা সমস্যায় পড়েছে। রেড আর্মির কিছু ধেড়ে স্পাই মাস্টার এ খবর জানতে পেরে তার দেনা শোধ করার কথা দিয়ে তাকে ব্ল্যাকমেইল করতে শুরু করেছে। তোমার এত সাধের "ব্ল্যাক লাইট" সম্পর্কে ডিটেইলড্

রিপোর্ট চায় তারা।'

মুখ শুকিয়ে গেল তরুণ অফিসারের। 'তা হলে?'

'এজেন্সি ঠিক করেছে, রেডদের ডিটেইলড্ জানানো হবে।'

'তার মানে?' খেপে উঠল বিল হ্যামিলটন।

'তার মানে,' মৃদু হাসির সাথে বলল মিলার, 'ট্রুপারকে হত্যা করে রেডদের মেসেজ পাঠাতে হবে: কেউ যদি ইউ. এস. আর্মির বিরুদ্ধে যায়, তার এই পরিণতি হয়। আমরা বিশ্বাসঘাতকদের অ্যারেস্ট করি না।'

তরুণ ইনফ্যান্ট্রি অফিসার কথাটা যদি বিশ্বাস করে থাকে, করেছে তার মন এমন একটা কিছু বিশ্বাস করতে চাইছিল বলে। আর করবে না-ই বা কেন? কে না জানত তখন আমেরিকার আর্মড ফোর্সের গোটা এস্টাবলিশমেন্টসহ দেশের প্রতিটা রন্ধ্রে রন্ধ্রে রেডরা ঢুকে পড়েছে? তার মাত্র কয়েক বছর আগে তারা প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে হত্যা করেনি?

কাজেই কোনও দ্বিধা ছিল না তরুণ বিল হ্যামিলটনের মনে। তাই চার রাত পর ডিয়ার স্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়ায় সে নাটক দেখার জন্য। পরে হ্যামিলটন যতদূর জানতে পেরেছে, তাতে বোঝা যায় রিচার্ড মিলার ছিল সেই নাটকের মঞ্চ নির্দেশক। ডিয়ার স্ট্যাণ্ডের কাছেই একটা গ্রেফতার নাটকের আয়োজন করে সে, যাতে সেই স্টেট ট্রুপারের দুই ডাকাতকে অ্যারেস্ট করবার কথা। প্ল্যান ছিল, সেখানে ডাকাতরাই ট্রুপারকে গুলি করবে।

কিন্তু যদি কোনও কারণে তারা ব্যর্থ হয়, এজেন্সি ঠিক করেছে, তাদের হয়ে বিল হ্যামিলটনকে করতে হবে কাজটা। দেশসেবার স্বার্থে প্রমাণ করতে হবে লাইন অভ ডিউটিতে থাকতে হত্যা করা হয়েছে ট্রুপারকে। আর কিছু না, রেডদেরকে সঠিক সঙ্কেতটা পৌঁছে দেয়ার জন্য।

একটা গাছে বসে গোটা দৃশ্যটা দেখেছে অফিসার। দেখেছে, পুলিশ ক্রুজারটা এসে থামল ভুট্টা খেতে। অল্প জায়গার

মধ্যে ওটাকে বারবার ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পিছনে করে ঠিকমত দাঁড় করাল সেই ট্রুপার—বিশ্বাসঘাতক!

স্কোপে চোখ রেখে দীর্ঘদেহী অফিসারকে লক্ষ করল সে নাইট সাইটের ইনক্যানডেসেন্ট আলোয়। অফিসার ড্রাইভিং সিটে বসে থাকল। বিষণ্ন লাগছিল তাকে। একটু নার্ভাস। হ্যাট খুলে রেখে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল লোকটা। এক সময় সে তার সার্চ লাইট জ্বেলে পরীক্ষা করে দেখল।

বেশ উঁচু একটা ডালে বসার জায়গা করে নিয়েছিল ইনফ্যান্ট্রি অফিসার, তাই লম্বা লম্বা ভুট্টা গাছের উপর দিয়েও ওপাশের সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। অবশ্য ভুট্টার পাতা সমস্যা করছিল। স্কোপে বেশি উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল ওগুলোকে। তারপরও ওই টার্গেটে হিট্ করা সমস্যা ছিল না।

কিছুক্ষণ পর রুট ৭১-এ আরেকটা গাড়ি দেখা দেয়। ওই জায়গার কাছাকাছি এসে ঘুরে মাটির রাস্তায় নামে সেটা, ধীরগতিতে পুলিশের গাড়িটার দিকে এগিয়ে যায়। ওল্ডসমোবাইল ছিল সেটা। প্রায় নতুন।

প্রথমটার সামনে পৌঁছে থামে গাড়িটা। পুলিশের গাড়ি ওটার সামনে আড়াআড়িভাবে রাখা। দীর্ঘদেহী অফিসার দরজা খোলা রেখে ড্রাইভিং সিটে বসে ছিল। নবাগত গাড়িটা দাঁড়াতে ওট'র উপর সার্চ লাইটের আলো ফেলে সে। আরোহীদের পর্যবেক্ষণ করে সময় নিয়ে। তারা দু'জন ছিল। যুবক বয়সী।

তাদের মধ্যে একজনকে দেখে ইনফ্যান্ট্রি অফিসারের মনে হচ্ছিল হলিউডের জনপ্রিয়, সেক্সি নায়ক জেমস ডিনের ক্লোনকে দেখছে সে। প্রায় একই চেহারা। তার মাথার চুল যেন চুল নয়, সোনার সুতো। লেপে রাখা হয়েছে খুলির উপর। সোনার মতই চিক চিক করছে সার্চ লাইটের আলোয়। পরে আছে টাইট জিনস। ঠোঁটের এক প্রান্তে সিগারেট ঝুলছে।

তার সঙ্গী হাবাগোবা চেহারার। বয়স কয়েক বছর কম

হবে। ফার্ম বয় সম্ভবত। সাদা টি-শার্ট পরে আছে। পুলিশ অফিসার কিছু বলল। কথাগুলো শুনতে পেল না ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট, তবে যুবকদেরকে গাড়ির ছাতে হাত রেখে দাঁড়াতে দেখল। অফিসার গাড়ি থেকে বের হয়ে তাদের দিকে এগিয়ে গেল। পরিস্থিতি দেখে মনে হলো সারেণ্ডার করছে দুই যুবক।

স্টেট ট্রুপার থেকে থেকে ধমকের সুরে কথা বলছে। প্রথম যুবক কিছু একটা মাটিতে ফেলে দিল। ধুলো উড়ল খানিকটা। স্কোপে চোখ রেখে সেদিকে তাকাল বিল হ্যামিলটন। পিস্তল বা রিভলভার দেখতে পাবে আশা করেছিল, কিন্তু... হায় যিশু!

কোথায় পিস্তল, কোথায় রিভলভার—ওটা তো রেঞ্চ! একটা স্লাইড রেঞ্চ!

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট। অফিসার কিছু বলছে দ্বিতীয় যুবককে, এই সময় প্রথম যুবক দ্রুত নড়ে উঠল। অন্ধকার রাত যেন থমকে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সবকিছু বরফের মত জমাট বেঁধে গেল। একই সঙ্গে বিল হ্যামিলটনের ভিতরেও কী যেন একটা ঘটে গেল।

এক ইউনিফরমধারীর প্রতি আরেক ইউনিফরমধারীর মধ্যে যে শ্রদ্ধাবোধ থাকে, সেই বোধটা তাকে মুহূর্তের জন্য ভুলিয়ে দিল সে এখানে কী কাজে এসেছে। প্রথম যুবকের হাতে গান দেখে চিৎকার করে অফিসারকে সতর্ক করতে চাইল সে। অফিসারের দিকে ধরা এম ১৬-এর গান মাজল ঘুরিয়ে উল্টে যুবককেই গুলি করে বসেছিল প্রায়।

প্রায়।

কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে ট্রিগারের উপর আঙুল জমে গেল তার। ভিতর থেকে কেউ ধমক লাগাল, *শুট হিম!*

মাথা নাড়ল ইনফ্যান্ট্রি অফিসার। *না!*

রাইফেল নামাল সে। ফোঁপানির মত শব্দ বের হচ্ছে গলা

দিয়ে। বিস্ফারিত চোখে সামনে তাকিয়ে থাকল সে। প্রথম যুবক পিস্তল ড্র করল, পরক্ষণে ঝলসে ওঠা তীব্র নীলচে আলোয় পলকের জন্য আলো হয়ে উঠল ভুট্টা খেতের একাংশ। কিন্তু শব্দ তেমন হলো না। সমতল জায়গা শুষে নিল শব্দ।

হঠাৎ ধুলোয় ভরে উঠল জায়গাটা। দীর্ঘদেহী অফিসার গুলি খেয়ে ঝপ্ করে বসে পড়ল হাঁটুতে ভর দিয়ে, পাল্টা গুলি করল। দৌড় দিল প্রথম যুবক। দ্বিতীয় যুবক অফিসারের দিকে দৌড়ে আসতে গিয়ে প্রথম যুবকের লাইন অভ ফায়ারে পড়ে গুলি খেল। কাটা গাছের মত আছড়ে পড়ল দড়াম করে। টি-শার্টের বুকের কাছটা সবুজ তরল পদার্থে ভরে উঠল।

ওদিকে অফিসার পড়ে গেছে গুলি খেয়ে, এক হাতে কষ্টেসৃষ্টে রিলোড করছে। আরেক হাত অকেজো হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। স্থির বাতাসে একটু একটু ধুলো আর ধোঁয়া উড়ছে তখনও। প্রথম যুবক আরও আগেই হারিয়ে গেছে ভুট্টা খেতের মধ্যে। তবে বেশিদূর যেতে পারেনি। পড়ে গেছে। এখনও পড়ে আছে। কম করেও তিনটে গুলি খেয়েছে সে, ভাবল ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট।

বসে থাকো! অফিসারের উদ্দেশ্যে তার মস্তিষ্কের একাংশ চিৎকার করে বলল। *ব্যাক আপ কল করো। বাঁচার চেষ্টা করো!*

ওদিকে অফিসার শুয়ে শুয়ে কোনওমতে রিলোড শেষ করল। ওঠার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। রক্তে মাটির রাস্তা ভিজে উঠেছে। অনেকক্ষণ পর, অনেক কষ্টে উঠে বসল সে। তৃতীয়বারের চেষ্টায় প্যাসেঞ্জার সিটে উঠে বসল। কিছু ধরার চেষ্টা করল, না পেরে বসে থাকল মূর্তির মত। হাত বাইরে ঝুলছে।

এবার মস্তিষ্কের অন্য অংশের নির্দেশে এম ১৬ কাঁধে ঠেকাল সে। স্কোপের ক্রসহেয়ার লোকটার বুকের ঠিক মাঝখানে স্থির করল। *মারো এবার! লোকটা রেড! কমিউনিস্ট!*

বললেও কথাটা মেনে নিতে পারল না সে।

মস্তিষ্কের দুই অংশের বিতর্ক শেষে ট্রিগার টানল ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট। বসে থাকা দেহটা আড়ষ্ট হয়ে উঠতে দেখল। হাত দিয়ে সম্ভবত বুকের ক্ষতটা পরখ করল সে। তারপর আস্তে করে কাত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল লোকটা।

রেডদেরকে মেসেজ পৌঁছে দেয়ার কাজ শেষ।

নাইট সাইট অফ করে কিছুক্ষণ জায়গায় বসে থাকল ইনফ্যান্ট্রি অফিসার। একটু পর ধ্যান ভাঙতে গাছ থেকে নেমে এল সাবধানে। ডিয়ার স্ট্যাণ্ড থেকে মাইলখানেক সরে যাওয়ার পর প্রথম সাইরেনের শব্দ কানে এল তার।

তার পর থেকে যেন তার সৌভাগ্যের দরজা খুলে গেল। চাকরি-ব্যবসা সবকিছুতেই অযাচিত সাহায্য পেয়ে আসছে সে অজ্ঞাত কোনও একটা মহলের। ধাপের পর ধাপ ডিঙিয়ে আজকের এই অবস্থানে পৌঁছেছে সে যেন বাধা-বিঘ্ন-চেষ্টা ছাড়াই, স্রোতের অনুকূলে ভেসে। প্রথম জীবনে যেটুকু ন্যায়-অন্যায় বোধ বা নীতির বালাই ছিল, সে সবই বলী দিয়েছে সে জাগতিক উন্নতির যূপকাষ্ঠে। বর্তমান সমৃদ্ধি হারানোর ভয়ে ভাড়াটে খুনির ভূমিকায় নামতে হয়েছে তাকে আজ।

মানুষের গলা শুনে সচকিত হলো হ্যামিলটন। দ্রুত হাতে সুইচ অন করে চোখ রাখল সাইটে।

আসছে ওরা!

কথা বলতে বলতে কেবিনের দিকে চলেছে মাসুদ রানা ও জন নিউম্যান। পাশাপাশি হাঁটছে, দুই পাহাড়ের মাঝখানের ক্রিকের সরু তীর ধরে আসছে। ওদের কয়েক হাতের মধ্যেই ক্রিকের প্রায় খাড়া কিনারা।

মূক অভিনেতাদের মত মুখ নড়ছে দু'জনের, কথা শোনা যাচ্ছে না যদিও। চমৎকার একটা দৃশ্য। সুপার্ব অপটিকস্,

একদম স্পষ্ট।

সত্তর গজের মধ্যে পৌঁছে গেছে ওরা!

ষাট গজে!

বুক ভরে দম নিল হ্যামিলটন। স্কোপের মধ্য দিয়ে সামনে তাকাল, প্রথমেই রানার উপর চোখ পড়ল। এম ১৬-এর নলে ফিট্ করা ইনফ্রারেড ল্যাম্পের কারণে স্কোপে যে সবুজ আভা ফুটেছে, তাতে ওকেও সবুজ লাগছে—যেন ভিন্ গ্রহের প্রাণী।

সেফটি অফ্ করে মাসুদ রানার বুকের ঠিক মাঝখানে তাক্ করল সে। নড়ছে সামান্য। ট্রিগারের সামান্য ফল্স্ প্লে গুটিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন কোন্ জাদুমন্ত্রবলে স্থির হয়ে গেল স্কোপের ক্রস হেয়ার। প্রস্তুত।

বারো

গাঢ় সবুজের রাজ্য থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এলো ওরা। খোলামেলা জগতে পা রাখতে পেরে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। সামনেই সেই নোংরা কেবিন। ওটার শ্যাওলা পড়া ভিটে আর সামনের উঠোনে নানান বুনো ফুলের গাছ মাথা নাড়ছে।

'লোকটা আমাদের ওপর নজর রাখছে,' বিড়বিড় করে বলল মাসুদ রানা।

'দেখেছি,' জন সায় দিল। 'এতক্ষণ জানালার পাশে ছিল। এইমাত্র সরে গেছে।'

ওরা আরও খানিকটা এগিয়ে যেতে খোলা দরজার কাছে একটা নড়াচড়া দেখা গেল। কেউ এসে দাঁড়িয়েছে ওখানকার

অন্ধকারমত জায়গায়। কিন্তু বের হচ্ছে না। ওরা আরও কয়েক পা এগোতে ফিলিক্স কেলার দেখা দিল। ব্যাটার ভাঙাচোরা চেহারাটা সামনাসামনি আরও অদ্ভুত লাগল রানার। উল্টোপাল্টা সেটিঙের জন্য বিকৃত হয়ে গেছে চিরতরে। দেখলে রি রি করে ওঠে গা।

ফিলিক্সের কোটরে বসা দু' চোখেও তীব্র ঘৃণা ফুটল রানার বাদামি চামড়া দেখে। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল সে ওর দিকে। তারপর হঠাৎ ঝট্‌কা মেরে ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। পরক্ষণে একটা শট গান নিয়ে ফিরে এল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকল ওটাকে পেটের কাছে আড়াআড়িভাবে ধরে।

'থামো!' ধমকে উঠল বুড়ো জেলঘুঘু। রাগে চোখ জ্বলছে। 'এ জমি আমার। এখানে আমার বিনা অনুমতিতে কারও ঢোকার অধিকার নেই। বেরিয়ে যাও এখান থেকে। নইলে গুলি করে পা উড়িয়ে দেব তোমাদের। আউট!'

লোকটাকে সতর্ক চোখে লক্ষ করল মাসুদ রানা। একেবারে শুকনো, চামড়া সর্বস্ব। দাঁত মনে হয় একটাও নেই। দুই মাড়ি পরস্পরের সঙ্গে মিশে থাকায় নাকের নীচের অংশটা দৃষ্টিকটুরকম ছোটো লাগছে। ডেনিম ওভারলস্ পরে আছে সে। পরে আছে বলা ঠিক হবে না। ওভারলসের স্ট্র্যাপগুলো কোনওমতে তার দেহ কাঠামো ধরে ঝুলে আছে, ঢলঢল করছে।

এত ঢোলা যে ওর মধ্যে ফিলিক্সের মত আরও অন্তত চারটে দেহ ঢুকে যাবে। ভীষণ নোংরা। এতই নোংরা, মনে হয় চিমটি দিলেই পুরু ময়লা উঠে আসবে। তেমনই বিচ্ছিরি দুর্গন্ধ বের হচ্ছে ওটা থেকে। আপনাআপনি নাক কুঁচকে উঠল ওদের। আস্ত একটা খবিস ব্যাটা! গোসল করে না কয় মাস? ভাবল রানা।

ওটার বাইরে ফিলিক্সের দেহের যেটুকু বেরিয়ে আছে, তাতে বোঝা যায় ব্যাটার শরীরে হাড় ছাড়া সত্যি কিছু নেই। চেহারাও তেমনি। জ্বলন্ত চাউনি, ঘৃণা আর বিদ্বেষ ছাড়া কিছু নেই

সেখানে।

তার দুই বাহু ভর্তি নানান প্রিজন টাট্টু আঁকা। গালে দুটো গভীর কাটা দাগ আছে। ওগুলোর জন্য চেহারা আরও বেশি ভাঙাচোরা লাগে লোকটার। টুথ ব্রাশের ব্রিসলের মত খাড়া খাড়া চুল। প্রিজনার'স গ্রে রঙের। সব মিলিয়ে সীমাহীন বদখত চেহারা। মুখ অনবরত নড়ছে। কিছু একটা নাড়াচাড়া করছে সে জিভ দিয়ে।

'চলে যাও!' শট গান তুলল লোকটা। 'নইলে গুলি করতে বাধ্য হবো আমি।'

'কিছু জরুরি কথা বলতে এসেছি আমরা,' জন বলল।

'তোমাদের সাথে আমার কোনও জরুরি কথা থাকতে পারে না, মিস্টার,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল ফিলিক্স কেলার। 'কারা পাঠিয়েছে তোমাদেরকে? সিভিল রাইট আন্দোলনকারীরা?' মাথা দোলাল। 'বাজি ধরে বলতে পারি, ওরাই।'

'কেউ পাঠায়নি। আমরা নিজেরাই এসেছি। আর সিভিল রাইট আন্দোলন অনেক বছর আগেই শেষ হয়ে গেছে।'

'এখনও থামো বলছি! নইলে, বাই গড! আমি কিন্তু সত্যি সত্যি গুলি করে বসব।'

'আমি জন নিউম্যান,' শান্ত গলায় বলল জন। 'স্টেট ট্রুপার চার্লস নিউম্যানের ছেলে। নামটা মনে পড়ে?'

থমকে গেল বৃদ্ধ। চেহারার রাগ আর ঘৃণা মুছে গেল। শট গান নামাল সে। 'সো? আমার কাছে কী চাও তুমি?'

'আমার বাবা যেদিন মারা যান,' শান্ত গলায় বলল জন। 'সেদিন সকালের ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করব আপনাকে। এই জন্যই আসা। আর কোনও কারণ নেই।'

গান আরও নামাল লোকটা। কিন্তু এর ফলে তার পেশিতে পেশিতে যে তীব্র ঘৃণা আর ক্রোধ ছড়িয়ে পড়েছে, তা প্রশমিত হলো না। পয়েন্টিং টেরিয়ার প্রভুর ডাকে নিবৃত্ত হলেও তার

শিকারের উৎসাহ যেমন তখনই মিলিয়ে যায় না, অনেকটা সেইরকম অবস্থা হলো লোকটার। চোখ সরু করে একবার জন, একবার রানাকে দেখছে।

'তুমি চার্লস নিউম্যানের ছেলে!'

'হ্যাঁ।'

এক হাত বাঁ গালে উঠে গেল লোকটার। 'দেখো। মরার দিন তোমার গড্যাম ফাদার আমার গালে ঘুসি মেরেছিল। তার ফলে এই অবস্থা হয়েছে আমার চেহারার।'

'আমার ড্যাডি যদি আপনাকে মেরে থাকেন, তা হলে মারটা নিশ্চয়ই আপনার পাওনা হয়েছিল। এবং আমার ধারণা, ওই মারের কথা আপনি জীবনে ভুলতে পারবেন না।'

এ কথায় চুপসে গেল লোকটা। নিজের অজান্তেই এক পা পিছিয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য তার চাউনির ঘৃণা মিলিয়ে গেল দেখে রানা ভাবল, ঢিলটা জায়গামতই লেগেছে। চার্লস নিউম্যান সম্পর্কে যতটুকু জানতে পেরেছে ও, তাতে বুঝতে অসুবিধে হয় না কাউকে অকারণে মেরে-ধরে বেড়ানোর মত মানুষ ছিলেন না তিনি।

কিন্তু মেরেছিলেন কেন? মনে মনে হাসল রানা। করেছিল কী ব্যাটা? জন ঠিকই বলেছে। চেহারার এই হাল হওয়ার কারণ সত্যি যদি চার্লস নিউম্যানের ঘুসি হয়ে থাকে, তা হলে এ কথা জীবনে ভুলতে পারবে না খবিসটা।

'আমার কাছে কী চাও তোমরা? জ্যাক রিচি তোমার ড্যাডিকে খুন করেছে। তোমার ড্যাডি জ্যাক রিচি আর তার কাজিন, মাইক রিচিকে খুন করেছে। এসবের সাথে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।'

'আমরা জানি,' জন বলল। 'আমরা অন্য বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করব আপনাকে।'

'কেন আমি এক গড্যাম নিউম্যানের প্রশ্নের জবাব দিতে

যাব, শুনি?' রেগে উঠল সে। 'থোক্!' করে এক দলা তামাক ফেলল ওদের পায়ের কাছে। 'আইনে কি বলা আছে তোমার প্রশ্নের জবাব আমাকে দিতেই হবে?'

'না, সার। তা নেই,' শান্ত কণ্ঠে বলল জন। 'কিন্তু একটা জিনিস তো আপনি চেনেন নিশ্চয়ই?'

'কী?'

'টাকা?'

একটু বিরতি। 'হুঁম! তো কী?'

রানা মুখ খুলল এবার। 'আপনি আমাদেরকে একঘণ্টা সময় দিন। আমরা আপনাকে টাকা দেবো।'

কুতকুতে চোখে পালা করে ওদেরকে দেখল লোকটা। টাকার কথা শুনেই লোভে পড়ে গেছে বোঝা গেল। 'কত?'

জনের দিকে ফিরল রানা। 'কত?'

'বিশ ডলার।'

'বিশ... !' ভাঙা চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল বৃদ্ধের। 'মিস্টার, আমাকে দেখে কী গর্দভ মনে হয়? বিশ ডলার। হুঁহ্! আমার মুখ খোলাতে হলে কমপক্ষে পঞ্চাশ ডলার দিতে হবে।'

'আমি অমানুষের সাথে দর কষাকষি করি না। বিশ ডলার দেবো বলেছি, বিশ ডলারই সই,' রানার হাত ধরে টানল জন। 'চলে এসো।'

লোকটার দিকে তাকিয়ে রাজি-হলে-না-কেন! মার্কা একটা ভঙ্গি করল রানা, পরক্ষণে জনের টান খেয়ে ঘুরে গেল।

'গড্যাম ইউ, নিউম্যান!' পিছনে চেঁচিয়ে উঠল দাঁতহীন লোকটা। 'ত্রিশ!'

ঘুরে দাঁড়াল জন। 'বলেছি তো আমি ট্র্যাশদের সাথে বার্গেইন করি না। হয় বিশ ডলার নেবেন, আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন, নইলে এক ডলারও পাবেন না। দ্যাট'স ইট।'

'গড্যাম ইউ!'

'কথাটা আরেকবার উচ্চারণ করলে আপনার অন্য চোয়ালটা গুঁড়ো করে দেবো,' শীতল কণ্ঠে বলল জন। 'ড্যাডির বাকি কাজ শেষ করে ফিরব আমি।'

কোনও প্রতিক্রিয়া হলো না লোকটার। গায়েই মাখল না হুমকিটা। 'টাকাটা দেখি!'

ওয়ালেট থেকে একটা বিশ ডলার বিল বের করল সে।

ফিলিক্স কেলার হাত বাড়াল। 'দাও।'

'না। ধৈর্য ধরতে হবে। আমার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এটা পাচ্ছেন না আপনি। কাজ শেষ হলেই দিয়ে দেবো আমি। ওয়াদা ভঙ্গ করার কোনও রেকর্ড নেই আমাদের গুষ্টিতে কারও।'

একটু ভাবল বৃদ্ধ। তারপর তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'সবকিছুতেই প্রথমবার বলে কথা আছে। ঠিক আছে, ভিতরে চলে এসো কিন্তু আমার বেশি কাছে আসবে না।'

তা আর বলতে! মনে মনে বলল রানা।

নড়বড়ে কাঠের ধাপ বেয়ে অন্ধকার কেবিনে ঢুকে পড়ল ওরা। রুমটা মোটামুটি বড়ই, কিন্তু একটা ডাবল বেড আর একটা বড় টেবিল ছাড়া আসবাব বলতে প্রায় কিছুই নেই কেবিনে। ভিতরে একটা গা গুলানো গুমোট, চাপা দুর্গন্ধ। কেবিনে ঢুকতেই সামনে বিমের সঙ্গে পেরেক ঠুকে লাগানো একটা শিং ওয়ালা হরিণের মাথা চোখে পড়ে অনেক পুরনো।

প্রাচীন একটা স্টোভ আছে ঘরের এক কোণে। আগুন নেই। ঠাণ্ডা। দুর্গন্ধওয়ালা গ্রিজের তলায় আসল চেহারা ঢাকা পড়ে গেছে ওটার। এক মাথায় আছে কেবিনের একমাত্র বিছানা—লগের তৈরি মাচানের উপর খড়ের পুরু গদি। উপরে এলোমেলো করে রাখা আছে দুনিয়ার নোংরা কিছু কম্বল। এ ছাড়া আধোয়া কাপড়চোপড়, মৃত জীবজন্তু, মানুষের বর্জ্য প্রভৃতির উৎকট গন্ধ মিলিয়ে অসহনীয় এক অবস্থা এখানকার।

টেবিলে একটা বড় অয়েলক্লথ বিছিয়ে সেটার উপর বসল

ফিলিক্স। জন ওটার আরেক মাথায় এক পা তুলে বসল। রানাকে বিছানায় বসতে ইঙ্গিত করল ফিলিক্স, কিন্তু মাথা নাড়ল ও। দুনিয়ার কোনও কিছুর বিনিময়েই ওই বিছানায় বসবে না।

দরজার কাছে একটু খোলামেলা বাতাস আছে, সেখানে গিয়ে চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ওদের দু'জনের আলোচনায় মন দিল।

'সেদিনের কথা বলুন আমাকে,' জন বলল।

পকেট থেকে এক প্যাকেট রেড ম্যান টোব্যাকো বের করল ফিলিক্স কেলার। খানিকটা বের করে মুখে পুরল। জিভ দিয়ে বেশ কয়েক সেকেণ্ড কসরত করে গোল দলায় পরিণত করল ওগুলোকে, তারপর গাল ও মাড়ির ফাঁকে দলাটা ভরে দিয়ে ঠোঁট চাটল। ছোট্ট একটা টিউমারের মত ফুলে থাকল গালের ওই অংশ। জন তাকিয়ে আছে দেখে বাদামি মাড়ি বের করে হাসল খবিস বৃদ্ধ।

'বেশি কিছু বলার নেই। ব্লু আইয়ের লক-আপে ছিলাম আমরা দুই ভাই। আমি আর ফিলিপ। সেদিন সকালে আমাদের ঘুম ভাঙে সেখানকার মোটকা ডেপুটি, টিম অলিভারের ডাকাডাকিতে। কী নাকি একটা কাজ আছে। তার সঙ্গে যেতে হবে। আগের রাতে একটু বেশি ড্রিঙ্ক করায় বেসামাল ছিলাম। জায়গামত পৌঁছানোর আগে বুঝতেই পারিনি কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি। গিয়ে দেখি তোমার বাবা আগে থেকেই ওখানে অপেক্ষা করছে। আমাদের উপর হুকুম হলো, বনের মধ্যে ঢুকে এক নিগার মেয়ের ডেডবডি খুঁজে বের করতে হবে। চামড়া পোড়া গরম পড়েছিল সেদিন। আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না...'

'তারপর?'

ফিলিক্স এদিক-ওদিক তাকিয়ে কিছু খুঁজল। দুর্গন্ধওয়ালা তরল পদার্থ উপচে পড়া একটা ম্যাক্সওয়েল হাউস ক্যান দেখতে পেয়ে সেটার উদ্দেশে মুখ তাক করে একগাদা থুতু ছুড়ে মারল।

জায়গামতই পড়ল দলাটা। তারপর সেদিনের কাজ সম্পর্কে হড়বড় করে বলে যেতে লাগল। অসহ্য গরম, স ব্রায়ার কাঁটার খোঁচায় রক্তাক্ত হয়ে ওঠা, মশার কামড়, তারপর একটা কালো মেয়ের মৃতদেহ উদ্ধার ইত্যাদি সব বলে গেল এক এক করে।

'একেবারে টসটসে পাকা ফলের মত ছিল মেয়েটা,' বলল সে। 'ফুলে উঠেছিল। সব দেখা যাচ্ছিল। ওর বুক দুটো... ' মাথা নেড়ে নির্লজ্জের মত হাসল। 'ওর গড্যামড লি'ল মাউস। হেহ্ এহ্ এহ্! আজকাল তো ওই জিনিসের ছবি ম্যাগাজিনে হরদম দেখা যায়, কিন্তু তখনকার দিনে... হেহ্ এহ্ এহ্!'

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বিকৃত তৃপ্তি অনুভব করল সম্ভবত। জনের চেহারা রাগে জ্বলে উঠতে দেখল রানা। মনে হলো হাত চালিয়ে বসবে, কিন্তু সামলে নিল।

'ড্যাডি আপনাকে মেরেছিল কেন?'

'কেন আবার? একটা জঘন্য সামবিচ ছিল সে, তাই মেরেছে,' আরেক দিকে তাকিয়ে বলল লোকটা।

'আমার ড্যাডি অনেকের কাছে অনেক কিছুই ছিলেন,' শান্ত গলায় বলল জন। 'কিন্তু কাউকে শুধু শুধু মারতেন না। আপনি সেদিন করেছিলেন কী শুনি?'

একটু একটু করে গোমড়া হয়ে উঠল খবিসটার বদখত চেহারা। ঝামটা মেরে উঠল। 'করব আবার কী! একটা কথা বলেছিলাম, তাতেই খেপে গিয়ে... '

'কথাটা কী?'

এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল ফিলিক্স, কিন্তু জন নাছোড়বান্দার মত জবাবের অপেক্ষায় আছে দেখে শ্রাগ করল।

'কথা তেমন কিছু... মানে, আমি তো আর সত্যি সত্যি বলিনি! এমনিই ঠাট্টা করে বলেছিলাম, মেয়েটা তো আর ভার্জিন নেই, কিছু মনে করবে না, আমি যদি একবার ফ্রি... মানে... এই পর্যন্তই। অমনি মেরে বসল, বাস্টার্ড! আমার গায়ে হাত তোলার

অধিকার কে দিয়েছে তাকে?'

'তাকেই জিজ্ঞেস করেননি কেন? তারপর কী?'

'একটা নিগার মেয়ের জন্য আমার গায়ে হাত তুলল! ওকে খুন করেছে এক বাঙালি। রেপ করে খুন করেছে। সে জন্য ওর মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। তার কিছুদিন পর থেকে ছেলেটার বাবা এমন ভাব করে বেড়াতে লাগল যেন আমেরিকার সংখ্যালঘুদের ত্রাণকর্তা এসেছেন। ব্যস, একদিন মজা বুঝিয়ে দিলাম। শাবল দিয়ে মেরে ঘিলু বের করে দিলাম ব্যাটার। সেদিনের মত তৃপ্তি আর কোনওদিন পাইনি আমি, জানো! তারপর... সাদা চামড়ার কলঙ্ক, প্রসিকিউটর ব্রুস উইলিয়ামস আমার পিছনে খেয়ে না খেয়ে লাগল। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলো আমার। তারপর... '

'ওসব থাক,' বাধা দিল জন। 'সেদিন ড্যাডির মুড ছিল কেমন তাই বলুন।'

'নিগারদের ব্যাপারে বেশি নরম ছিল তোমার ড্যাডি। নিখোঁজ হয়েছে একটা নিগার মেয়ে, অথচ তার হুতাশ দেখে মনে হচ্ছিল তারই মেয়ে বুঝি। বিষণ্ন ছিল সে। সারা সকাল। সেই জন্যই আমি পাল্টা কিছু করিনি। নইলে ফেয়ার ফাইট হলে চার্লসকে আমি হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিতাম।'

পাত্তা দিল না জন নিউম্যান। 'সেদিন কার সাথে বেশি কথা বলেছে ড্যাডি?

'ডেপুটি টিম অলিভারের সাথে। আর ডগ হ্যাণ্ডলার পল মার্টিনের সাথে।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী? মেয়েটার খোঁজে একবার রাস্তা, একবার পাহাড়ের উপরের জঙ্গল, এই করেছে। ওহ্, কী ভীষণ গরমের মধ্যে, গড্যামিট! ওসব নিগারদের কাজ। আমাদের কাজ নাকি? অথচ তোমার ড্যাডি সারাক্ষণ আমার পিছনে লেগে ছিল, যা মুখে আসে বলছিল। তারপর যখন লাশটা পাওয়া গেল, ডেপুটি

টিমকে অর্ডার করল লিটল রক থেকে এই টিম, সেই টিমকে খবর দিতে। যেন ভা-রি একজন ইম্পর্ট্যান্ট পার্সন।'

ওদিকে দু' হাত বুকে বেঁধে দাঁড়াল রানা। দেহের ভর এক পা থেকে অন্য পায়ে নিল। একবার জনকে দেখছে, একবার ফিলিক্সকে। মাথার মধ্যে কী চিন্তা চলছে বোঝা কঠিন।

'মেয়েটাকে খুঁজতে ওখানেই কেন গেলেন তিনি?' রানা প্রশ্ন করল। 'ওখানেই খুঁজতে হবে জানলেন কী করে?'

অনুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল জন নিউম্যান। ভুরু কুঁচকে তাকাল বৃদ্ধের দিকে। সে তাকাল রানার দিকে। কী যেন ভাবছে মনে হলো। আনমনে জিভ নেড়েচেড়ে আবার এক দলা থুতু জড় করল সে, ক্যান লক্ষ্য করে ছুড়ল। কিন্তু এবার মিস হয়ে গেল। ক্যানের একটু দূরে কাঠের মেঝেতে গিয়ে পড়ল দলাটা।

চোখ সরিয়ে নিল রানা। সন্ধে নেমেছে বনে। প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে ঘরের ভিতরটা। আর বড়জোর পাঁচ মিনিট আছে, তারপরই পুরোপুরি নিভে যাবে দিনের আলো। এখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ার তাগিদ অনুভব করল।

'ও, মনে পড়েছে! রুট সেভেন্টিওয়ানের পোক কাউন্টি আর স্কট কাউন্টি লাইনের কাছে টেক্সাকোর একটা বিলবোর্ড ছিল। এক মহিলা শেরিফের অফিসে রিপোর্ট করে, তার দু'দিন আগে সেটার কাছে গভীর রাতে এক যুবককে অস্বাভাবিক আচরণ করতে দেখেছে সে। শেলিও সেই রাতেই নিখোঁজ হয়েছিল! তোমার ড্যাডির তো ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর নেশা ছিল, তাই নিজেই নেমে পড়ল। শেরিফ'স ডিপার্টমেন্টের কাজ নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে খুঁজতে শুরু করে দিল!'

'আর কোনও বিষয়ে কথা বলেননি তিনি?' রানা বলল। 'তাঁর মনের অবস্থা কেমন ছিল?'

'টায়ার্ড ছিল সে,' ফিলিক্স বলল। 'টায়ার্ড ছিল। সব সময়ই

টায়ার্ড থাকত তোমার ড্যাডি।'

'কেন?' রানা বলল।

'কারণ ড্যাড়ি কখনও রুটিন ডিউটি করত না,' জবাবটা দিল জন। 'একবার বাড়ি থেকে বের হলে পনেরো ঘণ্টা, ষোলো ঘণ্টা একটানা ডিউটি করত। কোনও কোনও সময় দু'দিন, তিনদিন পর বাড়ি ফিরত। ড্যাডি বেশি সময় রাস্তায় টহল দিত। স্টেট পুলিশ নেটওয়ার্ক মনিটর করত, স্পিড ব্রেকারদের ওপর চোখ রাখত, কল এলে তাতেও সাড়া দিত,' মাথা নাড়ল। 'মানুষটাকে আমি কখনও বিশ্রাম নিতে দেখিনি। কখনও কাছে পাইনি। না পেয়েছি আমি, না পেয়েছে আমার মা। কাজ ছাড়া কিছু বুঝত না মানুষটা,' চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'হয়তো সে জন্যই মরণ তাড়াতাড়ি এসে চিরবিশ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

কথাটা স্বাভাবিকভাবে বললেও তার ভিতর বেদনার যে গভীরতা ছিল, তা অনুভব করতে পারল রানা পরিষ্কার। মানুষটার জন্য করুণা হলো। ত্রিশ সেকেণ্ড নীরবে কেটে গেল।

'আর কিছু?' জানতে চাইল ফিলিক্স।

জবাব নেই।

'এইটুকুই জানার ছিল?'

এবারও জন কিছু বলল না। বিষণ্ন।

'আর কিছু জানতে চাও না?' মাড়ি বের করে হাসল সে। ভাব করল যেন বিরাট বিজয় হয়েছে তার।

নীরবে উঠে পড়ল জন।

'আমার টাকা, নিউম্যান?'

দশ ডলারের দুটো বিল টেবিলের উপর রেখে নীরবে ঘুরে দাঁড়াল সে। বাইরে এসে থামল ওরা। পোর্চের খোলা বাতাস বুক ভরে টেনে নিতে পেরে প্রাণ ফিরে পেল যেন। আঁধার হয়ে এসেছে এরই মধ্যে। দ্রুত পা বাড়াল ওরা।

'আসলে যা জানতে এসেছিলাম, সে সম্পর্কে তো কিছুই

জানা গেল না,' জন বলল।

'সেটাই বরং স্পষ্ট হয়েছে।'

রানার দিকে ঘুরে তাকাল সে। 'যেমন?'

'যা তাঁর জানার কথা নয়, এমন কিছু জেনে ফেলার অপরাধে মরতে হয়েছিল তোমার ড্যাডিকে,' বলল রানা। 'আমি শিওর। গুরুতর কিছু একটা জানতে পেরেছিলেন তিনি। কিন্তু ক্ষমতাশালী একটা চক্রের পছন্দ হয়নি ব্যাপারটা।'

একটু ভাবল ও। 'তারা তাঁকে থামাতে ব্যর্থ হয়েছে। তারপর নিজেদের চামড়া বাঁচাতে বাধ্য হয়ে তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলেছে। ক্ষমতাশালী ছিল তারা। না হলে এর মধ্যে সিআইএ-কে জড়ানো সম্ভব হতো না। রিচার্ড মিলার একজন আর্মি স্নাইপারকে এর সঙ্গে জড়াতে পারত না। প্রভাবশালী মহলের হাত না থাকলে জ্যাক রিচিকেসহ এত স্টেট-অভ-দ্য-আর্ট গিয়ার... এতকিছু ইনভলভ করা সম্ভব হতো না।'

হাঁটতে হাঁটতে ক্রিকটার তীরে এসে পৌঁছল ওরা। পাশ দিয়ে সরু রাস্তা চলে গেছে। রাস্তা প্রায় ঘেঁষেই গভীর ক্রিক। স্বচ্ছ, ঠাণ্ডা পানি আট-দশ ফুট নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে মৃদু কুল কুল শব্দে। সন্ধে হয়ে গেছে বলে স্পষ্ট দেখা যায় না।

রাস্তায় পা রাখল ওরা। মাথার উপর প্রকাণ্ড ছাতার মত ছেয়ে আছে বিশাল বিশাল গাছ। যতটা না দেখা যায়, তারচেয়ে বেশি অনুভব করা যায়। বাতাস বইছে মৃদুমন্দ। ক্রিকের চলমান পানি, ঝরা পাতার উপর দিয়ে ছোটো ছোটো নিশাচর প্রাণীর আনাগোনা ইত্যাদিসহ বিচিত্র শব্দ কানে আসছে। অন্ধকার যেন গাঢ় কম্বলের মত চারদিক থেকে ঘিরে আছে ওদেরকে।

আরও কিছুদূরে যেতে শব্দটা কানে এল। মস্তিষ্ক অসাড় করা শুষ্ক, ক্যাটকেটে একটা শব্দ উঠল। কাছেই কোথাও।

র‍্যাট্ল্স্নেক!

তেরো

কঠিন সময় যাচ্ছে জুনিয়রের। যত সতর্কতামূলক পদক্ষেপই নিক না কেন, যত আয়োজনই করুক না কেন, কিছুতেই যেন ভরসা পাচ্ছে না সে। অন্যেরা তার প্ল্যান অনুযায়ী সব কাজ করে দেবে, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না সে।

মাসুদ রানা তার পেতে দেয়া সূত্র পড়তে পারবে ঠিকমত? যেখানে যেমন আশা করা হয়েছে, সেখানে সেভাবে হাজির হবে সে জন নিউম্যানকে নিয়ে? ডেপুটি সিডনি হল পারবে সবকিছুর ইতি টানতে, নাকি তার নির্বুদ্ধিতা আর উল্টোপাল্টা কাজের জন্য তাকেও ইতিহাসের অংশে পরিণত হতে হবে?

বিল হ্যামিলটন যে-কাজের জন্য গেছে, সে কাজ ঠিকমত করতে পারবে তো? বুড়ো, নোংরা ফিলিক্স পারবে ওদেরকে কথায় কথায় নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আটকে রাখতে? আপনমনে মাথা দোলাল সে। মন বলল, পারবে।

আর কাউকে না হোক, বুড়ো ফিলিক্স কেলারের উপর আস্থা আছে তার। এই পদের যারা আছে; যাদের জীবনের প্রায় সবটাই কাটে জেলখানার চার দেয়ালের মধ্যে, অস্তিত্বের একেবারে শেষ সীমানায় পৌঁছে গেলেও তাদের জীবনের সলতে নেভে না। জ্বলতে থাকে। যত দিন যায়, না পাওয়ার হতাশা আর বেদনার আগুনে পুড়ে পুড়ে তত কঠিন হয় তারা। আবেগ-বিবেক বিবর্জিত হয়। কলুর বলদের মত দণ্ডের ঘানি টেনে যাওয়া ছাড়া তাদের জীবনে বলতে গেলে আর কোনও লক্ষ্য

থাকে না। জীবন মরণ, দুটোই সমান তাদের কাছে।

তার মন বলছে, এই লোকটার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না। নিজের কাজে ব্যর্থ হবে না সে। তার মত এত অভিজ্ঞ, পোড় খাওয়া এবং কঠোর জীবন যাপনকারী মানুষ এই সামান্য কাজে ব্যর্থ হতে পারে না। তা ছাড়া প্ল্যানটা এমনভাবে খাপে খাপে মিলে গেছে যে ব্যর্থ হওয়ার সুযোগও নেই। বিষয়টা... এক ধরনের বিস্ময়কর মজার খেলাই বলা চলে এটাকে।

রানার চরিত্র বিশ্লেষণ করে এ পর্যন্ত ওর যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা গেছে, তার উপর নির্ভর করেই এত সুন্দর ফাঁদটা পেতেছে সে। রানা চাইলেও সেটাকে এড়িয়ে যেতে পারবে না। সত্যিকারের এক মাস্টারপিস! এ ফাঁদে তাকে পা দিতেই হবে।

'হ্যারি, আছ কোথায় তুমি?'

জেফ সিওয়ার্ডের ডাকে বাস্তবে ফিরে এল সে। ফোর্ট স্মিথ ফেডারালের ফার্স্ট অপারেটিং ভাইস প্রেসিডেন্ট লোকটা। ফোর্ট স্মিথ রিচ বয়'জ ক্লাবের সাপ্তাহিক গলফ ফোরসাম চলছে ক্লিফ ড্রাইভের হার্ডস্ক্র্যাবল কাণ্ট্রি ক্লাবে।

আজকের ফোরসামে আরও আছে ব্রিসটো-র নিল জেমস, অ্যাটর্নিজ-অ্যাট-ল, বার্থোলোমিউ অ্যাণ্ড জেফার্সের হ্যারি ফ্রিড আর অ্যাড়ভার্টাইজিং এজেন্সি ম্যাককোন-ক্যারাথার্সের রজার ডিকন।

তাকে বেকায়দায় ফেলতে পেরে বেজায় খুশি জেফ সিওয়ার্ড, অহেতুক হাঁক-ডাক করে মাঠ গরম করছে। তার বল পিন থেকে তেপ্পান্ন ফুট দূরে পড়ে আছে, দেখল জুনিয়র। হোল এবং তার বলের মাঝখানে রয়েছে এলিভেশন, সুইচব্যাক, স্লোপ আর ফাঁকা জায়গা। এটা আঠারোতম হোল।

তার শেষ শট একটু লো হয়ে গিয়েছিল বলেই ব্যাটা আজ দাঁত দেখাতে পারছে, বিরক্ত হয়ে ভাবল সে। তার হিটটাও হয়েছে তেমনি, পিনের মাত্র কয়েক ফুট দূরে গিয়ে থেমে পড়েছে

বল। দুর্ভাগ্য! নইলে তার সঙ্গে খেলতে এসে আজ পর্যন্ত একবারও জয়ের মুখ দেখার সৌভাগ্য হয়নি ও ব্যাটার।

জেফ সিওয়ার্ড যেমন তার পুরনো বন্ধু, তেমনি শত্রুও। সত্তরের দশকে রেজরব্যাক ফুটবল টিমে একসঙ্গে খেলত তারা। অর্ধাঙ্গিনী বদলের ডিপার্টমেন্টেও পুরোদমে প্রতিযোগিতা 'চলে তাদের—পুরনো মডেল পাল্টে নতুন মডেল ঘরে আনার। অবশ্য ওই ক্ষেত্রে সুন্দরী বাছাই ও রুচির ব্যাপারে তার অনেক মাইল পিছনে পড়ে আছে সে। অনেক ব্যবসাও করেছে তারা একসঙ্গে, লাভ করেছে মিলিয়ন মিলিয়ন। তাই তাদের বন্ধুত্ব দিন দিন গাঢ় হয়েছে।

কিন্তু আজ কোনও কিছুতে পরাজিত হওয়ার মুডে নেই স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। সবদিক থেকেই বিজয়ের খবর শুনতে চায়। তাই বলের কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল সে, বিস্তৃত সবুজ কোর্সের ভাষা পড়ার চেষ্টা করল। একটু পর কী খেয়াল হতে ঘড়ির দিকে তাকাল সে, তারপর হঠাৎ করেই সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে ফেলল। নাহ্, আর ভাল লাগছে না। অনেক হয়েছে। যুদ্ধ করার মত মনোবল আর খুঁজে পেল না সে।

আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, ভাবল জুনিয়র। জেফ সিওয়ার্ডের কথায় ধ্যান ভাংল।

'কোনও লাভ নেই, জুনিয়র। আজ তোমাকে হারতেই হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল সে। 'তোমাকে কখনও বলেছি, পর পর তিনটা গ্র্যাণ্ড ছিনিয়ে নিয়েছি আমি ক্লিনটনের হাত থেকে? সেই দুঃখে সে আমার সাথে আর খেলে না?'

আচমকা বিপারের ভাইব্রেশন শুরু হতে দাঁতে দাঁত চাপল সে। ড্যাম! 'এক্সকিউজ মি।'

একটু দূরে সরে এসে ফোল্ডার বের করল সে। ফোন মেইল পাঞ্চ করল। সঙ্গে সঙ্গে ডেপুটি সিডনি হলের রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠ

শুনতে পেল। 'কল মি, ফাস্ট।'

নাম্বার পাঞ্চ করল সে। 'সিডনি?'

'ইয়েস, সার।'

'রিপোর্ট করো।'

'কাজ শুরু হয়েছে, সার। এইমাত্র জেনারেলকে ড্রপ করেছি আমি। ওরা দু'জন বুড়োর কেবিনে গল্প করছে। আমি ফলব্যাক পয়েন্টে এসে অপেক্ষা করছি। বাই গড, সার! সুপার্ব প্ল্যান করেছেন আপনি। এবার কাজ হতেই হবে।'

আনন্দে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করল তার। এবার যাবে কোথায়, বাছাধন! ভাবল সে।

আরেকটু হলে চরম সবনাশ ঘটে যাচ্ছিল তার। দুই জীবনের সমস্ত অর্জন বেরিয়ে যাচ্ছিল মুঠো গলে। কিন্তু আর চিন্তা নেই। বাকি জীবন নিশ্চিন্তে কাটানো যাবে কাজটা হয়ে গেলে। আর কোনও ভয় তাড়িয়ে বেড়াবে না তাকে।

এখন ছেলেমেয়েরা শিক্ষা জীবন শেষ করে যার যার মত দাঁড়িয়ে গেলে আরেক চিন্তা যাবে। তারপর বর্তমান রানার-আপ আরেকটু বয়স্ক হয়ে গেলে কোনও কাণ্ট্রি ম্যানসনে তার বাকি জীবন কাটানোর শানদার আয়োজন করবে সে। এবং কমবয়সী, কচি দেখে নির্ভেজাল এক মিস আরক্যানসো বেছে নিয়ে বাকি জীবন কাটাবে। আর কী চাই!

'সিডনি, আসল কাজ শেষ হওয়ামাত্র আমাকে খবর দেবে। বুঝতে পেরেছ?'

'ইয়েস, সার।'

'গুড নিউজ?' তাকে ক্যাডি বয়ের কাছে ফোল্ডার ফেরত দিতে দেখে জিজ্ঞেস করল একজন।

'বেস্ট নিউজ।'

খেলা আর গল্প, দু'টোই চলতে লাগল সমান তালে। যদিও স্যাণ্ডার্স জুনিয়রের সমগ্র অন্তরাত্মা একটামাত্র খবর শোনার জন্য

উৎকর্ণ হয়ে রইল প্রতিটা মুহূর্ত।

বলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। সতর্ক চোখে পরীক্ষা করতে লাগল। একেবারে ফ্ল্যাট হয়ে বসে আছে ওটা, যত কৌশল করেই হিট্ করা হোক, লাভ হবে না। হোল পর্যন্ত যাবে না।

'যদি তুমি হিট্ করো,' রজার ডিকন হাসতে হাসতে বলল। 'আর যদি তখনই একটা জেট বোয়িং এসে হাজির হয়, ওটার সোনিক বুমের ধাক্কায় তোমার বল ঠিক পড়ে যাবে। তাই এক কাজ করো। এয়ারফোর্সকে কল করো।'

'ড্যাম!' বিরক্তিতে কপাল কোঁচকাল সে।

'আরেকটা কাজ করতে পারো। বলটাকে অর্ডার করতে পারো ঠিকমত সেট হয়ে বসতে। বললেই হবে, ওটা জানে তুমি কে।'

এক সময় উনিশতম হোলের কাছে পৌঁছল সে সঙ্গের রিচ বয়দের নিয়ে। অত্যন্ত দামি, বারো বছরের পুরনো জর্জ ডিকেল টেনিসি বার্বন-এ চুমুক দিয়ে অন্যের হিটের অপেক্ষা করতে লাগল। আসলে চোখের সামনে যা-ই চলুক, তার সঙ্গে নিজের ভাবনার খুব বেশি সম্পর্ক নেই স্যাণ্ডার্স জুনিয়রের।

সে সশরীরে ক্লিফ ড্রাইভের হার্ডস্ক্র্যাবল কাণ্ট্রি ক্লাবে থাকলেও মস্তিষ্কের একটা অংশকে এখানকার নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন করে সত্তর মাইল দক্ষিণের এক গভীর বনে, ব্যাটলগ্রাউণ্ডের খবরের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত রেখেছে।

'কী ভাবছ, হ্যারি?'

'কিছু না। আরেক রাউণ্ডের অর্ডার দাও।'

এভাবে রাত এগারোটা পর্যন্ত চলল। তারপর আর ধৈর্যে কুলাচ্ছে না দেখে রণে ভঙ্গ দিল সে। ততক্ষণে ভালই নেশা পেয়ে বসেছে। মনোবল সম্পূর্ণ শুষে নিয়েছে বার্বন। এগারোটা বেজে গেল অথচ ডেপুটি কল করল না, এর অর্থ কী? নিজেকে প্রশ্ন করল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র।

কেন কল করল না ব্যাটা? কী চলছে ওখানে? এত নিখুঁত একটা প্ল্যান, সেটাও... !

ভয় আর শঙ্কা পাশে সরিয়ে রেখে গাড়ির দিকে পা বাড়াল সে। দূর থেকে বডিগার্ডদের দিকে তাকাল। আশ্চর্য! তার এত বছরের একান্ত বিশ্বস্ত অনুচর, তারা পর্যন্ত আজ কেমন কেমন করছে না? মেজাজ চড়ে গেল।

'আমি লাউঞ্জে যাচ্ছি,' গলা নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করল। 'বাসায় না।'

'ইয়েস, সার,' বলল একজন। মানুষের গলা মনে হলো না ওটাকে। যান্ত্রিক।

ড্রাইভিং সিটে বসে নতুন কেনা, বহু মূল্যবান, বিশাল বেণ্টলি কনভার্টিবলে স্টার্ট দিল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। গাড়ির ভিতরে ভুর ভুর করছে নতুন-নতুন একটা গন্ধ। খুব মিষ্টি লাগে তার গন্ধটা। কড়কড়ে নতুন টাকার গন্ধের মত। বাঁ দিকে তার প্রকাণ্ড বাড়ি, ধপধপে সাদা রং করা। সেদিকে না গিয়ে ডানে স্টিয়ারিং ঘোরাল সে, তুমুল গতিতে ছুটল ন্যান্সিজ ফ্লেমিঙ্গো লাউঞ্জের দিকে।

অর্ধেক রাস্তা পাড়ি দিয়ে দ্বিতীয় রানার-আপকে ফোন করল জুনিয়র। প্রথম রিঙেই সাড়া দিল সে।

'হ্যালো!'

'বেথ, হানি, একটা জরুরি কাজ দেখা দিয়েছে। রাতেই শেষ করতে হবে, তাই অফিসে চললাম।'

'এত রাতে! তুমি ঠিক আছ তো?'

'একদম ঠিক আছি।'

'শিওর?'

আরে ধ্যাৎ! 'শিওর, শিওর। শোনো, একটা কাজ করো।'

'কী?'

'ভ্যাকেশনের প্ল্যান করো। পুরো ফ্যামিলিসহ যাব আমরা।

দুই ফ্যামিলি। হাওয়াইতে। ওখানকার একটা দ্বীপ ভাড়া নিয়ে নেব, কেমন? তোমার মা-ও যাবেন। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে, হানি।'

'আর তোমার ভাই। সে-ও যাবে।'

ফোন রেখে দিল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। রজার্স অতিক্রম করে এসে শহরের দিকে বাঁক নিল। শহরে ঢুকে আবার ডানে ঘুরে মিডল্যাণ্ড বুলেভার্ডে পড়ল। তারপর মাইল দেড়েক যেতেই ন্যান্সিজ। দিনে যেমন থাকে, এখনও তেমনি ফাঁকা আছে তার পার্কিং প্লেস। গাড়ি থেকে ঠিকমত নামতে পারেনি সে, তার আগেই দুই বডিগার্ড যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হলো।

দড়াম করে দরজা খুলে লাউঞ্জের ভিতর ঢুকল সে। ছয় মাতাল ও চার পুল খেলোয়াড় ঘুরে তাকাল। ভিতরে এসে নাইট বারকিপার ফ্রেডের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল সে, 'কফি!'

অফিসের চিরচেনা পরিবেশে এসে ভাল লাগল। টেনশন কিছুটা দূর হলো যেন। এখানকার পৃথিবী বেশ ছোটো, একমাত্র তারই রাজত্ব চলে এখানে। স্যাণ্ডার্স সিনিয়রের পুরনো ডেস্কে বসল সে। চেয়ারটা বেশ আরামদায়ক। সামনের সবুজ ব্লটারের উপর ফোল্ডারটা রেখে তাকিয়ে থাকল ওটার দিকে।

প্রতি মুহূর্তে আশা করছে এই বাজল! এই বাজল!

কিন্তু না। সেরকম অলৌকিক কিছু ঘটল না।

কী চলছে ওখানে? সিলিঙের দিকে তাকিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করল সে। কেন জানাচ্ছে না ডেপুটি? কী ধরনের লড়াই চলছে হ্যামিলটন আর মাসুদ রানার মধ্যে? সুখবরের আশায় অপেক্ষা করতে করতে ধৈর্য হারানোর অবস্থা হলো তার। ক্রমে মনের ভিতর আতঙ্ক এসে বাসা বাঁধতে শুরু করল নিজেরই অজান্তে।

একটু পর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল সে, তার অবচেতন মন বিকল্প প্ল্যান আঁটতে শুরু করে দিয়েছে দেখে।

কে যেন কানে কানে বলল এসে—মাসুদ রানা মরেনি। বেঁচে

আছে সে। বরং হ্যামিলটন আর সিডনি মরেছে। না, তারচেয়েও ভয়ের কথা, সিডনি ধরা পড়েছে রানা আর জনের হাতে। নির্যাতন করে তার মুখ থেকে সমস্ত তথ্য আদায় করে নিচ্ছে ওরা। তারপর কী হবে? কী করবে ওরা?

তাকে ধরতে আসবে, আর কী করবে!

কাঁচের দরজার ওপাশে বসা বডিগার্ডদের ইশারায় ডাকল জুনিয়র। 'শোনো, এক টাফ ইয়াংম্যান আমার পিছনে লাগবে হয়তো, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে। আমি শিওর নই, আশঙ্কা করছি। কাজেই তোমাদেরকে প্রতি মুহূর্তের জন্য রেড অ্যালার্টে থাকতে হবে। বুঝতে পেরেছে?'

'ইয়েস, সার।'

'আপাতত কণ্ডিশন ওয়ানে থাকব আমরা,' বলল সে। 'কাজেই সে ক্ষেত্রে উপযুক্ত সাপোর্ট টিমের প্রয়োজন হবে। যেমন এরিয়াল সার্ভেইলান্স, মোশন ডিটেক্টরস, এইসব আর কী! আমি হাল ছাড়ব না। বিনা যুদ্ধে হার মানব না। বুঝলে?'

'যদি সে আসে, আমরাও তাকে ছাড়ব না, সার।'

তা হলেই ভাল, মনে মনে বলল জুনিয়র। সেটাই ভাল হবে। মুখোমুখি হতে হবে ওই দুজনের, তারপর চিরতরে শেষ করে ফেলতে হবে ঝামেলা।

বিকারগ্রস্তের মত হাসল সে। নিঃশব্দে। মাসুদ রানা সম্পর্কে ওয়াশিংটন ডি সি থেকে যে সমস্ত ভীতিকর তথ্য জানানো হয়েছে তাকে, তাতে লোকটার সঙ্গে লড়াই করবার ইচ্ছা প্রকাশ করাও তার জন্য ধৃষ্টতা হবে। তারচেয়ে মনে হয় রেললাইনে গলা পেতে দেওয়া অনেক ভাল।

ফোনটার দিকে চোখ গেল। বাজে না কেন ঘোড়ার ডিমটা? ড্যাম ইউ! ঘণ্টী বাজাও।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে যেতে লাগল। খবরের কাগজ পড়ে সময় কাটাবার চেষ্টা করল সে। কিছুক্ষণ হিসেব কষার ভান

করল। কফি কত কাপ গিলল তার হিসেব নেই। সিনিয়রের পুরনো সাদা-কালো টিভি দেখল যতক্ষণ ধৈর্যে কুলায়। অল্প কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়েও পড়েছিল, হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল আকাশ ফরসা হয়ে উঠতে শুরু করেছে দেখে।

পায়ে পায়ে লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে এল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। দুই কোমরে হাত রেখে চোখ বোলাল মরা পাইথনের মত নেতিয়ে পড়ে থাকা প্রশস্ত বুলেভার্ডের এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত। কেউ নেই। একটা কুকুরও না।

অবাক না হয়ে পারল না সে। আরক্যানসো-র নর্থ ফোর্ট স্মিথ নামের বস্তিটা যে দিনের শুরুতে এরকম জনমানবহীন, নিষ্প্রাণ থাকে, তা আজই প্রথম চোখে পড়ল। কিন্তু সে জানে তার এই মনোভাব কৃত্রিম। সত্যিকারের নয়। এ হচ্ছে অবসাদ, ক্লান্তি, হতাশা আর হেরে যাওয়ার অনুভূতির মিশ্রণ।

নিজের জন্য করুণা হতে লাগল জুনিয়রের। পরিস্থিতি হয়তো আর নিয়ন্ত্রণে নেই তার, ভাবতে না চাইলেও এসে পড়ছে ভাবনাটা। সব আশা-ভরসা শেষ হয়ে গেছে। অথচ...

বাবার কথা ভাবল সে। কী মহান এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন! তাঁর দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর কথা মনে পড়ল। কে হত্যা করেছে অমন এক ভালমানুষকে? স্ত্রী, পাঁচ ছেলেমেয়ের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। হার্ডস্ক্র্যাবলের গলফ খেলার সঙ্গীদের কথা ভাবল।

নিজের জন্য বুক চাপড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হলো জুনিয়রের। মাসুদ রানা বা জন নিউম্যান তার প্রাণটা কেড়ে নিতে আসছে? সে জানে না তার স্নেহশীল বাবাকে কে হত্যা করেছে, তার সন্তানরাও কি জানবে না কে বা কারা তাদের প্রিয় ড্যাডিকে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে?

পাশাপাশি দু'টো মুখমণ্ডল দেখতে পাচ্ছে সে। একটা সরু চোখের, লম্বাটে মুখ, বিষণ্ন চোহারা। অনেক বছর দেখা নেই, তবে চেহারাটা মোটামুটি চেনা আছে তার। অন্য মুখের শুধু

আদলটা দেখা যাচ্ছে। চেহারার জায়গা আবছা। কারণ ওই চেহারা জীবনে কখনও দেখেনি সে।

তার মৃত্যুদূত সম্ভবত? তার প্রাণ, তার দুই পুরুষের যাবতীয় অর্জন ছিনিয়ে নিতে আসছে? জুনিয়রের মস্তিষ্কের এক অংশ বলছে ক্রেইগহফের দুই ব্যারেলের গুলিতে দুটো মুখই চুরমার করে দেয় সে। পাঁচ ফুট দূর থেকে সাড়ে সাত নম্বর রেমিংটন বার্ড শট ফায়ার করলে ছড়াবার সুযোগ পাবে না, প্রতি সেকেণ্ডে বারোশ' ফুট গতিতে আঘাত করবে কয়েকশ' ছররা। ফলাফল হবে সম্পূর্ণ বিধ্বংসী।

কিন্তু ভাবনাটা ঘষামাজা করার আগেই মন দুর্বল হয়ে গেল তার। লড়াই করার উদ্যম, মনোবল, সব ফুরিয়ে গেছে। ধার কমে গেছে পৌরুষের। এখন তার সাহায্য প্রয়োজন।

ফিরে এসে ফোনের দিকে তাকাল আবার। আর পারা যাচ্ছে না। সুসংবাদ বা দুঃসংবাদ যেটাই হোক, জানতে হবে। এই লুকোচুরি খেলা আর সহ্য করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। ঘড়ি দেখল জুনিয়র। সাতটা বেজে গেছে।

ডেপুটির নাম্বারে ডায়াল করল সে কাঁপা হাতে। একবার রিং হলো, দ্বিতীয়বার রিং হলো, তৃতীয়বার হলো... জুনিয়র বুঝে নিল, সর্বনাশ যা হওয়ার হয়ে গেছে। আতঙ্কিত হয়ে উঠল সে। কিন্তু না! ধড়াশ করে উঠল বুকটা—পরের রিঙে সাড়া দিল ডেপুটি।

'ইয়েহ্?'

'করছ কী তুমি, সিডনি?' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'খবর কী?'

নীরবতা। স্যাণ্ডার্স জুনিয়রের মনে হলো জিওলজিকাল সময়ের হিসেবে দীর্ঘ কাল পেরিয়ে গেল... উত্তর মেরু থেকে বরফ যুগ এগিয়ে এসে আবার ফিরে গেল... সমগ্র প্রাণিজগৎ সৃষ্টি হলো এবং তা বাষ্প হয়ে উবে গেল... নানান সভ্যতার উত্থান হলো, পতনও ঘটল, তারপর স্বর ফুটল সিডনি হলের।

'কাজ শেষ। দুটোই খতম।'

'গড্যামিট! আমাকে জানাওনি কেন?'

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, সার!'

'ঘুমিয়ে পড়েছিলে! আমাকে এই অবস্থায়... কী বলছ তুমি! আমার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার কথা ছিল না?'

'ইয়েস, সার। সরি, সার। আমি... '

'জেনারেল ঠিক আছেন তো?'

'ইয়েপ্!'

'ওদেরকে কবর দিয়ে জেনারেলকে তার জায়গায় ফিরে যেতে বলো। তুমিও এক হপ্তার জন্য গায়েব হয়ে যাও। পরের সপ্তাহে যোগাযোগ করবে। ঠিক আছে?'

'ইয়েস, সার।'

সুইচ অফ করে দিতেই বেজে উঠল ডায়াল টোন। এই টোন আজকের মত আর কখনও এত মিষ্টি, এত সুরেলা লাগেনি তার কানে। বুকের ভিতর চাপা উল্লাস অনুভব করল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র।

চোদ্দ

কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিল জন নিউম্যান, কিন্তু মাথার উপর আচমকা আকাশ ভেঙে পড়ায় বলা আর হলো না।

রানা ছিল তার ডানে, পাহাড়ের দিকে। জন ছিল ক্রিকের দিকে। পেন্সিল টর্চের সরু আলোয় পথ দেখে সাবধানে হাঁটছিল কথা বলতে বলতে। সবকিছু আচমকা বদলে গেল।

গায়ের রোম দাঁড় করানো শব্দটা কানে যাওয়ামাত্র ঝাঁপ দিল মাসুদ রানা। জন কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাঁ কাঁধের জোর ধাক্কায় তার ভারসাম্য টলিয়ে দিল। লাঠি ছুটে গেল হাত থেকে। পরক্ষণে ক্রিকের ঢাল বেয়ে এলোপাতাড়ি পা ফেলে ঠাণ্ডা, কালো পানির দিকে ছুটল দু'জনে।

বেমক্কা গুঁতো খেয়ে, আর হঠাৎ পায়ের নীচে মাটি না পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল মেরিন, কিন্তু তার মধ্যেও একটা অস্বাভাবিক শব্দ শুনতে পেয়েছে সে। কানের একদম পাশে বাতাসে চাবুক মারার মত।

কিন্তু নিশাচর পোকা-মাকড়ের কলতানে বনের পরিবেশ আগে থেকেই মুখরিত ছিল, তার উপর এ ধরনের কোনও আশঙ্কা ছিল না ওর মনে, তাই শব্দটাকে আলাদা করে শনাক্ত করতে পারেনি।

তবে দুর্ঘটনায় মরতে মরতে বেঁচে ওঠা মানুষের যেমন মুহূর্তের মধ্যে অনেক কিছু দেখার-বোঝার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য হয়, জনেরও তাই হলো। অন্ধকার হয়ে গেলেও এইমাত্র ওরা যেখানে ছিল, তার ঠিক তিন ফুট পিছনের মাটি লাফিয়ে উঠতে দেখল সে। ধুলোমাটি আর ছোটো ছোটো গাছের পাতার সঙ্গে ছিন্নভিন্ন শিকড় উড়ল, কয়েকবার। এতই দ্রুত ঘটল ব্যাপারটা যে বিশ্বাস করা কঠিন।

ঠাণ্ডা পানিতে পড়ামাত্র সারা শরীরে লক্ষ-কোটি সুঁই ফুটল যেন। শিউরে উঠল জন। কয়েক ঢোঁক পানি গিলে ফেলল নিজেরই অজান্তে। তলিয়ে যেতে লাগল সাঁ সাঁ করে। নামতে নামতে পাতালপুরীতে পৌঁছে যাওয়ার অবস্থা, দম ফেটে মরার দশা, এই সময় রেহাই মিলল। উঠতে শুরু করল সে।

কিন্তু ঠিকমত মাথা তোলার সময় পেল না, জোর এক ধাক্কায় তাকে ক্রিকের অপর পারের দিকে ঠেলে দিল রানা। ততক্ষণে আরও তিনবার বিস্ফোরিত হয়েছে ওপরের ঘাস-মাটি।

তীরে পৌঁছে একটা শিকড় থাবা দিয়ে ধরে দম নিতে লাগল জন। রানাও সরে এল সেখানে। ক্রিকের পাড় এখানে কম করেও আট-দশ ফুট উঁচু, তাই আপাতত নিশ্চিন্ত।

'স্নাইপার!' ফিসফিস করে বলল জন।

'হ্যাঁ,' চোখ ডলে পানি সরাল মাসুদ রানা। 'কেবিনে যাওয়ার সময় সামনে একটা উঁচু জায়গা দেখেছিলাম। লোকটা নিশ্চয়ই ওখানে আছে। তার ইনফ্রারেড আলো ডেকে এনেছে র‍্যাটল-স্নেক।'

'আরেকটু হলেই মরেছিলাম।'

চারদিক নীরব। শব্দ নেই। হঠাৎ আলোড়নে পোকামাকড়ও ডাকতে ভুলে গেছে যেন। ঠাণ্ডা পানির কামড়ে ওদের হাত-পা অসাড় হয়ে আসতে শুরু করেছে।

লোকটার রাইফেলে ইনফ্রারেড আলোর ব্যবস্থা আছে, ভাবছে রানা। ওদের কাছে নেই। লোকটা কে তা তো বোঝাই যাচ্ছে। হ্যামিলটন ওদেরকে স্পষ্ট দেখেছে, ওরা তাকে দেখেনি। ওরা এমনকী জানেও না সে এখানে। অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল। এর হাত থেকে বাঁচার উপায় খুঁজতে লাগল ও মরিয়া হয়ে।

'কে লোকটা?' চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল জন, 'জেনারেল হ্যামিলটন?'

'অবশ্যই!'

'কিন্তু সে কী করে জানল আমরা এখানে আসব?'

'তা নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে।' ক্রিক বেডের দুই মাথার দিকে তাকাল রানা। 'আগে প্রাণটা বাঁচানো দরকার।'

গাড়িটা যেখানে রেখে এসেছে, সেখান থেকে ক্রিকের দূরত্ব আন্দাজ করার চেষ্টা করল। বোঝার চেষ্টা করল ওই পর্যন্ত নিরাপদে, তাড়াতাড়ি কীভাবে যাওয়া সম্ভব। রাইফেলটা গাড়িতে রেখে এসেছে রানা। .৪৫ সঙ্গে এনেছে। কিন্তু এখন বোঝা

যাচ্ছে ওটাই বেশি জরুরি ছিল।

'ঠিক আছে। আমাদের আলাদা হয়ে যেতে হবে। জন, তুমি ক্রিক বেড ধরে স্রোতের দিকে হাঁটতে থাকো। লোকটা আমাদের খুঁজছে। কাজেই শব্দ না করে, মাথা নিচু করে হাঁটবে। পানি ছেড়ে ভুলেও উঠবে না। আমি চললাম উল্টোদিকে। ঠিক চার মিনিট পর আমি শব্দ করে হাঁটতে থাকব যাতে আমার দিকে নজর দেয় হ্যামিলটন। কিন্তু তুমি হাঁটবে নিঃশব্দে।'

'কিন্তু তুমি ঝুঁকি... '

'চিন্তা কোরো না। আমি ঠিকই থাকব। তোমাকে যা বলছি তা-ই করো।'

'আচ্ছা।'

'এখান থেকে অন্তত দু-শ' গজ সরে গিয়ে পারে উঠে বনের মধ্যেই রাত কাটাবে তুমি। অন্ধকারে ঘোরাঘুরি করবে না, হ্যামিলটনের চোখে পড়ে যাবে। মনে রেখো, তার রাইফেলে ব্ল্যাক লাইট ফিট করা আছে।' পকেট কম্পাসটা তার দিকে এগিয়ে দিল রানা।

'এই নাও। এটার সাহায্যে বন থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে। দিনের আলো ফুটলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রুট টুসেভেণ্টিওয়ানে গিয়ে পুলিশকে এদিকের ঘটনা খুলে বলবে।'

'আর তুমি?'

'আমি গাড়ির কাছে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করব,' রানা বলল। 'রাইফেলটা দরকার।' একটু থামল। 'বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে আবার দেখা হবে।'

ওদিকে হ্যামিলটন লোকটা রাগ, হতাশা বা আতঙ্ক, কিছুই বোধ করল না। নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দিল না বা লোক দুটো সময়মত অনেক যত্ন নিয়ে ছোড়া তার প্রথম .২২৩ লং রেঞ্জ স্পিড মার্চেন্টকে অবিশ্বাস্যভাবে ব্যর্থ করে দিল দেখে অবাকও

হলো না। দ্রুত হাতে লক্ষ্য শুধরে নিয়ে আবার গুলি করল সে, কিন্তু ততক্ষণে ওরা ক্রিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাই পরের চারটে রাউণ্ডও মিস হয়ে গেল।

স্কোপের বৃত্তের মধ্যে উজ্জ্বল সবুজ দেখাচ্ছে সামনের দৃশ্যটা। কেবল সবুজ লতাপাতা মাথা দোলাচ্ছে সেখানে। আর কিছু নেই। হ্যামিলটনের মনে হলো টিনটেড ফোটোগ্রাফিক নেগেটিভের দিকে তাকিয়ে আছে সে। প্রায় অ্যাকুয়ামেরিন এক জগৎ, ইনফ্রারেড সার্চলাইটের আলোয় প্রায় দিনের মত ঝলমল করে জ্বলছে।

ক্রিক বেডের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে আনল হ্যামিলটন। বুঝতে পারছে, এ সময়ে বসে থাকার অর্থ যে আত্মহত্যা করা, এই সাধারণ বুদ্ধি মাসুদ রানা লোকটা অবশ্যই রাখে। অতএব তাকেই জায়গা ছেড়ে নড়তে হবে। নড়তেই হবে। এখন প্রশ্ন হলো, কীভাবে কী করবে সে?

হ্যামিলটনের কাছে ক্রিক বেডটাকে সরু একটা ট্রেঞ্চের মত লাগছে। নিজের অবস্থান থেকে ওটার তিনশ' ফুটের মত দেখতে পাচ্ছে সে। তার মধ্যে একশ' ফুট জায়গায় পানি একটু বেশি। কেউ ইচ্ছে করলে ওর মধ্যে ডুব দিয়েও থাকতে পারে।

অথবা সাপের মত বুকে হেঁটে এ-মাথা নয় ও-মাথা, যেদিক দিয়ে খুশি সরে পড়তে পারে। অথবা তীরে উঠে বনের মধ্যে লুকিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু তা করতে গেলে তাকে দূরের পাহাড়টার গা বেয়ে উঠতে হবে। ওদিক দিয়ে মাসুদ রানা অবশ্যই উঠবে না। কারণ সে বোঝে, তা হলে তাকে সবুজ চাদরে বসে থাকা প্রজাপতির মত গেঁথে ফেলবে সে।

অতএব ওই কাজ লোকটা কখনও করবে না। সে যে কোনও এক মাথা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। সে ক্ষেত্রে এই সিস্টেম নিয়ে সমস্যায় পড়তে হবে হ্যামিলটনকে। কারণ একটা অদৃশ্য আলোর বিমের উপর নির্ভরশীল এটা। ফোকাস

থেকে শক্তি অর্জন করে। কিন্তু ক্রিকের উভয় প্রান্তের দূরত্ব এর ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি। অত শক্তিশালী নয় এটা।

তাই তাকে প্রতি মুহূর্ত লোকটার খোঁজ চালিয়ে যেতে হবে। একবার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাতে হবে, পরমুহূর্তে ও-মাথা থেকে এ-মাথা পর্যন্ত। অথবা রানা কোনটা করবে বুঝে নিয়ে সেইমত প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

এক সময় তার মনে হলো, ঢাল বেয়ে ট্রেঞ্চের নীচের মাথায় গিয়ে অপেক্ষা করলেই বোধহয় ভাল হবে। তা হলে সে এক জায়গায় বসেই পুরো ট্রেঞ্চের উপর নজর রাখতে পারবে। না। কাজটা নিঃশব্দে করা সম্ভব নয়। শব্দ হবেই।

তারচেয়ে ধৈর্য ধরে বসে থাকাই বরং ভাল। অ্যাডভান্টেজ অনেক আছে, নিজেকে বোঝাল সে। জায়গা ছেড়ে নড়তে গিয়ে সেগুলো নষ্ট করা ঠিক হবে না। মনে বল রাখো। স্ক্যানিং চালিয়ে যাও। যাবে কোথায়...

হঠাৎ ট্রেঞ্চের শেষ মাথায় একটা নড়াচড়া টের পেয়ে ঝট্ করে ওদিকে গান মাজল ঘুরিয়ে দিল হ্যামিলটন। ক্রস হেয়ারে মাথাটা দেখতে পেয়ে দাঁত বেরিয়ে পড়ল।

হেড শট, ভাবল সে। পাকা তরমুজের মত একেবারে ছত্রখান হয়ে যাবে!

অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ট্রিগার টানতে শুরু করল সে। সামান্য স্ল্যাকটুকু টেনে নিয়ে তৈরি হলো স্নাইপার, এখন ট্রিগারে আধ আউন্স টান পড়লেই বেরিয়ে যাবে মৃত্যুদূত।

ক্রিকের ভিতর দিয়ে পানি ঠেলে চলতে শুরু করল দুজন দুই দিকে। সজাগ, সতর্ক, কোণঠাসা। দশ গজ গিয়ে পিছন ফিরে দেখল জন, অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে রানা, নিঃশব্দে।

এবার নিজের চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর বোলাল জন। আঁধার ফুঁড়ে দেখার চেষ্টা করল। সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়ায় একটু ভয়

ভয় করছে। একজন ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্নাইপার ওয়ার্ল্ড ক্লাস গিয়ার নিয়ে তাদেরকে শিকার করতে বেরিয়েছে, অন্ধকার থেকে যে-কোনও মুহূর্তে শব্দহীন মৃত্যু ছুটে আসতে পারে, ভয় না পাওয়াটাই বরং অস্বাভাবিক।

সৈনিক হলেও গেরিলা টাইপের জাঙ্গল ওয়ারফেয়ারের বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই জনের। চাকরি জীবনে যা কখনও প্রয়োজন হয়নি, তা অবসর জীবনে এসে অর্জন করার মত ঠেকায় পড়তে হবে, এইরকম পরিবেশে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে, দুঃস্বপ্নেও কখনও ভাবেনি। তবু ভয় দূরে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করল জোর করে। রানার হাঁটার শব্দ শোনার জন্য কান দুটো খাড়া।

একটু একটু করে বুকে হেঁটে এগিয়ে চলল সে। কিছুটা গিয়ে আবার ক্রিকের এ-মাথা ও-মাথায় চোখ বোলাল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হাত-পা অসাড় হয়ে আসছে, কিন্তু ব্যাপারটাকে আমল দিতে চাইল না। ঠাণ্ডা, ভয়, অন্ধকার, সব ভুলে থাকতে চাইল। কিন্তু পারল না। সার্বক্ষণিক মৃত্যু-আশঙ্কা চাইলেই ভুলে থাকা যায় না।

কাদা পানি আর এবড়োখেবড়ো, কর্কশ পাথরের উপর দিয়ে বুক ঘষে এগিয়ে যাচ্ছে জন এক ফুট, দুই ফুট করে। শীতে কাঁপছে। আতঙ্কে কাহিল দশা। লাঠিটা হারিয়ে কোমরের ব্যথাটা অনেক বেড়ে গেছে। দপ দপ করছে এখন। সহ্য করে নেওয়ার চেষ্টা করল।

বেখেয়ালে নাকে পানি ঢুকে যেতে উঁচু হওয়ার চেষ্টা করল সে। অজান্তেই খক্ করে উঠল। শেষ মুহূর্তে বিপদ টের পেয়ে সামাল দেয়ার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু একটু শব্দ হয়েই গেল। আধহাত জিভ বের করে জায়গায় জমে থাকল জন। কেউ শুনে ফেলেনি তো? জমে যাওয়া আঙুল পাথরে ডলল।

একটু পর দম হারিয়ে চিত হলো সে। ব্যথাটা ভোগাতে শুরু

করেছে। ক্রিকের অপর মাথা দেখার চেষ্টা করল। কালো পানি আর খাঁড়ির দেয়াল ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না। সামনের অবস্থাও এক। হঠাৎ করে হতাশায় মন ছেয়ে গেল জনের। হাত-পা ছেড়ে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হলো। ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসছে।

'হাউডি, দেয়ার! ড্যাডির বুকের মানিক কেমন আছে ...?'

সশব্দে চমকে উঠল জন নিউম্যান। ত্রস্ত চোখে এদিক ওদিক তাকাল। ড্যাডি! তার অন্তরাত্মা চিৎকার করে উঠল। ড্যাডি!

সাড়া নেই।

ড্যাডি! ড্যাডি! ড্যাডি! ড্যাডি! মনে মনে তারস্বরে ডাকছে জন, দর দর করে পানি গড়াচ্ছে দু' গাল বেয়ে। সাড়া নেই।

কান্নার বেগ বেড়ে গেল তার। ভেজা ভেজা পর্দার গায়ে অতীতের একটা দুঃস্বপ্ন ভেসে উঠল।

নীচতলা থেকে ভেসে আসা কথাবার্তার শব্দে ভোরের দিকে ঘুম ভাঙল জন নিউম্যানের। দিনের আলো ফুটতে তখনও বেশ দেরি আছে। ওর মনে হলো নীচে পার্টি বা মিটিং চলছে। চোখ পিটপিট করে ঘুম তাড়াল সে। বিভ্রান্ত। ভয় ভয় করছে।

'ড্যাডি!' ডাকল জন। 'ড্যাডি!'

বাইরে একটা গাড়ি এসে থামল। তারপর আরও একটা। মাকে শব্দ করে কাঁদতে শুনল জন, কাঠের সিঁড়িতে একজোড়া ভারী পায়ের আওয়াজ উঠল। ফ্লোরবোর্ডের ক্যাঁচকোঁচ আর চামড়ার তৈরি নতুন স্যাম ব্রাউন বেল্টের মশ মশ শুনতে পেল। সেই সঙ্গে ব্যানিস্টারের চাপা আর্তনাদ।

এসব তার অনেক পরিচিত। হাজারবার শুনেছে। কিন্তু পায়ের আওয়াজটা আজ অন্যরকম লাগছে। তার ড্যাডির চেয়েও ভারী। কে হতে পারে! উঠে বসল জন। ঘরে ঢুকল অচেনা একজন স্টেট পুলিশ। খোলা জানালার বাইরে ঝিঁঝি পোকার

দল তারস্বরে ডাকছে। আকাশে তারার বাজার বসেছে যেন।

দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল ড্যাডির মত ইউনিফর্ম পরা সেই অফিসার। 'তুমি জন নিউম্যান, রাইট?'

'ইয়েস, সার।'

'আমি ভেতরে আসতে পারি, জন? তোমার সাথে কিছু ম্যান টু ম্যান কথা আছে।'

মাথা দোলাল ও। বুঝতে পারছে কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে। শব্দ শুনে মনে হলো, আরও একটা পুলিশ কার থামল বাড়ির সামনে।

'আমি মেজর জন ব্যাণ্টিন, সান,' বলল লোকটা। 'তোমার ড্যাডি... তোমার ড্যাডি...'

একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকল জন। কীভাবে যেন বুঝে ফেলেছে কী বলতে এসেছে লোকটা।

'তোমার ড্যাডি আর বেঁচে নেই, সান। সে এখন স্বর্গে আছে, সমস্ত ভাল পুলিশম্যান লাইন অভ ডিউটিতে থাকার সময় মৃত্যু হলে যেখানে যায়।'

'ডিউটি?' বোকার মত তাকিয় তাকল জন। 'ডিউটি কী?'

'ডিউটি?' নাক টানল মেজর। চোখ মুছল। 'আমি নিজেও জানি না, সান। যারা তোমার ড্যাডির মত স্পেশাল মানুষ, যারা কর্তব্য আর সততাকে কেন্দ্র করে বাঁচে, তারা জানে। তোমার ড্যাডি সত্যিকার একজন হিরো ছিল। তার মত... ' থেমে গেল লোকটা। চোখ ঢেকে কাঁদছে। বিড়বিড় করে বলছে কী সব।

কফিনে শোয়ানো ড্যাডির মরা মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল জনের... অনেক দূরে কোথাও রয়েছে সে... একটা হালকা ধোঁয়াটে পর্দার আড়ালে... মুখে মৃদু হাসি...

পিঠের উপর শক্ত কিছুর গুঁতো খেয়ে চমকে উঠল জন। ব্যথায় চেহারা বিকৃত হয়ে গেল। ঝট্ করে ঘুরে তাকাতে একটা শট গানের মাজল দেখতে পেল, তার কানের নীচে ঠেসে ধরে

আছে কেউ। আরেকটু মুখ তুলল জন।

'হেহ্, এহ্, এহ্!' হাসল ফিলিক্স। 'এই ঠাণ্ডার মধ্যে তুমি কী করছ, বাছা? তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান আমি। চলো, চলো!'

ঘড়িতে চোখ বোলাল মাসুদ রানা। মিনিট পেরিয়ে চলেছে এক এক করে। গত পাঁচ মিনিট ধরে পানিতে ছপাৎ ছপাৎ শব্দ করে চলবার পর একটা বোল্ডারের আড়ালে বিশ্রাম নিচ্ছে ও।

শরীরের নীচের অর্ধেক খাঁড়ির পানিতে, উপরের অর্ধেক ডাঙায় রেখে হাঁপাচ্ছে ও। তড়িঘড়ি করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়াটা বোধহয় ভুলই হয়েছে। সামনে-পিছনে অন্ধকার—কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না রানা। কিন্তু খুনি জেনারেলের জন্য এটা কোনও সমস্যা নয়। অনেক দূর থেকে পরিষ্কার দেখতে পাবে সে ওদের।

পাহাড় ডিঙিয়ে গাড়ির কাছে যেতে হলে রানাকে প্রায় দুইশ' গজ উন্মুক্ত এলাকা পাড়ি দেওয়ার ঝুঁকি নিতে হবে। একটু আধটু গাছের আড়াল পাওয়া যাবে, কিন্তু তাতে গুলি ঠেকবে না। বলতে গেলে খোলা জায়গার মধ্য দিয়েই পাহাড়ে চড়তে হবে ওকে। একজন অভিজ্ঞ স্নাইপারের নাকের ডগা দিয়ে পার পেয়ে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

পঞ্চাশ গজ মত মোটামুটি নিরাপদে যাওয়া যাবে। ভাগ্যের সহায়তা পেলে হয়তো আরও পঞ্চাশ গজ পাড়ি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু দুশো গজ... ইমপসিবল! ভাগ্যের অত সহায়তা পাওয়া যাবে না।

ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক একটা প্ল্যান। কেন এমন একটা বেপরোয়া প্ল্যান করতে গেল ও? এর ফলে জনকে বাঁচানো গেলেও এক কথা ছিল, কিন্তু সেটাও সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না এখন। বিচ্ছিরি ফাঁদে পড়ে গেছে ওরা। কোথাও লুকিয়ে থেকে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারলে ভাল হত। দিনের আলোয়

হ্যামিলটন শিকার খুঁজতে এলে তাকে মোকাবিলার কিছুটা হলেও সুযোগ থাকত।

তার মানে, ভাবল রানা। হয় ওকে এখনই এই জায়গা ছেড়ে নড়তে হবে। নইলে নিশ্চিত মৃত্যু।

ফুঁ দিয়ে মৃত্যুচিন্তাটা দূর করে দিল রানা, উড়িয়ে দিল মাথা থেকে। উত্তর তো জানাই আছে। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে দেখতে হবে, দেখতে হবে গাড়ির কাছে কোনওমতে পৌঁছানো যায় কি না। গাড়ির কাছে পৌঁছতে পারলে রাইফেলটা পেতে পারত। সঙ্গে সঙ্গে দুটো ধারাল দাঁত গজাত ওর।

বিশ্রাম হয়ে গেছে, এবার পিস্তল কোমরে গুঁজে উঠল খাঁড়ি থেকে। তারপর বন-বাদাড় ভেঙে যথাসম্ভব দ্রুত ছুটল পাহাড়টা লক্ষ্য করে। স্নাইপারের পাঠানো মৃত্যুদূতকে বিভ্রান্ত করতে গাছের ফাঁক-ফোকর দিয়ে, এঁকেবেঁকে।

'হেহ্, এহ্, এহ্! উঠে পড়ো, বাছা! উঠে পড়ো! তোমার জন্য কী আয়োজন করে রেখেছি, দেখবে এসো।'

খাঁড়ির কিনারায় ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। শটগান তাক করে রেখেছে জনের কপাল বরাবর। আবছা আকাশের পটভূমিতে ভয়ঙ্কর অশুভ কিছুর মত লাগছে লোকটাকে।

ওদিকে তার গলা কানে যাওয়ামাত্র আতঙ্কে জমে গেছে জন নিউম্যান। নিতম্বের ব্যথাটা হঠাৎ করে বেড়ে গেছে অনেক গুণ।

'অনেক ভুগেছি তোমার শয়তান বাপের কারণে!' বলল ফিলিক্স কেলার। 'তার জন্যই আমার চেহারার এই হাল। আজ তার মাশুল কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নেবো আমি।' এদিক-ওদিক তাকাল সে। 'তোমার সঙ্গীটা কোথায়?'

এই বিপদের মধ্যেও লোকটার গায়ের দুর্গন্ধে নাক কুঁচকে উঠল জনের। আরও ঝুঁকে এল সে।

এমন সময় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। প্রশ্নটা সবে শেষ

করেছে ফিলিক্স, ঠিক তখনই তার কপাল থেকে খুলির উপরের অংশটা ঝড়ের ঝাপ্টায় বাঁধনহারা টিনের চালের মত আচমকা উড়ে গেল। ভিতরের সবকিছু প্রথমে হালকা কুয়াশার মেঘে পরিণত হলো, পরক্ষণে বাষ্প হয়ে মিশে গেল রাতের অন্ধকারে।

চোখের পলকেরও কম সময়ের মধ্যে, একেবারে নিঃশব্দে ইতি ঘটল ফিলিক্স কেলার কিংবদন্তীর।

একটা 'টুঁ!' শব্দ হলো না, দেহযন্ত্র মরণ খিঁচুনি দেবারও সময় পেল না। পৌনে এক শতাব্দীর পুরনো একটা প্রাণের অস্তিত্ব যে ন্যানোসেকেণ্ডের মধ্যে নেই হয়ে গেল, এত বছরের আশ্রয়হীন, ছন্নছাড়া প্রাণটাও তা টের পায়নি বোধহয়।

আধুনিক পদ্ধতিতে যেভাবে পুরনো বিল্ডিং ধসিয়ে ফেলা হয়, অনেকটা তেমনি হলো ব্যাপারটা; এই ছিল, এই নেই হয়ে গেল। মস্তকবিহীন দেহটা আছড়ে পড়ল নীচে, পানিতে।

জনের নাকেমুখে ফিলিক্সের মস্তিষ্কের বৃষ্টি হলো।

ওয়াক!

পানিতে মুখ ডুবিয়ে পড়ে থাকল মেরিন। পাগলের মত চোখমুখ ডলছে দু হাতে।

মার্কসম্যানশিপের গণ্ডা গণ্ডা ট্রফি আর কয়েক ডজন হাই-পাওয়ার রাইফেল চ্যাম্পিয়নশিপ বিজয়ী হ্যামিলটন অভিজ্ঞতা থেকে ভালই জানে, সবুজ স্কোপে এমন দৃশ্য কেমন লাগে।

ঝুঁকে দাঁড়ানো কাঠামোটার মাথা তরমুজের মত বিস্ফোরিত হওয়ার দৃশ্য নির্বিকারচিত্তে তাকিয়ে দেখল সে। আচমকা প্রাণ হারানো মানুষটার শেষ মুহূর্তের দৃশ্যটা দেখল। খানিকটা সাদা, জ্বলজ্বলে গাঁজলাজাতীয় কিছু লাফিয়ে উঠল ওটার চূড়ো থেকে। সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগের জন্য নড়ে উঠেই ক্রিক বেঁকে ধসে পড়ল কাঠামোটা।

একটা গেল।

মাসুদ রানা?

না। জন সম্ভবত।

এমন সময় ক্রিক বেডের অন্য মাথা থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ কানে আসতে ঝট্ করে ঘুরল হ্যামিলটন। স্কোপে ধরার চেষ্টা করল দৃশ্যটা। কিন্তু পারল না। যদিও স্পষ্ট বুঝতে পারছে ওটা পায়েরই শব্দ। কোনও সন্দেহ নেই।

যে-ই হোক, তার ফিল্ড অভ ফায়ারের বাইরে আছে। তবে পায়ের শব্দ চাপা দেয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছে সে। কী করবে বুঝতে না পেরে মূল্যবান এক সেকেণ্ড নষ্ট করে ফেলল হ্যামিলটন। আরও দু' সেকেণ্ড গেল।

ড্যামিট!

থাবা মেরে মাথার উপরের প্লাস্টিকের আবরণ সরিয়ে দিল লোকটা। লাফ দিয়ে উঠে বসল হাইডের মধ্যে। আরও কয়েক সেকেণ্ড ব্যয় হলো পায়ের শব্দ কোন্‌দিকে যাচ্ছে বুঝতে। বোঝা গেল। পাহাড়ের দিকে ছুটছে শব্দটা। ঢাল বেয়ে উঠে যাচ্ছে হয়তো। দেরি হলে নাগালের বাইরে চলে যাবে!

রাইফেল ঝট্ করে কাঁধে তুলে নিল হ্যামিলটন। স্কোপের মধ্য দিয়ে হন্যে হয়ে স্ক্যান করতে লাগল। সামনে-পিছনে, ডানে-বাঁয়ে করতে লাগল স্কোপ ঘন ঘন। কান খাড়া। শিকার খুঁজছে ব্যস্ত হয়ে। কারণ সে বুঝে ফেলেছে, এ মাসুদ রানা না হয়েই যায় না। নিঃশব্দ মৃত্যু হানা দিতে প্রস্তুত জেনেও খোলা জায়গায় পা রাখার মত দুঃসাহস যেমন-তেমন মানুষের হবে না।

কিন্তু কোথায় লোকটা?

মরিয়া হয়ে উঠল হ্যামিলটন। কোথায় গেল?

ড্যাম! কিছু নেই।

এক হাতে রাইফেল ধরে চোখ পিটপিট করল। মুছল। তারপর আবার নজর দিল সামনে। মনে মনে ধুমসে গালাগালি করল নিজেকে অ্যামবিয়েন্ট-লাইট বা প্যাসিভ ইনফ্রারেড না

এনে অ্যাকটিভ ইনফ্রারেড আনার জন্য। এটার কারণে স্কোপের সঙ্গে ফিট করা সার্চলাইটের একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে বাঁধা পড়ে গেছে সে।

ইণ্ডিকেটরগুলোর দিকে তাকাল ভাড়াটে খুনি—কোনও ঝোপ নড়ে কি না, ওগুলো মাড়ানো হয়েছে কি না, বাতাসে ধুলো ওড়ে কি না; মোট কথা এমন কিছু চোখে পড়ে কি না, যা মানুষটার উপস্থিতি জানান দেবে। নেই কিছু।

একেবারে আচমকা স্কোপে ধরা পড়ল ছুটন্ত মানুষটা। মাসুদ রানাই! এঁকেবেঁকে চূড়ার দিকে ছুটছে। কিন্তু খেল্ খতম। হ্যামিলটনের চোখে পড়ে গেছে। এরমধ্যে লোকটা দুশ' গজের মত দূরত্ব পেরিয়ে গেছে বটে, তার ব্ল্যাক লাইটের আওতার প্রায় শেষ প্রান্তে চলে গেছে, কিন্তু ওই পর্যন্তই।

সতর্কতার সঙ্গে স্কোপের ক্রস হেয়ার রানার দুই শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে সেট করল সে। স্কোপের রেটিক্ল্ ঠিক জায়গায় বসতে ট্রিগারে আঙুল রাখল এবং টেনে দিল।

ওদিকে রানা ছুটছে প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে। এঁকেবেঁকে উত্তরদিকে ছুটছে ও, চূড়ার দিকে। ঘন গাছ-গাছালির মধ্য দিয়ে অন্ধের মত। কারণ সামনে কী আছে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

ডালে বাড়ি লেগে গাল কেটে যাচ্ছে, বাহুর চামড়া চিরে যাচ্ছে, হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ার দশা হচ্ছে, তবু উন্মাদের মত ছুটছে ও। কেটে-ছড়ে যাওয়া জায়গাগুলো জ্বালা করছে ভীষণভাবে। ব্যথা করছে। যে কোনও মুহূর্তে গুলি খেতে হতে পারে, সেই ভয়ে চোখমুখ বিকৃত।

কল্পনার গাড়ি থামাতে পারছে না রানা। দেখতে পাচ্ছে, ক্যামোফ্লেজ ড্রেস পরা খাটো ঘাড়, মাঝারি উচ্চতার গাট্টাগোট্টা এক লোক ওর পিছনের খোলা জায়গায় নাটকীয় ভঙ্গিতে এসে দাঁড়িয়েছে সাপ্রেসর পরানো রাইফেল নিয়ে। সতর্কতার সঙ্গে

ওকে নিরিখ করতে শুরু করেছে লোকটা। তারপর... এই গুলি করল... এই করল... করল গুলি... !

আতঙ্ক আর উত্তেজনায় দর দর করে ঘামছে মাসুদ রানা। চোখের সামনে নানান ভৌতিক ছায়া নাচছে। প্রতি পদক্ষেপে ভয় হচ্ছে এই বুঝি বাড়ি খেল গাছের সঙ্গে, এই বুঝি নাক-মুখ ভাঙল। অক্সিজেনের অভাবে ফুসফুস ফেটে যাওয়ার অবস্থা, তারপরও প্রাণের দায়ে ছুটছে ও।

আর কয়েক গজ যেতে পারলেই চূড়ায় পৌঁছে যেতে পারবে, কিন্তু জায়গাটা প্রায় নগ্ন। গাছ তেমন একটা নেই বলতে গেলে। আর কয়েক গজ গেলেই খোলা জায়গায় গিয়ে পড়বে মাসুদ রানা। একেবারে খোলা জায়গায়।

যদি গুলি করা হয়, ভাবল ও, তা হলে এই খোলা জায়গায় পা রাখামাত্র করা হবে।

তাই খোলা জায়গায় পা দেয়ামাত্র শুয়ে পড়ল ও। তখনই কানে এল সোনিক বুম। জোরাল হাততালির মত হলো শব্দটা। প্রচুর মাটি লাফিয়ে উঠল শূন্যে, টুকরো পাথর এদিক-ওদিক ছুটল বাতাসে তীক্ষ্ণ শিস তুলে।

এই শুরু হলো, তটস্থ হয়ে ভাবল রানা। পরের গুলি আসার আগেই একটা ঝোপের আড়ালে চলে এল ও সাপের মত বুকে হেঁটে। থামল না। শেষ কয়েক গজ অতিক্রম করার জন্য দম বন্ধ করে প্রকাণ্ড এক টিকটিকির মত এগোল।

এই অবস্থায় লোকটা ওকে দেখতে পাবে না, জানে রানা। তবে আন্দাজ করতে পারবে ও কোথায় থাকতে পারে।

প্রতি তিন-চার সেকেণ্ড পর পর এক রাউণ্ড করে গুলি করছে হ্যামিলটন। প্রোবিং রাউণ্ড। একটা বুলেট ওর মাথার তিন-চার হাত বামে এসে পড়তে ধুলোমাটি ছিটকে উঠল, কিছু ধুলো কানের মধ্যে ঢুকে যেতে মাথা ঝাড়া দিল রানা।

একটা গাছের আড়াল পেল ও। বেশি বয়স নয় গাছটার,

কাণ্ড বেশি মোটা নয়। ওটা গুলি প্রতিহত করতে পারবে কি না, জানে না রানা। তবু উঠে দাঁড়াল ওটার আড়ালে।

সঙ্গে সঙ্গে ঠক্!

একটা গুলি বিঁধল কাছের কোনও গাছে। ওর ডানদিকে। পিছনের এক গাছে পরপর আরও দুটো বিঁধল। রানা অনড়। খাম্বার মত সটান দাঁড়িয়ে আছে গাছটার আড়ালে।

অবশেষে ওটার গায়ে বিঁধল বিল হ্যামিলটনের সত্যিকারের একটা স্পিড মার্চেন্ট এবং রানার নাকের মাত্র দুই ইঞ্চি সামনে দিয়ে কাণ্ড ফুটো করে বেরিয়ে গেল। .২২৩ হেভি, লং রেঞ্জ রাউণ্ড। ৮০০ ফুট পাউণ্ড এনার্জি নিয়ে আঘাত করেছে গাছটায়, সেকেণ্ডে ৩ হাজার ফুট গতিতে।

চোখেমুখে ছিট্কে আসা গাছের ছাল-বাকল আছড়ে পড়তে কেটে-ছড়ে গেল কয়েক জায়গায়। খুব সাবধানে রক্ত মুছল রানা।

ধরা পড়ে গেলাম নাকি? ভাবল ও।

হারামজাদাটার চোখে পড়ে গেছি?

আবার যদি গাছ সই করে গুলি ছোড়া হয়, ঠিক গাছ ভেদ করবে ওটা। তারপর কী? রানাও মরবে?

তবু জায়গা ছেড়ে নড়ার উপায় নেই। কিছুই করার নেই। কাজেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ও। আরেকটা গুলি সোজা গাছে এসে লাগলে ওর কপাল বা বুক দিয়ে ভিতরে ঢুকতেও পারে। ফল হবে মৃত্যু। কিন্তু কিছু করার নেই।

গুলি হলো। এবং রানার বাম বাহুতে আগুন ধরে গেল যেন, যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল ও। সইটা ঠিকই ছিল, তবে ওর ভাগ্য ভাল যে, বাধা পেরিয়ে আসতে হয়েছে বলে বুলেটের ভেলোসিটি, টার্মিনাল এনার্জি, রোটেশন ও টার্গেট ডেনসিটির কারণে গতিপথ সামান্য ঘুরে গেছে ওটার। তাই খুব বেশি হলে এক ইঞ্চির জন্য রানার শরীর আর বাহুর মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

আবার গুলি করবে? আতঙ্কিত হয়ে ভাবল রানা।

পালাও! নিজেকে বলল ও, বাঁচতে চাইলে পালিয়ে যাও এখান থেকে। যদিও জানে, পালাতে গেলে এবার নির্ঘাত মরণ হবে।

ঠক্!

ডানদিকে একটা গাছের পরের গাছে বিঁধলো বুলেট। পরেরটা আঘাত করল ওর দশ গজ পিছনের মাটিতে। ছিট্‌কে উঠল গুঁড়ো মাটি।

পরের বুলেটটা বিদ্ধ হলো আরও দূরের এক গাছের গায়ে। সম্ভবত ত্রিশ গজ দূরে। মনে হয় নতুন এলাকায় প্রোব করছে হ্যামিলটন, ভাবল ও। তার সার্চলাইটের বৃত্তটা কত বড়? খুব বেশি বড় না বোধহয়। পরের বুলেট আরও কিছুটা দূরে পড়ল। প্রোবিং এরিয়া ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে।

এই-ই সুযোগ। এক সেকেণ্ডও নষ্ট করল না ও, ঘুরেই ছুটল পাঁচ গজ দূরের চূড়োর দিকে।

থ্যাপ্!

পরের রাউণ্ড ডানদিকে মাত্র দু' হাতের মধ্যে পড়ল দেখে আঁতকে উঠল ও। মাটি ছিট্‌কে উঠল। তার মানে ওকে আড়াল থেকে বের করার জন্য ভান করছিল লোকটা?

সর্বশক্তিতে সামনে ডাইভ দিল রানা, চূড়ার একেবারে কিনারায় পড়েই দু'পা গুটিয়ে সাপের মত কুণ্ডলি পাকিয়ে ফেলল। তারপর কিনারা আঁকড়ে ধরে হ্যাঁচকা এক টানে নিজেকে ওপাশে নিয়ে গেল চূড়া ডিঙিয়ে।

ঘুরে তাকাতে চূড়োর মাটি দু-তিনবার ছিট্‌কে উঠতে দেখল রানা। ফ্যাকাসে, ক্লান্ত মুখে হাসি ফুটল ওর। আর ভয় নেই।

ওদিকে হ্যামিলটন ভাবল, ড্যাম!

রানার গায়ে গুলি লাগাতে পেরেছে কি না জানে না সে।

কাজেই নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় নেই। তার মানে বসে থাকলে চলবে না। আরেকটু ফুট-ওয়ার্ক করতে হবে। নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকলে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। অতএব...

তবে রানা যখন চূড়ো টপকে যাওয়ার জন্য লাফ দেয়, তখন তার রেটিক্‌ল ঠিক ওর শোল্ডার ব্লেডের ডেড সেন্টারেই ছিল। অতএব গুলি লাগার সম্ভাবনাই বেশি। অন্তত ফিফটি ফিফটি চান্স আছে বলেই মনে করে সে। কিন্তু অবচেতন মনের সাড়া পাচ্ছে না। বরং ভিতর থেকে কে যেন বারবার উল্টো গাইছে, গুলি লাগেনি ওর গায়ে। তাড়াহুড়ো করায় ট্রিগারে চাপ বেশি পড়ে গিয়েছিল। হয়তো লক্ষ্য টলে গেছে সে জন্য।

এবার কী?

একজন গেছে। ঠিক আছে।

কিন্তু তারপর?

জেনারেলের মস্তিষ্কের এক অংশ বলছে, ডিজএনগেজ।

যা ঘটার ঘটেছে। অ্যাডভান্টেজ হারিয়েছ তুমি, এবার বাড়ি ফিরে যাও। নইলে কঠিন বিপদে পড়বে। কারণ মাসুদ রানা বুঝে ফেলেছে তুমি কাদেরকে শিকার করতে এসেছ। একজনকে ব্যাগে পুরেও ফেলেছ। কাজেই সে প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত তোমার পিছু ছাড়বে না।

গা ঢাকা দিয়েছে লোকটা। তুমি যদি তাড়াতাড়ি কেটে না পড়; তা হলে সুযোগমত এগিয়ে আসবে তোমাকে পাল্টা শিকার করতে। কাজেই পালাও।

আবার অন্য অংশ বলছে, কাজটা শেষ না করে ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না। মাসুদ রানা খুব ভালো করেই জানে কে তাদের পিছু নিয়েছে! কাজেই চলে গেলেই রেহাই পাওয়া যাবে না। লোকটা পিছু ছাড়বে না। বাকি জীবন প্রতিটা মুহূর্ত বেঘোরে প্রাণ হারানোর ঝুঁকির মধ্যে থাকবে সে।

কাজেই ফিরে যাওয়া চলবে না, সিদ্ধান্ত নিল হ্যামিলটন।

এগিয়ে যেতে হবে তাকে। পুরো রিজ স্ক্যান করতে হবে। এখনও অন্ধকার আছে, অর্থাৎ এখনও সুযোগ আছে তার। সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি। এখনও চেষ্টা করলে তাড়া করে ধরে ফেলা যেতে পারে লোকটাকে। দুই শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে এখনও হয়তো একটা বুলেট ভরে দেয়া যেতে পারে।

উঠে পড়ল হ্যামিলটন। ব্যবহার করা ম্যাগাজিন বের করে উনিশ রাউণ্ডের নতুন আরেকটা ভরল চেম্বারে। ম্যাগাজিন লক হওয়ার শব্দ শুনল। তারপর দৌড়াতে শুরু করল রিজ লাইন লক্ষ্য করে। জায়গামত পৌঁছে আবার অবস্থান নিল সে।

অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে স্ক্যান করছে সামনের দুশো গজের মত এলাকা। মানুষের কোনও চিহ্ন নেই বটে, কিন্তু পরবর্তী ক্রেস্টের চূড়ার একটা ঝোপ কাঁপছে একটু একটু। কেউ নিশ্চয়ই ওটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গায়ের ঘষা লেগেছে।

ব্যাটা পালাচ্ছে! ভাবল হ্যামিলটন।

তার ধারণা নির্ভুল। সত্যি সত্যিই পালাচ্ছে রানা। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে জানপ্রাণ মুঠোয় নিয়ে। জীবনে এমন দৌড় কখনও দেয়নি ও। ঘামছে দরদর করে।

একটা রিজ অতিক্রম করে এসে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য শুয়ে পড়ে হাঁপাল। পাগল হয়ে গেছে নাকি ও? কোন্‌দিকে যাবে দিশে হারিয়ে ফেলেছে? আলো না ফোটা পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করবে নাকি? না। এখানে থাকলে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করবে হ্যামিলটন। তাই চাইছে সে।

উঠে পড়ল মাসুদ রানা। আবার শুরু করল দৌড়। কোন্‌দিকে যাচ্ছে জানে না।

জানে না কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। জানে। কারণ উত্তর আকাশের তারাগুলো দেখতে পাচ্ছে ও। নর্থ স্টারকেও দেখতে পাচ্ছে, হারানো পথিকের পথের দিশা।

খাটো খাটো পাতার পাইন বনের মধ্য দিয়ে ছুটল রানা। অত্যন্ত ঘন বন। তার মধ্যে জড়িয়ে-পেঁচিয়ে থাকা ওক, স ব্রায়ার ও বুনো আঙুর লতার ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত চড়াই পার হলো। তারপর আরেকটা ক্রিকের মধ্য দিয়ে ছুটল সিকি মাইলের মত। শেকড়ে পেঁচিয়ে আছাড় খেল, হাত-পা কেটে-ছড়ে গেল। তবু থামার কথা ভাবল না। আগে রাইফেলটা উদ্ধার করা দরকার।

অন্ধকার বনের মধ্য দিয়ে পথ খুঁজে খুঁজে হেঁটে চলেছে রানা। যেন স্বপ্নের ঘোরে। সোমনামবুলিস্টের মত। আরও একটা রিজ অতিক্রম করল ও। ওটার চূড়ায় উঠে একটা নদী চোখে পড়ল, অন্ধকারেও রূপালি ফিতের মত জ্বলজ্বল করছে। শেষ শক্তি একত্রিত করে সেদিকে ছুটল রানা।

ঘাড় ও পিঠ বেয়ে গরম ঘাম নামছে দরদর করে। বুকটা কামারের হাপরের মত ওঠানামা করছে। কতক্ষণ ধরে ছুটছে মনে নেই। এক সময় একেবারে সামনেই একটা রাস্তা দেখে ভুল ভাঙল রানার। একটু আগে যেটাকে নদী মনে হয়েছিল, সেটা আসলে নদী নয়। রাস্তা। এই রাস্তা দিয়েই এখানে এসেছে ওরা। বসে একটু জিরিয়ে নিল রানা, তারপর রাস্তাটাকে বিশ ফুট দূর থেকে অনুসরণ করে যেখানে গাড়িটা রেখে এসেছে, সেদিকে এগোতে লাগল। অবশেষে জায়গামত পৌঁছল ও। কিন্তু তখনই গাড়ির কাছে গেল না।

কে জানে, যদি কোনও রিসেপশন পার্টি ঘাপটি মেরে থাকে ওটার কাছে! থাকতে পারে? না মনে হয়। তবু তখনই গাড়ির কাছে গেল না রানা। দূরে দাঁড়িয়ে একটু সুস্থির হয়ে নিল। তারপর কাছে গিয়ে গাড়ির ট্রাঙ্ক খুলল ও।

ভিতরে ভাল মানুষের মত শুয়ে থাকা মিনি-১৪ কারবাইনটা তুলে আনল থাবা দিয়ে। অন্য হাতে ব্যাগের ভিতরটা হাতড়াতে লাগল ব্যস্ত হয়ে। মনে আছে, আরও এক বাক্স ট্রেসার ছিল

ওখানে... হ্যাঁ, আছে! স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে ভাবল ও।

'কার্ট্রিজ, ৫.৫৬ এমএম, এম-১৯৬ ট্রেসার' কথাগুলো লেখা আছে বাক্সের গায়ে।

ওটা খুলে ফেলল রানা। দ্রুত হাতে বিশটা রাউণ্ড ভরল চল্লিশ রাউণ্ডের ম্যাগাজিনে। তারপর আরেকটা বাক্স খুলল। সেটায় লেখা আছে: কার্ট্রিজ, ৫.৫৬এমএম, এম-১৯৩ বল।

পরের বাক্স থেকে পাঁচটা বল নিয়ে একই ম্যাগাজিনে ভরল। ট্রেসারের আগে থাকল ওগুলো। এবার হাঁটু গেড়ে বসে দু' হাত মাটির রাস্তায় ডলল ও, তারপর মুখে ধুলো মাখতে লাগল, যাতে চেহারার চকচকে ভাবটা ঢাকা পড়ে। চুলের চকচকে ভাব ঢাকতে রুমাল পেঁচিয়ে বাঁধল মাথায়। এবার আরেকটা জিনিস চাই।

ইনফ্রারেডের সঙ্গে কীভাবে যুদ্ধ করা যায়? ইনফ্রারেড জিনিসটা কী? উত্তাপ। ইনফ্রারেড উত্তাপ শনাক্ত করতে পারে, উত্তাপকে দেখতে পায়। তার মানে জেনারেলের ক্ষমতার উৎসকে একই ক্ষমতা দিয়ে মোকাবেলা করতে হবে। অনেকটা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মত।

জিনিসটা বের করল ও। কোলম্যান লণ্ঠনের জন্য কেনা চার গ্যালন কোলম্যান ফ্লুইডের ক্যান। নাড়া লাগতেই ওটার ভিতরের তরল পদার্থ চাপা কুল কুল শব্দ করতে লাগল। নাড়া লাগলেই শব্দটা হবে। ভয়ের কথা।

কিন্তু কিছু করার নেই।

ট্রাঙ্ক বন্ধ করল রানা।

এবার শিকার।

পনেরো

গাঢ় অন্ধকার বনের মধ্যে এটিভিতে বসে আছে ডেপুটি সিডনি হল। আত্মবিশ্বাসের বড় ধরনের সঙ্কটে ভুগছে।

জেনারেলকে তার হাইডে নামিয়ে দিয়ে আসার পর থেকে কল্পনার চোখ দিয়ে একের পর এক অনেক কিছুই দেখে চলেছে সে। কিন্তু যা-ই দেখছে, সবই নেতিবাচক। একটু একটু করে ভয় বাড়ছে তার। নিজের ঘামের গন্ধে অস্থির। ঘড়িতে চোখ বোলাচ্ছে ঘন ঘন। ভাবছে, কাঁটাগুলো আরেকটু জোরে চলে না কেন?

ভাবছে ডেপুটি। শেষবার ঘড়ি দেখেছে সে তিন মিনিট আগে। মিনিটের কাঁটা তখন যেখানে ছিল, তিন মিনিট পরও প্রায় সেখানেই বসে আছে ওটা। অর্থাৎ এরকম চলতে থাকলে এ রাত কখন শেষ হবে তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই।

জেনারেলকে যেখানে রেখে এসেছে সে, তার কয়েকশ' গজ দূরে, ঘন ঝোপঝাড়ের নীচে এক ফাঁকা জায়গায় বসে আছে ডেপুটি। মাথার উপর ঘন পাতার আচ্ছাদন। চারপাশে বড় বড় গাছ, বাতাসে থেকে থেকে মাথা দোলাচ্ছে। কিন্তু অন্ধকারের জন্য সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কালো কালো গাছের আকৃতি ছাড়া নিজের পরিবেশ সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই।

তার ধারণা, একটা কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে আছে সে। যে কোনও সময়, যে কোনও দিক থেকে একজন এসে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিতে পারে তার খুলির মধ্যে। কাজেই ব্যাপারটা

একেবারেই পছন্দ করছে না সিডনি হল।

থুতু ফেলল সে। কান পাতল। চোখ এখন কোনও কাজেই আসছে না। কানই যা একটু সাহায্য করছে তাকে। শব্দ শুনে বুঝতে পারছে নিজের চারদিকে কী চলছে। সে জানে, কোনও খবরই ভাল খবর নয়, যতক্ষণ না প্রমাণ হবে স্যাণ্ডার্স জুনিয়রের শত্রু খতম হয়েছে। তার মাসোহারা নিয়মিত চলতে থাকবে, বিষয়টা নিশ্চিত হয়েছে। চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে।

কানের পাশ দিয়ে ফিসফিস করে আনাগোনা করছে বাতাস। এক-আধটা ছোটো প্রাণীর মরণ চিৎকার শোনা যায় মাঝেমধ্যে। শক্তিধর বড়র আক্রমণে অসময়ে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে বলে আক্ষেপ জানিয়ে যাচ্ছে। পেঁচার ডাক শোনা যাচ্ছে একটু পর পর। তবে সেসব ছাপিয়ে আর কোনও ধরনের শব্দ হয় কি না; মানুষের মরণ চিৎকার ধরনের কিছু, তা শোনবার জন্য কান খাড়া করে বসে আছে সিডনি হল।

তবে তার মনে সবচেয়ে বড় যে ভয়টা আছে, সেটাও কাজ করছে প্রতি মুহূর্ত। কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে ডেপুটি, জেনারেলের সঙ্গে নীরবে বোঝাপড়া সেরে তাকে খুঁজতে আসছে মাসুদ রানা আর জন নিউম্যান। তারপর... ও মাগো!

একটা সহজ-সরল স্বপ্ন দেখছে সিডনি হল—মাসুদ রানা বা জন নিউম্যানবিহীন পৃথিবীর। ওরকম এক পৃথিবীই তার একমাত্র কাম্য এখন। স্যাণ্ডার্স জুনিয়রের মত মিলিয়নেয়ারের কৃপা আর দান তার পাথেয় হবে সেই পৃথিবীতে। যেখানে অল্প বিদ্যে জানা, মাদকাসক্ত, জুয়ার কারণে দেনায় ডুবে থাকা এবং কানাকড়িও সঞ্চিত নেই, এমন সিডনির কোনও অস্তিত্ব থাকবে না।

যেখানে নিজের প্রয়োজনে অনায়াসে এক সুন্দরী নারীর অধিকারী হতে পারবে সে। একটা বাড়ির মালিক হতে পারবে। গাড়ির মালিক হতে পারবে। যে পৃথিবীতে একেবারে নিঃসঙ্গ

থাকতে হবে না তাকে। শত হলেও মানুষ তো সে! মানুষ সামাজিক জীব। কোনও মানুষের পক্ষে একা থাকা সত্যিই কঠিন। এভাবে আবোল-তাবোল ভেবেই চলল সে।

মনের কোণে এক বৃদ্ধের চেহারা ভেসে উঠল। সরু সরু হাত-পা মানুষটার। সরু গলা। টাইয়ের নট্ বুকের কাছে ঝুলছে। সারা দেহের কোঁচকানো, জরজর চামড়া ঝুল ঝুল করছে মাধ্যাকর্ষণের টানে। পরনে ঢলঢলে পুরনো সুট। টাইয়ের রং কী, বোঝার উপায় নেই।

ক্রুদ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। আগুন ঠিকরানো চাউনিতে গভীর সন্দেহ। একটু পরই দৃশ্যটা পাল্টে গেল... মুখের মধ্যে কালো জিভটা নড়ছে বৃদ্ধের... ডেপুটি বগলে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। তার দু' হাতের ইস্পাত কঠিন বেষ্টনীর মধ্যে আধমরা ইঁদুরের মত নড়াচড়া করছে খ্যাংরাকাঠির মত দেহটা... নিয়ন্ত্রণহীন মাথাটা দুলছে অদ্ভুত ভঙ্গিতে।

দূর! কীসের মধ্যে কী! মহা বিরক্ত হয়ে ভাবল সিডনি হল। ওসব কোনও ব্যাপার হলো? সারভাইভাল অভ দ্য ফিটেস্ট বলে একটা কথা আছে। সে ফিটেস্ট বলে সারভাইভ করেছে। এক বুড়ো হাবড়াকে মেরে নিজের পথ পরিষ্কার করেছে। ওসব... !

প্রথমে একটা আওয়াজ কানে এল তার, ধাতবের সঙ্গে ধাতবের সংঘর্ষের সম্ভবত। কিন্তু পাত্তা দিল না। দূর! নিজেকে শোনাল সে, কোনও শব্দ হয়নি। কিছু শোনেনি সে। ওটা নিশ্চয়ই অন্য কিছু হবে। শুনতে ভুল হয়েছে তার। প্রকৃতির কোনও অদ্ভুত খেয়াল ওটা। তাকে বোকা বানাতে চাইছে।

না, আবারও হলো শব্দটা। কোন্‌দিক থেকে এসেছে, এবার সেটাও পরিষ্কার বোঝা গেল। উত্তরদিক থেকে। তার মানে আগেরবার শোনায় কোনও ভুল ছিল না! আতঙ্কিত হয়ে ভাবল ডেপুটি। ধাতবে ধাতব ঠোকাঠুকিরই তো শব্দ ছিল ওটা।

শব্দ করে ঢোঁক গিলল ডেপুটি। আতঙ্কের ছ্যাঁকা খাওয়া

স্মৃতির ভাণ্ডার হাতড়ে দেখতে গিয়ে মনে হলো গাড়ি নিয়ে কেউ কিছু একটা করছে। কী? চিকন ঘামে কপাল ভরে উঠল সিডনি হলের। কী করছে? কে ওটা?

গাড়ির ট্রাঙ্ক খুলছে মনে হলো না? ধাতব এটা-সেটা ছুড়ে ছুড়ে ফেলছে ভিতরে?

কান পেতে থাকল সে। এত নিবিষ্টমনে যে ভয় হলো তালু ফুঁড়ে মগজ ছিট্‌কে না ওঠে। এই জায়গার এত কাছে গাড়ি এল কোত্থেকে? 'এত কাছে' মানে কত কাছে? হঠাৎ উত্তরের মাটির রাস্তাটার কথা মনে পড়ল তার। আধমাইল দূরে। বুঝে ফেলল ডেপুটি, মাসুদ রানা আর জন তাদের অজান্তে এসে ওদিকে কোথাও গাড়ি পার্ক করেছে। এই জন্যই...

ঘড়িতে চোখ বোলাল ডেপুটি। ৯:৪৩ বাজে।

মাথা চুলকাল। নাহ্, মাসুদ রানা বা জনের এখানে আসতে পারার কথা নয়। ওরা আসবে কীভাবে? তা ছাড়া ওরা চাইলেই জেনারেল আসতে দেবেন কেন? তিনি ওখানে বসে বসে আঙুল চুষতে এসেছেন নাকি? তাঁকে ফাঁকি দিয়ে ওরা আসবে কী করে? কিন্তু যতই নিজেকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করুক না কেন, কাজ হচ্ছে না। ব্যাপার সুবিধের মনে হলো না তার।

গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট দেয়ার শব্দ শোনার অপেক্ষায় থাকল ডেপুটি। এখনও আশায় আছে, এ নিশ্চয়ই আর কেউ হবে। যে-ই হোক, তল্লাট ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বোঝার উপর শাকের আঁটি হয়ে বসে না থেকে রেহাই দিচ্ছে তাকে।

জোর 'ধড়াম!' করে ধাতব কিছুর সঙ্গে ডালা লক হওয়ার শব্দে প্রায় লাফিয়ে উঠল সে। মুহূর্তে বুঝে ফেলল ওটা ট্রাঙ্কের ঢাকনা আছড়ে ফেলার শব্দ।

শিট! গড্যাম!

ডেপুটির মনে হলো দিনে-দুপুরে হাজারো মানুষের সামনে

ন্যাংটো হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। ব্যাপারটা প্রায় অসম্ভব হলেও এখন নিশ্চিত সে, জেনারেলকে যমের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে ওরা। যেভাবেই হোক। এখন আসছে তাকে ধরতে।

গলা শুকিয়ে উঠল ডেপুটির। কীভাবে কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। এটিভি নিয়ে সরে পড়বে? প্রশ্নই আসে না। বনের মধ্যে একটা ফোর হুইলড্ মোটর সাইকেল নিয়ে ছোটাছুটি করার প্রশ্নই অবান্তর, কারণ ওটা শব্দ করে। একজস্ট থেকে ধোঁয়া বের হয়। কাজেই যা করার এটাকে বাদ দিয়েই করতে হবে।

এটিভি থেকে নিঃশব্দে নেমে পড়ল সে। ঠিক কোনদিক থেকে শব্দটা এসেছে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করল। ওটা যদি রানা বা জন হয়, তা হলে ওরা কোথায় আছে জানা দরকার। এখান থেকে মানে মানে কেটে পড়ার সুবিধে হবে তা হলে। জেনারেল মরে গিয়ে থাকলে গেছে। কিন্তু তাকে তো আবার লোকালয়ে ফিরে যেতে হবে! কাজেই এখানে তার উপস্থিতির কথা যাতে রানা বা জন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে, এখন সেই চেষ্টা করতে হবে।

গাড়িটা যদি রানাদেরই হয়ে থাকে, এবং ওরা যদি গাড়ির কাছে ফিরে এসেই থাকে, তা হলে বুঝতে হবে ওরা জিতে গেছে। তার মানে জেনারেল হেরে গেছে, স্যাণ্ডার্স জুনিয়র গেছে, তার নতুন চাকরি আর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, সব জাহান্নামে গেছে।

এটিভির সিটের উপর রাখা হ্যাটটা মাথায় দিল সে। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল শব্দ লক্ষ্য করে। একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। দেখা যাক, কিছু করতে পারে কি না।

নিজের উপর চরম বিরক্ত মাসুদ রানা। এই এলাকাটা কেমন, আগেই চারদিকে চোখ বুলিয়ে বুঝে নেওয়া উচিত ছিল। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটাই করেনি ও।

যা হোক, যা হওয়ার হয়েছে। তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসার সময় যেটুকু চেনার সুযোগ হয়েছে, আপাতত তাতেই কাজ চালাতে হবে ওর। সেই অসম্পূর্ণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে একটা প্ল্যানও আঁটা হয়ে গেছে। তাতে কাজ হলেও হতে পারে।

এখান থেকে আধ মাইল পিছনে, বনের মধ্যে একটা খোলা জায়গা পড়েছিল না? বাঁ দিকে, একটা রিজের গোড়ায় যেখানে গাছ অনেক পাতলা? ওখানে সম্ভবত লগিং অপারেশন চালানো হয়েছে কয়েক বছর আগে। বেশ কিছু গাছ কেটে নেয়া হয়েছে। সত্যি তো, নাকি ভুল দেখেছে? সন্দেহটাকে মন থেকে দূর করে দেয়ার চেষ্টা করল রানা।

হ্যামিলটনের কথা ভাবল। কী করছে লোকটা এখন? ওকে অনুসরণ করে এদিকে আসছে? হ্যাঁ বোধহয়। কারণ তার না এসে উপায় নেই। আসতেই হবে। কিন্তু কতটা মরিয়া হয়ে? নিশ্চয়ই কিছু না কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগবে লোকটা। সতর্ক চোখে স্ক্যান করবে চারপাশ। বেশি কাছে আসতে ভয় পাবে হয়তো, অ্যামবুশে পড়ে যেতে পারে ভেবে।

তবু লোকটাকে ওখানে, ওই রিজের গোড়ায় টেনে আনার চেষ্টা করতে হবে, ভাবল রানা। যেখানে লগিং অপারেশন হয়েছিল বলে মনে হয়েছে ওর। কিন্তু কীভাবে? কীভাবে হ্যামিলটনকে ওখানে নিয়ে আসা সম্ভব?

মাথায় একটা বুদ্ধি আসতে মিনি-১৪ তুলে কাঁধে ঠেকাল রানা। পর পর তিনটে ফাঁকা গুলি ছুড়ল, খুব দ্রুত। কেঁপে উঠল নীরব বন। তীব্র নীলচে আগুন ঝলসে উঠল মিনির গান মাজলে। পিতলের খোসা মৃদু শব্দে আছড়ে পড়ল মাটিতে। কিছু পাখি তারস্বরে ডাকতে ডাকতে ডানা ঝাপ্টে উড়াল দিল।

লোকটা কোথায়? মাজল ফ্ল্যাশ চোখে পড়েছে?

মাসুদ রানা জানে না। তবে যে কাজ জরুরি ছিল, তা করে ফেলেছে ও। বাঁ দিকে হাঁটতে শুরু করল রানা। যেদিকে ফাঁকা

জায়গাটা দেখেছিল, সেদিকে।

খোলামেলা চ্যালেঞ্জ জানানো হয়ে গেছে নির্ভুল লক্ষ্যভেদী স্নাইপারকে। এখন দেখার বিষয় সে কীভাবে গ্রহণ করে সেটা।

খুনি জেনারেল স্পষ্ট শুনতে পেল গুলির শব্দ। তিনটে গুলি, খুব দ্রুত করা হলো। বড়জোর মাইলখানেক দূরে। অনেকটা টাইপ রাইটারের ট্যাপের মত, ফ্ল্যাট ট্যাপ ট্যাপ ট্যাপ ধরনের।

তারপরই বাতাসে চাবুক হাঁকানোর মত যে প্রতিধ্বনিগুলো হলো, তাতে বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে ওগুলো সুপারসোনিক। রাইফেল বুলেটের শব্দ। পিস্তলের নয়।

এ মাসুদ রানার কাজ না হয়েই পারে না, ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল হ্যামিলটন। যাক, তা-ও লোকটার সাড়া পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত। অনেকক্ষণ সাড়া নেই দেখে সে ভাবছিল, হয়তো পিঠ দেখিয়েছে রানা। যতটা বিপজ্জনক মনে করা হয়েছিল, আসলে ততটা সে নয়। যাই হোক, ভালই হলো।

রাইফেল নিয়ে ফিরে এসেছে লোকটা। তবে গুলির শব্দ শুনে মনে হয়েছে অস্ত্রটা যা-ই হোক, সেমি অটো। ফুল অটো নয়। কারণ গুলির শব্দ তত ফাস্ট ছিল না যতটা মেশিনগানের গুলি হয়। তেমন মেকানিক্যাল রেগুলারিটি ছিল না।

শব্দ শুনে ওটাকে এম-১৬ বা এম-১৪ মনে হয়েছে তার। '০৬ বা .৩০৮-এর মত বড় কিছু নয়।

তবে ওভাবে গুলি করার মধ্য দিয়ে একটা বিষয় মাসুদ রানা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে—আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সে। অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটল, তারপর হ্যামিলটনের মনে হলো, খোলা জায়গাটার ওপাশে কিছু একটা নড়াচড়া করতে দেখেছে সে আবছাভাবে। তারপর আবার আড়ালে চলে গেছে সেটা। নেই হয়ে গেছে নড়াচড়া। হাসি পেল তার। লোকটা বোধহয় ধরেই নিয়েছে গুলির শব্দে আকৃষ্ট হয়ে সে বোকার মত খোলা

জায়গায় বেরিয়ে ওকে তাড়া করবে।

শ্রাগ করল হ্যামিলটন। এসব কোনও ব্যাপার নয় আসলে। সে যা-ই করুক না কেন, সমাধান শেষ পর্যন্ত একটাই হবে। অতি চালাকের গলায় দড়ি।

শব্দটা যেখানে হয়েছে, এখন সেখান থেকে একটু ডানে বা বাঁয়ে সরে নতুন ঘাঁটি গাড়তে হবে হ্যামিলটনকে। এই আশায় যে শিকার নিজের অজান্তেই তার কাছে চলে আসবে। এবং নড়ার সময় কিছু না কিছু শব্দ সে করবেই, জানা কথা। করবেই।

পকেট থেকে কম্পাস বের করে মাঝ আকাশ ও দুশো গজ দূরের রিজটার উপরকার একটা গাছের রিডিং নিল হ্যামিলটন। তারপর স্কোপের সাহায্যে গোটা এলাকার উপর নজর বুলিয়ে নিল। তীক্ষ্ণ নজর রাখল ইনফ্রারেডের ব্ল্যাক লাইটে সামান্যতম নড়াচড়ার দিকে। না, নেই। ঝোপের মাথা ছাড়া আর কিছুই নড়ছে না।

কোমরের উপরের অংশ ঝুঁকিয়ে দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে চলল হ্যামিলটন। রিজের উপর পৌঁছে থামল। আবার সতর্ক চোখে স্ক্যান করল চারদিক। এবার লম্বা সময় ধরে। কিছু নেই। সামনের গাছগুলোর মধ্য দিয়ে দূরে আরেকটা রিজ দেখতে পেল সে। সেখানে বসেই ওই গাছগুলোর মধ্য থেকে একটার নতুন রিডিং নিল। আবার এগোল।

কোনও তাড়াহুড়ো নেই। অপ্রয়োজনীয় শব্দ করা নেই। হুড়োহুড়ি নেই। দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে হ্যামিলটন। মারমুখী। তার ভয়ের বা দ্বিধার কোনও কারণ নেই। কারণ সে জানে, মাসুদ রানার হাতে যে রাইফেলই থাকুক না কেন, অন্ধকারে দেখার জন্য ইনফ্রারেড স্কোপ নেই ওটায়। কিন্তু তারটায় আছে। দু'জনের মধ্যে একমাত্র সে-ই দেখতে পাচ্ছে। ওই লোকটা অন্ধ।

রিজের চূড়ায় পৌছে নীচে চোখ বোলাল সে। একটা ফাঁকা জায়গা দেখা যাচ্ছে! ঢালের মাঝামাঝি পর্যন্ত গাছ আছে, তারপর ফাঁকা—মিডৌ বা চারণভূমি হয়তো। হয়তো দাবানলে গাছ পুড়ে গেছে বা লগিং অপারেশন চালানো হয়েছিল বলে কেটে নেয়া হয়েছে। গাছ তেমন নেই ওই অংশে। হুঁম, ভাবল হ্যামিলটন। এ তো ভাল কথা নয়।

ভয়ের কথা। বনের মধ্যে হ্যামিলটন পুরোপুরি অদৃশ্য ছিল, কিন্তু ওখানে সেই সুবিধে পাওয়া যাবে না। একজোড়া অভিজ্ঞ চোখ ঘাসের পটভূমিতে তার গাঢ় টেক্সচার, নড়াচড়া ইত্যাদি কিছু না কিছু শনাক্ত করতে পারবেই। যতই সে গিলি সুট পরে থাকুক না কেন। তারপর কী হবে জানা কথা। তাতে নাইট ভিশনের প্রয়োজন হবে না রানার।

বিষয়টা ভাবিয়ে তুলল হ্যামিলটনকে। রানা তার সঙ্গে কোনও সূক্ষ্ম খেলা খেলছে না তো? পরিষ্কার জায়গাটার ওপাশে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে বসে নেই তো লোকটা?

দীর্ঘ সময় ধরে চোখ বোলানোর পর তার মনে হলো, না। তেমন কিছু না। সতর্কতার সঙ্গে রিজলাইন পার হয়ে এপারে চলে এল সে। নীচের দিকে নামতে শুরু করল। দশ-বারো কদম এগিয়েছে, এমন সময় একশ' গজমত দূরে দু'বার ঝলসে উঠল আগুনের ফুলকি।

ক্র্যাক, ক্র্যাক!

বসে পড়ল হ্যামিলটন। তাকে লক্ষ্য করে ছোড়া হচ্ছে? পরিষ্কার জায়াগাটার ওপাশে গাছের আড়াল থেকে গুলি করা হয়েছে, একদম স্পষ্ট দেখেছে সে। কিন্তু না, এদিকে আসেনি গুলি। এলে নিশ্চয়ই টের পেত সে। মাথার আশপাশ দিয়ে বুলেট গেলে বাতাস কাটার যে সুপারসোনিক শব্দ হয়, তা শুনতে পেত।

তবু ঝুঁকি না নিয়ে একটা গাছের আড়ালে শুয়ে পড়ল বিল

হ্যামিলটন। রাইফেলের বাঁট কাঁধে ঠেকিয়ে ইনফ্রারেড স্কোপে চোখ রাখল। রাইফেলের কুঁদো বসাল কাঁধের হাড়ের কাঠামোর উপর, মাংসপেশির অনিশ্চিত আশ্রয়ে নয়। হাড়ের কাঠামো নিরেট, ওখানে থাকলে রেটিক্‌লের নড়াচড়ার সুযোগ থাকে না।

স্কোপের মধ্য দিয়ে সামনে নজর দিল হ্যামিলটন। একদম স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সবকিছু। গাছবিহীন খোলামেলা জায়গাটার সবুজ; লম্বা লম্বা ঘাস মৃদু মন্দ বাতাসে একটু একটু মাথা দোলাচ্ছে, প্রথম মানুষ শিকারের রাতের সেই ভুট্টা গাছগুলোর মত। আর যে ভোঁতা, মোটা মোটা ছায়াগুলো দেখা যাচ্ছে, কেটে নেয়া গাছের গুঁড়ি ওগুলো... হ্যাঁ, ওই তো সেই লোক!

মাসুদ রানা। হ্যামিলটনের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল। দম প্রায় বন্ধ করে তাকিয়ে থাকল সে পরিষ্কার জায়গাটার ঠিক ওপাশেই এক সারি গাছের আড়ালে রয়েছে লোকটা। পায়চারির ভঙ্গিতে হাঁটাহাঁটি করছে। মনে হয় এপাশে আসার মতলব। খোলা জায়গায় বের হওয়া ঠিক হবে কি না ভেবে দ্বিধায় ভুগছে? কয়েক পা ডাইনে গিয়ে থামছে, তারপর আবার ফিরে যাচ্ছে আগের জায়গায়। নড়াচড়া করলে যে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, জানেই না!

ক্রস হেয়ার রানার উপর স্থির রেখে রাইফেল এপাশ ওপাশ ঘোরাচ্ছে জেনারেল, কিন্তু গুলি করতে পারছে না। আন্দাজে গুলি ছোড়া স্নাইপারকে সাজে না। জায়গামত বুলেট পৌঁছতে যতটুকু সময় লাগবে, ততক্ষণে সরে যাবে লোকটা লাইন অভ ফায়ার থেকে কোনও গাছের আড়ালে।

মমম, না! লোকটা এক জায়গায় স্থির নেই। অনবরত নড়াচড়া করছে। ইচ্ছে করেই? গাছের ফাঁক দিয়ে এই দেখা দিচ্ছে, সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে আবার নেই হয়ে যাচ্ছে এই অবস্থায় গুলি লাগানো অসম্ভব। একটা গুলি করলেই নিজের পজিশন ফাঁস হয়ে যাবে, সতর্ক হয়ে যাবে শত্রু।

করছেটা কী ব্যাটা! এক সময় বিরক্ত হল হ্যামিলটন। এত হাঁটাহাঁটি কীসের? পাগল হয়ে গেল নাকি? নাকি ব্যাটার ধারণা আমি দূরে কোথাও আছি; তার গুলির শব্দ শুনে এখানে পৌঁছতে সময় লাগবে আমার, এই ফাঁকে নিশ্চিন্তমনে একটু পায়চারি করে নিচ্ছে?

নিঃশব্দে হাসল সে। মনে মনে বলল, আমি এসে পড়েছি, ভায়া। আমার নাইট ভিশনের ব্যাটারি এখনও কয়েক ঘণ্টা চলবে। কাজেই আমার কোনও তাড়া নেই। ধৈর্য হারিয়ে আড়াল ছেড়ে তুমি বেরিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে একটুও আপত্তি নেই। তারপর ঠিকই ব্যাগে পুরব আমি তোমাকে।

স্কোপে জ্বলজ্বলে লোকটাকে একটা মোটা কাণ্ডের আড়ালে বসে পড়তে দেখল হ্যামিলটন। এদিকে উঁকি দিচ্ছে থেকে থেকে। নার্ভাস মনে হচ্ছে লোকটাকে। করছেটা কী?

একটু পর টিটকিরির ভঙ্গিতে মাথা দোলাল সে। চালিয়ে যাও, ভায়া। আমি এই বসলাম।

ওদিকে সিডনি হলওও শুনল প্রথম তিনটা গুলির শব্দ। যদিও বেশ দূর থেকে এসেছে। শুকনো, ফ্ল্যাট শব্দ। টাইপ মেশিনের কি চাপার মত ট্যাপ ট্যাপ ট্যাপ ধরনের।

অনুমান করল, তার ডানদিক থেকে এসেছে ওই শব্দ। সেদিকে পা চালাল সে সাবধানে। গাছের আড়ালে থেমে থেমে, আবার পা বাড়ানোর আগে চারদিকে খুব ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে চলল ডেপুটি। মোটামুটি নিশ্চিন্ত যে আর যাকেই হোক, অন্তত তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়নি।

তা হলে কাকে লক্ষ্য করে করা হলো? ভাবল সে। জেনারেলকে? মনে হয় না। শব্দ হয়েছে ফাঁকা গুলির মত।

গাছের আড়ালে আড়ালে ভূতের মত নিঃশব্দ পায়ে হেঁটে

চলল ডেপুটি, একের পর এক রিজলাইন অতিক্রম করে যেতে লাগল। লাইন অতিক্রম করার সময় প্রতিবার গাছের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে সামনের পুরো এলাকায় তন্ন তন্ন করে চোখ বুলিয়ে নিল সে। কোথাও কারও ছায়া পর্যন্ত নেই।

আরেকটা রিজের অর্ধেক পর্যন্ত উঠেছে ডেপুটি, এমন সময় আবার দু'টো গুলি হলো। ক্র্যাক, ক্র্যাক!

সম্ভবত সিকি মাইল দূর থেকে এসেছে শব্দটা, তার বাঁ দিক থেকে। রিজের চূড়োয় উঠে চারদিকে সতর্ক নজর বোলাল সিডনি হল। কোথাও কিছু নেই। কিন্তু তখনই রিজ থেকে নামল না সে। ধৈর্য ধরে ওখানেই অপেক্ষা করতে লাগল।

খানিক পর কিছু একটা দেখল সে।

কী ওটা, লাইট? না, লাইট না। খোলা জায়গা। গাছগাছালি বিহীন উন্মুক্ত জায়গা। একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল ডেপুটি, বকের মত গলা বাড়িয়ে উঁকি দিল। সতর্ক দৃষ্টি বোলাতে লাগল উন্মুক্ত প্রান্তরের উপর। এখান থেকেই গুলির শব্দ হয়েছিল নিশ্চয়ই, ভাবল সে।

ডেপুটির মনে হলো, আজ রাতে যা ঘটবে; যদি ঘটে, সেটা এই জায়গাতেই ঘটবে।

গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিল মাসুদ রানা। পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে না ওর আশপাশের একশ' মাইলের মধ্যে জনমানুষ আছে। মানুষের চোখকান ওর প্রতি নিবিষ্ট আছে। পৃথিবী নামের গ্রহটিতে আজ মনে হয় একমাত্র ও-ই হাজির।

না, ও জানে, আর কেউ থাক বা না থাক, বিল হ্যামিলটন অবশ্যই আছে। অনেকক্ষণ থেকে বনের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে ওকে। একটু আগে নিজের উপস্থিতি জানান দিয়েছে রানা তাকে। গুলির পর পরই খোলা জায়গাটার ওপাশে সামান্য একটু আলোর প্রতিফলন দেখেছে সে। স্কোপের লেন্সে আকাশের

আলো পড়েছিল সম্ভবত। গুলির শব্দ শুনে ঝট্ করে বসে পড়তে গিয়ে ওটুকু সামাল দিতে পারেনি লোকটা।

ধরেই নেয়া যায়, নিজের পুরনো মার্কসম্যানশিপ ট্রফির তালিকায় নতুন একটা ট্রফি যোগ করার জন্য মুখিয়ে আছে জেনারেল। রানার পজিশন জেনে যাওয়ার পর এখন যে কোনও মুহূর্তে শুরু হবে আক্রমণ।

এতক্ষণে ওকে ব্ল্যাক লাইটের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে হ্যামিলটন, ভাবল রানা। একটু আগে যেখানটায় ছিল, নিশ্চয়ই সেখান থেকে সরে গিয়ে কোনও গাছের আড়াল থেকে এদিকে তাকিয়ে রয়েছে। নিশ্চিত হওয়ার কোনও উপায় নেই। কারণ এবার কোনও র‍্যাটলস্নেক নেই তার উপস্থিতি জানান দেবার জন্য। বনের সবখানে উত্তাপ শনাক্তকারী সাপ থাকে না যে বারবার ওকে সতর্ক করবে।

হাতঘড়িতে চোখ বোলাল রানা। দশটার মত বাজে। প্রায় চল্লিশ বছর আগের এক রাতে, এই সময়ই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন জনের বাবা ট্রুপার চার্লস নিউম্যান। এক স্নাইপারের গুলিতে। কাজ শেষ করে নিজের ডেরায় ফিরে নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা বিয়ারের ক্যান নিয়ে বসেছিল লোকটা? সাফল্য উদযাপন করতে?

সেই একই স্নাইপার আজ ওকে হত্যা করতে উদ্যত। এখন সতর্কতায় সামান্যতম ঢিল দিলে বা সঠিক মুহূর্ত চিনতে তিল পরিমাণ এদিক-ওদিক হয়ে গেলেই খেলা শেষ হয়ে যাবে চোখের পলকে। ওর লাশের মুখে লাথি মেরে নিজের ডার্টি বিজনেসে ফিরে যাবে বিল হ্যামিলটন।

জন নিউম্যানকে নিয়ে লোকটার কোনও উদ্বেগ নেই, জানে রানা। সে চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া কিছুই যে করতে পারবে না, তা ভালই বোঝে। তার শুধু চাই মাসুদ রানাকে। ওকে ব্যাগে পুরতে পারলেই কাজ শেষ। আর কিছু করার প্রয়োজন হবে না।

খেল খতম, পয়সা হজম।

ওয়েল, দেখা যাক কী হয়!

আবার পায়চারি করল রানা কিছুক্ষণ। তারপর মোটা একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল।

রাইফেলটা গাছের সঙ্গে হেলান দিয়ে রাখল রানা। কোলম্যান ফ্লুইডের চারকোনা মেটাল ক্যানটা তুলে নিল। নিঃশ্বাস ঘন হয়ে আসতে শুরু করেছে ওর। একটু একটু হাঁপাচ্ছে। উত্তেজিত হয়ে উঠছে ক্রমেই। ট্রাউজারের পকেট থেকে একটা ছুরি বের করল ও, ব্লেডটা টেনে খুলল ধীরেসুস্থে।

ক্যানটাকে মাটিতে উল্টো করে রেখে হাঁটু গেড়ে বসল রানা, ছুরি দিয়ে ওটার উপর-নীচে খুব দ্রুত তিনটে-তিনটে ছয়টা ছিদ্র করে ফেলল। তারপর হাতল ধরে জোর এক দোল দিয়ে গায়ের জোরে সামনে ছুড়ে মারল ক্যানটা গাছের ফাঁক দিয়ে। উড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল শিট মেটালের ক্যান, গড়ান আর ঝাঁকি খেতে খেতে সামনে এগিয়ে গেল। আটকা জায়গায় অদ্ভুতরকম খলবল শব্দ করতে লাগল তরল গ্যাসোলিন।

গড়াতে গড়াতে গজ দশেক গিয়ে থামল ক্যানটা, ছিদ্রগুলো ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল কোলম্যান ফিউয়েল। ঢোঁক গেলার মত কোঁৎ কোঁৎ শব্দ হচ্ছে। দেখতে দেখতে অনেকখানি জায়গার ঘাস ভিজে উঠল, আরও ভিজছে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে গ্যাসোলিন। খুব কড়া একটা ঝাঁঝ ধাক্কা মারল ওর নাকে।

গ্যাসোলিন থেকে হালকা কুয়াশার মত বাষ্প ভেসে উঠল বাতাসে। দুই-তিন সেকেণ্ডের বেশি স্থায়ী হবে না ওই বাষ্পের মেঘ। আবরণবিহীন গ্যাস বেলুন।

এইবার, ভাবল রানা।

সবকিছু ঠিক সেদিনের মতই লাগছে।

চার দশক আগের সেই রাতের মত। ওয়ালড্রনে ডিয়ার স্ট্যাণ্ডের একটা ঝাঁকড়া গাছে বসে ছিল সে। একশ' গজ সামনে অপেক্ষমাণ আরেক লোকের উপর নজর ছিল স্থির। তবে সেদিনের মানুষটা ছিল ভুট্টার খেতে। আর আজকের এই লোকটা আছে বনের মধ্যে।

সেদিনের আবহাওয়া একদম আজকের মতই ছিল বলা যায়। প্রায় একইরকম গরম ছিল সেদিন। সময়টাও কাছাকাছি ছিল অনেকখানি। আর ঘটনার মিল? হাসল মনে মনে। বিশেষ কোনও অমিল দেখতে পাচ্ছে না সে। কেবল সেদিনের লোকটা জানত না যে তাকে শিকার করা হবে।

আজকের শিকার তা জানে। শুধু তা-ই নয়, শিকারীকেই পাল্টা শিকার করতে চাইছে সে। এই জায়গায় একটু অমিল আছে সেদিনের থেকে।

ঘড়ি দেখল সে। সময় হয়ে এসেছে। মাসুদ রানা এবার নড়বে জায়গা ছেড়ে। নড়তেই হবে।

আবার স্কোপে চোখ রাখল হ্যামিলটন। ইনফ্রারেডের সবুজ আলোয় আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল মাসুদ রানাকে। কী যেন করছে নীচের দিকে তাকিয়ে। শেষবারের মত রাইফেল চেক করে নিচ্ছে হয়তো। কেমন একটা শব্দ হলো না? কান খাড়া করল সে।

মেটালে মেটাল ঠোকাঠুকির? ব্যাপার কী? তাকিয়ে থাকল হ্যামিলটন। একটু পর কী যেন একটা সামনের দিকে ছুড়ে মারল রানা, তার দিকে। বড় একটা কিছু। বেশ বড়, পেট মোটা, গাঢ় রঙের, হাতলওয়ালা।

কী জিনিস ওটা?

ধৈর্য হারাতে লাগল সে।

কাম অন, মিস্টার স্পাই, ভাবল হ্যামিলটন। চলে এসো, আর দেরি না করে কাজটা সেরে ফেলা যাক। যেটা করতেই

হবে, সে কাজ ফেলে রেখে কী লাভ?

আবার নড়ে উঠল রানা। এক পা দু' পা করে হ্যামিলটনের ব্ল্যাক লাইটের আওতায় এসে দাঁড়াল। একদম তার মুখোমুখি বলতে গেলে। ভাব দেখে মনে হলো যেন আরও সামনে এগিয়ে আসবে। উত্তেজিত হয়ে উঠল সে।

পেয়েছি তোমাকে!

ওর বুকের ঠিক মাঝখানে স্কোপের ক্রস হেয়ার স্থির করল হ্যামিলটন। ট্রিগার গার্ড থেকে সরিয়ে নিয়ে ট্রিগারের উপর রাখল আঙুল। সতর্কতার সঙ্গে ট্রিগারে চাপ বাড়াচ্ছে। স্ল্যাকটুকু টেনে নেবার পর একটু শক্ত, তারপর ওটার টান টান ভাব একটু একটু করে শিথিল হলো, ইণ্টারনাল মেকানিজম বুলেটের পিছনে ধাক্কা মারার জন্য প্রস্তুত।

পাঁচ পাউণ্ডের ট্রিগার ওটা। এরমধ্যে দু' পাউণ্ড ওজন চাপিয়ে দিয়েছে হ্যামিলটন, তারপর তিন পাউণ্ড, তারপর...

সামনের সবকিছু আচমকা নেই হয়ে গেল।

ব্ল্যাক লাইট সাদা হয়ে গেল তীব্র ইনক্যানডেসেণ্ট আলোয়। বাতাসের স্পর্শে উত্তপ্ত হয়ে উঠে তার দৃষ্টিপথ ঢেকে ফেলেছে কোলম্যান গ্যাসোলিনের ধোঁয়াটে গ্যাস। অন্ধ হয়ে গেছে তার স্কোপ।

হোয়াট দ্য হেল!

তার নাইট ভিশনের দৃষ্টিপথ আচমকা বাষ্পে ঢাকা পড়ে গেল কেন? নিজের অজান্তেই বারকয়েক জোরে জোরে চোখ পিট্ পিট্ করল সে। অপটিক নার্ভগুলো বিস্ফোরিত হচ্ছে কেন, চোখের সামনে সর্ষে ফুল আর হাজারো রঙিন বল নাচছে কেন?

ব্যাপার ভাল করে বোঝার জন্য স্কোপ থেকে চোখ সরিয়ে সামনে তাকাল হ্যামিলটন।

ওদিকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে মাসুদ রানা। রাইফেল

বাঁ কাঁধে ঝুলছে, পিস্তলটা ডান হাতে।

বাষ্পের ভিতর দিয়ে হেঁটে আরও সামনে চলে এল ও।

তারপর পিস্তলটা পিছনে তাক করে এক রাউণ্ড গুলি ছুড়ল।

হাতে জোরে ঝাঁকি দিয়ে বেরিয়ে গেল গুলি। ওটার মাজল ফ্ল্যাশে গ্যাসোলিন থেকে ওঠা বাষ্পের কলামে আগুন ধরে গেল। অন্ধকারের বুক চিরে দিয়ে বিকট 'হু-উ-শশশ্!' শব্দে শূন্যে লাফিয়ে উঠল আগুন, চিনা ড্রাগনের মত মোচড় খেতে শুরু করল। অসম্ভব সাদা, তীব্র আলো বনের সমস্ত সবুজ শুষে নিয়ে একেবারে সাদা বানিয়ে ফেলল।

চামড়ায় গরম ছ্যাঁকা খেয়ে অজান্তেই উহ্ করে উঠল রানা, ডাইভ দিয়ে পড়ল মাটিতে। পিস্তল ছেড়ে দিয়েছে আগেই।

খোলা প্রান্তরের ওপ্যাশে এদিকের আগুনের আলো গিয়ে পড়তেই জ্বলে উঠল একজোড়া লেন্স। অন্ধকারে কুকুরের চোখ যেমন জ্বলে ওঠে, ঠিক তেমনিভাবে জ্বলে উঠেছে ওখানে খুনির চোখ। সোজা রানার দিকে তাকিয়ে রয়েছে ও দুটো।

ইনফ্রারেড সার্চ লাইটের লেন্স।

স্নাইপার রাইফেলের স্কোপ।

সাইটে চোখ না রেখেই গুলি করল রানা। প্রথম ট্রেসার বুলেট গাঁথল কয়েক ফুট সামনের মাটিতে। পরের চারটে চুরমার করে দিল চোখ দুটো এবং তার পিছনের আরও কিছু। নিভে গেছে কুকুরের চোখ। কিন্তু থামল না রানা, একের পর এক ৫.৫৬ এমএম, এম-১৯৬ ট্রেসার বুলেট দিয়ে ঝাঁঝরা করে দিল স্নাইপার রাইফেলের চার পাশ।

ফায়ার ফর এফেক্ট, সন্তুষ্ট হয়ে ভাবল রানা। কাউন্টার স্নাইপার অপারেশন সম্পর্কে এরকমই কিছু একটা পড়েছিল ও, অনেক আগে। লোকেট দ্য এনিমি, দেন ওভারহেলম উইথ সুপিরিয়র ফায়ারপাওয়ার।

কিছু ট্রেসার শক্ত কিছুর সঙ্গে বাড়ি খেয়ে এদিক-সেদিক

ছিট্‌কে গেল, ঝরে পড়া তারার মত।

হ্যামারের খট্! শব্দে আঙুলে ঢিল দিল রানা।

গুলি শেষ।

ঝামেলাও শেষ।

জি-যাস ক্রাইস্ট!

সামনের দৃশ্য দেখে ভূত দেখার মত আঁতকে উঠল ডেপুটি। সভয়ে দু' পা পিছিয়ে গেল।

গাছপালার মধ্য দিয়ে আগুনের একটা কলাম লাফিয়ে উঠতে দেখল সে। উজ্জ্বল হয়ে উঠল চারদিক।

পর মুহূর্তে কে যেন ট্রেসার বুলেট ছুড়তে শুরু করল আগুনের কাছ থেকে। চোখের পলকে উন্মুক্ত জায়গাটা পেরিয়ে গেল ট্রেসারের সারি, একটা গাছের গোড়ায় পৌঁছে অদৃশ্য হয়ে গেল বেশিরভাগ।

সিডনির মনে ভয়ঙ্কর একটা সন্দেহ উঁকি দিল। আর কাউকে নয়, জেনারেলকে লক্ষ্য করেই ছোড়া হয়েছে ওগুলো। ঠিক তাই, এক মুহূর্ত পরই টের পেল সে। আগুনের কলাম যেখানে মাথা তুলেছিল, সেখান থেকে একটা ভৌতিক কাঠোমো ছুটে গেল জেনারেলের অবস্থানের দিকে।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সেখানে।

হয়ে গেছে! ভাবল ডেপুটি।

এখানে আর এক মিনিট থাকলে তাকেও মরতে হবে, বুঝল সে। অতএব ঘুরেই ছুটল সে। নিঃশব্দে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে হারিয়ে গেল বনের মধ্যে।

গিলি সুট পরা নিথর দেহটার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। বিবর্ণ জাম্পসুট পরা বিস্ফোরিত সোফার মত লাগছে জেনারেলকে। গা ভর্তি হাজারো লুপ, তার মধ্য দিয়ে কাপড়ের সরু সরু স্ট্রিপ

ভরে সেলাই করে আটকে দেয়া আছে। ওগুলোর জন্য অতিকায় দু' পেয়ে কুকুরের মত লাগছে তাকে। লম্বা পশমওয়ালা কুকুর। যেন এইমাত্র জলাভূমি থেকে উঠে এসেছে।

উপুড় হয়ে পড়ে আছে সে। স্থির।

পা দিয়ে দেহটা চিত করল ও। দূরের জ্বলন্ত আগুনের আভায় দেখল, কম করেও পাঁচ-ছয়টা গুলি লেগেছে লোকটার মাথায় ও দেহের উপরের অংশে। মুখটাকে আর মানুষের মুখ বলে চেনার কোনও উপায় নেই। রক্তে একাকার অবস্থা।

তার অস্ত্রটা দেখল রানা। ওটাও গেছে। একটা বুলেট স্কোপ চুরমার করে দিয়েছে, আরেকটা বুলেট ইনফ্রারেড সার্চলাইটের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।

হঠাৎ রানার খেয়াল হলো এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হচ্ছে না। আগুনের আভায় ওকেও দেখা যাচ্ছে দূর থেকে। আরও যদি কেউ থেকে থাকে, বিপদ ঘটে যাবে।

চোখের পলকে বনের মধ্যে মিশে গেল ও।

ষোলো

দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে দেখেও বিশ্বাস করতে ভরসা হচ্ছে না জনের। কী করে হয় তা! এরইমধ্যে ভোর হয়ে গেল? পুরো রাত পানিতেই কেটে গেল তার?

নড়তে গিয়ে ব্যথায় ককিয়ে উঠল। খাঁড়িতে লাফিয়ে পড়ার সময় আহত কোমরে চোট পেয়েছে সে। তখন বোঝা যায়নি, কিন্তু পরে একটু একটু করে বেড়েছে ব্যথা। তা ছাড়া স্নাইপারের

হাতের ওস্তাদি চাক্ষুষ করে ভয়ে এতক্ষণ পানি থেকে ওঠার সাহসই হয়নি তার। ফলে ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে গেছে হাত-পা।

মুখ তুলে তাকাল জন। সত্যি দিন হয়েছে। গাছের আচ্ছাদন ভেদ করে চুইয়ে চুইয়ে নামা আলোয় বনের রং প্রথমে কিছুক্ষণ ধূসর লাগল। তারপর সবুজ হয়ে গেল।

ফিলিক্সের দিকে তাকাবে না, বারবার প্রতিজ্ঞা করার পরও অজান্তেই সেদিকে নজর চলে গেল। মাথা ক্রিকের পানিতে, হাড্ডিসার দেহটা ডাঙায় পড়ে আছে। স্রোতে খুলির ভিতরের প্রায় সবকিছু ধুয়ে গেছে, শাঁস বের করে নেয়া আধা ডুবন্ত বেলের মত লাগছে ওটাকে।

অর্ধেক বেল। সারারাত পানিতে ভিজে বিবর্ণ। আধখোলা চোখ। শিউরে উঠল জন—মাগো!

এরমধ্যে আশপাশে কত কী যে ঘটে গেছে, জানে না সে। জানার সুযোগ ছিল না। তবে রাতের কোনও এক সময়ে গোটা আকাশ যে লালে লাল হয়ে উঠেছিল, এক-দুই সেকেণ্ডের জন্য প্রতিটা গাছের মাথা জ্বলে উঠেছিল, তা চোখে পড়েছে। ওই সময় গোলাগুলির শব্দও হয়েছে প্রচুর।

তারপর থেকে আবার নীরব হয়ে আছে বন।

মাসুদ রানার নির্দেশ মনে আছে জনের। স্নাইপারের রাইফেলের হাত থেকে বাঁচতে হলে আলো না ফোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তারপর সোজা পশ্চিমে যেতে হবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্লু আইতে ফিরে গিয়ে পুলিশকে সব জানাতে হবে।

কিন্তু রানার কী হলো?

সাড়া নেই কেন ওর?

রাতে যে গোলাগুলি হয়েছে, রানাই করেছে। জানে সে। কারণ ওরটায় সাপ্রেসর ছিল না। তারপরও তার দেখা নেই কেন? শেষে কি ওই লোকটার কাছে পরাজিত হয়েছে মানুষটা?

শঙ্কাটা মনের মধ্যে চেপে রাখল সে। মাসুদ রানা ছাড়া পৃথিবীর কথা ভাবতেই পারছে না সে।

আড়ষ্ট হাত-পা নেড়ে উঠে দাঁড়াল জন, হাঁচড়-পাঁচড় করে তীরে উঠে এল। শীতে কাঁপছে শরীর। পকেটে হাত ভরে কম্পাসটা খুঁজল সে, পাওয়া গেল। একটা সমতল জায়গায় ওটা রেখে দিক ঠিক করে নিয়ে হাঁটা ধরল।

দিনের আলোয় চারদিকের গাঢ় সবুজ আর গভীর নৈঃশব্দ্য মুগ্ধ করল মেরিনকে। সকালের তাজা বাতাস, তাজা শিশির আর বেঁচে থাকার অনুভূতি, সব মিলিয়ে মন্দ লাগছে না।

এ নিয়ে সত্যি সত্যি একটা বই লিখে ফেললে কেমন হয়? ভাবল জন। পারবে সে? চেষ্টা করলে পারবে না কেন? কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে লেখায় হাত দেবে সে। লেখা হয়ে গেলে...

মাথায় শক্ত কিছুর বাড়ি খেয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল সে উপুড় হয়ে। পর মুহূর্তে পাশ থেকে কে যেন একটা পিস্তল ঠেসে ধরল তার নাকের গোড়ায়। নড়তে গিয়েও পাথর হয়ে গেল জন নিউম্যান।

'এক চুল নড়ে দেখো,' থমথমে একটা কণ্ঠ বলল। 'এক গুলিতে এখানেই খতম করে দেব।'

সিডনি হল, চিনতে অসুবিধা হলো না জনের। লোকটার চোখে খুনের নেশা চিনতেও ভুল হলো না। অনিয়ন্ত্রিত রাগে ফোঁস ফোঁস করছে লোকটা সাপের মত। এখন সামান্য বাধা পেলেই যা ইচ্ছে করে বসতে পারে লোকটা, তাই অনড় পড়ে থাকল। চোখের পলক পর্যন্ত ফেলল না।

তার পিঠের উপর এক পা তুলে দিল সিডনি। চাপ দিয়ে মাটিতে শুইয়ে রাখল। তারপর দু' হাত পিছনে টেনে নিয়ে চট্ করে হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে দিল।

'চলো, এবার। ওঠো।' কলার ধরে মাটি থেকে জনকে টেনে তুলল সে। বদ্ধ উন্মাদের মত ধক ধক করে জ্বলছে চোখ।

'তোমার বন্ধুর সাথে দেখা করতে যাবো।'

ঘাড় ঘুরিয়ে লোকটাকে দেখার চেষ্টা করল সে। কানের পাশে এক ঘুসি মেরে মুখটা সামনে ঘুরিয়ে দিল সে। 'হাঁটো!'

আলো ফুটতে শুরু করেছে দেখে বড় একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা। এখন কী করবে? বনের মধ্যে জনকে খুঁজবে? নাকি গাড়ির কাছে গিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করবে? পরেরটাই সুবিধেজনক মনে হলো।

কারণ বনের মধ্যে তাকে খোঁজাখুঁজি করতে যাওয়া পণ্ডশ্রম হতে পারে। জনকে বলা আছে সে যেখানেই রাত কাটাক, সকাল হলেই যেন হাইওয়েতে চলে যায়। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সেদিকে রওনা হয়ে গেছে সে। রুট ৭১-এর দিকে যাচ্ছে। রানা এখনই রওয়ানা হলে দুপুরের দিকে দেখা হতে পারে দু'জনের। তারপর পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করা যাবে।

ঘড়ি দেখল ও। প্রায় সাড়ে ছয়টা বাজে। ক্রমে বাড়তে থাকা ধূসর দিনের আলোয় চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। কোথাও কেউ নেই। সামান্য নড়াচড়া নেই। মাঝে মধ্যে একটা-দুটো ঘুম ভাঙা পাখির ডাক ছাড়া শব্দও নেই কোনও। মাটির কাছে হালকা কুয়াশার স্তর ভাসছে। বাতাসে কেমন সোঁদা গন্ধ।

সাবধানে পা বাড়াল ও। পড়ে থাকা একটা লগের কাছে এসে উঁকি দিয়ে সামনে তাকাল। সেই ফাঁকা জায়গাটা এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওর চোখের সামনেই রয়েছে সেটা। বেশ বড় একটা প্রান্তর। গাছের কাটা গুঁড়ি আর হাঁটু সমান ঘাসে বোঝাই, এ ছাড়া কিছু নেই। ঘাসের মধ্যে নাম না জানা বুনো ফুল ফুটে আছে প্রচুর। হালকা বেগুনি আর সাদা রঙের।

আগুনে ঝলসানো, কালো হয়ে ওঠা একটা গাছ দেখতে পেল রানা। গ্যাসোলিনের আগুনের শিকার। যেখানে আগুনের বলটা জ্বলে উঠেছিল, সেখানকার চারদিকের প্রতিটা গাছই

কালো হয়ে গেছে। তা-ও ভাল যে ওগুলো তখন শিশিরভেজা ছিল বলে আগুন ঠিকমত ছড়াতে পারেনি। নইলে সমস্যা হয়ে যেত। স্নাইপার রানার টার্গেট না হয়ে রানাই তার টার্গেট হতে পারত।

মাটিতে এখনও কয়েক জায়গায় মিট্ মিট্ করে আগুন জ্বলছে দেখে পা দিয়ে টিপে নিভিয়ে দিল ও। সতর্ক পায়ে বনের মধ্য দিয়ে ঘুরে হ্যামিলটনের অবস্থানের কাছে চলে এল। বেশি কাছে না গিয়ে দূর থেকে চোখ বোলাল। স্পষ্ট দেখা না গেলেও একটা দেহ যে চিৎ হয়ে পড়ে আছে, তা বোঝা যায়।

মানুষটাকে কবর দিয়ে যেতে পারলে ভাল হত, কিন্তু মাটি খোঁড়ার মত কিছু নেই বলে সে চিন্তা বাদ দিল ও। তা ছাড়া ওই লোকের ডিএনএ আর রক্তে মাখামাখি হওয়ার ইচ্ছেও নেই।

এবার সময় হয়েছে নিজের পথে যাওয়ার।

ঘুরে পা বাড়াল রানা। তখনই কানে এল শব্দটা। দ্রুত এদিক-ওদিক তাকাল ও। কীসের শব্দ? পা বাড়াতে গিয়েও অনিশ্চিত ভঙ্গিতে থেমে পড়ল। রাইফেলটা মাটিতে রেখে ভাবল, কেউ চিৎকার করছে মনে হয় না?... নাকি গোঙাচ্ছে? নাকি কাউকে ডাকছে? কান খাড়া রেখে পিস্তলটা বের করল ও, সেফটি ক্যাচ 'অন' করে এদিক-ওদিক তাকাল।

কী ছিল ওটা?

খানিক পর আবার কানে এল শব্দটা। হ্যাঁ, মানুষেরই গলা। চিৎকার করছে। কিন্তু কী বলছে বোঝা যায় না। ওর বাঁ দিকের কোথাও থেকে আসছে না শব্দটা?

চোখ কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে থাকল রানা।

কিছুক্ষণ পর একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল ওর, ঘন গাছ-গাছালির আড়ালে। একটু একটু করে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একজন মানুষ। কিন্তু কাঠামোটা অদ্ভুত লাগল দেখতে। ঠিক যেন... না, একজন না, দু'জন মানুষ। কিন্তু এমনভাবে গায়ে

গায়ে মিশে আছে তারা, হঠাৎ দেখলে মনে হয় একের ভিতর দুই। হাঁটার ভঙ্গিও যেন কেমন কেমন।

আরেকটু আসতে জনকে চিনতে পারল রানা। তার পিছনেই রয়েছে ডেপুটি। জনকে গলা ধাক্কা আর লাথি মারতে মারতে নিয়ে আসছে ডেপুটি সিডনি হল। জনের দু' হাত সম্ভবত পিছনে বাঁধা। ভাব দেখে মনে হয় হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। খোঁড়াচ্ছে। কাপড়চোপড় একদম ভেজা। ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করল রানা। পানিতে পড়ে গিয়েছিল জন? নাকি রাতভর খাঁড়িতেই...? হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে... কোমরের ব্যথা বেড়েছে?

তাকে নির্দয়ের মত শুধু ধাক্কাই মারছে না ডেপুটি, ধাক্কা খেয়ে বেসামাল হয়ে পড়তে দেখলে কলার ধরে হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে আবার ধাক্কা মারছে। লাথি মারছে। রাগে অস্থির হয়ে উঠল রানা। একটা ঠাণ্ডা রাগ পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিদ্যুৎ তরঙ্গের মত প্রবাহিত হতে লাগল।

'কাম অন, স্পাই!' ওকে দেখতে পেয়ে কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ডেপুটি। 'এসো, বোঝাপড়াটা সেরে ফেলা যাক।'

অসহ্য রাগে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলছে রানার। আত্মরক্ষায় পুরোপুরি অক্ষম, অসহায় এক বৃদ্ধকে হত্যা করেছে এই অমানুষটা, মনে পড়তেই ইচ্ছে করল ছুটে গিয়ে হারামজাদার টুঁটি টেনে ছিঁড়ে ফেলে।

তবু অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রাখল ও।

ঝোপের আড়ালে বসে কী করবে, কোনদিকে যাবে ভাবছিল সন্ত্রস্ত ডেপুটি। জেনারেলের করুণ পরিণতি দেখে বাকি রাত ভয়ে কেঁপেছে, এক পা-ও নড়াচড়া করতে সাহস পায়নি।

ভোর হতে অপ্রত্যাশিতভাবে সামনেই জন নিউম্যানকে বেহাল অবস্থায় দেখে শিং গজাল তার। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল সে। সমস্ত অনিশ্চয়তা দূর হয়ে গেল। বুঝে ফেলল,

এটাকে পাকড়াও করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

জন নিউম্যানকে পুঁজি করে মাসুদ রানার কাছে পৌঁছবে সে, তারপর তাকে খতম করবে। চমৎকার প্ল্যান। সফল হলে স্যাণ্ডার্স জুনিয়রের কাছে তার মূল্য হয়ে উঠবে আকাশচুম্বি। সম্মান, টাকা-পয়সা, সম্পত্তি আর গুরুত্ব, সবই অর্জন করতে পারবে সে। প্রথম সমস্যা সহজেই জয় করে ফেলল ডেপুটি। অপ্রস্তুত, ব্যথায় কাতর জনকে প্রায় মুরগির বাচ্চার মত পাকড়াও করে ফেলল। পরের ইতিহাস ক্রমাগত গলা ধাক্কা মারার।

পেশাগত জীবনে কারণে-অকারণে পাশবিক শক্তি খাটিয়ে আর অহেতুক নির্মম আচরণ করে বন্দিদের বশ মানিয়েছে সিডনি হল। একবার-দু'বার নয়, বহুবার। বশ করতে না পারলেও অন্তত নিয়ন্ত্রণ নিশ্চয়ই করেছে। অহেতুক নির্মমতা, বল প্রয়োগ ইত্যাদি সে সুযোগ পেলে প্রায়ই করে। কারণ সে জানে, মানুষ শক্তের ভক্ত নরমের যম।

শক্তি প্রয়োগ এবং নীচতা ও শঠতা হলো সিডনি হলের ট্রেড সিক্রেট। এগুলো সে প্রয়োগ করে থাকে তার শিকার কিছু বুঝে ওঠার আগেই—'সারপ্রাইজ এলিমেন্ট' হিসেবে। তার আরেক সিক্রেট হলো জেনেটিক—জন্মগতভাবে অর্জিত। য্যায়সা বাপ, ত্যায়সা বেটা ধরনের বিশেষ মজ্জাগত ক্ষমতা।

জনের বেলায় 'সারপ্রাইজ' কাজে লাগিয়েছে সে। তাকে বন্দি করে হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে নিয়ে চলেছে ট্রফি অর্জনের লক্ষ্যে। এখন সে পুরোপুরি নিশ্চিত, মাসুদ রানার মত আপদকে হ্যাণ্ডল করা কঠিন কিছু নয়। কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তার মাথায় খেলেনি যে তার গ্লকের ট্রিগার হচ্ছে হেয়ার ট্রিগার।

জনের মাথার সঙ্গে মাজল ঠেসে ধরে রেখেছে সে। তার ঠিক পিছনেই রেখেছে নিজেকে, বন্দির আড়ালে। যাতে রানা কোনও চালাকি করার সুযোগ না পায়। আচমকা তাকে গুলি করে বসতে না পারে। তবে রানা তেমন কিছু করবে না, জানে সে। করবে

না কারণ লোকটার বুদ্ধি আছে।

রানা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছে গ্লকটা সে জনের মাথার সঙ্গে যেভাবে ঠেসে ধরে রেখেছে, তাতে সে গুলি খেলে সঙ্গে সঙ্গে তার ট্রিগারে পেঁচিয়ে থাকা আঙুল আপনাআপনি আড়ষ্ট হয়ে উঠবে, হেয়ার ট্রিগারে টান পড়ে যাবে এবং চোখের পলকে গুলি বেরিয়ে যাবে। অর্থাৎ ডেপুটি মরলে তার সঙ্গে সঙ্গে জনও ফউত হয়ে যাবে। এটা মাসুদ রানা বোঝে।

কাজেই অমন কাজ সে করবে না। যার জন্য এতবড় ঝুঁকি নিয়েছে সে, তাকে সে মরতে দিতে পারে না। অর্থাৎ সিডনি এখন যেভাবে খুশি ব্যবহার করতে পারবে তাকে।

মাসুদ রানা হারামজাদাকে নিজের কাছে টেনে আনবে সে। অস্ত্র ফেলে দিতে বাধ্য করবে, তারপর স্রেফ 'ঠুস্!' করে দেবে। জনকে হারানোর ঝুঁকি নিতে চাইবে না স্পাই ব্যাটা, অতএব তার নির্দেশের বাইরেও যেতে পারবে না। তখন ইচ্ছে করলে ব্যাটাকে দিয়ে নিজের পা-ও চাটিয়ে নিতে পারবে।

ওটাই হচ্ছে সিডনি হলের কোড, অন্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আঘাত হানা। এটা এমনই এক অ্যাডভান্টেজ, যা আর কোনও প্রফেশনালের মধ্যে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। সিডনি জানে, তার মধ্যে সব সময়ই ছিল এটা। এ ধরনের কাজ করে সে আনন্দ পায়।

কেউ ইচ্ছে করলে এটাকে বিকৃত আনন্দ বলতেও পারে, সেটা তার বা তাদের ব্যাপার।

সিডনি হলের তাতে কিছু যায়-আসে না। এ বিষয়ে তার মনোভাব স্পষ্ট   মানুষের মরণ চিৎকার কানে গেলে বা চোখের সামনে কারও রক্ত-মগজ ছিট্‌কে উঠতে দেখলেও তার মধ্যে সামান্যতম প্রতিক্রিয়া ঘটে না। কারণ ওসব কোনও ব্যাপারই না তার কাছে। উল্টে বরং সেসব উপভোগ করে সে।

আবার জনকে ঘাড়ধাক্কা দিল ডেপুটি। ভাব দেখে মনে হয়,

তাকে সে মানুষই মনে করছে না। রাগে ফুঁসছে, ক্ষমতা দেখানোর জন্য মুখিয়ে আছে।

'হাঁটো, ইউ সান অভ আ বিচ!' হিস হিস করে উঠল সে। 'একটু উল্টাপাল্টা করেছ কী এক গুলিতে ঘিলু বের করে দেবো তোমার! বুঝতে পেরেছ?'

গ্লকের বাঁট দিয়ে দড়াম করে তার ঘাড়ে মারল লোকটা। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল জন। সঙ্গে সঙ্গে তার ঘাড়ে পিস্তল ঠেসে ধরল ডেপুটি। অন্য হাতে চুল মুঠো করে ধরে দুই শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে ভারী বুট পরা পা তুলে মাথাটা উপরদিকে টানতে লাগল, যেন মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলবে।

'কই, তোমাকে বাঁচাতে আসছে না কেন তোমার ভাড়া করা স্পাই?' দাঁত কিড়মিড় করে বলল ডেপুটি। 'ডাকো, চিৎকার করে ডাকো! দেখি সে ব্যাটা কতবড় বাহাদুর!'

'ওর সামনে পড়লে তুই মরবি, হারামজাদা!' পাল্টা খেঁকিয়ে উঠল জন। 'ও জানে ব্রুসকে তুই খুন করেছিস।'

সর্বনাশ করেছে! 'কী বললে? কী করেছি আমি?'

'তুমি ব্রুসকে হত্যা করেছ। ব্রুস মারা যাওয়ার দিন সারাক্ষণ তার পিছনে লেগে ছিলে তুমি। তার বাড়িতে, তার অফিসে, সবখানে। তুমি ভেবেছ ব্লু আইয়ের সবাই অন্ধ? কেউ কিছু দেখে না? শেরিফ'স ডিপার্টমেন্টের গাড়ি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার বাড়ি আর অফিসের বাইরে পার্ক করা ছিল সেদিন। ভেবেছ... অপেক্ষা করো। সময়মত তোমার পাওনা পেয়ে যাবে তুমি।'

মুহূর্তে গলা শুকিয়ে উঠল ডেপুটির। বলে কী লোকটা? ওরা জানে সে খবর? বুঝে ফেলেছে? তীব্র আতঙ্কে মনের সবচেয়ে গহীন, অন্ধকার কোণে কাঁপন ধরে গেল তার। হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার দশা হলো।

বুকের জমা বাতাস খালি হয়ে যেতে হাঁসফাঁস করে উঠল লোকটা। লক্ষণটা সুবিধের না। বুদ্ধি ঘোলা হয়ে আসতে শুরু

করেছে। ভয় মেশানো এক ধরনের অক্ষম রাগে দেহের প্রতি কণা রক্ত মাথায় উঠে আসতে শুরু করেছে। ইচ্ছে করছে এখনই এক গুলিতে উদ্ধত লোকটার ভবলীলা সাঙ্গ করে দেয় সে। তারপর পালিয়ে যায় যতদূরে সম্ভব।

কিন্তু না, গড্যামিট! এমন ভুল সে করবে না। করতে পারে না। কারণ এটাই তার একমাত্র এবং শেষ সুযোগ। জনকে ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলে তার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হবে। মনে জোর রাখো, নিজেকে বলল ডেপুটি। শেষ সুযোগটা কিছুতেই হাতছাড়া কোরো না।

'হাঁটো!' জনকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে দিল সে। 'কে কার পাওনা শোধ করে তা সময় হলে দেখা যাবে।'

একটু পরই তাকে নিয়ে খোলা জায়গাটায় পৌঁছে গেল সে। কলার ধরে জনকে নিজের ঢাল হিসেবে দাঁড় করিয়ে সামনে চোখ বোলাল ডেপুটি। কেউ নেই সামনে। কিছু নেই। ফাঁকা। মাসুদ রানা এসেছিল এখানে? দেখে মনে হয় না। জনকে সামনে ঠেলে দিল সে। চড়া গলায় ডাকতে লাগল।

'আড়াল ছেড়ে সামনে এসে দাঁড়াও, মাসুদ রানা! গড্যামিট, বেরিয়ে এসো! আমার সাথে বোঝাপড়া করো সাহস থাকলে। এসো! কাম অন অ্যাণ্ড ফাইট মি, ইউ বাস্টার্ড!'

দেখা নেই রানার।

সাহস একটু বাড়ল ডেপুটির। জনের দিকে ফিরে হাসির ভঙ্গি করল। 'সি? ও একটা চিক। মুরগির বাচ্চা। ও আমার সঙ্গে কী লড়বে? যারা লড়াই করে তারা পুরুষ হয়। মুরগি হয় না। বিপদ দেখলে আড়ালে গা ঢাকা দেয় না।'

একটু সময় দিল ডেপুটি। তারপর খোলা জায়গাটার দিকে ফিরে আবার চেঁচিয়ে ডাকতে শুরু করল, 'আমার সামনে এসো, ইউ কাওয়ার্ড!' এবার আগের চেয়ে জোরে। 'কাম অন ইউ...!'

এবং চোখ তুলেই দেখল তার ইচ্ছে পূরণ হয়েছে।

খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে মাসুদ রানা। দৃঢ়, অবিচল পায়ে তার দিকেই আসছে। নজর স্থির।

'তুমি মরেছ!' বিড়বিড় করে বলল মেরিন।

সেফটি ক্যাচ 'অন' করা .৪৫ কমাণ্ডার সামনে, কিডনি বরাবর প্যান্টের নীচে গুঁজে রেখেছে রানা। হালকাভাবে। যাতে চোখের পলকে বের করে নেয়া যায়।

ডেপুটিকে বলতে গেলে দেখতেই পাচ্ছে না ও। জনের পিছনে প্রায় নেই হয়ে আছে লোকটা। মোটামুটি জনের সমানই লম্বা সে, তাই নিজেকে তার আড়ালে সহজেই লুকিয়ে রাখতে পারছে। ও দেখতে পাচ্ছে কেবল জনকে। ওর হাত দেহের পিছনে। মনে হয় হাতকড়া পরানো।

বেশ ফ্যাকাসে লাগছে জনকে। ভয় পেয়েছে হয়তো। শার্ট-প্যান্ট এখনও ভেজা। মুখের একটা পাশ ফুলে আছে। আঘাতের চিহ্ন নিশ্চয়ই। একটু পর পর ডেপুটি উঁকি দিয়ে রানাকে দেখছে, তারপরই সাঁৎ করে মুখ আড়ালে টেনে নিচ্ছে। লুকোচুরি খেলছে যেন রানার সঙ্গে।

ডেপুটির গ্লকের কালো মাজলের উপর নজর মাসুদ রানার। জনের কপালের একপাশে গেড়ে বসে আছে ওটা। পছন্দ হচ্ছে না ব্যাপারটা। গ্লকের ট্রিগার হচ্ছে হেয়ার ট্রিগার, জানে ও। এখন লোকটা ভয় পেলেও বিপদ ঘটে যেতে পারে। আঙুলে সামান্য টান লাগলে...

পরস্পরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা ধীর পায়ে। এ চলার যেন শেষ নেই, মনে হলো রানার। গাছের ফাঁক দিয়ে প্রথম সূর্যের আলো ঝিলিক দিল এই সময়। ওদের গায়ের উপর এসে আছড়ে পড়ল।

আরেকটু সামনে যাও, মনে মনে বলল রানা। আরেকটু কাছে গিয়ে দাঁড়াও। এক পা, দু'পা করে এগিয়ে যেতে লাগল

ও।

'ওখানেই দাঁড়াও!' হঠাৎ বলে উঠল ডেপুটি।

'কী?' শোনেনি এমন ভাব করে আরও কয়েক পা সামনে এগোলো ও।

'হোল্ড ইট!' ধমকে উঠল সে। গ্লকটা জনের কপাল থেকে সরিয়ে ওর বুকের উপর স্থির করল।

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা।

'হ্যাণ্ডস আপ্!'

দু' হাত কাঁধের পাশে তুলে দাঁড়াল রানা। ডেপুটি তার অস্ত্র সরিয়ে জনের ঘাড়ে ঠেকাল। কানের ঠিক নীচে। রানা ওদের মাত্র আট ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ও, ডেপুটির তর্জনীর গাঁট সাদা হয়ে আছে। তার মানে ট্রিগার টেনে ধরে রেখেছে হারামজাদা। একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলে... জোর করে চোখ সরিয়ে নিল ও।

'অসহায় মানুষের ওপর হম্বিতম্বি করে ভালো লাগে, তাই না?' শান্ত গলায় বলল রানা।

'শাট আপ্, বাস্টার্ড!' চিৎকার করে উঠল ডেপুটি। 'আমার সঙ্গে বেশি স্মার্টনেস দেখাতে এসো না।'

'গুলি করো, রানা,' চিৎকার করে বলল জন। 'আমার কথা ভেবো না। আমাকেসহ গুলি করো হারামজাদাকে! আমার মধ্যে দিয়ে গুলি করো। গুলি করো!'

'তুমি চুপ করো,' বলল ও। ডেপুটির উপর নজর স্থির। 'ডেপুটি, ও বলতে গেলে পঙ্গু, তার ওপর ওকে বন্দি করে রেখেছ তুমি। এরকম একজনের সাথে বোঝাপড়া জমে? ওকে ছেড়ে আমার সাথে বোঝাপড়া করো। এসো।'

'আমার মাথায় তোমার চাইতে ভালো বুদ্ধি আছে,' ডেপুটি বলল ঠোঁট বাঁকিয়ে।

'কী বুদ্ধি?'

‘আগে জনকে গুলি করব, তারপর তোমাকে। তারপর বীরের মত বাড়ি ফিরে যাবো।’

‘কার হয়ে কাজ করছ তুমি, ডেপুটি?’ রানা বলল।

‘সে খবর তুমি কখনও জানতে পারবে না।’

এখনও সাহস করে রানার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারেনি ব্যাটা। আগের মতই উঁকিঝুঁকি মেরে তাকাচ্ছে। তা-ও আড়াল থেকে দু' ইঞ্চির বেশি বের করছে না মুখ ভুলেও। তা ছাড়া বের করেই আবার সাঁৎ করে টেনে নিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। এক সেকেণ্ডের বেশি স্থায়ী হচ্ছে না তার উঁকি।

অনেক নির্বোধ মানুষ ধূর্ত হয়, এই লোকও তেমনি। রানা যাতে গুলি করার সুযোগ না পায়, সে জন্যই ব্যাটা এই কসরত করছে। রানা যাতে তার কোনও অংশে গুলি লাগাতে না পারে, সে জন্য পুরো শরীর জনের আড়ালে রেখেছে সযত্নে।

‘শুট হিম!’ চিৎকার করে উঠল জন।

রানা ডেপুটিকে দেখছে নিবিষ্ট মনে। ‘এসব কেন করছ তুমি, ডেপুটি? টাকার জন্য? টাকার জন্য তুমি নিজের ইউনিফর্ম, ব্যাজ, এসবের বেইজ্জতি করছ? তুমি...

‘ঘোরো!’ খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। ‘ঘুরে দাঁড়াও! নইলে ফর গড'স সেক, এই হারামজাদার ঘিলু বের করে দেবো আমি।’

রানার মধ্যে বিশেষ কোনও প্রতিক্রিয়া হলো না। একভাবে ব্যাটার দিকে তাকিয়ে আছে ও। পলক পড়ছে না। ‘ব্রুসের মত একজন অক্ষম বুড়োকে মেরে ফেলে কী অর্জন করেছে তোমার মনিব? কেন মারলে ওরকম একজন বুড়ো মানুষকে?’

‘শাট আপ্!’ গ্লকটা ঝট্ করে ওর দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে খেঁকিয়ে উঠল সিডনি। ‘তোমাকে যা বলছি তাই করো! ঘুরে দাঁড়াও। অন্যের চিন্তা ছেড়ে নিজেকে নিয়ে ভাবো।’

এবার সময় হয়েছে, ভাবল মাসুদ রানা। ঘুরলেও গুলি করবে লোকটা, নিশ্চিত জানে ও, না ঘুরলেও করবে। তবে

একটা আশার আলো এখনও জ্বলছে ওর মনে। ওর সঙ্গে যে পিস্তলও আছে বা থাকতে পারে, সে সম্ভাবনার কথা মাথায়ই আসেনি গাড়লটার। ব্যাটা এতই মাথা মোটা যে নিজের নিরাপত্তা বিধানের প্রাথমিক পদক্ষেপটাও নিতে শেখেনি।

পিস্তল থাকার কথা হয়তো ভাবেইনি লোকটা। রানা রাতে যে কাজ করেছে, তা রাইফেল দিয়ে করেছে। ব্যাটা হয়তো ধরে নিয়েছে সেটাই ওর একমাত্র অস্ত্র ছিল।

নইলে ওকে সার্চ করার কোনও না কোনও ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করত। তা যখন করেনি, সে প্রসঙ্গই ওঠেনি, তখন ধরে নেয়া যায় .৪৫-এর কথা জানে না সে। এখন যদি রানা ড্র করে, ডেপুটি গুলি করার আগেই তাকে স্তব্ধ করে দিতে পারবে ও। তবে উল্টোটা ঘটার আশঙ্কাও একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

জনের দিকে তাকাল রানা। চোখ বন্ধ করে সম্ভবত চূড়ান্ত মুহূর্তের অপেক্ষায় আছে সে। চেহারা ফ্যাকাসে।

রানা নিরুপায়।

'ঘুরে দাঁড়াও বলছি!' গলার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চিৎকার করে উঠল লোকটা। 'কথা কানে যায় না?' গলা চড়ছে ক্রমে। 'ঘোরো, নইলে বাই গড, আমি... '

টেলিফোন বেজে উঠল আচমকা। সঙ্গে সঙ্গে ভাষণ থেমে গেল ডেপুটির। বেশ অবাক হলো সে। কথা শেষ করার জন্য কয়েকবার মুখ খুলল আর বন্ধ করল, আওয়াজ বের হচ্ছে না। আবার বাজল ফোন। কী করবে ভেবে না পেয়ে সামান্য দ্বিধায় ভুগল লোকটা, তারপর অজান্তেই কোমরের বেল্টে ক্লিপ দিয়ে আটকানো ফোল্ডারটার দিকে তাকাল।

মুহূর্তের ভগ্নাংশের জন্য মাত্র, তারপরই চোখ তুলল সে এবং ভীষণভাবে আঁতকে উঠল রানার হাতে একটা কামান দেখে! ফাস্ট মোশন মুভির মত ওটাকে তার বুক বরাবর উঠে আসতে দেখল সে। সন্ত্রস্ত ডেপুটির সমগ্র অন্তরাত্মা বলছে দেরি হয়ে

গেছে, তবু মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করল সে। গ্লকের নল তাড়াতাড়ি উঁচু করতে গেল। যদিও তার মন বলল ব্যর্থ হয়েছে সে। হেরে গেছে স্পাইটার কাছে।

একটাই গুলি করল রানা, জনের ডান কানের আধ ইঞ্চিরও কম পাশ ঘেঁষে গিয়ে সিডনির ডান চোখে ঢুকে গেল সেটা। তার সেরিব্রামের বারোটা বাজিয়ে মুহূর্তে সেরিবেলামের টিসুর রাজ্য তছনছ করে দিল। বুলেটের গতি লোকটার নার্ভাস সিস্টেমের মধ্যে আটকা পড়ে গেল চিরতরে।

তার ফলটা হলো দেখার মত। লোকটা কয়েক সেকেণ্ড সটান দাঁড়িয়ে থেকে পিছনদিকে এমনভাবে আছড়ে পড়ল, মনে হলো মানুষ নয়, একটা ব্রোঞ্জের মূর্তি আছড়ে পড়ল বুঝি। হাঁটু শক্ত হয়ে থাকল, ভাঁজ হলো না একচুলও। পড়েই বাউন্স করল দেহটা। গ্লক আছড়ে পড়ল ঘাসের মধ্যে। লোকটার রক্তে আর মগজে অনেকখানি জায়গা মাখামাখি হয়ে গেল।

ওদিকে গুলির শব্দে কানে তালা লেগে গেছে নিউম্যানের। তপ্ত পাউডারের কণা ছিটকে লেগেছে তার চোখমুখে। ডান চোখে পানি এসে গেছে। একটু সামলে নিয়ে একবার ডেপুটির দিকে, একবার রানার দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে ব্যাপারটা কী ঘটেছে।

রানা ততক্ষণে ডেপুটির পাশে বসে পড়েছে হাঁটু গেড়ে। বেল্ট থেকে তার ফোল্ডার ফোনটা খুলল ও। তাকিয়ে থাকল ওটার দিকে। দ্বিতীয় রিং হয়ে থেমে গেছে এরমধ্যে। কীভাবে কাজ করে এটা? ভাবল ও। তৃতীয় রিং শুরু হলো।

'ইয়ারপিসের নীচের বাটনটা... টিপে দাও!' বলল জন।

তাই করল ও। ডেপুটির গলা নকল করে বলল, 'ইয়েহ্?'

'করছ কী তুমি, সিডনি?' খেঁকিয়ে উঠল কে যেন। 'খবর কী?'

নীরবতা। গলাটা চেনার চেষ্টা করল ও, পারল না। এবার

আগের চেয়ে একটু ভদ্রোচিত কণ্ঠে ডেপুটিকে নকল করে বলল, 'কাজ শেষ। দুটোই খতম।'

'গড্যামিট! আমাকে জানাওনি কেন?'

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, সার!'

'ঘুমিয়ে পড়েছিলে! আমাকে এই অবস্থায়... কী বলছ তুমি! আমার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার কথা ছিল না?'

'ইয়েস, সার। সরি, সার। আমি... '

অচেনা কণ্ঠটা আগ্রহ হারিয়ে অন্য প্রসঙ্গ তুলল। 'জেনারেল ঠিক আছেন তো?'

'ইয়েপ্!'

'ওদেরকে কবর দিয়ে জেনারেলকে তার জায়গায় ফিরে যেতে বলো। তুমিও এক হপ্তার জন্য গায়েব হয়ে যাও। পরের সপ্তাহে যোগাযোগ করবে। ঠিক আছে?'

'ইয়েস, সার।'

ক্লিক শব্দের সঙ্গে ডায়াল টোন ফিরে এল।

সতেরো

স্কুলের ল্যাবে মুখ কালো করে বসে আছে হ্যারি স্যাণ্ডার্সের বড় ছেলে, নিকোলাস স্যাণ্ডার্স। চোদ্দ বছর বয়স ওর। বায়োলজি টেস্ট নিয়ে চরম আতঙ্কে আছে। কারণ ঠিকমত পড়াশোনা করেনি সে।

এদিকে সেইন্ট টিমোথি'স স্কুলের বায়োলজি ডিপার্টমেন্টের প্রধান, মিস্টার বেনিংটনও সেইরকম। অত্যন্ত কড়া মানুষ। কে

কার ছেলে, ওইসব খাতির করে চলেন না। তাই অনেকের কাছেই তিনি মিন, অনেকের কাছে সাকার।

দরজার কাছে একটা নড়াচড়া টের পেয়ে চোখ তুলল ছেলেটা। দীর্ঘদেহী এক লোক এসে দাঁড়িয়েছে। নাকের ডগায় ঝোলানো হাফ গ্লাসের উপর দিয়ে ওকেই দেখছে। চেহারা দেখে ব্যাপার সুবিধের মনে হলে না নিকোলাসের। মনে হলো, কী যেন খারাপ খবর নিয়ে এসেছে মানুষটা।

টেস্টের বারোটা বেজে গেল। একই সময় টেক্সট থেকে একটা শব্দ লাফিয়ে উঠল তার চোখের সামনে—পিথ রে।

পিথ রে কী জিনিস? মাথা চুলকাল সে। জোর-জবরদস্তি করে যেটুকু বায়োলজি শিখেছে, তার মধ্যে হাতড়াল সে কিছুক্ষণ। কিন্তু সেখানে বিশাল শূন্যতা ছাড়া কিছুই পাওয়া গেল না। আবার শব্দ হতে চোখ তুলল নিকোলাস। হেড টিচার মিস্টার উইলমট এবং তার সুন্দরী সৎ মা, মিস রানার-আপ '৯৬ মিস্টার বেনিংটনকে কী যেন বোঝাচ্ছেন।

'নিকোলাস!' একটু পর ডাকলেন বায়োলজি হেড। 'উঠে এসো, প্লিজ।'

সন্তর্পণে বিশাল এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে পড়ল কিশোর। রুমের সামনের অংশে এসে দাঁড়াল।

'তুমি খুব ভাগ্যবান ছেলে দেখছি!' হাসির ভঙ্গি করে বললেন হেড। 'এবারও শেষ সময়ে বেঁচে গেলে।'

রানার আপের দিকে ফিরলেন তিনি। 'ওকে, ম্যাডাম। নিয়ে যেতে পারেন নিকোলাসকে।'

বিভ্রান্ত সতীন পুত্রকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ল্যাব থেকে বেরিয়ে এল সৎ মা। চেহারা করুণ বানিয়ে রাখা সহজ কাজ না। তা ছাড়া তার মত চোখ ধাঁধানো সুন্দরী পথে বের হলে যেখানে সবাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, সেখানে বেনিংটন তাকে কাছে পেয়েও ভাল করে একবার তাকিয়ে দেখল না, ব্যাপারটা আঁতে

লেগেছে খুব।

নিশ্চয়ই ব্যাটা সমকামী, মনে মনে বলল বেথ। নইলে তাকে উপেক্ষা করে!

'কী হয়েছে, বেথ?' নিকোলাস জিজ্ঞেস করল। 'ড্যাডির কিছু হয়নি তো?'

'না,' গলা নামিয়ে বলল মিস রানার-আপ। বোঝা যায় হাসি চেপে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। 'তোমার স্কুলে বলেছি সে হসপিটালে আছে। কিন্তু সে সুস্থই আছে।'

সাইনিং-আউট-অভ-স্কুল প্রক্রিয়া সেরে দু' মিনিট পর বাইরে এসে দাঁড়াল তারা। কার লটে বেথের প্রায় নতুন, ঝকঝকে কালো মার্সেডিজ এস-ক্লাস দাঁড়িয়ে আছে। নিকোলাসের আপন বড় বোন অ্যামি আর বেথের দুই ছেলে, টিমি ও জেসন পিছনের সিটে বসা। পরের দু'জনকে সকার ক্যাম্প থেকে তুলে আনা হয়েছে বলে মুখ গোমড়া।

অ্যামির চেহারাও সুবিধের মনে হলো না নিকোলাসের। প্রায় নিজের বয়সী সৎ মায়ের এরকম রাখ রাখ ঢাক ঢাক পছন্দ হচ্ছে না বোধহয়। হয় না কখনওই। সামনের সিটে বসা আছে তার আপন বড় ভাই, জেক। ওর চুলের অবস্থা দেখে হাসি পেলেও চেপে গেল নিকোলাস। মনে হচ্ছে, ওর মাথার উপরে একটা কাকের বাসা বসিয়ে দেয়া হয়েছে।

'ব্যাপার কী?' আবার প্রশ্ন করল নিকোলাস।

বেথ শ্রাগ করল। 'তোমার ড্যাডিকে তো চেনোই। নয়টার সময় আমাকে ফোন করে বলল, ছেলেমেয়েদের সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করো। পার্টি হবে।'

'পার্টি?'

'হ্যাঁ, পার্টি,' বলল মিস রানার-আপ। 'তোমার ড্যাডির ইচ্ছে হয়েছে, তাই।'

নিকোলাস বড় ভাইয়ের পাশে উঠে বসতে গাড়ি ছাড়ল

বেথ। ব্যস্ত শহরের ঘন ট্রাফিকের মধ্যে ঢুকে পড়ল। একটানা বিশ মিনিট চলার পর ক্লিফ ড্রাইভে পৌঁছল ওরা। তারপর সেখানকার অভিজাত হার্ডস্ক্র্যাবল কান্ট্রি ক্লাবে। এই ক্লাবের ষাটভাগ শেয়ারের মালিক স্যাণ্ডার্স জুনিয়র।

বিশাল, ব্যারোনিয়াল এক ভবন। রাজকীয়। লাল রঙের এবড়োখেবড়ো পাথরের তৈরি। গলফ কোর্স, টেনিস কোর্ট আর সুইমিং পুলের মাঝখানে, ড্রাইভের সবচেয়ে উঁচু পয়েন্টে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে মেইন ক্লাব ভবন। গাঢ় সবুজের রাজ্যে। এক ডোরম্যান দৌড়ে বেরিয়ে এল ভিতর থেকে।

'আপনারা ভিতরে যান, প্লিজ,' বলল লোকটা। 'আমি গাড়ি পার্ক করার ব্যবস্থা করছি।'

মান-অভিমান ভুলে গেল সবাই, ঠেলে-গুঁতিয়ে সামনের দিকে ছুটল। ফয়েই থেকে হুড়মুড় করে ব্যাঙ্কোয়েট হলে চলে এল। মুখ দিয়ে বিচিত্র সব শব্দ করছে। সামনে যা দেখল, তাতে অবাক হয়ে গেল তারা। লম্বা একটা টেবিলে খাবার-দাবার, ফলমূল স্তূপ করে রাখা আছে। এত বেশি ওজন সহ্য করতে কষ্ট হচ্ছে যেন টেবিলটার, গোঙাচ্ছে।

দুনিয়াতে ডিমের তৈরি যত খাবার হতে পারে সব আছে সেখানে। এ ছাড়াও আছে সসেজ, প্যানকেক, চকলেট কেক, পুডিং, পেস্ট্রি আর দুনিয়ার ফল।

'গোলি!' হতবাক নিকোলাস প্রথম প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করল।

পিট্ পিট্ করে টেবিলের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাল সে এমন আজব কাণ্ড তার ড্যাডিকে আগে কখনও করতে দেখেনি। টেবিলটার পাশেই একটা বারো ফুট লম্বা, সম্পূর্ণ ডেকোরেটেড ক্রিসমাস ট্রি দাঁড়িয়ে আছে দেখে আরও অবাক হলো সে। আগস্ট মাসে ক্রিসমাস? ওটার তলায় পাহাড় সমান উঁচু হয়ে আছে রাজ্যের গিফট।

'সবাই এসে পড়েছ তোমরা?' ড্যাডির গলা শুনে ঘুরে

তাকাল নিকোলাস। কিচেন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল তাকে। 'এসো, আগে খেয়ে নিই। তারপর প্রেজেন্টস্ খুলব। ওকে?'

'আহ্, হ্যালো!' বলল অ্যামি। 'এটা অগাস্ট মাস, ড্যাডি। আমি তো জানতাম ক্রিসমাস ডিসেম্বরে হয়।'

'ডিসেম্বরে তো একটা হবেই,' সপ্রতিভ জবাব দিল জুনিয়র। 'কিন্তু এখন একটা করলে অসুবিধে কোথায়?'

'হ্যারি,' বেথ বলল। 'এই প্ল্যান তুমি কখন করলে?'

অমায়িক হসিতে মুখ ভরিয়ে তুলল জুনিয়র। 'বিশ্বাস করো, তিন ঘণ্টাও হয়নি মাথায় এসেছে আইডিয়াটা। তারপর ক্লাবে ফোন করলাম। এদেরকে বললাম সবকিছু রেডি করতে। রজার্সের ক্রিসমাস অল ইয়ার রাউণ্ড অফিসে আর ব্র্যাড নিউটনকে ফোন করলাম।'

ব্র্যাড নিউটন হচ্ছে পোর্ট স্মিথের নিউটন জুয়েলারির মালিক। মোস্ট এক্সক্লুসিভ স্টোর। রোলেক্সের একমাত্র আমদানীকারকও এই প্রতিষ্ঠান।

'কিন্তু আমি... '

'হানি,' বাধা দিল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। 'তোমার কোনও ধারণাই নেই নগদ টাকার কী সাঙ্ঘাতিক সম্মোহনী ক্ষমতা। এখন এসো, আগে খেয়ে নিই। তারপর প্যাকেট খুলব।'

ছেলেমেয়েরা তো আছেই, তার সঙ্গে বর্তমানের বউ, একটু আগে যোগ দেয়া পুরনো বউ এবং বডিগার্ডরা সবাই মিলে মেতে উঠল দামি দামি, পছন্দের খাবার নিয়ে। বাদ থাকল কেবল অ্যামি। কিছু ছুঁয়েও দেখল না ও। ধনীর ঘরে জন্মেও অন্য ধরনের হয়েছে মেয়েটা। টাকার গরম দেখানো একদম পছন্দ করে না। বিরক্ত চোখে সবার কাজ দেখছে পালা করে।

'ভালগার,' এক সময় মৃদু গলায় বলল সে।

'আমি ভালগার,' হ্যারি বলল। 'অস্বীকার করি না।

অমার্জিত, স্বার্থপর, অহঙ্কারী, গেঁয়ো চাষাও বলতে পারো। কিন্তু মা মণি, এই ভালগার তোমাদের জন্য এক পাহাড় মুখরোচক খাবার সাজিয়ে রেখেছে টেবিলে। আগে খেয়ে নাও।'

'ড্যাডি, তুমি একটা স্থূল... '

'কী? স্থূল ড্যাডি?'

হেসে উঠল মেয়ে।

উপহার বিতরণের পালা শুরু হলো একটু পর। 'আজ তোমরা সবাই একটা করে রোলেক্স ঘড়ি উপহার পাবে,' ঘোষণা করল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। 'একটা রোলেক্স হাতে থাকলে জীবনটা সুন্দর হয়ে ওঠে। তাই আমাদের আজকের ক্রিসমাস-ইন-অগাস্ট উৎসবের স্লোগান হচ্ছে রোলেক্স ফর এভরিওয়ান। তোমাদের মধ্যে যার যার আগে থেকে রোলেক্স আছে, তারা আজ থেকে দুটোর গর্বিত মালিক হলে।'

দু' হাত বোঝাই উপহার সামগ্রী নিয়ে ছেলেমেয়ে আর সাবেক ও বর্তমান বউদের মাঝখানে ঘুরে বেড়াতে লাগল সে। বিতরণ করছে।

'এটা কার? মনে হয় টিমির। তাই না? হ্যাঁ, তাই তো! আর এটা? এটা মনে হয় জ্যাসনের। আর... এটা মনে হয় আমাদের জেকের, তাই না?'

তারপর নিকোলাসের দিকে মন দিল সে। হাসিমুখে ভুরু নাচাল। 'তুমি কী বলো, নিকি? এটা তোমার নীরস বায়োলজি থেকে ভাল নিশ্চয়ই?'

'ইয়েস, সার,' সবক'টা দাঁত বেরিয়ে পড়ল ছেলেটার। 'একশ'গুণ ভাল।'

'তা হলে এসো। প্যাকেট খোলো তোমার।'

নিক আগ্রহের সঙ্গে খুলল ওটা। ভিতর থেকে বের হলো খুব দামি অয়েস্টার মাস্টার সাবমেরিনার। দিন-তারিখ এবং মাস-বছরসহ ঘড়ি। সঙ্গে কম্পাস।

'আগামী বয়োলজির ফিল্ড ট্রিপের সময় ওটা পরে যাবে তুমি তা হলে কখনও পথ হারাতে হবে না।'

'থ্যাঙ্কস, ড্যাড।'

'আমি চাই তোমরা সবাই ভাল থাকো। সুখে থাকো।'

থার্ড রানার-আপ ও রানার-আপকে একটা করে অসম্ভব দামি ডায়মণ্ড নেকলেস দিল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। তাই দেখে প্রায় বাকহারা হয়ে গেল প্রাক্তন ও বর্তমান বউ। একে অসময়ের ক্রিসমাস, তাতে আবার ডায়মণ্ড নেকলেস উপহার, অবাক না হয়ে উপায় কী!

'হ্যারি, আমি বুঝতে পারছি না তুমি কোন্ খুশিতে এসব বিলাচ্ছ, প্রাক্তন স্ত্রী, সুসি বলল। 'মনে হয় বিরাট কোনও দাঁও মেরেছ। কী বলো?'

'অনেকটা সেরকমই, সুইটি।' বলে বিদ্রোহী বড় মেয়ের দিকে মন দিল সে। 'আমি জানি তোমারও একটা রোলেক্স আছে। কিন্তু এটা একদম আলাদা।'

'ওহ, লর্ড!' বলল অ্যামি।

'এসো, খোলো।'

প্যাকেট খুলল মেয়েটা। ঠিকই বলেছে ড্যাডি। এটা আলাদা। খাঁটি সোনার রোলেক্স।

'ভালগারের পছন্দ কেমন লাগছে?' বলল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। 'ওদের কাছে এটার চেয়ে বেশি ভালগার ঘড়ি আর নেই।'

ঘড়িটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল অ্যামি। 'এটা নিয়ে আমি কী করব? পরতে পারব বলে তো মনে হয় না।'

'নিশ্চয়ই পরতে পারবে, হানি। তুমি একজন স্যাণ্ডার্স। তুমি স্যাণ্ডার্স জুনিয়রের বড় মেয়ে। যা তোমার পছন্দ হবে, তাই তুমি পরতে পারবে। পরবে। অবশ্য এটার মালিক যখন তুমি, তখন এটা নিয়ে যদি আর কোনও ইচ্ছে থাকে তোমার, সেটাও পূরণ করতে পারো। চাইলে এটা ব্র্যাড নিউটনকে ফেরত দিয়ে বারো

হাজার ডলার নিয়ে গৃহহীনদের দিয়ে দিতেও পারো।'

'ওয়েল,' জিনিসটা আবার কিছু সময় দেখল অ্যামি। 'সুন্দর। দেখি। ভেবে দেখি।'

'দেখো।'

সাবেক ও বর্তমানের দিকে যেতে যেতে পিছন ফিরে তাকাল সে। মেয়ের মুখে মৃদু হাসি দেখে মনে মনে বলল, ওয়েল, ওয়েল, ওয়েল, মিস অ্যামির মুখে হাসি যে আর ধরে না দেখছি!

কেউ একজন তার বাহু স্পর্শ করল।

'সার?'

'ইয়েস,' ঘুরল সে। 'কী ব্যাপার, র‍্যালফ?'

'আপনার টেলিফোন।'

'নট নাউ, র‍্যালফ,' বিরক্ত হলো স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। 'আমি এখন পরিবারের সাথে এনজয় করছি। পরে করতে বলো।'

'ওয়াশিংটন, সার। খুব নাকি জরুরি।'

আঠারো

ফোর্ট স্মিথের একটু দক্ষিণে, রুট ২৭১-এর ডেনিসের সামনে গাড়ি থামাল রানা। পেটে কিছু না দিলে আর চলছে না। কাল দুপুরের পর থেকে কোনও খাবার জোটেনি। সারারাত একরকম দৌড়ের উপর কেটেছে বলে খাওয়ার কথা মনেও পড়েনি। কিন্তু আর পারা যাচ্ছে না।

জন নিউম্যান এখনও ভাবতে পারছে না সে বেঁচে আছে। মানসিক আঘাত আর কোমরের ব্যথা অনেকটাই সেরে গেছে

তার। প্রগলভ হয়ে উঠেছে। বেশি বেশি কথা বলছে।

'ওহ্, এত খিদে পেয়েছে আমার!' ডেনিসের সাইন দেখে জিভে পানি এসে গেল জনের। মুখে হাসি ফুটল। 'এখন একটা আস্ত ঘোড়া খেয়ে ফেলতে পারব মনে হয়।'

ওয়াশ রুমে এসে হাতে লেগে থাকা তেল-গ্রিজ আধঘণ্টা ধরে পরিষ্কার করল রানা। তারপর ভাল করে হাত-মুখ ধুয়ে এসে ভারী নাস্তার অর্ডার দিল।

এক্স মেরিন যেন নতুন করে আবিষ্কার করল মাসুদ রানাকে। কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তুমি দুই-দুইবার সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে আমাকে বাঁচালে। একবার হ্যামিলটনের হাত থেকে, একবার ডেপুটির হাত থেকে। অনেক ফাস্ট শুটার দেখেছি আমি, কিন্তু তুমি... '

'এখন ওসব কথা রাখো,' রানা বাধা দিল। 'আগে পেট পুরে খেয়ে নাও। শক্তি সঞ্চয় করো। আরও কিছু কাজ এখনও বাকি আছে আমাদের। প্রথম কাজ হলো হ্যামিলটন আর ডেপুটিকে আমাদের পিছনে কে লাগিয়েছিল, তাকে খুঁজে বের করা তোমার কী মনে হয়, কে হতে পারে?'

জন শ্রাগ করল।

'কোনও আন্দাজ?'

'না। যাদের মুখ থেকে কথা আদায় করা যেত, তারা এখন ফার্টিলাইজারে পরিণত হতে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই...' রানার মুখে মৃদু হাসি দেখে থেমে গেল লোকটা। 'কী?'

'একটা সূত্র এখনও আমাদের হাতে আছে।'

ভুরু কোঁচকাল জন। 'কোন্ সূত্র?'

পকেট থেকে সিডনি হলের ফোল্ডার ফোনটা বের করল মাসুদ রানা। 'এটা। এটা কার ফোন, জানা গেলেই বোঝা যাবে।'

'তাই তো!'

যা খুঁজছিল রানা, তা পাওয়া গেল রজার্স অ্যাভিনিউর সেণ্ট্রাল মলে। তিনতলার এক মাথা থেকে আরেক মাথা দেখা যায় না, এত লম্বা এক করিডরের দু'দিকে ডজনকে ডজন সেলুলার ফোন, পেজার, ফ্যাক্স ইত্যাদিসহ নিউ-এজ ইনফর্মেশন টেকনোলজি সেলস সেণ্টার। এলাহি কারবার।

ডানদিকের তিন নম্বর শো-রুমে একজন তরুণ সেলসম্যান আছে দেখে সেটাতেই ঢুকল রানা। খুব কঠিন সমস্যায় পড়েছে, এমন চেহারা করে বলল, 'একটা ঝামেলায় পড়ে গেছি। জঙ্গলে গিয়েছিলাম আউটিঙে। সেখানে এটা পেলাম। এটার অভাবে মালিকের হয়তো সমস্যা হচ্ছে।'

সেলসম্যান নেড়েচেড়ে দেখল। মটোরোলা এনসি-৫০ সেট ওটা। অত্যন্ত দামি এবং লেটেস্ট।

'এটা মালিককে ফিরিয়ে দিতে চাই। কিন্তু,' শ্রাগ করল ও। 'কীভাবে তাকে লোকেট করব বুঝতে পারছি না। আপনি কোনও সাহায্য করতে পারবেন?'

'অটোডায়াল টিপে চেষ্টা করেছেন?' জিজ্ঞেস করল তরুণ।

'না। রিডায়ালও চাপিনি।'

'রিডায়াল বাটন টিপে দেখতে পারেন। তা হলে এটার মালিক শেষবার যাকে ফোন করেছিলেন, তাকে পেয়ে যাবেন।'

রানার হাতে হঠাৎ একটা কড়কড়ে একশ' ডলার বিল উদয় হতে দেখে ওদেরকে ভাল করে লক্ষ করল তরুণ, তারপর বিলটার উপর চোখ আটকে গেল তার।

'এই লাইনে কত বছর কাজ করছেন?' জানতে চাইল ও।

'কয়েক বছর। আমি টেকনিশিয়ান।'

'তাই?'

নোটের উপর থেকে জোর করে দৃষ্টি সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে টেকনিশিয়ান, কিন্তু পারছে না। 'হ্যাঁ।'

'তা হলে তো আমি রিডায়াল হিট করলে টোন শুনেই বলে দিতে পারবেন কোন নাম্বারে কলটা গেল?'

সন্দেহ ফুটল তার চোখে। 'আপনি বেআইনী কিছু করতে চাইছেন না তো?'

মাথা নাড়ল রানা। নোটটা কাউন্টারের উপর দিয়ে ঘষে তার দিকে এগিয়ে দিল। 'নাহ্! আমি ফোনটা মালিককে ফেরত দেয়ার জন্য আপনার সাহায্য চাইছি।'

খানিক দ্বিধা করে নোটটা পকেটে ভরল সে। সেট কানের কাছে তুলে ধরে রিডায়াল বাটন পুশ করল। দ্রুতগতির যান্ত্রিক বিপগুলো শুনল মন দিয়ে, তারপর ও প্রান্তে রিং হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে লাইন কেটে দিল।

'ওকে,' বলল সে। 'একটা এইটজিরোজিরো নাম্বার এটা। কিন্তু আবার রিং করতে হবে আমাকে। শেষের সাত ডিজিট সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, 'গো অ্যাহেড।'

আবার রিং করল সে। 'জিরোফোরফাইভ,' বলল বিড়বিড় করে। 'ওয়ানসিক্সফোরথ্রি। আরেকবার দেখি।'

'ঠিক আছে নাম্বার। ওয়ানএইটজিরোজিরো-জিরোফোরফাইভ-ওয়ানসিক্সফোরথ্রি।'

'এটা কার হতে পারে, কোনও অনুমান?'

'না,' মাথা নাড়ল তরুণ। 'আমি কখনও জিরোফোরফাইভ এক্সচেঞ্জের কথা শুনিনি। জিরো দিয়ে কোনও এক্সচেঞ্জের নাম্বার শুরু হয়, তা-ও এই প্রথম জানলাম। এটা এখানকার না বোধহয়। কারণ আমি এরকম এক্সচেঞ্জের কথা শুনিনি।'

'আপনার কাছে ফোন-ফাইণ্ডার সিডি আছে না?' জানতে চাইল রানা।

'আছে।' বলামাত্র ওটা বের করে সিডি-রমে ভরল সে। ভাব দেখে মনে হলো, সে-ও বেশ কৌতূহলী হয়ে পড়েছে এ

ব্যাপারে। এক মিনিট পর কম্পিউটর টার্মিনালে ফোন-ফাইণ্ডার রান করাল সে। জানা গেল ০৪৫ এক্সচেঞ্জ এই রাজ্যে তো দূরের কথা, সারা আমেরিকার কোথাও নেই।

'এর অর্থ কী হলো?'

'ওয়েল, এই সিডিতে হয়তো সব নাম্বার নেই। ডিরেগুলেশনের পর থেকে নিত্য প্রাইভেট এক্সচেঞ্জ, প্রাইভেট কোম্পানি, প্রাইভেট ইনফর্মেশন নেটওয়ার্ক গজিয়ে উঠতে শুরু করেছে। এফসিসি ঠিকমত মনিটর করে না সেসব। এটা সম্ভবত কারও একান্ত ব্যক্তিগত লাইন। পাবলিক বা গভর্নমেণ্ট জানে না। একান্তই প্রাইভেট। আপনি কল করুন।'

'আচ্ছা, দেখি,' বলল রানা। 'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।'

'শিওর। নো প্রবলেম।'

'ব্যাটা যে-ই হোক, অসম্ভব চতুর,' বলল জন। 'কেউ যাতে তার দিকে আঙুল তুলতে না পারে, সে জন্য ভালই ব্যবস্থা করেছে।'

'কেবল চতুর না,' বলল রানা। ভাবছে। 'প্রচুর পয়সাওয়ালা এবং প্রভাবশালী। ফিলিক্স কেলারের প্যারলের ব্যবস্থা করেছে লোকটা, একদল খুনী লাগিয়েছে আমাদের পিছনে, জেনারেল হ্যামিলটনকে লাগিয়েছে। একটা প্লেনের মালিক... !' আচমকা থেমে গেল ও।

'কী হলো?' জন ঘুরে তাকাল।

'লোকটার প্লেন আছে, সেদিন প্লেন নিয়ে আকাশে ছিল... তার মানে এয়ার পোর্টে নিশ্চয়ই ফ্লাইট প্ল্যান সাবমিট করতে হয়েছে তাকে ওড়ার আগে।'

মাথা দোলাল জন। 'প্রসিডিওর অনুযায়ী অবশ্যই করতে হয়েছে।'

'চলো।'

ততক্ষণে প্ল্যান ঠিক করে ফেলেছে রানা। ওয়ালেটের গোপন

লেয়ারে একটা-দুটো ভুয়া আইডি কার্ড সব সময় থাকে, তার একটার সাহায্যে ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউনের ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি হয়ে গেল ও। এয়ারপোর্টের এফএএ রিজিওনাল অফিসে হাজির হয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল: বেসামরিক বিমান পরিবহন ব্যবস্থার উপর বড় ধরনের একটা গবেষণামূলক কাজে হাত দিয়েছে তার পত্রিকা।

গবেষণার বিষয় হলো: ব্যস্ত এভিয়েশন করিডরে প্রাইভেট প্লেনের মালিক ও কমার্শিয়াল ক্যারিয়ারগুলোর অবাধ চলাচল নিয়ে কোনও জটিলতার সৃষ্টি হয় কি না। হলে কী ধরনের সমস্যা হয়? এ জন্য বিভিন্ন এয়ারপোর্টে গিয়ে তাদের মাসওয়ারি ফ্লাইট রেকর্ড ইত্যাদি চেক করছে সে। ফোর্ট স্মিথের রেকর্ড চেকিঙের পর যেতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনেক সহজেই উদ্দেশ্য সফল হলো ওর। প্রাইভেট প্লেন আর কমার্শিয়াল ক্যারিয়ারের অবাধ চলাচলের ক্ষেত্রে কী কী সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে, তা নিয়ে ড্রোন প্লেনের মত একঘেয়ে কণ্ঠে ঘণ্টাখানেক গুঞ্জন করে গেল লোকটা। রানা নোট নিল। ফোর্ট স্মিথের ফ্লাইট রেকর্ড চেক করতে চাইলে একটা ঢাউশ ফাইল নিয়ে এল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। ফাইলের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে নির্দিষ্ট তারিখে এসে থামল রানা।

একটা সেসনা ৪২৫ কনকোয়েস্ট টুইন ইঞ্জিন, সিএন১৩৪৬৭ ... তারিখ ১০:২৫ মিনিটে আকাশে ওড়ে। ল্যাণ্ড করে ৫:২০ মিনিটে। রেফারেন্স হিসেবে পাইলটের ফোন নাম্বার লেখা আছে ফ্লাইট প্ল্যানের নির্দিষ্ট ছকে। ওটা হচ্ছে: ০৪৫-১৬৪০। স্যাণ্ডার্স ট্রাকিং লাইনের নামে রেজিস্ট্রি করা। ডেপুটির নাম্বার ছিল ০৪৫-১৬৪৩। আর এটা ০৪৫-১৬৪০? মাত্র তিনটা নাম্বার পরের!

পাইলটের নামটা দেখল রানা: হ্যারি স্যাণ্ডার্স।

স্যাণ্ডার্স ট্রাকিং লাইন সম্ভবত ১৬০০ থেকে একশ' বা দুশ'

নাম্বারের একটা এক্সচেঞ্জের মালিক। নিজেদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজে ব্যবহার করে।

'হ্যারি স্যাণ্ডার্স সম্পর্কে কী জানো?' জনের দিকে ফিরল ও।

'খুব পয়সাওয়ালা লোকের একমাত্র ছেলে। গ্যারি স্যাণ্ডার্স নাম ছিল তার, পরে কীভাবে যেন স্যাণ্ডার্স সিনিয়র হয়ে যায় নামটা। হ্যারি হয়ে যায় স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। অনেক ব্যবসা আছে। ষাটের দশকে গ্যাং লিডার ধরনের কিছু ছিল গ্যারি স্যাণ্ডার্স। ব্যস,' মাথা নাড়ল জন। 'এর বেশি কিছু জানি না।'

'কার কাছে গেলে জানা যায়?'

পরদিন সকাল দশটার একটু পর ক্যামেরন মিডৌজ-এ পৌঁছল ওরা। নির্দিষ্ট বাড়ির ড্রাইভওয়েতে গাড়ি পার্ক করল রানা। জন নক করতে এক কালো মহিলা দরজা খুলল। ত্রিশের মত বয়স হবে তার। চেহারাটা বেশ মিষ্টি।

'ইয়েস?'

'আমার নাম জন নিউম্যান—চার্লস নিউম্যানের ছেলে। মিসেস লেসলি গারল্যাণ্ডের সাথে দেখা করতে এসেছি। উনি আছেন?'

হাঁ হয়ে গেল মহিলা। 'কী বললেন? আপনি... আপনি ট্রুপার চার্লস নিউম্যানের ছেলে? এক মিনিট, প্লিজ!'

দরজা খোলা রেখেই দ্রুত উধাও হয়ে গেল মহিলা। চাপা উত্তেজনায় চোখমুখ জ্বলছে। ঘরের ভিতর উঁচু গলার কথা শোনা গেল মিনিটখানেক, তারপর আবার ফিরে এল টগবগ করতে করতে। 'আসুন। মামা আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

সুন্দর করে সাজানো-গোছানো ঘরের মধ্য দিয়ে ওদেরকে বাড়ির পিছনদিকে নিয়ে এল মহিলা। পিছনে ছোটো একটা বাগান আছে, সেখানে গাছের ছায়ায় লন চেয়ারে বসে থাকতে দেখা গেল লেসলি গারল্যাণ্ডকে। মহিলা বিশালদেহী। দুই হাতে

বিশাল পেট বেড় দিয়ে ধরে বসে আছেন। আশি-পঁচাশির মত বয়স।

প্রিন্টের সাধারণ গাউন পরে আছেন। তাঁর বসার ভঙ্গির মধ্যে রাজকীয় একটা ভাব আছে। হাতে একটা কাপড়, ব্যানডানা সম্ভবত। মাঝে মাঝে ঘাড় মুছছেন ওটা দিয়ে। চোখ বড় বড় করে এদিকেই তাকিয়ে আছেন মহিলা। চেহারা দেখে মনে হয় বিস্ময়ে বাকহারা হয়ে পড়েছেন।

'মিসেস গারল্যাণ্ড, আমি জন নিউম্যান। আমি...

মহিলা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলতে থেমে গেল সে। দাঁড়িয়ে থাকল অপ্রস্তুতের মত। অল্প বয়সী মহিলা কিচেন থেকে দু'টো চেয়ার এনে ওদের সামনে রাখল।

'বসুন আপনারা।'

বৃদ্ধার সুস্থির হতে মিনিট দুয়েক লাগল। চোখ মুছে নাক টনলেন তিনি। আবার কিছুক্ষণ জনকে দেখে নিয়ে বললেন, 'তুমি এসেছ শুনে বিশ্বাস করতে পারিনি আমি। এতটুকুন দেখেছিলাম তোমাকে, সেই তুমি... ' রানার উপর চোখ পড়ল। 'ইনি কে?'

'আমার বন্ধু, ম্যা'ম।'

'বুঝতে পেরেছি,' স্নেহের দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকালেন বৃদ্ধা। 'ওয়াশিংটনে যে তোমাকে বাঁচিয়েছিল?'

'শুধু ওয়াশিংটনে না, গত কয়েকদিনে আরও অন্তত তিনবার আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে।'

মহিলা ওর দিকে তাকিয়ে আছেন বুঝতে পেরে বিব্রত হলো রানা। তাড়াতাড়ি বলল, 'ম্যা'ম, আপনার কাছে একটা জরুরি বিষয় জানতে এসেছি আমরা।'

'বলো, বাবা। আগে বলো কী খাবে।'

'কিছু না,' জন মাথা নাড়ল। 'অনেক ধন্যবাদ। আমাদের তাড়া আছে।'

উদাস হাসি ফুটল তাঁর মুখে। 'সাদাদের আঙিনায় কালোরা যখন পা রাখতে সাহস পেত না, তখন তোমার বাবা আমাদেরকে তাঁর বাড়িতে বসতে দিয়েছেন, সহানুভূতির সাথে আমার আবেদন শুনেছেন, তোমার মা আমাদেরকে লেমনেড এনে দিয়েছেন, আমি আজও সে কথা ভুলতে পারিনি।'

'মনে আছে,' জন বলল।

'তোমারও মনে আছে? তুমি তখন অনেক ছোটো ছিলে।'

'আপনাদের সাক্ষাতের পরদিনই তো আমার জীবনের গতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। ভুলি কী করে?'

'ঠিক। মেয়েকে হারিয়ে যে কষ্ট আমি পেয়েছি, তোমার বাবার মৃত্যুতেও সেই একই কষ্ট পেয়েছি।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন মহিলা। 'সেই মানুষের ছেলে আমার বাড়ি থেকে খালি মুখে যেতে পারে না। কফি দিতে বলি?'

'বলুন,' রানা বলল। 'থ্যাংক ইউ।'

মেয়েকে কফি দিতে বলে নড়ে বসলেন লেসলি গারল্যাণ্ড। চেয়ারটা ককিয়ে উঠল। 'এবার বলো কী জানতে এসেছ।'

'গ্যারি স্যাণ্ডার্স আর তার ছেলে হ্যারি স্যাণ্ডার্স সম্পর্কে জানতে চাই,' রানা বলল।

নীরবে, ঘন ঘন ওদের দু'জনের দিকে তাকাতে লাগলেন মহিলা। মনে হলো, এমন প্রশ্ন করার কারণ কী হতে পারে বোঝার চেষ্টা করছেন।

'গ্যারি স্যাণ্ডার্স? দি গ্রেট অ্যাণ্ড নটোরিয়াস?'

'কেমন ছিল মানুষটা?'

'পন কিং ছিল ফোর্ট স্মিথের, ন্যান্সিজ ফ্লেমিঙ্গো লাউঞ্জে ঘাঁটি ছিল তার। লিটল রক আর হট স্প্রিংসে যত বড় বড় গুণ্ডা বাহিনী ছিল, সবগুলোর বন্ধু ছিল গ্যারি। সবাই বলে নিউ অর্লিয়ন্সের স্যান্টো ট্রাফিকনেট আর কার্লোস মার্সেল্লো এবং ডালাসের বিগ জিমের মধ্যেকার মব গ্রুপগুলোর কিং পিন ছিল। গ্যারি স্যাণ্ডার্স

থেকে তার স্যাণ্ডার্স সিনিয়র হওয়ার পিছনে নাকি অনেক ওপর মহলের কারও আশীর্বাদ ছিল। '৮৩ সালে গাড়ি-বোমা বিস্ফোরণে মারা যায় গ্যারি। আজও জানা যায়নি কাজটা কার ছিল।'

'আর হ্যারি স্যাণ্ডার্স?'

'সে তো বিশাল ব্যাপার। অনেক বড় বড় ব্যবসার মালিক। স্যাণ্ডার্স কন্সট্রাকশন, স্যাণ্ডার্স লাইন ট্রাকিং, স্যাণ্ডার্স গ্রুপ রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্ট, ক্লিফ ড্রাইভের হার্ডস্ক্র্যাবল কান্ট্রি ক্লাব ছাড়াও অনেক পনশপ আর পর্নো স্টোর আছে তার। আমার ছোটো মেয়ে এই বাড়িটা স্যাণ্ডার্স গ্রুপের কাছ থেকে কিনেছে।'

তিন গাড়ি ভর্তি পেশাদার গুণ্ডা, একজন ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্নাইপার ও একজন ডেপুটি ভাড়া করার মত টাকা এবং প্রভাব, দুটোই এর আছে, ভাবল রানা। কিন্তু তাতে কী প্রমাণ হয়? সে কেন লাগতে যাবে জন নিউম্যানের পিছনে?

কিন্তু... '৬৫ সালে চার্লস নিউম্যানের হত্যাকারী সেই একই স্নাইপার আজ এতদিন পর... এর মধ্যে রহস্যটা কী?

'আপনার মেয়ের খুনের সাথে সেই বাঙালি ছেলেটার কোনও হাত ছিল... ' মহিলাকে জোরে জোরে মাথা নাড়তে দেখে থেমে গেল রানা।

'একদম না,' বললেন তিনি। 'নিরপরাধ ছিল গালিব ছেলেটা। অনেক ভাল ছিল। খুব কৌশলে ফাঁসানো হয়েছে ছেলেটাকে। ওর দণ্ড কার্যকর হওয়ার এক মাস আগেই আমি মিস্টার ব্রুস উইলিয়ামসকে জানিয়েছিলাম সে কথা। কিন্তু কপাল মন্দ হলে যা হয়, তাই হয়েছে।' ঘাড় মুছলেন তিনি।

'ব্লু আইয়ের ওই সময়কার শেরিফ জড়িত ছিল ছেলেটাকে ফাঁসানোর ষড়যন্ত্রের সাথে। গালিবের দণ্ড কার্যকর হওয়ার পর তাদের মধ্যে একজন মাতাল হয়ে কিছু উল্টাপাল্টা কথা বলে ফেলে একদিন, তখনই বিষয়টা ফাঁস হয়। খবরটা মিস্টার

উইলিয়ামসকে জানাতে চেয়েছিলাম আমি। কিন্তু,' শ্রাগ করলেন মহিলা। 'ততদিনে যা হওয়ার হয়ে গেছে। তাই আর...

কৌতূহলী হয়ে উঠল রানা। কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, 'পুরোটা খুলে বলবেন দয়া করে?'

সাড়ে বারোটায় লেসলি গ্যারল্যাণ্ডের ওখান থেকে বের হলো রানা আর জন। রানা গভীর চিন্তায় ডুবে আছে।

'এবার কোথায়? জন বলল। 'নানলি, নাকি... ?'

'না, হোটেলে।'

লাঞ্চ সেরে রামাদা ইনে ফিরে গেল ওরা। ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে উঠেছে মাসুদ রানা। বারবার মনে হচ্ছে, কী যেন একটা নজর এড়িয়ে যাচ্ছে ওর। কী যেন বুঝেও বুঝতে পারছে না। একটা পর্দা ঝুলে আছে চোখের সামনে। সেটাকে সরাতে পারছে না ও অনেক চেষ্টা করেও।

কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছে না।

গ্যাং লিডার গ্যারি স্যাণ্ডার্সের কোনও গোপন খবর জেনে ফেলেছিলেন চার্লস নিউম্যান? তাই তাকে হত্যা করেছিল সে? কিন্তু চার্লসের জীবনের শেষ সপ্তাহ সম্পর্কে এ পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে, তাতে সে ধরনের কোনও আভাস পাওয়া যায়নি।

ওই সময় তাদের দেখা হয়েছে বা কিছু নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছে, তেমন কোনও প্রমাণও নেই। থাকলে একভাবে না একভাবে নিশ্চয়ই জানা যেত। তা ছাড়া চার্লস নিউম্যান ছিলেন একজন সাধারণ স্টেট পুলিশ অফিসার। কোনও অর্গানাইজড্ ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন টিমের সদস্য ছিলেন না, যাতে মনে হতে পারে তিনি কোনও বিষয়ে গ্যারি স্যাণ্ডার্সের পিছনে লেগেছিলেন, তাই বাধ্য হয়ে সে এ কাজ করিয়েছে।

তা ছাড়া শেলি গারল্যাণ্ডের মৃতদেহ উদ্ধারের সঙ্গে তাঁর মৃত্যুর কী সম্পর্ক থাকতে পারে? ১৯ তারিখ রাতে মারা যাওয়া

একটা মেয়ের লাশ উদ্ধারের সঙ্গে তিনদিন পর, ২৩ তারিখে মুক্তি পাওয়া জ্যাক রিচির কী সম্পর্ক? সে কেন ওইদিনই তাঁকে হত্যা করবে?

সন্দেহ নেই যে এসবের সঙ্গে স্যাণ্ডার্স জুনিয়র কোনও না কোনওভাবে জড়িত, ভাবল রানা। নইলে ওয়াশিংটন ডিসিতে জন নিউম্যানের উপর হামলা, টালিব্লু ট্রেইলে অ্যামবুশ, ফিলিক্স কেলারের মুক্তি পাওয়া, ফর্ক মাউণ্টেনের গভীর জঙ্গলে স্নাইপারের অ্যামবুশ ইত্যাদি কিছুই ঘটত না।

নিশ্চিতভাবে বলা যায়, প্রথম ঘটনায় মাসুদ রানা দুর্ভাগ্যবশত জড়িয়ে 'পড়লেও গত ক'দিনে ওদেরকে থামিয়ে দেয়ার যতগুলো পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, সব ওই লোকের ইঙ্গিতেই হয়েছে। তার খরচে হয়েছে। কিন্তু এসবের কোনও প্রমাণ নেই।

কাজেই সরাসরি গিয়ে তাকে ধরার কোনও উপায় নেই ওদের। বাপের মত সে নিজেও একজন গ্যাং স্টার, তার প্রমাণ সে রেখেছে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত নিরাপত্তার খাতিরে সারাক্ষণ নিশ্চয়ই সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা রেখেছে সে। তার মানে, প্রমাণ ছাড়া ওর বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে ওরা নিজেরাই উল্টে সমস্যায় পড়বে।

অতএব ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া এখন কোনও উপায় নেই, ভাবল রানা। আরও কিছু মেণ্টাল-ওয়ার্ক ও ফুট-ওয়ার্ক করতে হবে। স্টেট পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে '৬৫ সালে চাকরি করত এমন কাউকে পাওয়া যায় কি না। এখন ইচ্ছে করলে সে-সময়কার শেরিফকে ধরা যায়। কাউণ্টিতেই আছে সে। কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও নিরেট প্রমাণের প্রয়োজন হবে। প্রমাণ ছাড়া এক পা ফেলতে গেলেও ব্যাকফায়ার করতে পারে।

তবে এটা নিশ্চিত যে চার্লস নিউম্যান জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সাধারণ রুরাল স্টেট পুলিশম্যানই ছিলেন। কোনওরকম

গোয়েন্দা কার্যক্রমে জড়িত ছিলেন না। তা হলে তাঁকে স্পেশাল ইউনিটে ডিটাচ করা হত এবং বিষয়টা গোপন থাকত না।

'পেলে কোনও উপায়?' জিজ্ঞেস করল জন। অনেকক্ষণ থেকেই ওকে লক্ষ করছিল সে।

মাথা নাড়ল ও। 'নাহ্!' বলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'একজন স্টেট পুলিশম্যানকে কী কী করতে হয় বলো দেখি। এটাই এখন সবচে' এলিমেণ্টারি প্রশ্ন। বলো, কী কী করতে হয় স্টেট পুলিশম্যানকে? দেখি, জবাবের মধ্যে আমার প্রশ্নের উত্তরটা পাই কি না।'

জন মাথা ঘামাল কিছুক্ষণ। 'ওয়েল, স্টেট পুলিশম্যানকে টহলে যেতে হয়। কোর্টে হাজিরা দিতে হয়। ডাক এলে সাড়া দিতে হয়। দুর্ঘটনা ঘটলে রাস্তা ক্লিয়ার করতে হয়, ব্যারাক কমাণ্ডারের কাছে রিপোর্ট করতে হয়, মাঝেমধ্যে ট্রেইনিং নিতে হয়, স্পিডিং টিকেট ইসু করতে হয়... এইসব।'

হাসল জন নিউম্যান। 'ড্যাডি স্পিডিং টিকেট ইসু করতেন প্রচুর। চাকরি জীবনে এই কাজটাই বোধহয় সবচে' বেশিবার করেছেন উনি। পাঁচ-দশ হাজার টিকেট তো অবশ্যই ইসু করেছেন।' আবার হাসল। 'চোখের সামনে কোনও বেআইনী কাজ ঘটতে দেখলে সহ্য করতে পারতেন না ড্যাডি।'

লোকটার দিকে আনমনে তাকিয়ে থাকল রানা। মনে হলো তার কথাগুলো শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। আরও কী যেন একটা চোখের সামনে ভাসছে।

জ্বলজ্বলে, ভারী, যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়।

তাকিয়েই থাকল রানা।

জনও পাল্টা তাকিয়ে থাকল। 'কী দেখছ?' ভুরু নাচাল সে।

'টিকেট, অ্যাঁ?' আনমনে বলল ও। হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ছুঁয়ে গেল যেন ওকে। চমকে উঠল রানা।

'হ্যাঁ।'

চার্লস নিউম্যানের জুতোর বাক্সে একটা স্পিডিং টিকেটের বই আছে, অর্ধেক ব্যবহার করা, ভাবল রানা।

যতদূর মনে পড়ে, মারা যাওয়ার তিন-চারদিন আগেও জনের বাবা টিকেট ইসু করেছিলেন।'

টিকেট। ইয়েস, ভাবল রানা, 'স্পিডিং টিকেট!

উনিশ

'পুল!'

ট্র্যাপ থেকে সাঁৎ করে আকাশে উঠে পড়ল একজোড়া তস্তরি। এখনই উধাও হয়ে যাবে। কিন্তু স্যাণ্ডার্স জুনিয়র আজ অন্যরকম মুডে আছে। কিছুই বিনা চ্যালেঞ্জে ছাড়বে না সে।

ক্রেইগহফের ব্যারেল ওগুলোর গতিবিধি অনুসরণ করছে। সময় হয়েছে বুঝতে পারামাত্র ট্রিগারের উপর চেপে বসল তার আঙুল। প্রথমটাকে গুলি করে পরক্ষণে একটু সরে দাঁড়াল, অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে, তারপর আবার গুলি করল।

সাড়ে সাত ইঞ্চি রেমিংটন চার্জারের আঘাতে সবুজ বনের পটভূমিতে দর্শনীয়ভাবে বিস্ফোরিত হলো তস্তরি দু'টো। স্রেফ পাউডার হয়ে মুছে গেল আকাশ থেকে।

'বাহ্!' পিছনে বসা তার পার্টনারের কণ্ঠে নিখাদ প্রশংসা ফুটল। 'আজ দারুণ দেখাচ্ছ তো!'

সন্তুষ্টির হাসি ফুটল জুনিয়রের মুখে। 'এখনও শেষ হয়নি আমার দেখানো।'

এই নিয়ে সকাল থেকে আটত্রিশবার হিট্ করেছে সে, মিস

হয়নি একটাও। তার মুঠোর মধ্যে মহামূল্যবান শটগানটা আজ যেন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। যেন হত্যার নেশায় মেতে উঠেছে। গলার শেকল খুলে নেয়া শিকারী কুকুরের মত হয়ে উঠেছে, আকাশে শিকারের খোঁজে ছোঁক ছোঁক করছে।

দেখা পেলেই নির্দয় খুনীর মত তাড়া করে সেগুলোকে, কমলা রঙের পাউডার বানিয়ে শূন্যে মিশিয়ে দিচ্ছে।

'আগামী সপ্তায় পরিবার নিয়ে হাওয়াই যাচ্ছি আমি,' বলল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। 'দুই সপ্তাহের জন্য।'

'সবাইকে নিয়ে?'

'হ্যাঁ, সবাইকে। প্রাক্তন ও বর্তমানের বউদের নিয়ে, তাদের ছেলেদের নিয়ে। মেয়ে বাদ। ঘাড় ত্যাড়া অ্যামি যাবে না বলে দিয়েছে। প্রাক্তন বউয়ের মা যাবে, গড্যামিট। '৯৬ রানার আপের অকর্মা ভাইটাও যাবে।'

মৃদু হাসি ফুটল পার্টনারের সুদর্শন মুখে। সুন্দর একহারা গড়নের মানুষ সে। চমৎকার ছাঁটের নীল সুট পরে আছে। এ মুহূর্তে অবশ্য কোটটা খুলে রেখেছে। সাদা শার্ট ও অসম্ভব দামি লাল টাই-এ দারুণ মানিয়েছে। মাথা ভর্তি চুল লোকটার, সব পেকে ধপধপে সাদা। ষাট-পঁয়ষট্টির মত বয়স হবে তার।

পোক কাউণ্টির কিংবদন্তির পলিটিশিয়ান, সিনেটর হাওয়ার্ড হকিনসের একমাত্র পুত্র, ডেভিড হকিনস এই লোক। এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রার্থী এবং আমেরিকার একশ' ভাগ নিশ্চিত ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট। আশ্চর্য সুন্দর চেহারা মানুষটার। অতুলনীয় সুন্দর, মায়াভরা। এ জন্যই তাকে দ্য হ্যাণ্ডসামেস্ট ম্যান দ্যাট এভার লিভড্ বলা হয়।

'মেয়ে যাবে না কেন?' বলল সে।

'বডিগার্ড দু' চোখে দেখতে পারে না ও। ওরা ঘিরে থাকলে আমাকে নাকি ভাঁড়ের মত লাগে। তাই যাবে না। তুমিই বলো, এখন কি বাডগার্ড ছাড়া চলাফেরা করা সম্ভব আমাদের পক্ষে?'

'অবশ্যই না।' একটু চুপ করে থাকল ডেভিড হকিনস। 'কিন্তু তুমি এখন বেড়াতে চলে গেলে আমার ক্যাম্পেইনের কী হবে? বেশিদিন বাকি নেই আর। এই সময়... '

'মাত্র তো দু' সপ্তার ব্যাপার,' বাধা দিয়ে বলল জুনিয়র। 'ও দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তা ছাড়া ওদের সবাইকে কথা দিয়ে ফেলেছি, এখন না গেলে খারাপ হয়ে যাবে। এমনিতেই সব সময় শুনি, বাপ হিসেবে আমি নাকি সুবিধের নই। টাকাই নাকি আমার সব।' হাসল সে। 'ভেবেছিলাম, হাওয়াই গিয়ে তোমাকে জানাব। কিন্তু তুমি যে আগেই হাজির হয়ে যাবে, তা কে জানত!'

মাথা দোলাল আগন্তুক। 'অনেক কঠিন বিপদের মধ্য দিয়ে এসেছ তুমি। তাই রিল্যাক্সেশনের দরকার আছে তোমার। যাও। মন-মেজাজ তরতাজা করে নিয়ে ফিরে এসো।'

বনের মধ্য দিয়ে হেঁটে পরের স্টেশনে এল তারা। চমৎকার দিন আজ। মাথার উপর, গাঢ় নীল আকাশের পটভূমিতে পাহাড় সমান গাছের শাখাগুলো দোল খাচ্ছে, প্রাণমন জুড়ানো বাতাস বইছে ঝিরঝির করে। চারদিকে পাহাড়গুলোর মাথায় জমে থাকা বরফ চিকচিক করছে সূর্যের আলোয়।

কোথাও কোথাও গাছের ঘনত্ব বেশ কম। সেই ফাঁক দিয়ে একদিকে কুঁজোর পিঠের মত ওয়াচিটা পর্বতমালার পাহাড়সারি দেখা যায়। আরেকদিকে দেখা যায় ওকলাহোমার বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি।

'কী চমৎকার দৃশ্য!' বলল জুনিয়র। 'দেখলে মনটা জুড়িয়ে যায়।'

তাদেরকে দেখতে পেয়ে ট্র্যাপার লোকটা দৌড়ে গিয়ে ট্র্যাপ স্টেশনে ঢুকে পড়ল। ডেভিড হকিনস পরের কেজে ঢুকল। হ্যারি দাঁড়িয়ে রইল বাইরে। প্রথমে একটা কমলা রঙের চাকতি উঠল গাছের মাথা ছাড়িয়ে, অনেক দূরে। কঠিন শট, কিন্তু ঠিকই

লাগিয়ে দিল ডেভিড, ছত্রখান হয়ে গেল ওটা আকাশে। তারপরই উঠল একজোড়া, সিমো জুটি। বহু মূল্যবান পেরাৎজি দিয়ে গুলি করছে ডেভিড হকিনস।

কিন্তু জুনিয়রের মত ওস্তাদ শুটার নয় সে। তার উপর আজ মনোযোগেরও ঘাটতি আছে, তাই প্রথম সিঙ্গেলটাকে ঘায়েল করতে পারলেও জুটির একটাকে ফেলেই সন্তুষ্ট থাকতে হলো। অন্যটা তেরছা ভঙ্গিতে চলে গেল নিরাপদ দূরত্বে।

'রিল্যাক্স,' জুনিয়র বলল।

'অনেক রিল্যাক্সড় আছি আমি,' উষ্মা ফুটল ডেভিডের কণ্ঠে। পরক্ষণে হাঁক ছাড়ল, 'পুল!'

এক জোড়া ক্লে উড়াল দিল, নীল আকাশে পরিষ্কার ফুটে উঠল। তার পেরাৎজির ব্যারেল অনুসরণ করল ওগুলোকে, ট্র্যাক করল। তারপর ঠিক সময়ে গর্জে উঠল। এবারও হলো না। একটা অক্ষত রয়ে গেল দেখে চরম বিরক্ত হলো সে। 'ড্যাম!'

স্যাণ্ডার্স হাসির ভঙ্গি করল। 'তোমার মনের মধ্যে অনেক কিছু ঘুরছে মনে হয়। ওটা খালি করো। সব ফেলে দাও। ইন্সটিংক্টের ওপর ভরসা রেখে মারো।'

শব্দ করে হেসে উঠল ডেভিড হকিনস। 'আমি যখনই ওই জিনিসের ওপর নির্ভর করি, তখনই বিপদে পড়ি।'

এবার স্যাণ্ডার্স ঢুকল শুটিং কেজের মধ্যে। মাথার ভিতরকার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা দূর করে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'পুল!'

ট্র্যাপ থেকে 'হোয়্যাং' শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে উঠে গেল একটা ঘুরন্ত তস্তরি, রকেটের গতিতে চলে যাচ্ছে দৃষ্টিসীমার বাইরে। ধীরস্থির ভঙ্গিতে ওটাকে ধুলোয় পরিণত করল সে।

'এক্সেলেন্ট শট্!'

'থ্যাঙ্কিউ।'

শেল ইজেক্ট করল স্যাণ্ডার্স, দুটো সাড়ে সাত ইঞ্চি রেমিংটন চেম্বারে ভরে রিসেট করল নিজেকে। লম্বা করে দম নিল। মনের

মধ্যে কোনও সন্দেহ বা দ্বিধা আছে কি না বোঝার চেষ্টা করল। না, নেই।

'পুল!'

ঝটাং করে খুলে গেল ট্র্যাপ, উড়াল দিল ক্লে-পিজিয়ন। সঠিক মুহূর্তটির অপেক্ষায় থাকল জুনিয়র, যখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে উত্থান থেমে গিয়ে পতন শুরু হয়, ঠিক সেই মুহূর্তটির। সময়মত ওটাকে স্রেফ ধূলিতে পরিণত করল সে। বন্দুক নামিয়ে বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল। চেহারা কালো লাগল। না পারার বেদনায়, নাকি আর কিছু?

আবার গুলি করার প্রস্তুতি নিল স্যাণ্ডার্স। 'পুল!'

কিছুই ঘটল না।

প্রত্যাশিত ঝটাং বা পাখির উড়াল, কোনওটাই ঘটল না।

ড্যাম! ভাবল জুনিয়র। কাজের সময় এরকম উল্টোপাল্টা একদম পছন্দ করে না সে। এতে কনসেণ্ট্রেশন নষ্ট হয়।

দাঁড়াও! দাঁতে দাঁত পিষল সে। রাউণ্ড আগে শেষ হোক, তারপর ট্র্যাপারের বাচ্চার ভূত ছাড়াব।

'তুমি রেডি?' লোকটার উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল জুনিয়র।

জবাব নেই।

ব্যাপার বুঝতে না পেরে পিছনে তাকাল সে। ডেভিড তাকিয়ে আছে তার দিকে। সে-ও বুঝতে পারছে না কী ঘটছে।

এমন সময় স্যাণ্ডার্সের পেজার ভাইব্রেট করতে শুরু করল।

ড্যাম! ব্যাটা কল করার আর সময় পেল না? এখন কেন কল করতে গেল ব্যাটা? একবার ভাবল ধরবে না। বাজছে বাজুক। হাতের কাজ শেষ করে ধরবে। কিন্তু এ পর্যায়ে মানুষটাকে অগ্রাহ্য করাও তো কঠিন।

কল ধরো, নিজেকে বলল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। কী বলে শোনো। তারপর আবার শুরু করো।

শটগান কেজের দেয়ালে দাঁড় করিয়ে রেখে বেরিয়ে এল

সে। সঙ্গীর উদ্দেশে ক্ষমা প্রার্থনার হাসি দিয়ে বলল, 'সরি, একটা জরুরি কল ধরতে হবে।'

মাথা ঝাঁকাল হবু প্রেসিডেন্ট। 'গো অ্যাহেড।'

মেসেজ লাইনে ডায়াল করল স্যাণ্ডার্স, সংযোগ স্থাপিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করল। দেখল নতুন মেসেজ এসেছে। ওপেন করল সেটা। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল সেটার দিকে।

'হোয়াট দ্য হেল্!' বিড়বিড় করে বলল।

মেসেজটা এরকম কল ফর দ্য বার্ডস এগেইন।

এই কথা? কেজে ফিরে গিয়ে শটগান তুলল সে, পরমুহূর্তে খাম্বা হয়ে গেল।

এ কেমন মেসেজ? ডেপুটি কি তার সঙ্গে ইয়ার্কি মারছে?

একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হলো স্যাণ্ডার্স জুনিয়রের। কাঁধ থেকে শটগান নামিয়ে বোকার মত এদিক-ওদিক তাকাল। কোথাও কোনও অস্বাভাবিকতা নেই।

বন্ধুর দিকে ফিরল স্যাণ্ডার্স। সে-ও কিছু বুঝতে পেরেছে বলে মনে হলো না। অনুভূতিটা আবার ফিরে আসতে বেল্ট থেকে নিজের ফোল্ডার খুলে ডেপুটির নাম্বারে রিং করল। আজব কাণ্ড! নিজের কানে রিং শুনতে পেল সে। বড়জোর বিশ গজ দূরে বেজে চলেছে সিডনি হলের ফোন।

থাবা দিয়ে শটগানটা তুলে নিয়েই দৌড়ে কেজ থেকে বেরিয়ে এল স্যাণ্ডার্স। শব্দ লক্ষ্য করে ঘুরে তাকাল। গজ বিশেক দূরে একটা গাছের ডালে ঝুলছে ফোনটা। তারস্বরে বেজে চলেছে।

'বেচারা!' অচেনা একটা কণ্ঠ একেবারে কাছ থেকে বলে উঠল। 'দায়িত্ব পুরো করতে পারল না।'

ঝট্ করে ঘুরল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। তার এতদিনের দুঃস্বপ্নকে চোখের সামনে দু' পায়ে খাড়া দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। সেই লোকটা! সেই মাসুদ রানা! তার কপাল সই করে একটা

.৪৫ ধরে আছে। মুখে নিষ্ঠুর হাসি। ভয়াবহ। যেন প্রাচীন কোনও প্রতিশোধের দেবতা, ধরায় এসেছে... লোকটার কথায় ধ্যান ভাঙল তার।

'শটগানটা পায়ের কাছে রাখো, মিস্টার হ্যারি। নইলে কী ঘটবে তুমি জানো।'

খুব সাবধানে ওটা রেখে দিল সে। তবে ভয় পেয়েছে, তেমন কোনও লক্ষণ লোকটার মধ্যে দেখতে পেল না রানা।

'গার্ড!' চেঁচিয়ে ডাকল সে। 'গার্ড!'

'ওদেরকে দুই স্টেশন পিছনে বেঁধে রাখা হয়েছে,' অমায়িক কণ্ঠে বলল রানা। 'ওরা তোমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে শেষ পর্যন্ত।' শ্রাগ করল। 'আসলে সময় তোমার বিপক্ষে চলে গেছে, হ্যারি।'

'তুমি... তুমি মাসুদ রানা!' কোনওমতে বলল সে।

'কোনও সন্দেহ নেই তাতে। যাকে খুন করবার জন্য স্নাইপার ব্রিগেডিয়ার হ্যামিলটন আর ডেপুটি হলকে পাঠিয়েছিলে—সে-ই।'

স্যাণ্ডার্সের সঙ্গীর দিকে পিস্তল ঘোরাল রানা। পলকে চেহারা বদলে গেল লোকটার। সারামুখে এক ফোঁটা রক্তের আভাস পর্যন্ত রইল না, সর সর করে গড়িয়ে নেমে গেল সব। ব্লটার দিয়ে শুষে নেয়া হয়েছে যেন। ঠোঁট একদম সাদা।

'ফর গড'স সেক। এসবের সাথে আমার কোনও সম্পর্ক নেই,' কাঁপা গলায় বলল ডেভিড হকিনস। 'আমি কিছুর সাথে জড়িত নই। আমি... আমি কোনও শত্রুতা চাই না।'

'তা হলে হাতের ওটা ফেলে দিন, সার, নইলে আপনাকে ফেলে দেব। এখানে ইয়ার্কি করতে আসিনি আমি।'

সশব্দে আছড়ে পড়ল পেরাৎজি।

'তুমি হয়তো ভাবছ আমি ভয় পেয়েছি, মাসুদ রানা,' রাগে চাউনি সরু করে তাকিয়ে থাকল স্যাণ্ডার্স। মাথা নাড়ল। 'ভুল

ভাবছ। জীবনে তোমার মত অনেক মাস্তানের মোকাবেলা করেছি আমি। কাজেই ওসব পরোয়া করি না। আমার বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না তুমি।'

'আত্মবিশ্বাস থাকা ভাল,' রানা বলল। 'তবে বেশি থাকা ভাল না। অবশ্য তোমার সাহস আছে, স্বীকার করতেই হবে।'

'ও কী চায়, দেখো!' ডেভিড হকিনস হড়বড় করে উঠল। 'ওর সাথে নেগোশিয়েট করো, হ্যারি। এখন... এই পর্যায়ে আমি কোনও ঝামেলা চাই না।'

'মুখটা বন্ধ রাখুন, সার,' শীতল গলায় বলল রানা। 'একশ' গজ দূরে জন নিউম্যান বসে আছে আপনার বুক বরাবর পয়েন্ট থ্রিজিরোএইট তাক করে। চুপ করে থাকুন। মুখ বেশি নড়তে দেখলে ও গুলি করে বসতে পারে।'

হপ্ করে মুখ বুজে ফেলল প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী। রক্তশূন্য চেহারা আরও রক্তশূন্য হয়ে উঠল। কেউ তার দিকে রাইফেল তাক্ করে আছে, অমন অলক্ষুণে চিন্তা একেবারে অসাড় করে দিল তাকে। পাথর হয়ে গেল সে। একচুল যে নড়বে, সে সাহস পাচ্ছে না।

স্যাণ্ডার্সের দিকে ফিরল রানা। 'এবার বলো, মিস্টার জুনিয়র। তোমার বাবা, দ্য গ্রেট অ্যাণ্ড নটোরিয়াস গ্যারি স্যাণ্ডার্স পঁয়ষট্টি সালে কোন্ অপরাধে চার্লস নিউম্যানের মত একজন সৎ, সাচ্চা দেশপ্রেমিক ট্রুপারকে হত্যা করেছিল?'

'জাহান্নামে যাও তুমি!' খেঁকিয়ে উঠল হ্যারি স্যাণ্ডার্স। 'আমার দায় পড়েনি তোমার কোনও প্রশ্নের জবাব দিতে। অনেক প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী বন্ধু আছে আমার, মনে রেখো। আজ যদি আমার কিছু হয়ে যায়, কাল থেকে ওরা তোমার পিছনে লাগবে। গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, যদি সেরকম পরিস্থিতি আসে, তোমাকে কবরে না শোয়ানো পর্যন্ত বিশ্রাম নেবে না তারা।'

মাথা নাড়ল রানা। 'হতে পারে। কিন্তু তাতে তোমার কোনও লাভ হবে না। সেই খুশিতে বগল বাজাবার সুযোগ তোমারও হবে না। গট দ্যাট? আমিও গ্যারাণ্টি দিয়ে বলছি, এখন তুমি হয় আমার প্রতিটা প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দেবে, নয়তো প্রথম ফেজে হাঁটুর একটা বাটি হারাবে। কোনটা চাও তুমি?'

'হাঁটুর বাটি হারাব!' ফুঁসে উঠল জুনিয়র। রাগে রীতিমত কাঁপছে সে। 'আমি... '

'শুধু শুধু কথা বাড়াচ্ছ কেন?' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল আতঙ্কিত ডেভিড হকিনস। 'সমঝোতা করো। যত টাকা চায়, দিয়ে রফা করো। সময় নষ্ট কোরো না, হ্যারি!'

'তুমি চুপ করো!' পাল্টা ধমক লাগাল স্যাণ্ডার্স। 'সব কাজ টাকায় হয় না।'

'এই তো বুঝেছ। বলো।'

জ্বলন্ত চোখে কয়েক মুহূর্ত রানাকে দেখল লোকটা। তারপর মনস্থির করে মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে, বলছি। জনকেও ডাকো তা হলে। ওর বাপের মৃত্যু সম্পর্কে এই প্রথম ও শেষবারের মত কথা বলব আমি। ও-ও শুনুক।'

'জন ব্যস্ত আছে বলেছি তো!' রানা বলল। 'আসতে পারবে না।' পকেট থেকে একটা মিনি টেপ রেকর্ডার বের করে দেখাল। 'এটায় তোমার কথা রেকর্ড করে নিচ্ছি আমি। পরে ওকে শোনাব। তুমি বলে যাও।'

আগুন ঝরা অপলক দৃষ্টিতে রানাকে মাপল লোকটা। মনে হলো সুযোগ পাওয়ামাত্র ঝাঁপিয়ে পড়বে। রাগে বুনো মোষের মত ফুঁসছে। চওড়া বুক ওঠানামা করছে ঘন ঘন।

'ঠিক আছে। শোনো তা হলে,' বলে একটু থামল। 'জনের বাবার কিছু জমি কেনার ইচ্ছে ছিল। তাই পোক কাউণ্টি ডিডস অ্যাণ্ড ক্লেইমস অফিসে রেকর্ডস ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়েছিল সে। গিয়ে জানতে পারে, সাউথল্যাণ্ড গ্রুপ নামের একটা প্রতিষ্ঠান

কাউন্টির বেশিরভাগ জমিজমা কিনে নিয়েছে। চার্লস নিউম্যান মানুষটা ছিল অন্যের সবকিছুতে নাক গলিয়ে বেড়ানো পদের। তাই বিষয়টা নিয়ে তদন্তে নামে সে এবং এমন কিছু তথ্য জানতে পারে যা তার জানা উচিত হয়নি।'

'কী সেসব তথ্য?' মুখ খুলল রানা।

'সাউথল্যাণ্ড আসলে একটা ডামি কর্পোরেশন ছিল, যার মালিক ছিল আমার বাবা আর ডেভিডের বাবা হাওয়ার্ড হকিনস, কংগ্রেসম্যান। জমি কিনতে হাজার হাজার ডলার লগ্নি করেছে তারা। একটা পার্কওয়ে বা হাইওয়ে নির্মাণ করে এই অঞ্চলের উন্নতি করা ছিল এর উদ্দেশ্য। কিন্তু জনের বাবা এমন গোপন একটা বিষয় জেনে যাওয়ায় সমস্যা দেখা দেয়। সে মুখ খুললে বিপদ হয়ে যাবে। তাকে কেনাও যাবে না, আবার এত লাভজনক একটা প্রকল্প হাতছাড়া করতেও রাজি ছিল না আমার বাবা, বা হাওয়ার্ড হকিনস।'

'অথচ এ খবর প্রকাশ হয়ে পড়লে দু'জনেরই পাওয়ার এবং পজিশন হুমকির মুখে পড়বে। তাই চার্লস নিউম্যানকে থামিয়ে দেয়া ছাড়া তাদের কোনও উপায় ছিল না। এরপর ওর বাবা আর আমার বাবা ব্লু আইয়ের তখনকার শেরিফকে নিয়ে পরিকল্পনা করে। নিজেদের পরিচিত আরও কিছু কন্ট্যাক্ট ছিল ফোর্ট স্মিথের সেবাস্টিয়ান কাউন্টি জেলে, তাদের মাধ্যমে জ্যাক রিচি নামের একজনকে চার্লস নিউম্যানকে মেরে ফেলার জন্য নিয়োগ করা হয়। জ্যাক রিচিকে লোভ দেখানো হয়, যদি সে চার্লস নিউম্যানকে হত্যা করতে পারে, তা হলে তাকে হলিউডে নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া হবে। এই লোভে পড়ে রাজি হয়ে যায় লোকটা।

'হাওয়ার্ড হকিনস তখন ইন্টেলিজেন্স ওভারসাইট কমিটির সদস্য। সেই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে সিআইএ-র সাহায্যে রিচার্ড মিলার নামে তাদের এক এজেন্টকে দিয়ে বিকল্প একটা

প্ল্যান প্রস্তুত করান তিনি। প্ল্যানটা হলো, রিচার্ড মিলার বিকল্প হিসেবে আরও একজনকে নিয়োগ করবে এই কাজের জন্য। জ্যাক রিচি যদি ব্যর্থ হয়, তা হলে সেই লোক চার্লস নিউম্যানকে হত্যা করবে। শেষ পর্যন্ত সফল হয় তারা। এণ্ড অভ দ্য স্টোরি। সরি, বাট বিজনেস ইজ বিজনেস।'

'সত্যি বলছ তুমি?'

'মিথ্যে বলার কোনও কারণ নেই। এখন যদি মনে হয় আমার বাবা অন্যায় করেছে, আমাকে হত্যা করে তার প্রতিশোধ নিতে হবে, তা হলে দেরি না করে কাজ সেরে ফেলো। তবে পরে কী ঘটবে ভুলে যেয়ো না। নাউ, কাম অন।'

একটু ভাবল রানা। 'এ গল্প তুমি কার মুখে শুনেছ, তোমার বাবার মুখে নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ!'

হাসল ও। 'আর তাকে এইসব বলে কাজটা করতে প্ররোচিত করেছিল হাওয়ার্ড হকিনস?'

'বাট ন্যাচারালি!'

'ইউ নো? আমি শুনেছি তোমার বাবা খুব বিচক্ষণ, অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক ছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে মাথামোটা গর্দভ ছিল সে,' শান্ত কণ্ঠে বলল ও। 'তুমিও তাই। অবশ্য গল্পটা যদি তারা ইচ্ছে করে এরকম বানিয়ে থাকে, তা হলে আলাদা কথা।'

'কী বললে?'

না শোনার ভান করল ও। 'কারণ তুমি যা বললে, তা আষাঢ়ে গপ্পোকেও হার মানায়।'

চোখ কুঁচকে উঠল লোকটার। 'মানে?'

'মানে এসবের বিন্দুমাত্র সত্যতা নেই। চার্লস নিউম্যান নিহত হওয়ার ক'দিন আগে থেকে আমৃত্যু হাওয়ার্ড হকিনসের ইয়ো-ইয়ো ছিল তোমার বাবা। সে যেভাবে ঘোরাত, সেই ভাবে ঘুরত। তার সমস্ত অন্যায় নির্দেশ পালন করত গ্যাংস্টার গ্যারি

স্যাণ্ডার্স থেকে স্যাণ্ডার্স সিনিয়র হওয়ার লোভে। জাতে ওঠার জন্য। অন্ধের মত তার হুকুম পালন করে গেছে সে, কেন কী করছে তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। আর তুমি করেছ সেসবের ফলো-আপ।'

দীর্ঘ নীরবতা। কথা নেই কারও মুখে।

'আমি যদি গতকালও তোমার এই জমি কেনার গল্প শুনতাম,' রানা বলল, 'হয়তো বিশ্বাস করতাম। ভাবতাম, ওয়াশিংটনে জনের ওপর আক্রমণটাও তুমিই করিয়েছিলে। সেই অপরাধ আর টালিব্লু ট্রেইলে আক্রমণ চালানোর অপরাধে তোমাকে জনমের মত কানা-খোঁড়া বানিয়ে রেখে সন্তুষ্ট মনে নিজের কাজে চলে যেতাম। কিন্তু আজ এই গল্পে কাজ হবে না।'

'মানে?' মহা মুসিবতে পড়ে গেল লোকটা। 'বুঝলাম না।' চেহারা দেখেই বোঝা গেল মিথ্যে বলছে না সে। সত্যি কথাই বলছে। তাকিয়ে আছে হাবার মত।

'মানে, জমি বেচা-কেনার গোপন খবর জেনে ফেলায় হত্যা করা হয়নি চার্লস নিউম্যানকে,' রানা বলল।

তাকিয়ে থাকল জুনিয়র।

'আমার ধারণা, তুমি একটু চেষ্টা করলে আসল কারণ জেনে নিতে পারতে। সে যা হোক, তুমি এতদিন যা জানতে তা আসলে কাভার স্টোরি। আসল কাহিনি ভিন্ন।'

'"আসল" কাহিনি! সেটা কী?'

'একটা রেপ, একটা খুন, পালানোর চেষ্টা এবং স্পিডিং টিকেটের কাহিনি।'

পানি থেকে তুলে আনা মাছের মত ঘন ঘন মুখ খুলল আর বন্ধ করল লোকটা। তারপর মাথা নাড়ল—অর্থাৎ, বোঝেনি।

'পঁয়ষট্টি সালের উনিশে জুলাই, রাত বারোটা আটাশ মিনিটের সময় স্পিড লিমিট ব্রেক করার অভিযোগে উনিশ বছর বয়সী এক সাদা চামড়ার যুবকের নামে স্পিডিং টিকেট ইসু

করেছিলেন টহলে থাকা স্টেট ট্রুপার, চার্লস নিউম্যান। সর্বোচ্চ পঞ্চাশ মাইল গতির রুট এইটিএইটে বিরাশি মাইল গতিতে ড্রাইভ করতে গিয়ে তাঁর কাছে ধরা পড়ে যুবক। ব্লু আই আর ইংক বা লিটল জর্জিয়ার আশপাশে কোথাও। যুবক এত স্পিডে ছুটছিল কারণ সে তখন শেলি গারল্যাণ্ড নামে এক নিগ্রো কিশোরীকে লিটল জর্জিয়ায় ধর্ষণের পর হত্যা করে পালাচ্ছিল।'

মন দিয়ে রানার কাহিনি শুনছে স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। চোখে পলক পড়ছে না তার।

'ওই রাতে সিভিল রাইট আন্দোলনকারীদের গোপন মিটিং ছিল ব্লু আইয়ের ব্যাপ্টিস্ট চার্চে। সাদা চামড়ারও কয়েকজন ছিল সে মিটিঙে। সব মিটিঙেই থাকত। আমি যে রাতের কথা বলছি, সেই উনিশে জুলাই তারিখের মিটিঙে তাদের মধ্যে সেই যুবকও ছিল। মিটিং শেষ হতে শেলি গারল্যাণ্ডকে বাসায় পৌঁছে দেয়ার বা আর কিছু বলে নিজের গাড়িতে তোলে সে। ওদের বাসা চার্চের কাছেই ছিল। মাত্র দুই ব্লক দূরে। মেয়েটা সব সময় হেঁটেই যাওয়া-আসা করত। তারপরও কেন যে সেদিন মেয়েটা অল্প চেনা সেই যুবকের গাড়িতে উঠেছিল, সে রহস্যের জবাব কোনওদিনই হয়তো পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া সব কালো মা-ই ওই সময় তাদের মেয়েদেরকে ছোটোবেলা থেকে একটা বিশেষ শিক্ষা দিতেন, তারা যেন কোনও অবস্থাতেই সাদা ছেলেদের গাড়িতে না ওঠে। তবু শেলি তার গাড়িতে উঠেছিল।'

একটু বিরতি দিল রানা। 'হয়তো মরণ ওকে ঠেলে তুলে দিয়েছিল। হয়তো যুবককে অবিশ্বাস করতে বেধেছিল মেয়েটার। তার আচরণ শেলিকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছিল যে সে সত্যিই তাদের বন্ধু, তাদের ন্যায্য আন্দোলনের সমর্থক। তার দ্বারা শেলির কোনও ক্ষতি হতে পারে না।'

শ্রাগ করল। 'পরের ঘটনা অনুমান করে নাও। শেলিকে লিটল জর্জিয়ার রেড ক্লে ডিপোজিটের কোথাও নিয়ে ধর্ষণের পর

খুন করে সে। তারপর পালিয়ে যাওয়ার সময় চার্লস নিউম্যানের চোখে পড়ে এবং তাঁর স্পিডিং টিকেট রিসিভ করতে বাধ্য হয়। ওই শমন নিয়ে কোর্টে গেলে যে বিপদে পড়তে হবে, তা তার অজানা ছিল না। তার ভয় ছিল, সে কোর্টে হাজিরা দিতে যাওয়ার আগেই পুলিশ শেলির মৃতদেহ উদ্ধার করে ফেলবে এবং ময়না তদন্তে তার মৃত্যুর কারণ, সময়, ইত্যাদি জেনে যাবে। এবং চার্লস নিউম্যান তার স্পিড লিমিট ব্রেক করার কারণ দুইয়ে দুইয়ে চারের মত মিলিয়ে ফেলবেন। কাজেই যুবক বাধ্য হয়ে তার বাপকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে এবং বাপ তাকে বাঁচানোর উপায় বের করে। তোমার বাবাকে ডেকে টোপ ফেলে। তারপরে কাহিনির বাকি অংশ ঠিক আছে। জ্যাক রিচি আর রিচার্ড মিলারের সাহায্যে কায়দা করে নিরীহ সার্জেণ্ট চার্লসকে হত্যা করা হয়।'

পুরোপুরি বিভ্রান্ত লাগল স্যাণ্ডার্সকে। তার ক্রোধের জায়গা দখল করে নিয়েছে উদগ্র কৌতূহল।

'এতকিছু... আমার বাবা কার জন্য এ কাজ করল! সেই যুবক... কে সে?'

'ওই সময়কার অত্যন্ত প্রভাবশালী এক পলিটিশিয়ানের একমাত্র ছেলে। হার্ভার্ড পড়ুয়া ধনীর দুলাল। মেয়েঘটিত অনেক দুর্নাম ছিল যার, হ্যাণ্ডসামেস্ট ম্যান দ্যাট এভার লিভড়,' ডেভিড হকিনসের দিকে ফিরল রানা। 'আর ক'দিন পর যে এ দেশের প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছে, সম্ভবত।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল স্যাণ্ডার্সের। বন্ধুর দিকে ফিরল সে। পুরোপুরি হতভম্ব। চোখ কপালে। 'ডেভিড?' অনেকক্ষণ পর কথা বলার শক্তি ফিরে পেল সে। 'তুমি?'

'না!' ঢোঁক গিলল ডেভিড হকিনস। কপালে চিকন ঘাম। 'মিথ্যে বলছে লোকটা। আমি এসবের সাথে জড়িত নই।'

পাত্তা দিল না রানা। দ্বিতীয়বার তাকাল না লোকটার দিকে।

বলে চলল, 'টিকেট রিসিভ্ করে বাসায় ফিরে যায় আতঙ্কিত ডেভিড হকিনস। বাবাকে ঘটনা খুলে বলে। সীমাহীন উচ্চাভিলাষী কংগ্রেসম্যান হাওয়ার্ড হকিনস শুনে ভাবল, ভুল করেছে তার সোনার ছেলে। না হয় একটা মেয়ের প্রাণই গেছে। কালো মেয়েই তো, এমন কী আর হয়েছে? সে জন্য তার হার্ভার্ড পড়ুয়া একমাত্র ছেলেকে কেন ভুগতে হবে? কেন তার সোনালি ভবিষ্যৎ বরবাদ হবে? অতএব দ্রুত অ্যাকশনে নামে সে।

'তোমার বাবার সামনে টোপ ফেলে: আমি আড়ালে থেকে তোমার চাহিদা মিটিয়ে যাচ্ছি, তুমি আমার এই উপকারটা করে দাও। বিনিময়ে তোমার গ্যাং স্টার বদনাম ঘুচিয়ে দেব আমি। স্যাণ্ডার্স সিনিয়র করে তোমাকে জাতে তুলে দেব। তার পরামর্শে গ্যারি স্যাণ্ডার্স সিআইএ-র রিচার্ড মিলারকে ঢুকিয়ে নেয় মিশনে। শেলির মৃতদেহ লিটল জর্জিয়া থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় মিলার। তারপর তোমার বাবা ব্লু আইয়ের শেরিফকে দিয়ে নানলির টিম্বার মার্চেন্ট, রিয়াজুর রহমানের একমাত্র ছেলে, ফয়েজুর রহমান গালিবের একটা শার্ট চুরি করিয়ে সেটার পকেট ছিঁড়ে নিয়ে শেলির মুঠোর মধ্যে গুঁজে দেয়। পরে শার্টটা আবার তার বেডরুমে রেখে আসা হয়। সেই পকেটের জন্য জন্মের মত ফেঁসে যায় গালিব। সাতষট্টি সালে শেলি গারল্যাণ্ড ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ড হয় তার।' একটু বিরতি দিল মাসুদ রানা।

'শার্টটা যাকে দিয়ে চুরি করানো হয়, সেই লোক কয়েক বছর আগে মাতাল অবস্থায় সমস্ত গোপন কথা ফাঁস করে দেয় একদিন। অনেকেই তখন এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারে। কিন্তু ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের পুরনো এক অবিচারের নতুন করে বিচার চাওয়ার মত কেউ তখন ছিল না। যা হোক, নিজের ছেলেকে বাঁচাতে অনায়াসে একটা নিরীহ ছেলেকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয় পিশাচ হাওয়ার্ড হকিনস। তাতে কোনও সমস্যা হয়নি। সমস্যাটা ছিল চার্লস নিউম্যানকে নিয়ে। তারা ইচ্ছে

করলে কোর্টের রেকর্ড থেকে টিকেটটা সহজেই গায়েব করে দিতে পারত, কিন্তু ট্রুপারের মন থেকে সেটার স্মৃতি মুছে ফেলতে পারত না। শেলির লাশ উদ্ধার হলেই যে তিনি দুইয়ে দুইয়ে চার করে নেবেন, জানত। এটাও জানত, দুনিয়ার কোনওকিছুর বিনিময়েই চার্লস নিউম্যানের মুখ বন্ধ করা যাবে না। অর্থাৎ তাকে হত্যা করা ছাড়া তাদের কোনও উপায় নেই। কাজেই ব্যাপারটা যাতে সন্দেহজনক মনে না হয়, সে জন্য যত্নের সাথে ফাঁদ পাতে হাওয়ার্ড হকিনস গং। জ্যাক রিচির মত এক নীতিহীন, থার্ড ক্লাস চোরকে দিয়ে ওয়ালড্রনে ডেকে নিয়ে হত্যা করায় চার্লস নিউম্যানকে। বিল হ্যামিলটন নামে এক স্নাইপারকেও ব্যবহার করা হয় এ কাজে।'

হ্যারির হাঁ বন্ধ হতে সময় লাগল। 'তুমি... এত কথা জানলে কীভাবে? একজন বিদেশি... এত পুরনো কথা... '

মাথা নাড়ল রানা। 'এ ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি কোনও বিষয় নয়। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সূত্র আর তথ্য দিয়ে ঠিকমত মালাটা গাঁথতে পারাটাই হলো আসল।'

'সব মিথ্যে কথা!' আবার হড়বড় করে উঠল ডেভিড। ধমকের সুরে বলল, 'সব মিথ্যে, প্রলাপ বকছে লোকটা। কোনও প্রমাণ নেই এসবের। পলিটিশিয়ানরা সব সময়ই এ ধরনের গুজবের শিকার হয়ে থাকে, জানা কথা। ইট'স ননসেন্স, হ্যারি। কী শুনছ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে! সব ভুয়া। এসবের কোনও প্রমাণ নেই ওর কাছে।'

'প্রমাণ আছে,' বলল রানা।

অদৃশ্য দেয়ালে ধাক্কা খেল সে। 'কী প্রমাণ?'

রশিদ বইয়ের মত ছোটো একটা বই তুলে ধরল ও। 'এই যে।' অর্ধেকের মত ব্যবহার হয়েছে ওটা।

চাউনি সরু করে তাকাল লোকটা। 'কী?'

'ট্রাফিক ভায়োলেশনের ট্যাবলেট। এই বই থেকে ইসু করা

হয়েছিল তোমার সেই স্পিডিং টিকেট। এটায় তোমার সই আছে। তারিখ, সময়, জায়গার নাম, সব লেখা আছে। যে কোনও ক্রাইম ল্যাবে নিয়ে পরীক্ষা করালেই এই ট্যাবলেটের বয়স, যে কালিতে টিকেটটা লেখা হয়েছিল তার বয়স, সব নির্ভুলভাবে প্রমাণ হয়ে যাবে। এই বই প্রমাণ করবে তুমি পঁয়ষট্টি সালের উনিশে জুলাই রাত সাড়ে বারোটার সময় কোথায় ছিলে।' নির্দয়, কঠিন হাসি ফুটল ওর মুখে।

'সেই সময় ক্ষমতার জোরে তুমি নিরীহ, নির্বিরোধী একটা ছেলের ওপর নিজের পাপের দায় চাপিয়ে দিয়ে বেঁচে যেতে পেরেছিলে, ডেভিড হকিনস। কিন্তু এখন সে উপায় নেই। সেই আমেরিকাও আর নেই। তোমার পাপ ঢাকা দিতে পুতুল নাচের আয়োজন করার জন্য তোমার বদ বাপও বেঁচে নেই।'

চোখের পলকে একদম চুপসে গেল মানুষটা। তার হ্যাণ্ডসাম চেহারাটা কালো হয়ে গেছে। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল সে। দু' হাত তলপেটের কাছে বাঁধা।

'বাবার খুনের বিচার চেয়ে দ্বারে দ্বারে ধর্না দেয়ার "অপরাধে" সেই ঘটনার চল্লিশ বছর পর তুমি জন নিউম্যানকে প্রাণে মেরে ফেলার আয়োজন করেছিলে। নতুন করে আরেকজন নিরীহ পুলিশ অফিসারের প্রাণ কেড়ে নিয়েছ। আমি আহত হয়েছি। আমার সাথে এরকম আচরণ করা হলে আমি সহজে ভুলি না। এখন আমি সেদিনের প্রতিশোধ নেব,' তার মাথা লক্ষ্য করে .৪৫ তুলল রানা। 'মরার জন্য প্রস্তুত হও, ডেভিড হকিনস।'

'প্লি-জ!' বলতে গিয়ে গলা ভেঙে গেল তার। মাথা আরও নত হয়ে গেল আপনাআপনি।

'সেদিন তুমি যে ধ্বংসের গাড়ি চালিয়ে দিয়েছিলে, তার নীচে কত মানুষ চাপা পড়েছে, জানো? কত জীবন বরবাদ হয়েছে, কতজনের কত স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেছে, খবর রাখো?

সেদিন থেকে কতজন জীবনের খোলসটা কেবল বয়ে বেড়াচ্ছে আন্দাজ করতে পারো? গালিবের মা, শেলির মা-র চোখের পানির উৎস যে শুকিয়ে গেছে, তা জানো?'

'আমি চাইনি, বিলিভ মি,' বলল ডেভিড। 'কিন্তু ও চিৎকার শুরু করায় বাধ্য হয়ে... আমি সত্যি চাইনি।'

ওদিকে স্যাণ্ডার্সের অবস্থা দেখে ভয় হলো এখনই মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। ঠোঁট একদম ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

'এসব... এসব কী শুনছি আমি!' পালা করে একবার রানাকে, একবার বন্ধুকে দেখছে সে। 'সেই বাচ্চা মেয়েটাকে... ওহ্, গড! এত বছর পর এ কী শুনছি? ডেভিড হকিনস খুনী? রেপিস্ট? তুমি দেশের প্রেসিডেন্ট... ? ওহ্, গড!'

একবার ক্ষণিকের জন্য মুখ তুলল ডেভিড। বন্ধুকে দেখেই নামিয়ে নিল দৃষ্টি। ততক্ষণে স্যাণ্ডার্সের চেহারা পাল্টে গেছে, হঠাৎ কী যেন বোধোদয় হয়েছে তার।

'তার মানে... '৮৩ সালে গাড়ি বোমা... তুমিই... ' ঘনিষ্ঠ বন্ধুর দিকে অপলক তাকিয়ে থাকল সে। 'শেলি হত্যার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিল আমার বাবা। তোমার বাবা মারা যাওয়ার পর তোমার ভয় হয়, আমার বাবা কথাটা ফাঁস করে দিতে পারে। তাই না? তাই... তুমি... তুমি... '

কথা বলতে বলতে আড়চোখে রানাকে দেখে নিল জুনিয়র, পরক্ষণে ঝট্ করে ক্রেইগহফ ধরার জন্য হাত বাড়াল। কিন্তু রানার .৪৫ দিক বদল করল দেখে মাঝপথে থেমে গেল সে।

'না!' প্রচ্ছন্ন হুমকি দিল রানা। 'হাত সরাও। পিছিয়ে যাও ওটার কাছ থেকে।'

খানিক ইতস্তত করল হ্যারি স্যান্ডার্স। তারপর অনেকটা জোর করেই হাত ফিরিয়ে নিল। অসহায় রাগে দাঁতে দাঁত চাপল বন্ধুর দিকে তাকিয়ে। 'ওকে আমি... ওকে আমি শেষ করে ফেলব!'

'আর কিছুই করার সুযোগ পাবে না তুমি,' মাথা নাড়ল রানা। 'এতকাল অনেক কিছুই করেছ তোমরা। এবার বাকি যা করার আছে, আইন করবে।'

রেকর্ডার অফ করে বুক পকেটে রাখল ও। .৪৫ অটোম্যাটিক মাথার ওপরে তুলে একটা ফাঁকা গুলি করল। শুটিং কোর্সের বড় বড় গাছে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল শব্দটা। পরক্ষণে পিছনে অনেক জোড়া পায়ের দুদ্দাড় করে ছুটে আসার শব্দ উঠল। ব্যাপার বুঝতে না পেরে হ্যারির কোঁচকানো ভুরু আরও কুঁচকে উঠল। ডেভড় হকিনসও ঘুরে তাকাল।

তখনই গাছপালার আড়াল থেকে একদল মানুষ বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। ছুটে আসছে ওদের দিকে। তাদের ব্যগ্রতা দেখে বোঝা যায়, এতক্ষণ রানার সংকেতের জন্যই চোখের আড়ালে ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছিল। সবার হাতে ক্যামেরা। অনেকের গলায় বাড়তি ক্যামেরা ঝুলছে। ভিডিও ক্যামেরাও আছে অনেকের কাছে।

ডেভিড হকিনস বা হ্যারি স্যাণ্ডার্সের জানা নেই, সারা ওকলাহোমার প্রতিটা খবরের কাগজ, টিভি স্টেশন ইত্যাদির রিপোর্টার আছে ওই দলে। এক্সক্লুসিভ নিউজ হাণ্টার।

এদেরকে জড়ো করার কৃতিত্ব জন নিউম্যানের। ডেইলি *ওকলাহোমান* পত্রিকার লাইফস্টাইলস এডিটরের সাহায্য নিয়ে কাজটা করেছে সে। আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে সাড়া জাগানো নিউজ সরবরাহ করার কথা দিয়ে এদেরকে সে জড় করেছে। ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা চেনা কণ্ঠ কানে এল।

'কোথায় সেই ক্যাবলা ব্যাটা? নার্স প্রেমিক?'

আরেকজন বলল, 'আমিও দেখব, এইবার আমার পুলিৎজার ঠেকায় কে!'

ঠিক চল্লিশ মিনিট পর প্রথম বোমাটা ফাটাল ফোর্ট স্মিথের ব্যক্তি

মালিকানার এক টিভি স্টেশন। তার পরপরই সিএনএন, বিবিসি, সিবিএসসহ প্রায় প্রতিটা নিউজ চ্যানেল হবু প্রেসিডেন্ট হাওয়ার্ড হকিনসের অতীত কুকীর্তির খবর প্রচার করতে লাগল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলো যেন গোটা আমেরিকা। হৃৎস্পন্দন প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেল। অফিস-আদালতসহ সবখানে কাজ থেমে গেছে। কাজকর্ম ফেলে টিভি সেটের সামনে বসে পড়ল মানুষজন। গালে হাত দিয়ে নীরবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে হ্যারি স্যাণ্ডার্সের স্পোর্টিং ক্লে শুটিং কোর্সে একদল সাংবাদিকের সামনে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে আছে তাদের পছন্দের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ও তার বন্ধু।

গলিবের মা এবং শেলির মা-ও আছেন সেখানে। আকুল হয়ে কাঁদছেন তাঁরা।

চেরি হিল। পড়ন্ত বিকেল। নিজের একশ' একরের বিশাল 'সাউথ হিল' র‍্যাঞ্চের মেইন হাউসের বারান্দায় অলস ভঙ্গিতে বসে আছে এক বৃদ্ধ। সিগার টানছে। চুরাশি-পঁচাশি বছর বয়স হবে মানুষটার। দীর্ঘদেহী, চওড়া হাড়ের মানুষ। দেহের তুলনায় মুখটা ছোটো। মাথায় টাক। চাউনি অন্তর্ভেদী। অনেকটা শকুনের মত। চেহারার চেকনাই আছে বেশ। দেখলে বোঝা যায় সুখী মানুষ।

আসলেই সুখী সে। শুধু সুখী নয়, অত্যন্ত সুখী। বিশেষ করে এই মুহূর্তে। কারণ বাকি জীবনের জন্য পূর্ণ বিশ্রামে যাওয়ার সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেলেছে সে। শুধু তাই নয়, ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সহায়-সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা করে দেয়ার জন্য তাদেরকে ডেকে পাঠানোর কাজটাও সেরে ফেলেছে।

দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তার পাঁচ ছেলে ও দুই মেয়ে। সবাই মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত। আগামী চার-পাঁচদিনের মধ্যে তারা একে একে এসে পড়বে। তাদের

সন্তানরাও কেউ কেউ আসবে নিশ্চয়ই। তার মানে ক'দিন পরই তাদের কোলাহলে মুখর হয়ে উঠবে সাউথ হিল।

ছেলে-মেয়ে, নাতি-পুতিদের কোলাহলে কয়েকদিনের জন্য এ বাড়ি সরগরম থাকবে, এমন দৃশ্য কল্পনা করতে গিয়ে নীরবে হেসে উঠল র‍্যাঞ্চ মালিক। স্ত্রীর কথা ভেবে একটু দুঃখ হলো। এ সময় বেচারী থাকলে ভাল হত। কিন্তু নেই সে। দু' বছর আগে ক্যান্সারে মারা গেছে। সিগার শেষ হয়ে আসতে সেটাকে নেভাতে অ্যাশট্রের দিকে ঝুঁকল বৃদ্ধ।

র‍্যাঞ্চের উত্তর সীমানায় বেড়া মেরামতের কাজ চলছে, তদারকি করতে যেতে হবে তাকে। গত দু'দিন থেকে চলছে এ কাজ। সারাদিন সেখানেই কাটে বৃদ্ধের। দুপুরে খাওয়ার সময়ে ঘণ্টাখানেকের জন্য বাসায় আসে, আবার চলে যায়। খাওয়ার ল্যাঠা চুকিয়ে ফেলেছে সে, এবার কাজে ফিরে যাওয়ার পালা।

সিগার নিভিয়ে চোখ তুলতেই দূরে ধুলোর মেঘ চোখে পড়ল তার। একটা গাড়ি আসছে। র‍্যাঞ্চের প্রাইভেট রাস্তা ধরে।

কে হতে পারে? ভাবল বৃদ্ধ র‍্যাঞ্চ মালিক। ছেলে-মেয়েদের কেউ? মাথা নাড়ল। ওদের কারও হওয়ার চান্স নেই। মাত্র দু'দিন হলো খবর দিয়েছে সে। গোছগাছ করে যাত্রা করতে আরও অন্তত তিন-চারদিন লাগবে তাদের। কাজেই এ আর কেউ হবে। কিন্তু কে? দুই কোমরে হাত রেখে অপেক্ষায় থাকল সে।

গাড়িটা আরও কাছে আসতে বোঝা গেল দু'জন আরোহী আছে ওটায়। একজন মহিলা। দু'জনই অচেনা। হেলেদুলে এসে মেইন হাউসের সামনে থামল ওটা। হালকা নীল রঙের টয়োটা মাসটাং। এক যুবক নামল চালকের সিট থেকে। তার বয়স সাতাশ-আটাশ হবে। হ্যাণ্ডসাম, স্মার্ট। সুদর্শন। তাকিয়ে থাকল বৃদ্ধ। অজান্তেই এক পা এগোল।

যুবক গাড়ির সামনে দিয়ে ঘুরে এসে মহিলাকে নামতে

সাহায্য করল। মহিলা বৃদ্ধা। সত্তর-পঁচাত্তর বয়স হবে। একেবারে শুকনো-পতলা। সামনে ঝুঁকে আছে দেহটা। ভারি ক্লান্ত, শ্রান্ত আর অবসন্ন লাগছে তাঁকে। অবশ্য চেহারা বলছে উল্টো কথা। উজ্জ্বল লাগছে চেহারা। মনে হয় কোনও এক অজানা আনন্দে ঝলমল করছে। তাই কী?

এক হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরে মেইন হাউসের দিকে পা বাড়াল যুবক। একবার চোখ তুলে গৃহকর্তাকে দেখল সে। হঠাৎ চমক ভাংল বৃদ্ধের। তার কিছু একটা করা উচিত ভেবে তাড়াতাড়ি কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল সে।

'হ্যালো! আপনাদের কোনও সাহায্য করতে পারি?'

'আমরা একটু বসব,' যুবক বলল।

'শিওর, শিওর। আসুন।'

বারান্দায় উঠে বৃদ্ধাকে বসতে সাহায্য করল র‍্যাঞ্চ মালিক। যুবকও বসল তাঁর পাশে। মহিলা একভাবে তাকিয়ে আছেন র‍্যাঞ্চ মালিকের দিকে। চোখে একটু একটু পানি দেখা দিয়েছে। বৃদ্ধ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

ছোটো একটা রুমালে চোখ মুছলেন মহিলা। যুবকের দিকে ফিরে লজ্জা পাওয়া হাসি দিলেন। তাঁর এক হাতে মৃদু চাপ দিল যুবক। সান্ত্বনার চাপড় দিল।

'আপনি বসবেন না?' মুখ তুলে র‍্যাঞ্চ মালিককে প্রশ্ন করল যুবক। 'বসুন, প্লিজ।'

'নিশ্চয়ই! ইয়ে... আপনাদের ড্রিঙ্কস... ?'

মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল যুবক। 'আপনি বসুন।'

বসল বৃদ্ধ। 'আপনাদের পরিচয়...

'বলছি। তার আগে দেখুন তো, এঁকে চিনতে পারেন কি না!' বৃদ্ধাকে দেখাল যুবক।

ভুরু কুঁচকে তাঁকে দেখল র‍্যাঞ্চ মালিক। মাথা নাড়ল। 'সরি! চিনতে পারছি না।'

'পারবেন না জানতাম,' মাথা ঝাঁকাল যুবক। 'তবে এক সময় এঁকে আপনি ভাল করেই চিনতেন। আজ...

'সরি!' বাধা দিল বৃদ্ধ। 'আমার মনে হয় আপনারা ভুল করছেন। আর কারও... '

'কোনও ভুল করিনি আমরা, মিস্টার এক্স শেরিফ, এসথার নিউবার্গ,' কঠিন গলায় তাকে থামিয়ে দিল যুবক। 'এখনও যদি এঁকে না চিনে থাকেন, আমি চিনিয়ে দিচ্ছি। ইনি সন্তানহারা এক বাঙালি মা। পঁয়ষট্টি সালে হাওয়ার্ড হকিনসের টাকা খেয়ে আপনি এঁর একমাত্র ছেলেকে শেলি গারল্যাণ্ড রেপ অ্যাণ্ড মার্ডার চার্জে গ্রেফতার করার ফিল্ড তৈরি করে দিয়েছিলেন। সেই ঘটনায় সন্তান হারিয়েছেন ইনি। দু' বছর পর আরেক দুঃখজনক ঘটনায় স্বামীকেও হারিয়েছেন। সেই থেকে কেঁদে কেঁদে চোখের পানির উৎস শুকিয়ে ফেলেছেন ইনি।' কঠোর চোখে তাকিয়ে আছে যুবক। 'এখন চিনতে পেরেছেন?'

সারা গা ঝিনঝিন করতে লাগল র‍্যাঞ্চ মালিকের। হাত-পায়ের তালু ঘামতে শুরু করেছে। নিজেকে স্থির রাখার জন্য অনেক কসরত করতে হলো তাকে। আমতা আমতা করে বলল, 'আপনি কী বলছেন আমি...

'বুঝতে পারছেন না, এই তো?' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।' পকেট থেকে মিনি টেপ রের্কডারটা বের করে সামনের টেবিলে রাখল রানা। 'মন দিয়ে শুনুন।'

লোকটার বিস্ফারিত চোখের সামনে ওটার 'অন' বাটন টিপে দিল রানা। একটা গলা শোনা গেল। একদম স্পষ্ট, গমগমে। রানা বলল, 'গ্যাংস্টার গ্যারি স্যাণ্ডার্সের ছেলে, হ্যারি স্যাণ্ডার্সের গলা এটা। এরপর আরও আছে। শুনতে থাকুন।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে পাথরের মূর্তির মত বসে থাকল প্রাক্তন শেরিফ। ঘামছে দরদর করে।

টেপ রেকর্ডার বেজে চলেছে। হ্যারির কথা, রানার বক্তব্য

এবং ডেভিড হকিনসের স্বীকারোক্তি শেষ হলো এক সময়। সেট অফ করল রানা। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কেটে গেল।

'আপনাকে দেখার খুব ইচ্ছে ছিল এই মায়ের,' এক সময় মুখ খুলল ও। 'সে কেমন মানুষ, যে একজন নির্দোষ ছেলেকে টাকার লোভে জেনেশুনে এতবড় কলঙ্কজনক মিথ্যে অপবাদসহ মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে, মা-বাপের বুক থেকে তাদের একমাত্র সন্তানকে ছিনিয়ে নিতে পারে? দেখতে চেয়েছিলেন। তাই এঁকে নিয়ে এসেছি।'

প্রাক্তন শেরিফ নির্বাক।

এদিক-ওদিক তাকাল মাসুদ রানা। প্রশংসার সুরে বলল, 'হুম! হাওয়ার্ড হকিনসকে খুশি করে পাওয়া ঘুষের টাকায় র‍্যাঞ্চ কিনে জমিদারী হালেই ছিলেন এত বছর, কী বলেন? বাই দ্য ওয়ে, আপনি এখনও দেশের হালচাল কিছু জানেন না মনে হচ্ছে?'

কয়েকবার মুখ খুলল আর বুজল র‍্যাঞ্চ মালিক। কিছু বলতে চায়, কিন্তু স্বর ফুটল না।

রানা শ্রাগ করল। 'বুঝতে পেরেছি। জানেন না। ওয়েল, মিস্টার নিউবার্গ। টিভি অন করুন। দেখুন কী চলছে দেশজুড়ে। শুধু আমেরিকা নয়, সারা পৃথিবী জেনে গেছে আপনাদের সেই অমর কীর্তির কথা।'

হাসল ও। 'ডেভিড হকিনস ইলেক্ট্রিক চেয়ারের ভয়ে একটু আগে আত্মহত্যা করেছে। হ্যারি স্যাণ্ডার্স অ্যারেস্ট হয়েছে। আপনাকেও অ্যারেস্ট করা হবে। পুলিশ যে কোনও মুহূর্তে হাজির হবে এখানে।' ভুরু নাচাল। 'কী বুঝলেন?'

'আমি... আমি...'

'ডেভিড হকিনসকে ইলেক্ট্রিক চেয়ারে বাসানোর খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ব্যাটা পুলিশের অসতর্কতার জন্য ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। তবে ভাগ্য ভাল, আপনি যে জন্যই হোক খবরটা মিস

করেছেন। নইলে আপনিও নিশ্চয়ই তার পথ অনুসরণ করতেন।'

বৃদ্ধের চোখের মণি ঘুরছে এদিক-ওদিক। বিস্ফারিত। পুরো উন্মাদের চাউনি ওটা, ভাবল রানা। মনে হচ্ছে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে যে কোনও মুহূর্তে।

'তা হয়নি দেখে আমি খুশি। এখন পুলিশ না আসা পর্যন্ত আপনাকে পাহারা...

চেয়ার উল্টে দড়াম করে আছড়ে পড়ল বৃদ্ধ। কাঠের ঘর কেঁপে উঠল থর থর করে। কিছু সময় নিথর দেহটার দিকে তাকিয়ে থেকে শ্রাগ করল রানা। জ্ঞান হারিয়েছে।

'ইয়েস?' দ্বিতীয় রিঙে একটা নারী কণ্ঠ সাড়া দিল।

'আপনাদের একজন পেশে... ইয়ে, রেসিডেন্ট, মিস জুডি ক্যামেরনের সাথে কথা বলতে চাই।'

'আপনি কে বলছেন, প্লিজ?'

'আমি ওঁর এক পুরনো বন্ধুর ছেলে বলছি আরক্যানসোর ব্লু আই সিটি থেকে। আমার নাম জন নিউম্যান।'

'চিনেছি। আপনি ক'দিন আগে আমাদের এখানে এসেছিলেন সম্ভবত?

'রাইট, ম্যা'ম।'

'সেদিন আপনারা চলে যাওয়ার পর ওল্ড লেডিকে আমি দ্বিতীয়বারের মত কাঁদতে দেখেছি। খুব কেঁদেছেন উনি।'

খানিক বিরতি। 'আহ্... লেডিকে দিন, প্লিজ। ওঁর জন্য একটা খবর আছে।'

'আমি দুঃখিত... যে... ' থেমে গেল মহিলা।

রিসিভার কানের সঙ্গে চেপে ধরল জন। 'সরি?'

'ওল্ড লেডি আজ দুপুরে মারা গেছেন, সার। ঘণ্টা দুয়েক আগে।'

একটু চুপ করে থেকে হালকা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জন। বিড়বিড়

করে বলল, 'শুনে খুব কষ্ট পেলাম। তাঁকে জরুরি একটা খবর দিতে চেয়েছিলাম। হলো না।'

'আমার মনে হয়... খবরটা উনি জেনে যেতে পেরেছেন।'

'মানে?'

'ব্লু আই সিটির পুরনো এক রেপ অ্যাণ্ড মার্ডার ঘটনার লেটেস্ট সিচুয়েশনের ওপর টিভির লাইভ রিপোর্টিং দেখার সময় হাসিমুখে চোখ বুজেছেন তিনি। জেনে গেছেন তাঁর বন্ধুকে কে, কেন হত্যা করেছিল।' বিরতি দিল মহিলা। 'ওয়ান থিং মোর, সার।'

'ইয়েস?'

'ওল্ড লেডি তৃপ্তির হাসি মুখে নিয়ে চোখ বুজেছেন। সেই হাসি এখনও অম্লান আছে, সার।'

***

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

বিপদে সোহানা

কাজী আনোয়ার হোসেন

[পাঁচটি উপন্যাসিকা]

বিপদে সোহানা

নড়বড়ে এক স্কটিশ দুর্গে সোহানাকে আটকে রেখে রানাকে হাতের মুঠোয় পেতে চাইছে পুরনো শত্রু গডরিজ। বোঝাই যায়, খবরটা শুনে মাথা খারাপ হয়ে যাবে রানার। কিন্তু তারপর?

খুনের দায়

নিউ ইয়র্কের রানা এজেন্সিতে হাজির হলো লইয়ার অ্যাডাম ক্লিপটন: একজন মানুষকে খুঁজে দিতে হবে। দায়িত্ব নিল গিলটি মিয়া, তাকে খুঁজে বেরও করল। কিন্তু সেইদিনই খুন হয়ে গেল লোকটা। এবং দায় চাপল...

এমনি আরও তিনটি রোমাঞ্চকর কাহিনি:

রানা-সোহানা

খুনে পিশাচ

ও

বিদেশি বৈজ্ঞানিক

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

জহির
৪৭৫ দক্ষিণ গোরান, ঢাকা - ১২১৯. মোবাইল- ০১৮১৯২২২৪৩৭.

প্রিয় কাজীদা, ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে, আমার মত অলসকে ই-মেইলের মাধ্যমে চিঠি লেখার সুযোগ করে দেয়ার জন্য। রানা পড়ছি প্রায় পঁচিশ বছর হবে, পোস্ট করার ঝামেলায় চিঠি লেখা হয়ে ওঠেনি আজও, তাই আবারও ধন্যবাদ। দুর্গম দুর্গ দিয়ে ঢুকেছিলাম রানার সাম্রাজ্যে , আজও বেরুতে পারলাম না। সম্ভবত "পাশের কামরা"র আলোচনায় আপনার সমবয়সী কারও চিঠিতে পড়েছিলাম—দিন যায়, দিন যায়, স্বপ্নের মত! সত্যি স্বপ্নের মত দিনগুলো কেটে গেল রানাকে সাথে নিয়ে। হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে দোয়া করি আপনাকে, সুস্থ থাকুন, দীর্ঘায়ু হোন, যেন আরও বহু বছর রানা পড়ার সৌভাগ্য হয় আমাদের।

মাসুদরানার পাঠকদের "আই লাভ ইউ ম্যান, অগ্নিপুরুষ"—এসব বই নিয়ে সবসময় বেশি মাতামাতি করতে দেখা যায়। আমি অনুরোধ করবো "অগ্নিপুরুষ" পড়ার আগে অবশ্যই "চারিদিকে শত্রু" পড়ে নেবেন, তা হলে অগ্নিপুরুষের পরিপূর্ণ স্বাদ পাবেন। আর রানা সিরিজের বহু ভালোর ভীড়ে যেগুলো ঘুমিয়ে আছে, তা হচ্ছে: "বিস্মরণ, সেই উ সেন, সংকেত, টার্গেট নাইন, রিপোর্টার, কে কেন কিভাবে, শ্বেত সন্ত্রাস, মুক্ত বিহঙ্গ, স্পর্ধা, কালো ফাইল, পপি।" আর আমার হাতের "দ্বীপান্তর"-ও খুব ভালো লেগেছে, বইটি ছোট হলেও এক নিঃশ্বাসে পড়ার মত।

সবশেষে সেবা প্রকাশনীর সাথে জড়িত অতীত ও বর্তমানের সবার প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করছি।

✵হঠাৎ অনেকদিনের পুরনো বন্ধুর চিঠি পেলে যেমন লাগে, তেমনি

ভাল লাগল আপনার চিঠিটা। বর্তমান ব্যস্ততার মাঝেও যে লিখেছেন সেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। পঁচিশ বছর পেরিয়ে যাবার পর এখনও পড়ছেন, সেজন্য আরও একবার ধন্যবাদ।

হারুন

নিউ মুরিং, চট্টগ্রাম।

নবম শ্রেণী থেকে আপনার মাসুদ রানা সহ সেবা প্রকাশনীর সকল বই-ই পড়ি। তবে সব থেকে প্রিয় হচ্ছে মাসুদ রানা। মাঝে বেশ কিছুটা ঝুলে পড়েছিল, কিন্তু স্নাইপার, হ্যাকার, মৃত্যু শীতল স্পর্শ, অচেনা বন্দর, অন্তর্ধান বইগুলো পড়ে আগের মাসুদ রানার সেই থ্রিলিং ভাবটা আবার ফিরে পেয়েছি।

মাসুদ রানা সিরিজের নতুন বই দ্বীপান্তর পড়লাম। একটি ভিন্নধর্মী কাহিনি হিসাবে বইটি আমার খুব ভাল লেগেছে, আশা করি অন্য পাঠকদেরও ভাল লাগবে। প্রচ্ছদটি খুব সুন্দর হয়েছে, ইসমাইল আরমান ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ওনাকে হ্যাকার ভলিউমের প্রচ্ছদের জন্য আরেকটা বাড়তি ধন্যবাদ দিচ্ছি। এখন গুপ্ত আততায়ীর জন্য অপেক্ষা। তাড়াতাড়ি বের করুন।

❊কেমন লাগল জানাতে ভুলবেন না। চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

জিসান আহমেদ নীল, মোবা: ০১৭২৩-৫৪০০৬৫

প্রযত্নে: পোস্টার গ্যালারী, বোয়ালমারী, ফরিদপুর।

'অন্তর্ধান'-এর উত্তেজনার রেশ শেষ হতে না হতেই হাতে পেলাম 'মাসুদ রানা' সিরিজের আরও একটি পারমাণবিক বোমা 'ড্রাগ লর্ড'। সাথে সাথে পড়তে বসে গেলাম। মুহূর্তের মধ্যে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা শেষ হতে লাগল। প্রতিটা লেখা গপ গপ করে গিলতে থাকলাম। পড়া শেষ হতে মনটা অজানা ভাল লাগায় ভরে গেল। শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখি সমস্ত উত্তেজনা ঘাম হয়ে ঝরছে। বইটির লাস্ট ফিনিশিং চমৎকার লেগেছে। বিশেষ করে পিটসেনের উপযুক্ত শাস্তি হওয়ায় ভীষণ খুশি হয়েছি। তবে বইটিতে কিছু কিছু জায়গায় ভুল ধরা পড়েছে। যেমন–১৮২ পৃষ্ঠার শেষ দিকে নোভা রানাকে প্রশ্ন করছে– 'এখন কী করব আমরা?' তখন রানা জবাব দিল 'পপিকে উদ্ধারের চেষ্টা করব।' এখানে পপি না হয়ে নিনা হবে। আবার ১৯০ পৃষ্ঠায় ১৩ নম্বর লাইনে 'জানালার কাঁচ নামাও, নোভা। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল নোভা।' এখানে আণ্ডার লাইন দেওয়া জায়গায় রানা হবে। যাই হোক, আমার মনে হয় এগুলো ছাপার ভুল। কাজীদা নিশ্চয়ই এর প্রতিকারে কার্যকর ব্যবস্থা নেবেন। চমৎকার বইটি উপহার দেওয়ার জন্য কাজীদাকে বিশাল একটা ফ্রুট কেকের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। একাই সাবাড় করবেন না যেন। রনবীরদাকে ভাগ দিয়েন। তাঁর করা প্রচ্ছদ চমৎকার হয়েছে।

❊হ্যাঁ, বইটিতে বেশ কিছু ভুল রয়ে গেছে। রিপ্রিণ্টের সময় ঠিক করার

কথা মনে রাখব। ...হ্যাঁ, দিয়েছি এক পিস।

ইরফান আজাদ

উত্তর কাফরুল, ঢাকা

প্রথমেই সেবার সকল লেখক ও পাঠক-পাঠিকার প্রতি রইল আগামী ঈদের শুভেচ্ছা। আপনার জন্য এক্সট্রা শুভেচ্ছা ইমেইলে আলোচনা বিভাগ চালু করার জন্য। এর মাধ্যমে পাঠকদের একটা ইচ্ছে পূরণ করলেন আপনি। আমি নিজে সেবা প্রকাশনীর একজন পুরানো ভক্ত হলেও কোনোদিন আলোচনা বিভাগে লিখিনি, কারণ খাম বা পোস্টকার্ড কেনা, তারপর আবার চিঠি লিখে পোস্ট করা—এইগুলি খুব ঝামেলা মনে হত। ইমেইলে পত্র পাঠানোর নিয়ম চালু করায় অন্তত আমি খুব খুশি হয়েছি। যুগোপযোগী কাজ হয়েছে একটা। আমার মনে হয় অনেকেই সেটি স্বীকার করবেন।

যাই হোক, এবার বইয়ের প্রসঙ্গে আসি। সদ্য প্রকাশিত রানার বই দ্বীপান্তর পড়লাম। বইটা হাতে নিয়ে সত্যি বলতে কি খুবই মর্মাহত হয়েছিলাম। এইটুকুন বইয়ের মধ্যে কাজীদা কি আর লিখবে? কিন্তু পড়তে শুরু করেই ধারণা বদলে গেল। ঘড়ি দেখি নাই, তবে মনে হয় দেড় ঘন্টার মত লেগেছে বইটা পড়তে। কিন্তু এই দেড় ঘন্টা দম ফেলতে ভুলে গিয়েছিলাম। বাপরে বাপ, বই ছোট হলে কী হবে, তেজ আছে। ডেনজারাস হয়েছে বইটা। আপনার কাছে আমরা এই মানের বইই আশা করি। অসাধারণ! ইসমাইল আরমান ভাইয়ের প্রচ্ছদও খুব সুন্দর হয়েছে। আচ্ছা কাজীদা, তিনি আসলে কি? প্রচ্ছদশিল্পী, না অনুবাদক? পার্ল মেইডেন আর জুয়েল অফ সেভেন স্টারস পড়েছি। খুব ভাল লেগেছে। আর কোনও অনুবাদ কি পাব তার কাছ থেকে?

❋খুব শীঘ্রি কয়েকটি অনুবাদ পাবেন ইসমাইল আরমান ভাইয়ের। প্রচ্ছদও।...ভাল লাগার কথা সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন, সেজন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের শুভেচ্ছা রইল।

সেবা'র পাঠকদের জন্যঃ

যাঁরা সেবা প্রকাশনীর আলোচনা বিভাগে অংশগ্রহণ করতে চান, তাঁরা এখন থেকে ই-মেইলের মাধ্যমেও চিঠি পাঠাতে পারেন। আপনার বক্তব্য মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট-এ সুতন্বী এমজে ফন্টে লিখে অ্যাটাচমেন্ট হিসাবে পাঠাতে হবে। মেইল পাঠাবার আগে বিষয়বস্তুর পাশে আপনি যে-সিরিজের (রানা, তিন গোয়েন্দা, ওয়েস্টার্ন বা অন্যান্য) আলোচনায় যোগ দিতে চান, তার নাম লিখুন। মেইলের ঠিকানাঃ

alochonabibhag@gmail.com

মোঃ তানভীর সিরাজ

জামালপুর।

অনেকেই অনেক বইয়ের নাম বলে, কিন্তু গুরুত্বের দিক থেকে 'এখনও ষড়যন্ত্র'-এর চাইতে ভাল বই কি মাসুদ রানা সিরিজে আছে? নেই। আমি নিশ্চিত আপনি আমার সাথে একমত হবেন। সম্প্রতি যে বই কটা কিনেছি এর মধ্যে 'এখনও ষড়যন্ত্র' এবং 'রক্তের রঙ' বই দুটি আমাকে সবচেয়ে বেশি ধাক্কা দিয়েছে।

কাজী দা, '৭৩ সালে কী করে করলেন এই ভবিষ্যদ্বাণী? দেশে মুদ্রাস্ফীতি আর দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা হবে, পলিটিকাল কিলিং হবে আর সবশেষে দেশকে ধর্মীয় লেবাস পরানোর অপচেষ্টা হবে? বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কথাগুলো যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে। কী করে পারলেন কাজীদা?

বইয়ে মাসুদ রানা সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করেছে কিন্তু আপসোস, স্বাধীন দেশে আমাদের কোন রানা নেই।

❊রানা নেই ঠিকই, কিন্তু কয়েক কোটি মানুষ আছে। জঙ্গিবাদ বা ধর্ম-সন্ত্রাস এদেশে কোনও দিন শিকড় গাড়তে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে বলে মনে করি না। ওরা দেশের কিছু ক্ষতি হয়তো করবে, কিন্তু সব মানুষ যখন ওদের দুরভিসন্ধি বুঝে নিয়ে প্রত্যাঘাত করবে, থামতেই হবে এক সময়। বাঙালি চিরকাল মধ্যপন্থী ছিল, তা-ই থাকবে।

আবদুল্লাহ আল হারুন

সদর রোড, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী। মোবা: ০১৭১৮-১০৯৯১৭

এইমাত্র শেষ করলাম 'গুপ্ত আততায়ী-১'। দ্বিতীয় খণ্ডের অপেক্ষায় আছি। এ ছাড়া দীর্ঘদিন পর 'স্বপ্ন মৃত্যু ভালবাসা' বইটি আবার পড়লাম। বইটি পড়ে ভীষণ কেঁদেছি। আসলে যে কয়বার বইটি পড়েছি, প্রতিবারই চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি। আমার মতে সেবা'র সেরা অনুবাদ বই এটি। বইটির কাহিনি আমাকে ভীষণ নাড়া দেয়। কাজীদা, আপনি নতুন কোন অনুবাদ করছেন না কেন? আশা করি, আপনি খুব শীঘ্রই আবার অনুবাদ করবেন। একটি প্রশ্ন: সেবা প্রকাশনী কি ওয়েস্টার্ন লেখক সঙ্কটে ভুগছে? যদি তাই হয়, তা হলে কি ওয়েস্টার্ন ভক্তরা রানা কিংবা তিন গোয়েন্দার মত নিয়মিত বই পাবে না? ২০০৯ সালে এ পর্যন্ত তিন গোয়েন্দার ৯টি বই ও মাসুদ রানা'র ৮টি বই বেরিয়েছে। কিন্তু ওয়েস্টার্ন সিরিজের মাত্র ৩টি বই বেরিয়েছে, যা খুবই দুঃখজনক। ওয়েস্টার্ন সিরিজের নতুন লেখকের আগমন হোক, এই কামনাই করছি। প্রথম আলোয় ঈদ সংখ্যায় লেখা দেয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

❊ওটা পড়েছেন বলে আপনাকেও ধন্যবাদ। ...ওয়েস্টার্ন আসছে।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে অবশিষ্ট টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজারের কাছে লিখুন। বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ৩০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

২/১১/০৯ জাদুকরের ভেল্কি+মিশর-রহস্য+হিম মৃত্যুর ফাঁদে
(তিন গোয়েন্দা ভলিউম-১১২) শামসুদ্দীন নওয়াব

জাদুকরের ভেল্কি: শামসুদ্দীন নওয়াব: প্যালেস থিয়েটারে নামকরা জাদুকরদের প্রতিযোগিতা, সেখানে ঘটছে নানান ধরনের অঘটন। কে ঘটাচ্ছে সেসব? কেন ঘটাচ্ছে? কীভাবে ঘটাচ্ছে? প্রতিযোগিতা শেষে কে হবে আমেরিকার সেরা জাদুকর?...ওদিকে আবার নস্টালজিয়া ল্যাণ্ড অপেরা হাউসে শুরু হলো জ্বলজ্বলে সবুজ ভূতের বিদঘুটে উপদ্রব। তদন্ত করার এমন সুবর্ণ সুযোগ পেলে কি আর ছাড়ে তিন গোয়েন্দা?

মিশর-রহস্য: শামসুদ্দীন নওয়াব: মিশরীয় পিরামিডের অভ্যন্তরে বন্দি খুনী লোকার মুক্তির ক্ষণ ঘনিয়ে আসছে। আঁতকে উঠলেন প্রফেসর জোসেফ মিলার। তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে ভয়ঙ্কর মমিগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? রুখে দাঁড়াল কিশোর আর হিরু চাচা।

হিম মৃত্যুর ফাঁদে: শামসুদ্দীন নওয়াব: ভারমণ্টে বন্ধু রনির বাসায় বেড়াতে গেছে তিন গোয়েন্দা আর ডন। রাতের বেলা বরফের উপর গরম কাপড় ছাড়া স্কেটিং করে কে? কারা হাতছানি দিয়ে ডাকে ওদেরকে? ডনকে কে টেনে নিয়ে যেতে চায় বনভূমির ভিতরে? রহস্যের পর রহস্য। অনিবার্যভাবেই তাতে জড়িয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা।

২/১১/০৯ গুপ্তধনের সন্ধানে+শয়তানের জলাভূমি+ সেরা গোয়েন্দা
(তিন গোয়েন্দা ভলিউম-৮৫) রকিব হাসান/শামসুদ্দীন নওয়াব

আরও আসছে

৮/১১/০৯ ভাগ্যচক্র-২০১০ (বর্ষফল) কাজী সারওয়ার হোসেন

মাসুদ রানা

গুপ্ত আততায়ী

[দ্বিতীয় খণ্ড]

কাজী আনোয়ার হোসেন

ফাঁদটা ভালই ছিল, কিছু না বুঝেই পা দিয়ে বসল মাসুদ রানা। ফিলিক্সকে খুঁজতে গভীর বনে হানা দিল। কে জানত ওখানে ডেপুটি আর স্নাইপার ওদের অপেক্ষায় আছে ফিলিক্সকে রানার বেইট বানিয়ে? স্নাইপারের স্কোপের বৃত্তের মধ্যেই আছে ও? খোঁড়া জনকে ধরে নিয়ে গেল ডেপুটি। রানার কিছু করার নেই। কারণ স্নাইপারের স্কোপের ক্রস হেয়ার, ওর বুকে তাক্ করে ধরা আছে। এখন কী করবে ও?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০